সহীহ
আল বুখারী
৪র্থ খণ্ড
صحيح البخاري
مجلد رقم ٤

সহীহ আল বুখারী

৪র্থ খন্ড

অনুবাদে

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মুহম্মদ আমীন এম, এম ; এম, এ
আব্দুল মান্নান তালিব
অধ্যাপক এ, এম, মোঃ মোসলেম এম, এম; এম, এ,

صحيح البخاري

مجلد رقم ٤

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৫

প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

১৪শ প্রকাশ

জিলকদ	১৪৩৬
ভাদ্র	১৪২২
সেপ্টেম্বর	২০১৫

বিনিময় ঃ ৫০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARY-4th Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 500.00 Only.

কিতাবুল মাগাযী ১৭

নবী (সঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ : ১৯

কিতাবুত তাফসীর ২৯৩

সূরা আল-বাকারা : ২৯৬

৩২৭ "নামাযসমূহ বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখো" ৩২৯ "আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াও" ৩২৯ "অবস্থা নিরাপদ না হলে.........যেভাবেই প্রেক না কেন (নামায পড়ে নাও)।........." ৩৩০ "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়........." ৩৩১ ".........আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।" ৩৩১ "একটি লোকের একটি সুন্দর ফলের বাগান আছে ...." ৩৩২ "তারা এমন লোক নয় যে, মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চাবে।" ৩৩৩ "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" ৩৩৩ "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।" ৩৩৩ "তা যদি না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা জেনে রাখো।" ৩৩৪ "(ঋণী ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয়........." ৩৩৪ "তোমরা সেই দিনটি সম্পর্কে সাবধান হও,.........৩৩৪ "তোমরা অন্তরের কথা তুমি প্রকাশ করো আর গোপন করো,........." ৩৩৫ "রসূলে সেই বিধানের প্রতি ঈমান এনেছেন........." ৩৩৫

সূরা আলে-ইমরান : ৩৩৬

এ কিতাবের কিছু আয়াত 'মুহকাম'।৩৩৫ "আর আমি তাকে (মরিয়মকে) ও তার সন্তানকে........." ৩৩৬ "যারা প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে বেঁচে দেয়........." ৩৩৬ ".........হে আহলে কিতাবগণ! এসো, এমন একটা ন্যায়ভিত্তিক কথা আমরা গ্রহণ করি,........." ৩৩৯ "কখনো তোমরা নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না........." ৩৪৪ ".........তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয়........." ৩৪৫ "তোমরাই উত্তম উম্মত।........." ৩৪৬ ".........তোমাদের দু'টি দল ভীরুতা দেখাতে অগ্রসর হয়েছিল।" ৩৪৬ "হে নবী! ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।" ৩৪৬ "আর রসূল পেছনে থেকে তোমাদেরকে ডাকছিলেন।" ৩৪৭ "প্রশান্তিদায়ক তন্দ্রা" ৩৪৮ "যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে........." ৩৪৮ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত হয়েছে,........." ৩৪৮ ".........তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর।........." ৩৪৯ "আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।" ৩৫০ "তোমরা তাদেরকে (আযাব থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত) মনে করো না........." ৩৫২ "আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশলে.........জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" ৩৫৩ "যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে........ " ৩৫৪ "হে আমাদের পরোয়ারদিগার! তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছো........." ৩৫৫ ".........আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছি,........." ৩৫৬

সূরা আন-নিসা : ৩৫৭

"যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না,........." ৩৫৭ "কেউ গরীব হলে উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক তা থেকে খেতে পারবে,........." ৩৫৮ "মিরাস বন্টনের সময় কোন.........কেউ এসে উপস্থিত হলে........." ৩৫৯ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন।" ৩৫৯ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেক লাভ করবে।" ৩৫৯ "জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক সেজে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।" ৩৬০ "............ সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।" ৩৬০ আল্লাহ তা'আলা অনু পরিমাণ যুলুমও করেন না।" ৩৬১ ".........যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো........." ৩৬৩ ".........যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" ৩৬৩ "আর তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দানের অধিকারী।" ৩৬৪ ".........আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে।" ৩৬৪ "যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোক,........." ৩৬৫ "কেন তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না,........." ৩৬৬ "......... মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে?........." ৩৬৬ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম।" ৩৬৭ "আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে,........." ৩৬৭ "...........যারা কোন রকম ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বাড়ী বসে থাকে..........." ৩৬৮ "যারা

নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে........" ৩৬৯ তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় ছিল........" ৩৭০ "হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।........" ৩৭০ "........অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।" ৩৭১ "........লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়।........" ৩৭১ "যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ........" ৩৭২ "মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" ৩৭৩ "হে নবী। আমি আপনার কাছে অহী পাঠিয়েছি। ...." ৩৭৩ "........লোকজন তোমার কাছে 'কালালা' অর্থাৎ নিঃসন্তান পিতা-মাতাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায়।........" ৩৭৪ "আজ আমি তোমার দ্বীনকে তোমার জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" ৩৭৫ "যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" ৩৭৫ "(হে মূসা,) তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানে বসে থাকবো।" ৩৭৭ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে........" ৩৭৮ "সব রকমের জখমের জন্য কিসাস হবে।" ৩৭৯ "........আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন।" ৩৭৯ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।" ৩৮০ "........ যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন,........" ৩৮০ "মদ, জুয়া, দেবদেবীর আস্তানা এবং পাশার তীর এসবই অপবিত্র শয়তানী কাজ-কর্ম।" ৩৮১ "........তারা পূর্বে কিছু খেয়ে বা পান করে থাকলে তাতে কোন দোষ নাই,........" ৩৮২ তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।" ৩৮৩ "আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা', সায়েবা 'ওয়াসীলা' কিংবা হাম, নির্দিষ্ট করেননি।" ৩৮৪ "........তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক।........" ৩৮৫ "যদি তুমি তাদের আযাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দা।........" ৩৮৬

সূরা আল-আন'আম : ৩৮৬

"তাঁরই কাছে অদৃ ভান্ডারের চাবিকাঠি আছে........" ৩৮৬ "........তিনি ওপর থেকে........ যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষ ...." ৩৮৭ "যারা নিজের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।" ৩৮৭ "........তাঁদের সবাইকে আমি সারা বিশ্বের ওপর মর্যাদা দিয়েছি।" ৩৮৮ "ঐ সব লোকই আল্লাহর তরফ থেকে সুপথ প্রাপ্ত।........" ৩৮৮ "যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে, আমি নখরবিশিষ্ট প্রাণী তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।........"৩৮৯ "অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না........" ৩৯০ "তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির করো........" ৩৯০ "সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যদি সে পূর্বেই ঈমান গ্রহণ না করে থাকে।" ৩৯০

সূরা আল-আরাফ : ৩৯১

"........আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন।" ৩৯১ "........মূসা তখন বললো : হে রব। আপনি আমাকে দিন।........৩৯২ "আমি তোমাদের জন্য 'মান' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছি।" ৩৯৩ "আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল।........" ৩৯৩ "আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।" ৩৯৪ নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো,........" ৩৯৪

সূরা আল-আনফাল : ৩৯৬

"লোকেরা তোমাকে গণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ...." ৩৯৬ "নিশ্চিতভাবে বধির ও বোবা লোকগুলো আল্লাহর কাছে জঘন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত।" ৩৯৬ "........আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দাও।........" ৩৯৭ "........পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো।" ৯৮ "আপনি যে সময় তাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দিতে চাননি।........" ৩৯৮ "ফিতনা নির্মূল এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া

পর্যন্ত........." ৩৯৯ ".........যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে।........." ৪০১ ".........তোমাদের মধ্যে যদি একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে।.........'৪০২

সূরা বারায়াত: ৪০৩

"তোমরা যেসব মুশরিকের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছ..........." ৪০৩ "...........জেনে রেখো যে, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও।........." ৪০৩ "এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে মহান হজ্জের দিনে ঘোষিত হচ্ছে যে,........." ৪০৪ "তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সন্ধি-চুক্তি করে রেখেছ।".........৪০৫ "অতএব তোমরা কাফের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো।........." ৪০৫ "যারা সোনা-রূপা কেবল জমা করে রাখো........." ৪০৬ "যেদিন সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে,........."৪০৭ ".........মাসসমূহের সংখ্যা হলো, বার। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র।........." ৪০৮ "........যখন তাঁরা উভয়ে গুহায় ছিলেন,........." ৪০৮ "এবং অনুরাগী মর্যাদাবিশিষ্ট যারা........." ৪১১ ঈমানদারদের মধ্যে দান-সদকা প্রদানে যারা অতি অনুরাগী,........." ৪১১ "আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন........." ৪১২ ".........আপনি কখনো তাদের জানাযার নামায পড়াবেন না........." ৪১৪ "তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কসম করবে........." ৪১৫ "তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও........." ৪১৬ "মুশরিকরা সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামের অধিবাসী.........৪১৭ "অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজিরীন ও আনসারগণের ওপর মেহেরবানী করেছেন........." ৪১৮ "এবং সেই তিনজনের প্রতিও, যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল।.........৪১৯ ".........তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" ৪২১ "নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন........." ৪২২

সূরা ইউনুস : ৪২৪

"তারা বলে, আল্লাহ সন্তান ধারণ করেছেন, তিনি পরম পবিত্র।........." ৪২৪ "এবং আমি বনী ইসরা-রাইলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছিলাম।........." ৪২৫

সূরা হূদ : ৪২৫

".........নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ও অবগত আছেন।" ৪২৬ "এবং তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।" ৪২৭ ".........সাবধান যালিমদের ওপর আল্লাহর লা'নত।" ৪২৭ "নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।" ৪২৮ "এবং তোমরা দিনে দু'ভাগে ও রাত্রের প্রথমাংশে নামায কায়েম করো। ...." ৪২৯

সূরা ইউসুফ : ৪২৯

"এবং আল্লাহ তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশের ওপর তাঁর নেয়ামতরাজি সম্পূর্ণ করতে চান,........." ৪৩০ "নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।" ৪৩০ "...........বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য এক বাহানা রচনা করেছে।........." ৪৩১ "এবং তিনি (ইউসুফ) যে নারীর গৃহে ছিলো,........." ৪৩২ "অতঃপর দূত ইউসুফের নিকট আসলে........." ৪৩৩ ".........আমার আযাব অপরাধী ও পাপাচারী জাতি হতে টলে না।" ৪৩৪

সূরা আর-রা'দ : ৪৩৫

"প্রত্যেক নারী গর্ভে কি ধারণ করে আল্লাহ তা সবই জানেন........" ৪৩৫

সূরা ইবরাহীম : ৪৩৬

"সেই পবিত্র বৃক্ষটির অনুরূপ—যার মূল সুদৃঢ়………" ৪৩৬ "আল্লাহ সেসব ঈমানদারকে অটল ও দৃঢ় রাখেন, যারা পাকা কথা বলে।" ৪৩৭ "………যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে ফেলেছে?" ৪৩৭

সূরা আল-হিজর : ৪৩৮

"তবে সেই শয়তান, সে কথা চুরি করে, তাকে আগুনের ফুলকি তাড়ায়।" ৪৩৮ যাদের ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, তারা রসুলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।" ৪৩৯ "আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত আয়াত ও মহান কোরআন দিয়েছি।' ৪৪০ "যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।" ৪৪১ "আর তোমার রবের ইবাদত করো ইয়াকীন পর্যন্ত।"৪৪১

সূরা আন-নাহ্‌ল : ৪৪২

"আর তোমাদের কাউকে তিনি নিয়ে যান বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়ে।" ৪৪২

সূরা বনী-ইসরাইল : ৪৪২

"তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে সফর করিয়েছিলেন।" ৪৪২ "আর আমি মর্যাদা দান করেছি বনী আদমকে।" ৪৪৩ "আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি,………" ৪৪৩ "নূহের সাথে নৌকায় আমি যাদেরকে সওয়ার করিয়েছিলাম এরা হচ্ছে তাদের বংশধর।………" ৪৪৪ "আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।" ৪৪৮ "বলে দাও, ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছ,………" ৪৪৮ "যাদেরকে মুশরিকরা ডাকে, তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে………" ৪৪৯ "আমি তোমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম………" ৪৪৯ "অবশ্য ফজরে কোরআন পড়াকে হাযির করা হয়েছে।" ৪৫০ "তোমার রব তোমাকে শীঘ্রই মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।" ৪৫০ "বলে দাও, হক এসে গেছে এবং বাতিল সরে গেছে।………" ৪৫১ "আর তারা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে রূহ সম্পর্কে।' ৪৫১ "তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়ো না………" ৪৫২

সূরা আল-কাহাফ : ৪৫৩

"মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে কলহকারী" ৪৫৩ "আর যখন মূসা বললেন তার খাদেমকে আমি এভাবেই চলতে থাকবো………" ৪৫৪ "যখন তারা দুজন পৌঁছলো দুসাগরের সঙ্গমস্থলে………" ৪৫৯ "যখন তারা সে স্থান অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন………" ৪৬৪ "………এমন সব লোকের কথা বলবো, যারা আমলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।" ৪৬৮ "এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শন-গুলো………" ৪৬৮

সূরা মারিয়ম : ৪৬৯

"আর তাদেরকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের" ৪৬৯ "আর আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না" ৪৭০ "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো………" ৪৭০ "সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে?……" ৪৭১ কখ্‌খনো নয়, সে যা বলছে আমি লিখে যাচ্ছি……"৪৭১ "আর সে যা কিছু কথা বলে আমি সেসব রেখে দিচ্ছি………" ৪৭২

(ফাই-এর মাল) ওদের জন্যও………" ৫৬৩ "এবং নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা মুহাজির-দেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।" ৫৬৩

সূরা আল-মুমতাহানা : ৫৬৪

"তোমরা আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" ৫৬৪ "হে ঈমানদারগণ! যখন ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে—" ৫৬৬ "যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণের জন্য আসে………।" ৫৬৬

সূরা আস-সাফ্ফ : ৫৬৮

"আমার পরে যে রসূল আসবেন তাঁর নাম হবে 'আহ্মদ'।" ৫৬৮

সূরা আল-জুম্'আ : ৫৬৯

"এবং তাদের অন্যদেরকেও—যারা এখনও তাদের সংগে মিলিত হয়নি" ৫৬৯ "এবং যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পায়" ৫৬৯

সূরা আল-মুনাফিকূন : ৫৭০

"যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে………" ৫৭০ "তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে" ৫৭১ "এর হেতু এই যে, তারা একবার ঈমান এনেছে। পুনরায়………" ৫৭২ "আর যখন আপনি তাদের দিকে নজর করবেন………তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" ৫৭৩ "বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায়।" ৫৭৩ "এবং যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এসো………দম্ভভরে ফিরে যায়।" ৫৭৪ "আপনি তাদের জন্য মাগ-ফিরাত কামনা করেন বা না করেন………" ৫৭৫ "………রসূলুল্লাহর চারপাশের লোকদের ওপর কোন খরচ করো না………" ৫৭৬ "……সেখানকার মর্যাদাবানরা লাঞ্ছিতদেরকে বহিষ্কার করবে।………… "৫৭৬

সূরা আত-তাগাবুন : ৫৭৭

সূরা আত-তালাক : ৫৭৭

"আর গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।………" ৫৭৮

সূরা আত-তাহরীম : ৫৮০

"এভাবে আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান।" ৫৮১ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শপথের কাফ্ফারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন………" ৫৮১ "নবী যখন তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি কথা বললেন………" ৫৮৪ "তোমরা দুজন যদি আল্লাহর কাছে তওবা করো………" ৫৮৪ "আর তোমরা দুজন যদি তাঁর মুকাবিলায় জোটবদ্ধ হও………" ৫৮৫ "তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে………" ৫৮৫

সূরা আল-মুলক : ৫৮৬

সূরা আল-কালাম : ৫৮৬

"অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত" ৫৮৬ "যেদিন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে" ৫৮৬

"আর দিনের শপথ। যখন তার আলো উদ্ভাসিত হয়" ৬০৩ "আর সেই মহান সত্তার কসম। যিনি নারী পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন" ৬০৪ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে" ৬০৪ "যে ব্যক্তি নেক কাজকে সত্য বলে মানলো" ৬০৫ "আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো" ৬০৫ "আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো ও বেপরোয়া জীবনযাপন করলো" ৬০৬ "সে কল্যাণের কাজকে মিথ্যা জেনেছে" ৬০৬ "আমরা তাকে কঠিন পথের সুযোগ করে দেব" ৬০৭

"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেনি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি" ৬০৮ "তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি ৬০৮

"তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন" ৬১২ "পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী" ৬১০ "যিনি লেখনি দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন" ৬১৩ "তা কখ্খনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালের চুল ধরে সজোড়ে টানব........." ৬১৩

"যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ নেকী করবে সে তাও দেখতে পাবে" ৬১৫ "আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে" ৬১৬

কিতাবুল মাগাযী

নবী (সঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ

অনুচ্ছেদ : উশায়রা বা উসায়রার যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, নবী (সঃ) সর্বপ্রথম আবওয়ার যুদ্ধ করেন। তারপর যথাক্রমে বুয়াত ও উশায়রার যুদ্ধ করেন।

٣٦٥٨- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُشَيْرُ أَوِ الْعُسَيْرُ فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ

৩৬৫৮. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি যায়েদ ইবনে আরকামের পাশে বসেছিলাম। এ সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (সঃ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন : উনিশটি। আবারও জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি তাঁর সাথে কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি (যায়েদ ইবনে আরকাম) বললেন, সতেরটিতে। আবু ইসহাক বলেছেন : আমি বললাম : এসব যুদ্ধের মধ্যে কোন্ যুদ্ধটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি (যায়েদ ইবনে আরকাম) বললেন : উশায়ের বা উসায়রাহ্। বিষয়টি আমি (সাহাবী) কাতাদার কাছে বর্ণনা করলে তিনিও বললেন : উশায়রার যুদ্ধ প্রথম সংঘটিত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : বদরের যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

٣٦٥٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِأُمَيَّةَ انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ

মাগাযীর (مغازى) অর্থ হলো, নবী (সঃ)-এর নিজের ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন সেনাবাহিনীর সাথে কাফেরদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কাফেরদের নিজস্ব এলাকায়ও সংঘটিত হতে পারে অথবা তারা জবরদস্তিমূলকভাবে প্রবেশ করেছে এমন এলাকায়ও হতে পারে।

فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي فقال سعد دعنا
عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله ﷺ أنهم قاتلوك بمكة قال لا أدري
ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري
ما قال لي سعد قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي فقلت له
بمكة قال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر
أبو جهل الناس قال أدركوا فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك
متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل
حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية يا أم صفوان
جهزيني فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي قال لا وما
أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل
بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر.

৩৩৫৯. সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর ও উমাইয়া ইবনে খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় আসলে সা'দ ইবনে মু'আযের বাড়ীতে মেহমান হতো। আর সা'দ ইবনে মু'আয মক্কায় গেলে উমাইয়া ইবনে খালাফের বাড়ীতে মেহমান হতেন। হিজরত শুরু হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করলে এক সময়ে সা'দ ইবনে মু'আয উমরা করতে মক্কায় গেলেন এবং আগের মতই উমাই-য়ার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল যখন আমি শান্তভাবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দুপুর বেলা উমাইয়া তাঁকে (সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে নিয়ে বের হলেন। পথে তাদের সাথে আবু জাহলের দেখা হলে সে (আবু জাহল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বললো : আবু সাফ-ওয়ান, তোমার সাথে এ কে? উমাইয়া বললো : ইনি সা'দ (ইবনে মু'আয)। তখন আবু জাহল তাকে (সা'দ ইবনে মু'আয) লক্ষ্য করে বললো : আমি তোমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে দেখছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগী-বেদ্বীন-দেরকে আশ্রয় দান করেছো এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাও করে চলেছো। আল্লাহর কসম! তুমি এই মুহূর্তে আবু সাফওয়ানের (উমাইয়া) সংগে না থাকলে তোমার পরি-জনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ ইবনে মু'আয তার (আবু জাহল) চাইতেও উচ্চস্বরে এই বলে এ কথার জবাব দিল : আল্লাহর কসম! তুমি এতে (বায়-তুল্লাহর তাওয়াফে) যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাধা দেবো যা তোমার জন্য এর চেয়েও কঠিন হবে। আর তা হলো মদীনার ওপর দিয়ে তোমার (সিরিয়ায়) যাতায়াতের পথ (বন্ধ করে দেবো)। এ সময় উমাইয়া সা'দ ইবনে মু'আযকে বললো : হে সা'দ, ইনি এই উপত্যকার অধিবাসীদের নেতা আবু হাকাম (আবু জাহল)। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো। সা'দ বললেন : হে উমাইয়া, রাখো তোমার কথা। আল্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সে তোমার

হত্যাকারী। সে (উমাইয়া) জিজ্ঞেস করলো : মক্কার বুকে? সা'দ ইবনে মু'আয বললেন : আমি জানি না। এতে উমাইয়া ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লো। সে বাড়ী ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো : হে সাফওয়ানের মা, সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জানো? সে (উমাইয়ার স্ত্রী) বললো : সা'দ তোমাকে কি বলেছে? উমাইয়া বললো : সা'দ বলেছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, সে (আবু জাহ্‌ল) আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : সে কি মক্কার বুকে আমাকে হত্যা করবে? সে (সা'দ) বললো : তা আমি জানি না। তখন উমাইয়া বললো : আল্লাহ্‌র কসম! আমি মক্কা ছেড়ে কোথাও যাব না। বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবু জাহল সবাইকে সদলবলে বের হতে আহ্বান জানিয়ে বললো : তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো। কিন্তু উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হয়ে পড়া অপসন্দ ও বিপজ্জনক মনে করলে আবু জাহল এসে তাকে বললো : হে আবু সাফওয়ান! তুমি তো উপত্যকার (মক্কা) অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তুমি যাত্রা না করলে কেউ-ই বের হবে না। আবু জাহল বার বার তাকে অনুরোধ করলে সে বললো : তুমি যখন মানছো না তখন আমি এমন একটি সুস্থ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন উট খরিদ করব যা মক্কার মধ্যে সবচাইতে ভালো। অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীকে গিয়ে বললো, সাফওয়ানের মা, আমার সফরের জিনিস ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক করে দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো : হে সাফওয়ানের পিতা! তোমার ইয়াসরিববাসী বন্ধু যা বলেছিলো তা কি তুমি ভুলে বসেছো? সে বললো : ভুলি নাই। আমি তাদের সাথে কিছু সময় বা কিছু পথ যেতে চাই মাত্র। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মনযিলেই সে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে, গোটা পথেই এরূপ করেছে। শেষ পর্যন্ত বদর প্রান্তরে আল্লাহ্ তাকে হত্যা করলেন।

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

"আর বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অথচ তখন তোমরা দুর্বল ছিলে। তাই আল্লাহকে ভয় করো যাতে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পার। যে সময় তুমি মু'মিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হাঁ, তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং আল্লাহকে ভয় কর আর তারা (কাফের) যদি তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমার রব তোমাকে পাঁচ হাজার আক্রমণকারী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ হচ্ছে একটি শুভ সংবাদ, এর দ্বারা যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃপক্ষে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (এভাবেই আল্লাহ্) কাফেরদের দলবলকে ধ্বংস করে দেবেন আর তারা নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।"—(সূরা—আলে-ইমরান, আয়াত—১২৩-১২৭)।

ওয়াহ্শী ইবনে হারব বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন হামযা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা] তুয়াইমা ইবনে 'আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ٥ (سورة الانفال - ٧)

"স্মরণ করো, যে সময় আল্লাহ্ তোমাদেরকে (শত্রুদের) দু'টি দলের একটি তোমাদের হবে বলে ওয়াদা করেছিলেন। আর তোমরা আশংকা করছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন তাঁর ইচ্ছানুসারে হক প্রতিষ্ঠা করতে ও কাফেরদের মূলোৎপাটন করতে।"—(আল্-আনফাল—৭)।

٣٦٦٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيعَادٍ

৩৬৬০. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি কা'ব ইবনে মালেককে (তার পিতা) বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে একমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই আমি পশ্চাদপসরণ করি নাই তবে বদর যুদ্ধেও আমি অংশগ্রহণ করি নাই। বদর যুদ্ধে যারা ছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদের ভর্ৎসনা করেননি। কেননা, প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করিয়ে দিলেন।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ٥ إِذْ يُوحِي

১. এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধ আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে হয়. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য যাত্রা করেছিলেন এবং অনিবার্যভাবে এই যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের জিহাদে উৎসাহিত করার জন্য যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তাতে মনে হয়, যাত্রার সময়েই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল এবং তাদের মন-মানসও সেজন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল।

بُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ (انفال ٩-١٣)

"আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। তিনি তোমাদের ফরিয়াদের জবাবে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাবো। আল্লাহ তোমাদেরকে এ জন্যই এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যাতে তোমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃপক্ষে সাহায্য তো সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ অবশ্য পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। আর ঐ সময়ের কথাও স্মরণ করো যখন প্রশান্তি দান এবং ভীতি দূর করার জন্য আল্লাহ তোমাদের তন্দ্রাবিষ্ট করেছিলেন। আর তোমাদেরকে পবিত্র করা, তোমাদের থেকে শয়তানের সৃষ্ট অপবিত্রতা দূর করা, সাহস বৃদ্ধি করা এবং তোমাদেরকে অটল দৃঢ় রাখার জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। আর যে সময় তোমার রব ফেরেশতাদের নিকট এ কথা অবতীর্ণ করলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় রাখো, আমি এখনই কাফেরদের মনে ভয় সৃষ্টি করে দিচ্ছি। ওদের ঘাড়ের ওপর ও প্রতিটি সন্ধিস্থলে আঘাত কারো। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন।"

٣٦٦١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى

اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ ،

فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ .

৩৬৬১. ইবনে মাসউদ বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের এমন একটি বিষয় দেখেছি যা আমি করে থাকলে যে কোন সমপর্যায়ের জিনিস থেকে তা আমার নিকট অধিকতর প্রিয় মনে করতাম। এক সময় তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদ্‌দো'আ করছেন। তখন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বললেন : মূসা (আঃ)-এর কওম যেমন বলেছিলো যে, আপনি এবং আপনার পালনকর্তা রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, (আমরা এখানে বসে থাকলাম)। আমরা তেমন কথা বলব না। বরং আমরা আপনার ডান দিক, বাম দিক ও পশ্চাদ্দিক থেকে (তথা সর্বাত্মকভাবে) যুদ্ধ করবো। ইবনে মাসউদ বলেন : আমি দেখলাম : (এ কথা শুনে) নবী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি খুব খুশী হলেন।

٣٦٦٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهْزَمُ

الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

৩৬৬২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) দো'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও (কাফেররা) আমাদের

বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক তাহলে তোমার ইবাদতের লোক আর থাকবে না। এতটুকু কথা বলার পর আবু বকর তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ উঠলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন : "শত্রুদল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।"২

٣٦٦٣ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ إِلَى بَدْرٍ .

৩৬৬৩. আবদুল করীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের আযাদকৃত গোলাম মিকসামকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (মিকসাম) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেছেন : "যেসব ঈমানদার ওজর ও অক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ না করে বাড়ীতে বসে থাকে আর যেসব ঈমানদার জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে পরস্পর সমান নয়।"

(অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঈমানদার এবং বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত ঈমানদারদের মর্যাদা সমান হতে পারে না।)৩

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা।

٣٦٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ .

৩৬৬৪. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আমাকে ও (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরকে কম বয়সের মনে করা হয়েছিলো।৪

٣٦٦٥ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّيْنَ وَالْأَنْصَارُ نَيِّفٌ وَأَرْبَعُوْنَ وَمِائَتَانِ .

৩৬৬৫. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে অল্প বয়স্ক মনে করা হয়েছিলো। সে সময় মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিলো দুই শ' চল্লিশেরও কিছু বেশী।৫

---

২. বদরের যুদ্ধের দিন সকাল বেলা যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতীক্ষা করছিল, তখন নবী (সঃ) তাঁবুর অভ্যন্তরে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে এ দো'আ ও ফরিয়াদ করছিলেন। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। কারণ, প্রথমবারের মতো হক ও বাতিলের শক্তি পরীক্ষা হতে যাচ্ছিলো।

৩. এই হাদীসে কোরআন মজীদের সূরা আন-নিসার ৯৫ নম্বর আয়াতের যে অর্থ করা হয়েছে এবং খোদ হাদীসের ভাষা থেকে যা স্পষ্ট বুঝা যায় তা হলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে যারা সক্রিয় নয় বা অংশগ্রহণ করে না, মর্যাদার দিক থেকে তারা মোটেই জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঈমানদারদের সমকক্ষ নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণ যে প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য তা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪. অল্প বয়স্ক কিশোর হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) বারা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে দেননি।

৫. যারা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মক্কার কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদের মুহাজির বলা হয়। আর মদীনার যেসব ঈমানদার পিতৃ-পুরুষের ভিটে-মাটি ও সহায়-সম্বলহারা এসব মুসলমানদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়। বর্তমান যুগেও যেসব মর্দে মুজাহিদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার তাকিদে আন্দোলন করতে গিয়ে সর্বস্বহারা ও দেশ থেকে বিতাড়িত হন তারা মুহাজির। আর যেসব ঈমানদার তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তারা আনসার। এটা নির্দিষ্ট কোন যুগ বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

٣٦٦٦ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

৩৬৬৬. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারা' ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি : মুহাম্মদ (সঃ)-এর যেসব সাহাবা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের) সংখ্যা তালুতের যেসব সঙ্গী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন তাদের সমান ছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শ' দশের কিছু বেশী। বারা' ইবনে আযেব বলেন : আল্লাহর শপথ। ঈমানদার ছাড়া আর কেউ-ই তাঁর (তালুত) সাথে নদী অতিক্রম করেনি।৬

٣٦٦٧ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ

৩৬৬৭. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারীদের অনুরূপ। একমাত্র ঈমানদারগণই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন। আর সংখ্যায় তারা ছিলেন তিন শ' দশের কিছু অধিক।

٣٦٦٨ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ.

৩৬৬৮. বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা তালুতের (বনী ইসরাইলের বাদশা) সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিন শ' দশজনের কিছু বেশী ছিলো। আর কেবলমাত্র ঈমানদারগণ তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

---

৬. হযরত সামুয়েল (রাঃ)-এর সময়ে বনী ইসরাইলগণ তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তিনকে আমালেকাদের হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অভিযানে নেতৃত্ব দানের জন্য নবীর কাছে একজন বাদশাহ মনোনীত করার আবেদন করলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি তালুতকে তাদের বাদশাহ তথা প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেন। অতঃপর এ যুদ্ধাভিযানে তালুতই তাদের নেতৃত্ব দেন। প্রথমে বহুসংখ্যক বনী ইসরাইল তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেও জর্দান নদী অতিক্রম করার সময় তাদের অধিকাংশ দৃঢ়চিত্ততা ও ঈমানী চেতনার অভাবে নদীর অপর পারে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়। এরপর বাদশাহ তালুত যে স্বল্পসংখ্যক লোক নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শ' দশের কিছু অধিক। তারা সবাই ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী। এ হাদীসে তালুতের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঈমানদার লোকদের কথাই বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : কুরাইশ গোত্রের কাফের তথা শায়বা, ওতবা, অলীদ ইবনে ওতবা এবং আবু জাহল ইবনে হিশামের ধ্বংসের জন্য নবী (সঃ)-এর অভিশাপ।

٣٦٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ فَدَعَا عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ عَلٰى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَاَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

৩৬৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রের কয়েকজনের জন্য বদ্'দো'আ করলেন। বিশেষ করে শায়বা ইবনে রাবি'আ, ওতবা ইবনে রাবী'আ, অলীদ ইবনে ওতবা এবং আবু জাহল ইবনে হিশামের জন্য। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, বদরের যুদ্ধের দিন এসব লোককে নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রোদের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলো বিকৃত করে দিয়েছিলো। আর সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : আবু জাহলের নিহত হওয়ার ঘটনা।

٣٦٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَتٰى اَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ هَلْ اَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ.

৩৬৭০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন (আহত) আবু জাহল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি সেই সময় তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তার কাছে গেলেন। তখন আবু জাহল তাকে লক্ষ্য করে বললো, আজ যে লোকটিকে তোমরা হত্যা করলে (অর্থাৎ আবু জাহল) তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরশীল (উত্তম) আর কোন লোক আছে কি?

٣٦٧١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ قَالَ اَاَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ قَالَ فَاَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ.

৩৬৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে) নবী (সঃ) বললেন : কে আছ আবু জাহলের খোঁজ নিয়ে আসতে পার? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন 'আফরার দুই পুত্র তাকে (আবু জাহলকে) এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে (মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায়) কাতরাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি চেপে ধরে বললেন : তুমিই কি আবু জাহল? বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার (আবু জাহলের) দাঁড়ি চেপে ধরলেন। তখন সে বললো : সেই ব্যক্তির চাইতে বড় আর কেউ আছে কি যাকে তোমরা হত্যা করলে অথবা বললো (বর্ণনাকারীর সন্দেহ): যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো?

٣٦٧٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوْهُ -

৩৬৭২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন, (যুদ্ধ শেষে) নবী (সঃ) বললেন ঃ কে আছ যে আবু জাহলের অবস্থা জেনে আসতে পার? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন আফরার দুই পুত্র তাকে (আবু জাহলকে) এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে মাটিতে পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি টেনে ধরে বললেন ঃ তুমিই কি আবু জাহল? সে (আবু জাহল) জবাব দিলো, সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে যাকে তার নিজের গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো অথবা বললো ঃ (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমরা যাকে হত্যা করলে?৭

٣٦٧٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيْهِمْ أُنْزِلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৩৬৭৩. আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি—যে কিয়ামতের দিন পরম করুণাময়ের সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাটু গেড়ে বসবো। কায়েস ইবনে উবাদ বলেছেন, এ বিষয় সম্পর্কেই কুরআন মজীদের هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ' "এ দু'জন বা দু'দল বিবাদকারী তাদের "রব" সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ এ দু'দলের অর্থ হলো হামযা, আলী ও উবাইদা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু উবাইদা ইবনুল হারেস এবং শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও অলীদ ইবনে উতবা যারা বদরের যুদ্ধের দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।৮

---

৭. বদরের যুদ্ধ ছিলো হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কুফরী শক্তি কুরাইশদের দলপতি ও নেতা ছিলো আবু জাহল। কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো এক হাজার এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো তিন শত তেরজন। আল্লাহর অশেষ রহমতে কুফরী শক্তি কুরাইশরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন। আবু জাহল সহ কাফেরদের সত্তরজন সৈনিক এ যুদ্ধে নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়। এ হাদীসে আবু জাহলের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৮. বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত হামযা (রাঃ) শাইবা ইবনে রাবী'আর সাথে, হযরত আলী (রাঃ) অলীদ ইবনে উতবার সাথে এবং উবাইদা (রাঃ) উতবা ইবনে রাবী'আর সাথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হন। হযরত হামযা ও আলী (রাঃ) তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত ও হত্যা করেন। কিন্তু হযরত উবাইদা (রাঃ) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উতবা ইবনে রাবী'আকে আহত করেন। কিন্তু নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে ইন্তেকাল করেন।

٣٦٧٤ - عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ نَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فِيْ سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ .

৩৬৭৪. আবু্যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কুরআন মজীদের (সূরা হজ্জের) هذان خصمان اختصموا فى ربهم "এ দু'দল বিবাদকারী তাদের 'রব' সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের ছয়জন লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এই ছয়জন লোক হলেন—আলী, হামযা ও উবাইদা ইবনুল হারেস এবং শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও অলীদ ইবনে উতবা।

٣٦٧٥ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ .

৩৬৭৫. কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। আলী বলেছেন : هذان خصمان اختصموا فى ربهم "এ দু'দল বিবাদকারী তাদের "রব" সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٣٦٧٦ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَ هٰؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِيْ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ .

৩৬৭৬. কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবুযারকে কসম করে বলতে শুনেছি যে, ওপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো ওপরে উল্লেখিত ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়।

٣٦٧٧ - عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ .

৩৬৭৭. কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবুযারকে কসম করে বলতে শুনেছি যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়—"এই যে দু'দল দাবিদার—এরা নিজেদের 'রব' সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদ করছে—সুতরাং যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক মাপ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপরে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। তাতে তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা বেরিয়ে পড়বে আর চামড়াও খসে পড়বে। আর তাদেরকে পিটানোর জন্য আছে লোহার হাতুড়ি।"—(সূরা—হজ্জ—১৯-২০)।

—হামযা, আলী ও উবাইদা ইবনুল হারেস এবং রাবী'আর দুই পুত্র উতবা, শায়বা ও অলীদ ইবনে উতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা বদরের যুদ্ধের দিন পরস্পর লড়াই করেছে।

٣٦٧٨ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ
حَقًّا.

৩৬৭৮. আবু ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি শুনলাম এক ব্যক্তি এসে বারা' ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করলো, আলী কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন : আলী তো ঐ যুদ্ধে দু-দুটো লোহার জামা পরিধান করেছিলেন এবং (বাতিলের মোকাবিলায়) হককে বিজয়ী করেছিলেন।

٣٦٧٩ - عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ فَقَالَ بِلَالٌ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ

৩৬৭৯. সালেহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ তাঁর পিতা ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে তিনি তাঁর (সালেহ ইবনে ইবরাহীমের) দাদা আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি উমাইয়া ইবনে খালাফের সাথে একটি লিখিত চুক্তি করেছিলাম। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) উমাইয়া ইবনে খালাফ ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার কথা বললে বেলাল (বেলাল হাবশী) বললেন : যদি উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রাণে বেঁচে যেতো তাহলে আমি খুশী হতাম না।[১]

٣٦٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ يَكْفِينِي هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

৩৬৮০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) একদিন সূরা আন-নাজম পাঠ করলেন এবং সিজদা (সিজদায়ে তেলাওয়াত) করলেন। এক বৃদ্ধ ছাড়া তাঁর [নবী (সঃ)] কাছে যারা উপস্থিত ছিলো তারা সবাই সিজদা করলো। কিন্তু বুড়ো এক-মুঠি মাটি উঠিয়ে কপালে ছুঁইয়ে বললো, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে

১. হযরত বেলাল (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন। নবী (সঃ) ইসলামের তাবলীগ শুরু করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ ছিলো ইসলাম ও নবী (সঃ)-এর জঘন্যতম দুশমন। তাই হযরত বেলাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ মেনে নিতে পারলো না। সে হযরত বেলালের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করলো। অনেক সময় হযরত বেলাল (রাঃ)-কে দুপুরের তপ্ত মরু-বালুকার ওপর শুইয়ে বুকে পাথর চেপে দেয়া হতো এবং বলা হতো, ইসলাম পরিত্যাগ করলে তাঁকে এ নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়া হবে। তিনি এসব অত্যাচার বরদাশত করেছেন। কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করেননি। বিনিময়ে তাঁকে আরো কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালাফের নিকট থেকে তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। তাই উমাইয়ার কথা শুনে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর এ প্রতিক্রিয়া ছিলো খুবই স্বাভাবিক।

মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, কিছুদিন পরে (বদর যুদ্ধে) আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।১০

٣٦٨١ - عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلٰثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ اِحْدٰهُنَّ فِيْ عَاتِقِهٖ قَالَ اِنْ كُنْتُ لَاُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِيْهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِيْنَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَا عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيْهِ قُلْتُ فِيْهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ صَدَقْتَ بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ثُمَّ رَدَّهٗ عَلٰى عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَاَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلٰثَةَ اٰلَافٍ وَاَخَذَهٗ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ اَخَذْتُهٗ

৩৬৮১. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন (তাঁর পিতা) যুবায়েরের দেহে তরবারীর তিনটি মারাত্মক জখমের চিহ্ন ছিলো। এর একটি ছিলো তাঁর কাঁধে। উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন, আমি আমার আঙ্গুলগুলো ঐ যখমের স্থানে (গর্তে) ঢুকিয়ে দিতাম। তিনি (উরওয়া ইবনে যুবায়ের) আরো বলেছেন : ওই আঘাত তিনটির দু'টি ছিলো বদর যুদ্ধে এবং একটি ছিলো ইয়ারমুক যুদ্ধের। উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (উরওয়ার ভাই) শহীদ হওয়ার পর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে উরওয়া! তুমি কি যুবায়েরের তরবারী চিন? আমি বললাম, হাঁ, চিনি। আবদুল মালেক বললো : তার কোন চিহ্ন উল্লেখ করতে পার? আমি বললাম : এর এক জায়গায় ভাঙা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙেছিলো। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান বললো : হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তারপর তিনি (আবদুল মালেক) আবৃত্তি করলেন : بهن فلول من قراع الكتائب ভাঙা ছিলো ধার তার সেনাদের আঘাতে আঘাতে। তারপর তিনি তরবারীখানা উরওয়া (ইবনে যুবায়ের)-কে ফিরিয়ে দেন। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন : আমরা নিজেরা তরবারীখানির মূল্য ধরেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। আমাদের মধ্যে একজন তরবারীখানা খরিদ করে নিলো। তবে তা পাওয়ার জন্য আমি নিজে খুবই আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম।

٣٦٨٢ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ۔

৩৬৮২. হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার (উরওয়ার) পিতার তরবারী রৌপ্যের কারুকার্যখচিত ছিলো। আর উরওয়ার তরবারীও রৌপ্যের কারুকার্যখচিত ছিলো। [সম্ভবতঃ হযরত উরওয়া (রাঃ)-এর তরবারীখানিই হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর তরবারী ছিলো]।

---

১০. আলোচ্য হাদীসে যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে হলো উমাইয়া ইবনে খালাফ। সে বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের হাতে নিহত হয়, ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য তার হয়নি।

٣٦٨٣- عن عروة أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك فقال إني إن شددت كذبتم فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا۔

৩৬৮৩. উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন যুবায়েরকে বললেন : তুমি কাফেরদের ওপর আক্রমণ করো, আমরাও একযোগে তোমার সাথে হামলা করবো। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ যে, আমি যদি আক্রমণ করি তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকবে না। তারা বললেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমার সাথে থেকে তাদের ওপর হামলা করবো। এরপর যুবায়ের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং তাদের ব্যূহভেদ করে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আশে-পাশে তখন কেউ-ই ছিলো না। তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে শত্রুরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং তাঁর কাঁধের ওপর যেখানে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন ছিলো তার দু'-পাশে দু'টি আঘাত করলো। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওই আঘাতগুলো থেকে সৃষ্ট গর্তে আমার সবগুলো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম। উরওয়া আরো বর্ণনা করেছেনঃ ইয়ারমুকের এই যুদ্ধে তাঁর (যুবায়েরের) সাথে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) ছিলেন তখন দশ বছর বয়সের বালক। যুবায়ের তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তির ওপর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন।১১

٣٦٨٤- عن أبي طلحة أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال النبي ﷺ والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما

১১. ইয়াযীদ [মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পুত্র] তার শাসন যুগে যে সময় মক্কার ওপর আক্রমণ ও বায়তুল্লাহর ওপর পাথর বর্ষণ করে সে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার মোকাবিলা করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।

أَقْوَلَ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا -

৩৬৮৪. আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ)-এর আদেশে চব্বিশজন কুরাইশ নেতার লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ কঙ্করময় কূপে নিক্ষেপ করা হলো। নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিলো কোন গোত্র বা কওমের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সেখানে খোলা মাঠে তিন রাত অবস্থান করা। বদর প্রান্তরে এরূপ অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে যাত্রার (জন্য প্রস্তুতির) নির্দেশ দিলেন। সওয়ারীসমূহের জিন কষে বাঁধা হলো। তখন তিনি পায়ে হেঁটে (কিছুদূর) এগিয়ে চললেন। সাহাবাগণও পেছনে পেছনে গেলেন। তারা মনে করেছিলেন, তিনি কোন প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহ ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সাথে যে অংগীকার করেছিলেন আমরা পুরোপুরিই তা সঠিক পেয়েছি। (বলো!) তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছো? আবু তালহা বর্ণনা করেছেন, এ সময় উমর বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! যেসব দেহে প্রাণ নাই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনছো না। কাতাদা বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর [নবী (সঃ)-এর] কথা শুনানোর জন্য তাঁদেরকে (কাফেরদেরকে) জীবিত করেছিলেন, তারা যেন ধমকি, লাঞ্ছনা, অপমান, কষ্ট-দুঃখ ও লজ্জা অনুভব কবছে।

٣٦٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا قَالَ هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالَ عَمْرٌو هُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللهِ وَأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ -

৩৬৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি الذين بدلوا نعمة الله كفرا (যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী বা অবাধ্যতায় বদলে দিয়েছে) এই আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহর কসম! এ দ্বারা কাফের কুরাইশদেরকে বুঝানো হয়েছে। আমর বলেছেন ঃ এর অর্থ হলো কুরাইশগণ। আর মুহাম্মদ (সঃ) হলেন আল্লাহর নেয়ামত। আর "নিজেদের কওমকে তারা ধ্বংসের ঘরে পেঁ'ছে দিয়েছে" (ইবরাহীম ঃ ২৮) আয়াতাংশের অর্থ হলো দোযখ। অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন দোযখে পেঁ'ছে দিয়েছে।

٣٦٨٦ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ قَالَتْ وَذٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَا

تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ» يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّءُوْا مَقَاعِدَهُمْ.

৩৬৮৬. হিশাম তার পিতা (উরওয়া) থেকে বর্ণনা করেছেন। [আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হাদীসটি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন] উরওয়া বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে তার প্রিয়-জনদের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে আযাব দেয়া হয়। নবী (সঃ)-এর এ কথাটি আয়েশার কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী (সঃ) বলেছেন : মৃত ব্যক্তির অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে আযাব দেয়া শুরু হয় অথচ তার প্রিয়জন তখনও তার জন্য কাঁদছে। আয়েশা বলেছেন এ কথাটিও ঐ কথাটির অনুরূপ যা রসূলুল্লাহ (সঃ) বদরে নিহত মুশরিকদের লাশ যে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই কূপের ধারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে যা বলার বললেন এবং জানালেন যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন : তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিলো হক ও ন্যায়সংগত। তারপর তিনি [আয়েশা (রাঃ)] এ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন : "তুমি মৃতদেরকে শুনাতে সক্ষম নও" (সূরা—রূম—৫২) "আর যারা কবরে পড়ে আছে তাদেরকে তো তুমি শুনাতে সক্ষম নও।" (সূরা—ফাতির : ২২) উরওয়া বলেনঃ আয়েশার এ আয়াত তিলাওয়াতের অর্থ হলো দোযখে যখন তাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তখন তাদেরকে আর কিছু শোনানো সম্ভব নয়।

٣٦٨٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَلِيْبِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمُ الْاٰنَ يَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَهُمْ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهُمُ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ «اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى» حَتّٰى قَرَأَتِ الْاٰيَةَ

৩৬৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) বদরের কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : (হে মুশরিকগণ!) তোমাদের 'রব' তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছো? পরে তিনি [নবী (সঃ)] বললেনঃ এ মুহূর্তে আমি যা বলছি তা তারা শুনছে। এ বিষয়টি আয়েশার কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি (আয়েশা) বললেন : নবী (সঃ) যা বলেছিলেন তার অর্থ হলো তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদের যা বলতাম তা যথাযথ সত্য ছিলো। তারপর তিনি পাঠ করলেনঃ "তুমি তো মৃতদেরকে শুনাতে সক্ষম নও। আর তুমি কোন আহ্বানই বধিরদের কর্ণগোচর করাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ ফিরে (উল্টো দিকে) চলে যায়।"
—(সূরা—আর-রূম—৫২)।১২

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা।

٣٦٨٨ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ اُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ اُمُّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّىْ فَاِنْ يَكُنْ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرْ

---

১২. এখানে মৃত ও বধির বলতে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তারা দ্বীনের কথা শুনেও উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং তাদের অবস্থা যেন মৃত ও বধিরদের মতই। অন্যথা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর রসূলের কথা মৃতদেরকে শুনিয়ে দিতে পারেন।

وَاَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُ الْاُخْرٰى تَرٰى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ اَوَهَبِلْتِ اَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهٗ فِيْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ۔

৩৬৮৮. আনাস বলেন : হারিসা (ইবনে সুরাকা) ছিলো একজন বালক। সে বদর যুদ্ধে শহীদ হয়। তার মা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রসূল! হারিসা আমার কত আদরের তা আপনি অবশ্যই জানেন। এখন বলুন, যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং তার জন্য সওয়াবের আশা করবো। অন্যথা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিরূপ কান্নাকাটি করছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: ওহে! তুমি কি শোকে পাগলিনী হয়ে গেলে? আল্লাহ তা'আলা কি মাত্র একটি বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন। বেহেশত বহুসংখ্যক আছে। আর সে (তোমার পুত্র হারিসা) জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।১৩

٣٦٨٩ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا امْرَاَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاطِبٍ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَاَدْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلٰى بَعِيْرٍ لَّهَا حَيْثُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَاَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَاَتِ الْجِدَّ اَهْوَتْ اِلٰى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِيْ فَلْاَضْرِبْ عُنُقَهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللّٰهِ مَا بِيْ اَنْ لَّا اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَرَدْتُ اَنْ تَكُوْنَ لِيْ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ اِلَّا لَهٗ هُنَاكَ مِنْ عَشِيْرَتِهٖ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَهٗ اِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهٗ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِيْ لِاَضْرِبَ عُنُقَهٗ فَقَالَ اَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ اِلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ اَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ۔

---

১৩. হাদীসে বর্ণিত হারিসা হলেন সুরাকার পুত্র হারিসা, হযরত আনাস (রাঃ)-এর ফুফাতো ভাই। হারিসার মায়ের নাম রুবাইয়ে'। তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রাঃ)-এর ফুফু। হারিসা বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। একটি হাউজ থেকে পানি পান করার সময় ইবনুল গারকা নামক এক কাফের তাকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে।

৩৬৮৯. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু মুরশেদ, যুবায়ের ও আমাকে 'রওযা খাখ' নামক জায়গায় যাওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন : সেখানে গিয়ে একজন মুশরিক স্ত্রীলোককে দেখতে পাবে। তার নিকট মক্কার মুশরিকদের কাছে লিখিত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর একখানা পত্র আছে। (সেই পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে)। আলী বলেন, আমরা সবাই ঘোড়ার পিঠে রওয়ানা হলাম এবং রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে (স্ত্রীলোকটি) তখন একটি উটের পিঠে আরোহণ করে পথ চলছিলো। আমরা তাকে বললাম : পত্রখানা বের করো। সে বললো: আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম। কিন্তু কোন পত্র বের করতে পারলাম না। আমরা বললাম : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং পত্রখানা বের করে দাও। নতুবা আমরা তোমাকে উলংগ করে তল্লাশী চালাবো। কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিধেয় বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পুঁটুলির মধ্য থেকে তা বের করে দিলো। তা নিয়ে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলাম। (সব দেখেশুনে) ওমর বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। আমাকে অনুমতি দিন আমি তার (পত্র লেখকের) গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী (সঃ) (পত্র লেখক হাতেবকে ডেকে) বললেন : তুমি এরূপ কাজ করলে কেন? তখন হাতেব বললেন : আল্লাহর শপথ। আমি এ কাজ এ জন্য করি নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করি না। এ কাজ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো (মক্কার শত্রু) কওমের প্রতি কিছু ইহসান করা যাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের অনিষ্ট থেকে আমার মাল ও পরিবার রক্ষা পায়। আর আপনাদের সাহাবাদের সবারই কোন-না-কোন গোত্রীয় বা বংশীয় আত্মীয় সেখানে (মক্কায়) রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর মেহেরবানীতে তার সম্পদ ও পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে। এসব শুনে নবী (সঃ) বললেন : সে (হাতেব) ঠিকই বলেছে। তোমরা তার বিষয়ে উত্তম কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না। তখন উমর বললেন, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরকে বললেন : সে কি বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়নি? নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেখে বলেছেন : তোমরা যেমন ইচ্ছা আরাম করো। জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে আছে অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। উমরের দু' চোখ তখন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।[১৪]

অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফী, আবু আহ্‌মাদ যুবাইরী, আবদুর রহমান ইবনুল গাসীল, হামযা ইবনে আবু উসাইদ এবং যুবায়ের ইবনে মুনযির ইবনে আবু উসাইদের মাধ্যমে আবু উসাইদ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু উসাইদ বলেছেন :

---

১৪. হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় মক্কা অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন এবং মক্কাবাসীরা যাতে এ অভিযানের কথা পূর্বাহ্নে জানতে না পারে সেজন্য গোপনীয়তা রক্ষা করছিলেন, হযরত হাতেব সে সময় এ পত্র দিয়েছিলেন। হযরত হাতেব মনে করেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অকস্মাৎ মক্কার ওপর চড়াও হলে মক্কাবাসী কাফেররা মদীনার মুসলিমদের মক্কাস্থ আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে হত্যা করে ফেলতে পারে। হযরত হাতেব (রাঃ)-এর পরিবারবর্গ ও সহায়-সম্পদ মক্কাতেই ছিলো। মক্কাতে তাঁর এমন কোন আত্মীয়-স্বজন ছিলো না যারা তার পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় দিতে সক্ষম। তাই তিনি কাফেরদের কাছে পত্র দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কা আক্রমণের কথা তাদেরকে জানাতে মনস্থ করলেন যাতে এ উপকারের কথা মনে করে তারা তাঁর পরিবার-পরিজনের কোন ক্ষতি না করে।

বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শত্রু তোমাদের নিকটে পৌঁছে গেলে তীর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তীর সংরক্ষিত রাখবে।

৩৬৯০- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي كَثَرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ

৩৬৯০. আবু উসাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছিলেন যে, তারা (শত্রু) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তীর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তীরসমূহ সংরক্ষিত রাখবে।[১৫]

৩৬৯১- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

৩৬৯১. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : অহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে তীর নিক্ষেপকারী বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (কাফেররা) আমাদের সত্তরজনকে শহীদ করেছিলো। আর বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিকদের একশ' চল্লিশজনকে গ্রেফতার করে ফেলেছিল, তার মধ্য থেকে সত্তরজনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সত্তরজনকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিল। (অহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পর) আবু সুফিয়ান বললো : আজকের দিন বদর যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ নেয়া হলো। আর যুদ্ধ তো কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মত। (অর্থাৎ পানির পাত্র যেমন হাত বদল হতে থাকে, তেমনি যুদ্ধেও সব সময় বিজয় শুধু এক পক্ষের হয় না)।

৩৬৯২- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

৩৬৯২. আবু বুরদা আবু মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার মনে হয় আবু মুসা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন : আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম সেটিই পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম সওয়াব বা পুরস্কার সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন।[১৬]

---

১৫. এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে না আসা পর্যন্ত শত্রুকে আঘাত করা বা অস্ত্র ব্যবহার করা বোকামি। কারণ, এতে শুধু অস্ত্রের অপচয় হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশ সমরক্রিয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

১৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সময়ে স্বপ্নে কতকগুলো গরু কোরবানী করতে দেখলেন এবং কিছু কল্যাণের ইংগিত পেলেন। তিনি গরু কোরবানী অর্থ করলেন অহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের শহীদ

٣٦٩٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ اِنِّىْ لَفِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ الْتَفَتُّ فَاِذَا عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ فَتَيَانِ حَدِيْثَ السِّنِّ فَكَاَنِّىْ لَمْ اٰمَنْ بِمَكَانِهِمَا اِذْ قَالَ لِىْ اَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَا عَمِّ اَرِنِىْ اَبَا جَهْلٍ فَقُلْتُ يَا ابْنَ اَخِىْ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدْتُ اللّٰهَ اِنْ رَاَيْتُهُ اَنْ اَقْتُلَهُ اَوْ اَمُوْتَ دُوْنَهُ فَقَالَ لِىَ الْاٰخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَرَّنِىْ اَنِّىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا فَاَشَرْتُ لَهُمَا اِلَيْهِ فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتّٰى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

৩৬৯৩. আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধের দিন সৈনিকদের ব্যূহে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মতো অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক থাকার কারণে আমি যেন নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময় তাদের একজন অন্য-জন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো : চাচাজান! আমাকে দেখিয়ে দিন তো আবু জাহল কে? আমি বললাম, ভাতিজা, তাকে (আবু জাহল) দিয়ে তুমি কি করবে? সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি যে, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করবো কিংবা এ জন্য নিজেই মৃত্যুবরণ করবো। অন্যজনও অনুরূপভাবে তার সংগীকে গোপন করে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেছেন : তখন তাদের দু'জনের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। মনে করলাম আমি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পাশেই আছি। আমি তাদের দু'জনকে ইশারায় আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা দু'টি শিকারী বাঘের মতো তৎক্ষণাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে হত্যা করলো। এরা দু'জন ছিল আফরার দু'পুত্র।[১৭]

٣٦٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى وَجَدُوْا مَاْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِىْ مَنْزِلٍ نَزَلُوْهُ فَقَالُوْا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوْا اٰثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَئُوْا اِلٰى مَوْضِعٍ فَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا لَهُمُ انْزِلُوْا فَاَعْطُوْا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا

হওয়ার ঘটনাকে। আর দ্বিতীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে দৃঢ়চিত্ততা ও ঈমানী বল লাভ করলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো মজবুত এবং মনোবল আরো বৃদ্ধি পেলো।

১৭. আবু জাহলের হত্যাকারী দু'ভাই ছিলেন মু'আয ও মু'আওয়েয।

فقال عاصم بن ثابت ايها القوم اما انا فلا انزل في ذمة كافر ثم قال اللهم اخبر عنا نبيك ﷺ فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل اليهم ثلثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل اخر فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحبكم ان لي بهؤلاء اسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه فابى ان يصحبهم فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم اسيرا حتى اجمعوا قتله فاستعار من بنات الحارث موسى يستحد بها فاعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى اتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب قال اتخشين ان اقتله ما كنت لافعل ذلك قالت والله ما رايت اسيرا خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما ياكل قطفا من عنب في يده وانه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول انه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني اصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا ان تحسبوا ان ما بي جزع لزدت ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا ثم انشا يقول: فلست ابالي حين اقتل مسلما : على اي جنب كان في الله مصرعي : وذلك في ذات الاله وان يشا : يبارك في اوصال شلو ممزع : ثم قام اليه ابو سروعة عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلوة واخبر اصحابه يوم اصيبوا وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن امية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا.

৩৬৯৪. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে দশজনের একটি

দলকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্দা নামক স্থানে পৌঁছলে হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা বনী লেহ্ইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানানো হলো। তারা একশ' জন তীর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালে তারা তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো যেখানে বসে তারা খেজুর খেয়েছে। তারা (বনী লেহইয়ান গোত্রের তীর নিক্ষেপকারীগণ) ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে চিনতে পারলো এবং পদচিহ্ন অনুসরণ করে খুঁজতে থাকলো। আসেম ও তাঁর সংগীগণ তাদের দেখতে পেয়ে একটি পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিলে তারা সে স্থান ঘিরে ফেললো। তখন তারা মুসলমানদেরকে অবতরণ করে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বললো : তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম ইবনে সাবেত বললেন : হে আমার সংগী ভাইয়েরা! আমি কাফেরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে অবতরণ করবো না। তারপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের খবর তোমার নবীকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর তারা তীর ছুঁড়ে আসেমকে শহীদ করলে অবশিষ্ট তিনজন খুবায়েব, যায়েদ ইবনে দাসেনা এবং আরেফ তাদের প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদায় বিশ্বাস করে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারা আত্মসমর্পণ করলে কাফেররা নিজেদের ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেললো। এ দেখে তৃতীয়জন বললো : এটা হলো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। আমি আমার সাথীদের সাথেই থাকবো অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবো। তারা (কাফেররা) তাকে বহু টানা-হেঁচড়া করলো। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (তারা তাঁকে হত্যা করলো)। অতঃপর খুবায়ের ও যায়েদ ইবনে দাসেনা উভয়কেই মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হলো। এটা ছিলো বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। তাই বনী হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফেল খুবায়েবকে খরিদ করলো। কারণ, বদরের যুদ্ধে তিনিই হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় কাটাতে থাকলেন। পরে তারা সবাই তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করলে তিনি (খুবায়েব) হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্মের জন্য একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। তার (হারেসের কন্যার) অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা খুবায়েবের কছে গিয়ে পৌঁছলো। সে (হারেসের কন্যা) দেখতে পেলো সে (খুবায়েব) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রানের ওপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছে। সে (হারেসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, আমি তখন খুব আতংকিত হয়ে পড়লে খুবায়েব তা বুঝতে পারলেন। তিনি মহিলাকে বললেন : আমি তাকে (শিশুকে) হত্যা করবো বলে কি তুমি ভয় পেয়েছো! তা আমি কখনো করবো না। সে বর্ণনা করেছে : আল্লাহর শপথ! আমি খুবায়েবের মতো এত উত্তম কয়েদী কখনো দেখি নাই। আল্লাহর শপথ! একদিন আমি তাঁর হাতে আঙুরের ছড়া দেখেছি সে তা খাচ্ছিলো। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিলো। আর সে সময় মক্কায় কোন ফল ছিলো না। পরবর্তীকালে সে (হারেসের কন্যা) বলতো, ওই আঙুর আল্লাহর তরফ থেকে খুবায়েবের জন্য রিযিক হিসেবে এসেছিলো। পরে তারা খুবায়েবকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে চললো তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা আমাকে দু'রাকআত নামায পড়তে দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে তাদেরকে বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তোমরা এ কথা মনে না করলে আমি নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এই বলে দো'আ করলেন। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করো এবং একজনকেও জীবিত রেখো না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

'অর্থাৎ আমি যখন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তখন মোটেই পরোয়া করি না যে, মৃত্যুর মুহূর্তে কোন্ পাশে ঢলে পড়বো।'

'আমার এই কোরবানী যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাই তিনি চাইলে আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন।'

এরপর হারেসের পুত্র আবু সারওয়া উকবা তাঁকে শহীদ করলো। আর এভাবেই হযরত খুবায়েব সেসব মুসলমানের জন্য দু'রাকআত নামাযের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা অসহায় অবস্থায় ধৈর্যের সাথে শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। নবী (সঃ) সেদিনই তাঁর সাহাবাদেরকে আসেম ও তাঁর বন্ধুদের শাহাদত বরণের কথা অবহিত করলেন। কুরাইশদের কাছে আসেম ইবনে সাবেতের নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসেমের শরীরের কোন অংগ কেটে আনার জন্য লোক প্রেরণ করলো। কেননা বদরের যুদ্ধে আসেম তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর দেহের কোন অংগ কেটে নিতে সক্ষম হলো না। আল্লাহ তা'আলা একঝাঁক বিষাক্ত মৌমাছি বা ভীমরুল পাঠিয়ে কুরাইশ সেনাদলের হাত থেকে আসেমের দেহ রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁর দেহের কোন অংগ কেটে নিতে না পারে। কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেন যে, মুরারা ইবনে রাবী' উমরী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফী সম্পর্কে লোকেরা আমাকে বলেছে যে, তারা উভয়ে আল্লাহর সালেহ বান্দা ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।১৮

٣٦٧٥ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

---

১৮. মুরারা ইবনে রাবী' এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। কিন্তু তারা তাবুক যুদ্ধে বিনা ওজরে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। তাই আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশে তাঁদেরকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বয়কট করা হয়। তাঁরা খালেছভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করলে তা কবুল হয় এবং পুনরায় তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেন।

شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ
لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ.

৩৬৯৫. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে জুম'আর দিন এ খবর দিলে তিনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জুম'আর নামাযের সময় খুবই নিকট-বর্তী হয়ে গিয়েছে দেখে তিনি জুম'আ পরিত্যাগ করলেন। (আর একটি সনদে) লাইস ইউনুস থেকে, ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে এবং ইবনে শিহাব উবাইদুল্লাহ ইবনে আব-দুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তাঁর পিতা উতবা উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীকে পত্রের মাধ্যমে সুবাইয়া বিনতে হারেস আসলামিয়ার কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে আদেশ করলেন। অতঃপর উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে লিখে জানালেন। সুবাইয়া ইবনে হারেস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সা'দ ইবনে খাওলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। বিদায় হজ্জের বছর তাকে গর্ভবতী রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের অল্পদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন এবং নেফাস থেকে পবিত্র হয়েই বিয়ের পয়গামের আশায় খুব পরিপাটিভাবে সাজ-গোজ করতে শুরু করেন। সে সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক নামক এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে বললো : তুমি নাকি বিয়ের প্রস্তাবের আশায় (প্রস্তাবকারীদের জন্য) সাজ-গোজ করতে শুরু করেছো? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে তুমি বিয়ে করতে পার না। সুবাইয়া বর্ণনা করেন, আবুস সানাবেল আমাকে এ কথা বললে আমি কাপড়-চোপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাকে বললেন : তুমি সন্তান প্রসব করেছো। তাই এখন বিয়ে করা তোমার জন্য হালাল। সুযোগ মতো তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। [ইমাম বুখারী (রঃ)] বর্ণনা করেছেন যে, আসবাগ ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে ইউনুস লাইসের অনুরূপভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লাইস বলেছেন : ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন : বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত ক্রীতদাস মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাওবান জানিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকা-য়েরের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ।

٣٦٩٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ
جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ
أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

৩৬৯৬. মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' যুরকী থেকে বর্ণিত। তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। তিনি বলেছেন : জিবরাইল নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনি কি অভিমত পোষণ করেন?

তিনি বললেন ঃ সব মুসলমানের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন বাক্যই তিনি বলেছিলেন। জিবরাইল (আঃ) বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও এরূপ। অর্থাৎ তারাও ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফেরেশতা।

٣٦٩٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِابْنِهِ مَا يَسُرُّنِيْ أَنِّيْ شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ سَأَلَ جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا.

৩৬৯৭. মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণিত। রিফা'আ ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। আর রাফে' ছিলেন বাই'য়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তাই রাফে' তাঁর পুত্র রিফা'আকে বলতেন ঃ আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণের চেয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার কাছে বেশী আনন্দের বিষয় মনে হয় না। কেননা জিবরাইল এ বিষয়ে নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

٣٦٩٨- عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ يَحْيٰى أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَزِيْدُ قَالَ مُعَاذٌ إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيْلُ.

৩৬৯৮. মু'আয ইবনে রিফা'আ থেকে বর্ণিত যে, একজন ফেরেশতা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইবনে হাদ তাঁকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, মু'আয বলেছেন ঃ জিজ্ঞেসকারী ফেরেশতা হলেন জিবরাইল।

٣٦٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

৩৬৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) বল-লেন ঃ এই তো জিবরাইল! ঘোড়ার মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি এসে গিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ

খলীফা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, সা'ঈদ ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু যায়েদ ইন্তেকাল করলেন। আর তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

٣٧٠٠- عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ ابْنَ مَالِكٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ

لَحْمًا مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتّٰى أَسْأَلَ فَانْطَلَقَ إِلٰى أَخِيْهِ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا
قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ
أَكْلِ لُحُوْمِ الْأَضْحٰى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

৩৭০০. ইবনে খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু সা'ঈদ ইবনে মালেক খুদরী সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর বাড়ীর লোকেরা তাঁকে কোরবানীর গোশত খেতে দিলো। তিনি বললেন : আমি এ সম্পর্কে জানার আগে এ গোশত খেতে পারি না। (কেননা, তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত রেখে খেতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো)। তাই তিনি তার মায়ের গর্ভজাত সংভাই কাতাদা ইবনে নু'মানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। কাতাদা ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা। তিনি তাকে বললেন : তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে গিয়েছে।[১৯] (অর্থাৎ পরের নির্দেশে তা খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে)।

٣٨٠١- عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ
سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرٰى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنٰى أَبُوْ ذَاتِ الْكَرِشِ
فَقَالَ أَنَا أَبُوْ ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِيْ عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ
فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ أَنْ نَزَعْتُهَا
وَقَدِ انْثَنٰى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُوْ بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ
فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ
عِنْدَهُ حَتّٰى قُتِلَ .

৩৭০১. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যুবায়ের ইবনে আওয়াম বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন আমি উবায়দা ইবনে সা'ঈদ ইবনে আসকে এমন মারাত্মকভাবে আহত দেখলাম যে, তার দু'চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাকে আবু যাতুল কারিশ বলে ডাকা হতো। সে বললো : আমি আবু যাতুল কারিশ। এ কথা শুনে আমি বর্শা নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালালাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তখনই মারা গেলো। হিশাম বলেন : আমাকে জানানো হয়েছিলো যে, যুবায়ের বলেছেন : সা'ঈদ ইবনে 'আস মারা গেলে আমি তার মৃতদেহের ওপর পা রাখলাম এবং বেশ শক্তি-প্রয়োগ করে (তার চোখের মধ্যে থেকে) বর্শা টেনে বের করলাম। বর্শার দু'প্রান্তদেশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। উরওয়া বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যুবায়েরের নিকট ঐ বর্শা চাইলে তিনি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হলে

---

১৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) আইয়ামে তাশরীকের পরে কোরবানার গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার তিনি এ নির্দেশ প্রত্যাহার করেন এবং তিন দিনের পরেও খেতে বা জমা রাখতে অনুমতি দান করেন।

তিনি (যুবায়ের) তা নিয়ে নিলেন। কিন্তু পরে আবু বকর তা চাইলে তিনি তাকে বর্শা-খানা দিলেন। আবু বকরের ইন্তেকাল হলে উমর তা চাইলেন। কিন্তু উমরের ইন্তেকাল হলে তিনি (যুবায়ের) আবার তা নিয়ে নিলেন। এরপর উসমান তাঁর নিকট বর্শাখানা চাইলে তিনি এবার তাঁকে দিলেন। কিন্তু উসমানের শহীদ হওয়ার পর তা আলীর লোক-জনের হস্তগত হলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আলীর নিকট থেকে তা চেয়ে নেন। এর-পর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তা তার কাছেই ছিলো।২০

٣٧٠٢- عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايِعُونِي.

৩৭০২. আবু ইদরীস আয়েযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমার হাতে বাইয়াত করো।২১

٣٧٠٣- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

৩৭০৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু হুযাইফা এক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম সালেমকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদকে যেমন পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবু হুযাইফা তার পালক-পুত্র সালেমকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিনতে অলীদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। জাহেলী যুগে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে পালনকারীর পরি-চয়েই ডাকতো এবং সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : "তোমরা তাদের পিতার নামেই তাদেরকে ডাকো। আল্লাহর কাছে এটাই তো সঠিক কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতার পরিচয় না জেনে থাকো, তবুও তারা হলো তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু।"—(আহযাব—৫)। এ আয়াত নাযিল হলে (আবু হুযাইফার স্ত্রী) সাহলা কুরাইশিয়া নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন।২২

---

২০. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনকালে হিজরী ৭৩ সালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হাজ্জাজের হাতে মক্কায় শাহাদত বরণ করেন।

২১. ইমাম বুখারী এই হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

২২. আবু হুযাইফার স্ত্রী সাহলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন : সালেম এখন পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে। সে আমাদের মেয়েদের মাঝে অবাধে যাতায়াত করে। আমার মনে হয় আবু হুযাইফা এটাকে খারাপ মনে করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি সালেমকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও।

ইসলামে পালকপুত্র গ্রহণ তিনটি কারণে নিষিদ্ধ করেছে। প্রথমতঃ পর্দা—এ ব্যবস্থা

٣٧٠٤ - عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولِي هٰكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ.

৩৭০৪. রুবাইয়ে' বিনতে মুআওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার বাসররাতের পরদিন সকালে নবী (সঃ) আমার কাছে আসলেন এবং তুমি (খালেদ ইবনে যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, ঠিক সেভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় বসলেন। সেই সময় কয়েক-জন ছোট বালিকা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের গুনগাঁথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছিলো। একটি বালিকা শেষ পর্যন্ত বলে উঠলো : আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন, যিনি জানেন, কি হবে আগামীকাল। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : এরূপ কথা বলো না, বরং আগে যা বলছিলে তাই বলো।২৩

٣٧٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ صُورَةَ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ.

৩৭০৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু তালহা আমাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ঘরে কুকুর২৪ কিংবা ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে এর অর্থ হলো, যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٣٧٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ

পর্দাকে ব্যাহত করে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকার আইনকে লংঘন করে এবং তৃতীয়তঃ অবাঞ্ছিতভাবে স্নেহ-ভালবাসায় ভাগ বসানো হয়।

২৩. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সৃষ্টি জগতের কেউ-ই গায়েবের খবর জানে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ) আগামীকালের খবর জানেন—এ কথাটিও তিনি পসন্দ করেননি।

২৪. এ হাদীসটি এবং এরূপ আরো অনেক হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিশারদদের (ফকীহ) রায় হলো একমাত্র শিকারী কুকুর ছাড়া আর কোনপ্রকার কুকুর পোষা জায়েষ নয় এবং গাছ-পালা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছাড়া কোন প্রাণীর ছবি আঁকা বা ঝুলিয়ে রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ ঘরে কোন প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা কাফেরদের কাজ। কোন মুসলমান যখন এসব কাজ করে, তখন তা কাফেরদের অনুরূপ কাজ করা হয়। ফেরেশতারা এসব কাজ অপসন্দ করে বলে উক্ত বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশ করে না। এ কারণে ইসলাম ছবি বা মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছে। শুধু অমুসলিমদের কাছে ছবি বা মূর্তি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তৈরী করলেও তা হারাম।

بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ
يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي
وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ
إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ أُجِبَّتْ
أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ
الْمَنْظَرَ قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ
مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ
فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا
قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ
النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ
عَلَى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ
فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ
يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ
صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ
وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

৩৭০৬. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদর যুদ্ধলব্ধ গণীমাতের মাল থেকে আমি একটি উট লাভ করেছিলাম এবং 'ফাই' থেকে প্রাপ্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে নবী (সঃ) আমাকে একটি উট দিয়েছিলেন। (এ দু'টি উট লাভ করার পর) আমি নবী (সঃ)-এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসররাত যাপনের ইচ্ছা করলাম। আমি ইয়াহুদ বনী কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারকে আমার সাথে গিয়ে 'এযখের' ঘাস সংগ্রহ করে আনার জন্য ঠিক করলাম। স্বর্ণকারদের কাছে ঐ ঘাস বিক্রি করে তা দ্বারা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমা করতে মনস্থ করেছিলাম। আমি (উট দু'টির জন্য) গদি, রশি ও বস্তা বা জালি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলাম আর উট দু'টি এক আনসারের ঘরের পাশে বসানো ছিলো। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার ছিলো তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম আমার দু'টি উটেরই চুট কাটা হয়েছে এবং পেট চিরে কালিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এসব দৃশ্য দেখে আমি অশ্রুসংবরণ করতে

পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম এসব কে করেছে? লোকজন বললো যে, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এসব করেছে এবং এখন সে এ ঘরের মধ্যে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীর সাথে মদপান করছে। সেখানে তাদের সাথে একদল গায়িকাও আছে। ব্যাপার হলো, গায়ি-করো। এ কথা শুনে হামযা ছুটে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিলো এবং দু'টি উটেরই চুট করো না। এ কথা শুনে হামযা ছুটে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিলো এবং দু'টি উটেরই চুট কেটে ফেললো এবং পেট চিরে কলিজা বের করে আনলো। আলী বর্ণনা করেছেন : (এসব শোনার পর) আমি সেখান থেকে নবী (সঃ)-এর কাছে চলে গেলাম। তখন তাঁর কাছে যায়েদ ইবনে হারেসা উপস্থিত ছিলেন। নবী (সঃ) আমাকে দেখেই (কিছু ঘটেছে বলে) বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বললেন : কি হয়েছে তোমার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আজকের মত দুঃখের দিন আমার আর কখনো আসেনি। আমার উট দু'টি নিয়ে হামযা খুব জুলুম করেছে। সে উট দু'টির চুট কেটে ফেলেছে এবং পেট চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর এখনও সে একটি ঘরের মধ্যে একদল মদ্যপায়ীর সাথে মদপান করছে। (এসব শোনার পর) নবী (সঃ) তাঁর চাদরখানা আনালেন এবং তা গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। [আলী (রাঃ) বলেন:] আমি এবং যায়েদ ইবনে হারেসা তাঁকে অনুসরণ করলাম। যে ঘরের মধ্যে হামযা অবস্থান করছিলো তিনি সেই ঘরের কাছে পেঁছে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি [নবী (সঃ)] ভিতরে প্রবেশ করে হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করতে শুরু করলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত। তার দু'চোখ তখন রক্তবর্ণ হয়ে আছে। সে নবী (সঃ)-এর দিকে দৃষ্টি-পাত করলো। তারপর দৃষ্টি ওপরে উঠিয়ে নবী (সঃ)-এর হাঁটুর দিকে তাকালো। এরপর দৃষ্টি আরো একটু ওপর দিকে উঠিয়ে নবী (সঃ) মুখমন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো : তোমরা তো আমার পিতার দাস। তখন নবী (সঃ) বুঝতে পারলেন যে, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই নবী (সঃ) সেখান থেকে পেছনে হেঁটে সরে আসলেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে চলে আসলাম।২৫

٣٧٠٧- عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا.

৩৭০৭. ইবনে মা'কাল থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আলী সাহ্ল ইবনে হুনায়েফের জানাযার নামাযে তাকবীর পাঠ করলেন এবং বললেন : সাহ্ল ইবনে হুনায়েফ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।২৬

٣٧٠٨- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ

---

২৫. এ ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। অন্যথায় মদ হারাম ঘোষণা করে যেদিন আয়াত নাযিল হয়েছিলো সেদিন মুসলমানদের যার কাছে যে পরিমাণ মদ ছিলো তা সবই ফেলে দিয়েছিলো। এরপর মুসলমানরা পরিপূর্ণরূপে মদ বর্জন করে।

২৬. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে তাকবীর বলতে হয়। তবে ক'বার তাকবীর বলেছিলেন, তা ইমাম বুখারী (রঃ) উল্লেখ করেননি। ইমাম কাস্তালানী (রঃ)-এর মতে, ইজমার সিদ্ধান্ত হলো, চার তাকবীরে জানাযার নামায পড়তে হবে। সাহ্ল ইবনে হুনায়েফ (রাঃ) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তিনি ৩৮ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ
عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا
قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ
أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ
لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ
وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ
يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ
ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا ـ

৩৭০৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছেন (যে, উমর তাঁকে বলেছেনঃ) উমরের কন্যা হাফসার স্বামী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমী—যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন—মদীনায় ইন্তেকাল করলে হাফসা বিধবা হয়ে পড়লো। উমর ইবনে খাত্তাব বলেন ঃ তখন আমি উসমান ইবনে আফফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং হাফসার কথা উল্লেখ করলে তাকে বললাম ঃ আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিই। উসমান বললেন ঃ বিষয়টি আমি চিন্তা করে দেখি। তখন আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে তিনি জানালেন যে, এ সময়ে আবার বিয়ে করা তিনি ঠিক মনে করছেন না। উমর বর্ণনা করেন, এরপর আমি আবু বকরের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকেও বললাম যে, আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিই। এ কথা শুনে আবু বকর চুপ করে থাকলেন এবং আমাকে কোন জবাবই দিলেন না। এতে আমি উসমানের (অস্বীকৃতি) থেকেও বেশী দুঃখ পেলাম। আমি কয়েকদিন চুপচাপ থাকলাম। ইতিমধ্যে হাফসার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই প্রস্তাব দিলে আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ সম্ভবতঃ আপনি আমার কাছে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে আমি কোন জবাব না দেয়ায় দুঃখ পেয়েছেন? (উমর বর্ণনা করেছেনঃ) আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন আবু বকর বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছে। আর তা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই হাফসা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তাই (আপনাকে কোন জবাব দেই নাই)। তিনি পরিত্যাগ করলে আমি অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

٣٧٠٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ـ

৩৭০৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আবু মাসউদ বাদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করাও সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।

٣٧١٠ـ عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته اخر المغيرة بن شعبة العصر وهو امير الكوفة فدخل ابو مسعود عقبة بن عمرو الانصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله ﷺ خمس صلوات ثم قال هكذا امرت كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه ـ

৩৭১০. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে শুনেছি কুফার আমীর থাকাকালে মুগীরা ইবনে শু'বা 'আছরের নামায পড়তে দেরী করলে যায়েদ ইবনে হাসানের দাদা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু মাসউদ আমর ইবনে উকবা আনসারী তার কাছে গিয়ে বললেন : আপনি তো জানেন যে, জিবরাইল এসে নামায পড়ালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লেন। এরপর জিবরাইল বললেন : আপনাকে এভাবে নামায শেখানোর জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।২৭ বাশীর ইবনে আবু মাসউদ তার পিতার নিকট এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

٣٧١١ـ عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله ﷺ الايتان من اخر سورة البقرة من قراهما في ليلة كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت فسالته فحدثنيه ـ

৩৭১১. (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা) আবু মাসউদ বাদারী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা (নিদ্রা যাবার সময়) সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে এ দু'টি আয়াতই তার জন্য যথেষ্ট। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন : পরে আমি আবু মাসউদের সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা আমাকে (হুবহু) বর্ণনা করে শুনালেন।

٣٧١٢ـ عن ابن شهاب اخبرني محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك وكان من اصحاب النبي ﷺ ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله ﷺ

৩৭১২. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাহমুদ ইবনে রুবাইয়ে' আমাকে জানিয়েছেন যে, ইতবান ইবনে মালেক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনসারী সাহাবা ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন। (অপর একটি সনদে আহমদ ইবনে সালেহ আমবাদ ও ইউনুসের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন)।

---

২৭. রাবীদের কেউ কেউ هكذا امرت বাক্যাংশকে امرت هكذا পড়ে থাকেন। এর অর্থ দাঁড়ায় : জিবরাইল (আঃ) বললেন, এভাবে নামায পড়ার জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। জিবরাইল (আঃ)-এর

٣٧١٣- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ.

৩৭১৩. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি বনী সালেম গোত্রের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি হুসাইন ইবনে মুহাম্মদকে ইতবান ইবনে মালেক থেকে মাহ্‌মুদ ইবনে রুবাই'য়ে কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাহ্‌মুদ ঠিক বর্ণনা করেছেন।

٣٧١٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ

৩৭১৪. নবী (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী 'আদী গোত্রের মাননীয় নেতা আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবী'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর [ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)] আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হাফসা বিনতে উমরের মামা কুদামা ইবনে মায'উনকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনিও (কুদামা ইবনে মায'উন) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

٣٧١٥- عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيهَا أَنْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

৩৭১৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাফে' ইবনে খাদীজ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার দু'চাচা (যুহাইর ও মুযাহ্‌হার) তাকে জানিয়েছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী যুহরী বলেন:) আমি সালেমকে বললাম : আপনি তো ভাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন : হাঁ, আমি দিয়ে থাকি। আর রাফে' ইবনে খাদীজ তো নিজেই নিজের প্রতি অন্যায় করেছেন।

٣٧١٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.

৩৭১৬. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ লাইসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি রিফা'আ ইবনে রাফে' আনসারীকে দেখেছি। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

পেছনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পড়াকে কেউ কেউ আবার মি'রাজের ঘটনা বলে উল্লেখ করে থাকেন। অর্থাৎ মি'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে এভাবে নামায শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো।

٣٧١٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

৩৭১৭. নবী (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের বন্ধু আমর ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বাহরাইনবাসীর নিকট থেকে জিয্ইয়া আনার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করে (বিখ্যাত সাহাবা) আলা ইবনে হাযরামীকে[২৮] সেখানকার শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। আবু উবায়দা (ইবনুল জাররাহ) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার ফিরে আসার খবর শুনলেন। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তারা সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় আবু উবায়দার মাল নিয়ে ফিরে আসার কথা তোমরা শুনেছ। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাঁ আমরা তা শুনেছি। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং সুসংবাদের আশা রাখো। আল্লাহর শপথ ; আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশংকা করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মত পৃথিবীর প্রাচুর্য লাভ করে তাদের মতই তাতে নিমগ্ন হয়ে যাবে। আর এভাবে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছিলো তোমাদেরকেও তেমন ধ্বংস করে দেবে।

٣٧١٨- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا۔

৩৭১৮. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। অবশেষে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু লুবাবা তাঁকে বললেন যে,

---

২৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) নবম হিজরী সনে বাহরাইনবাসীদের সাথে জিয্ইয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করেন এবং বিখ্যাত সাহাবা আলা ইবনুল হাযরামীকে সেখানকার আমীর করে পাঠান। এ সময় বাহরাইনের অধিকাংশ অধিবাসী অগ্নিপূজক-মজুসী ছিলো। তারা পরবর্তী সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ শুরু করে। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত একজন সাহাবা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকেই বাহরাইনের অধিবাসীদের নিকট থেকে জিযইয়া উসূল করে আনতে পাঠিয়েছিলেন।

নবী (সঃ) ঘরে বসবাসকারী সাদা ছোট্ট নীল পাতলা সাপকে মারতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি এসব সাপ মারা ছেড়ে দিলেন।

৩৭১৯ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا ، ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللهِ لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

৩৭১৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) কিছু সংখ্যক আনসার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের[২৯] ফিদইয়া মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা তার একটি দিরহামও মাফ করবে না।

৩৭২০. عَنْ مِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيِّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

৩৭২০. বনী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে

---

২৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, আবুল ইয়সর কা'ব ইবনে আমর আনসারী তাকে বন্দী করেন। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাঁকেও শক্ত করে সারারাত বেঁধে রাখলেন। আদর্শগত কারণে তাঁকে কোন অনুকম্পা দেখাতে না পারলেও চাচার প্রতি মমত্ববোধের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না। সবাই তা বুঝতে পেরে তাঁর বন্ধন শিথিল করে দিলো এবং তাঁর মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলে তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। বরং বললেন, মুক্তিপণ এক দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যান্যদের নিকট থেকে যেহারে মুক্তিপণ আদায় করা হবে তাঁর নিকট থেকেও ঠিক সেভাবেই আদায় করা হবে।

মদীনাবাসী আনসারগণের রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা আব্বাসকে ভাগ্নে বলে উল্লেখ করার কারণ হলো, আব্বাসের দাদা কুরাইশ নেতা হাশেম বনী নাজ্জার গোত্রের আমর ইবনে উহায়হার কন্যা সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে মদীনাবাসী আনসারগণ হযরত আব্বাসকে ভাগ্নে বলে উল্লেখ করেন। হযরত আব্বাসের দাদা হাশেম কুরাইশী শামে (সিরিয়া) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মদীনাতে খাযরাজ গোত্রের বনী নাজ্জার শাখার আমর ইবনে উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাকে দেখে তাঁর পসন্দ হলে তিনি আমরের কাছে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। বিয়ের পরেও সালমা তার পিত্রালয়েই (আমরের বাড়ীতে) অবস্থান করবে এই শর্তে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পরে সালমা বিনতে আমরের সাথে তার বিয়ে হয়। এই সালমার গর্ভেই হযরত আব্বাসের পিতা ও নবী (সঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন।

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার যদি কোন কাফেরের সাথে মোকাবিলা ও লড়াই হয় আর যদি সে তরবারির আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করবো? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, না, তাকে হত্যা করবে না। মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর এ কথা বলছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিলো সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিলো তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে।

٣٧٢١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيْمَانُ هٰكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ قَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ مِجْلَزٍ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِيْ-

৩৭২১. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর-যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন, আবু জাহলের কি অবস্থা হলো তা কেউ দেখে আসতে পার কি? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (তার খবর নিতে) গিয়ে দেখলেন আফরার দুই পুত্র তাকে মেরে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাকে বললেন, তুমিই কি সে আবু জাহল? ইবনে উলাইয়া সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস তাকে একথাটিই বর্ণনা করেছিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু জাহলকে বলেছিলেন তুমিই কি সেই আবু জাহল? তখন (ইবনে মাসউদের এ কথার জবাবে) আবু জাহল বললোঃ একজন লোককে হত্যা ছাড়া আর কিছু কি তোমরা করেছো? সুলাইমান বলেছেন, অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছিলোঃ যাকে তার কওমের লোকেরা হত্যা করেছে। (অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে তার কওমের লোকজন হত্যা করলো। এর অধিক কিছু কি তোমরা করেছো?) আবু মিজলাস বর্ণনা করেছেন, আবু জাহল বলেছিলো, কৃষক ছাড়া অন্য কেউ যদি তাকে হত্যা করতো তাহলে কতই না ভাল হতো। ৩০

٣٧٢٢- عَنْ عُمَرَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَقِيْنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا فَحَدَّثْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ-

৩৭২২. উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন.) নবী (সঃ) ইন্তেকাল করলে আমি আবু বকরকে বললাম, আমাকে আমাদের আনসার ভাইদের কাছে নিয়ে চলুন। পথিমধ্যে আমরা

---

৩০. আবু মিজলাযের বর্ণনায় আবু জাহলের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তার অর্থ হলোঃ মদীনাবাসী আনসারগণ ছিলেন কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবী আনসারদের হাতে নিহত হওয়ায় সে অপমান বোধ করছে। তাই মৃত্যুর সময় সে এই উক্তি করছে যে, কৃষিজীবী ছাড়া আর কেউ যদি তাকে হত্যা করতো তাহলে তার জন্য লাঞ্ছনার কারণ হতো না।

আনসারদের দু'জন সৎ ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম যারা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তাঁদের দু'জনের একজন ছিলেন উআয়েম ইবনে সায়েদা এবং অপরজন ছিলেন মা'ন ইবনে আদী।

٣٧٢٣- عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَقَالَ عُمَرُ لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ -

৩৭২৩. কায়েস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (সাহাবা)-দের বাৎসরিক ভাতা পাঁচ হাজার ৩১ (দিরহাম) করে নির্দিষ্ট ছিলো। উমর (ইবনুল খাত্তাব) বলেছেন, আমি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে পরবর্তী লোকদের চাইতে বেশী মর্যাদা ও অগ্রাধিকার প্রদান করবো।

٣٧٢٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ -

৩৭২৪. মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ের তার পিতা জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জুবায়ের) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা 'তুর' পড়তে শুনেছি এবং এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায়। (অন্য একটি সনদে) যুহরী মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতয়েমের মাধ্যমে তার পিতা জুবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বদর-যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, আজ যদি মুতয়েম ইবনে আদী ৩২ বেঁচে থাকতেন এবং এসব পূতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে (বদর-

---

৩১. হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আওস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায় তিনি মুহাজিরদের পাঁচ হাজার, আনসারদেরকে চার হাজার এবং নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের প্রত্যেককে বার হাজার দিরহাম করে বাৎসরিক ভাতা প্রদান করতেন।

৩২. মুতয়েম ইবনে আদী ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাদার চাচাতো ভাই। এক সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইসলামী দাওয়াতের কাজে তায়েফে গিয়ে ফিরে আসেন, সেই সময় মুতয়েম ইবনে আদী মুশরিকদের আক্রমণ থেকে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই উপকারের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন যে, মুতয়েম ইবনে আদী জীবিত থাকলে এবং তাঁর অনুরোধ পেলে তিনি মক্কার নিহতদের হত্যা করতেন না। বরং তাদেরকে ও বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতেন।

হযরত উসমান (রাঃ) উনপঞ্চাশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর মিসরবাসী কিছু বিদ্রোহী লোকের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

যুদ্ধের বন্দী) সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদের সবাইকে আমি ছেড়ে দিতাম। লাইস ইয়াহইয়ার মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব) বলেন, প্রথম ফিতনা অর্থাৎ উসমানের হত্যাকান্ড সংঘটিত হলে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের কেউ-ই অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীয় ফিতনা অর্থাৎ হাররার ঘটনা সংঘটিত হলে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময়ের কোন সাহাবাই অবশিষ্ট ছিলেন না। অতঃপর তৃতীয় ফিতনা সংঘটিত হলে যতক্ষণ মানুষের মধ্যে সদগুণাবলী ও কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা ছিলো ততক্ষণ তা শেষ হয়নি।

٣٧٢٥- عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَّعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلٌّ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِىْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ بِئْسَ مَا قُلْتِ تَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْاِفْكِ

৩৭২৫. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আলকামা ইবনে ওয়াককাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশার (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। তারা সবাই আমার কাছে হাদীসটির একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। তা হলো, আয়েশা বলেছেনঃ আমি ও মিসতাহর মা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে মিসতাহর মা পায়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বললোঃ মিসতাহর অকল্যাণ হোক। (হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ) তখন আমি বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছো। তুমি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন লোককে গালি দিচ্ছ। অতঃপর তিনি অপবাদ রটনার গোটা ঘটনা বর্ণনা করলেন।

٣٧٢٦- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهٖ مَغَازِىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُلْقِيْهِمْ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ مُوْسٰى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُنَادِىْ نَاسًا اَمْوَاتًا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ فَجَمِيْعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنْ قُرَيْشٍ مِّمَّنْ ضُرِبَ لَهٗ بِسَهْمِهٖ اَحَدٌ وَّثَمَانُوْنَ رَجُلًا وَّكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَ الزُّبَيْرُ قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ فَكَانُوْا مِائَةً وَّاللهُ اَعْلَمُ.

৩৭২৬. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভিযানসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর বললেনঃ এগুলোই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি বদর-যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কাফের কুরাইশদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করার সময় (সেগুলোকে সম্বোধন করে) বললেনঃ তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা ঠিকমত পেয়েছ তো? হাদীসের রাবী মূসা নাফে'র মাধ্যমে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (হযরত উমর) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অর্থাৎ তারা তো আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে না)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমার কথাগুলো তুমি তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছ না। যেসব কুরাইশী

(সাহাবা) বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গণিমাতের অংশ লাভ করেছিলেন, তাদের সর্বমোট সংখ্যা হলো একাশি। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। যুবায়ের বলেছেনঃ যেসব কুরাইশী সাহাবা বদর-যুদ্ধের গণিমাতের মালের অংশ লাভ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিলো একশ'। প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

٣٧٢٧- عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِمِائَةِ سَهْمٍ -

৩৭২৭. যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ বদর-যুদ্ধের দিন মুহাজিরদের একশ' ৩৩ জনকে গণিমাতের মালের অংশ দেয়া হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ আরবী বর্ণমালা অনুসারে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা জামে-উস-সহীহ গ্রন্থে (বুখারী শরীফে) ইমাম বুখারী যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হলো ঃ নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হাশেমী (সঃ), আয়াস ইবনে বুকায়ের, আবু বকর কুরাইশীর আযাদকৃত ক্রীতদাস বেলাল ইবনে রাবাহ, হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব হাশেমী, কুরাইশদের মিত্র হাতেব ইবনে আবি বালতা'আ, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রাবী'আ কুরাইশী, হারিসা ইবনে রাবী আনসারী—হারিসা ইবনে সুরাকা নামেও পরিচিত। ইনি বদর-যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি বালক ছিলেন এবং দেখার জন্য গিয়েছিলেন। খুবায়েব ইবনে আদী আনসারী, খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমী, রিফা'আ ইবনে কাফে' আনসারী, রিফা'আ ইবনে আব্দুল মুনযির, আবু লুবাবা আনসারী, যুবায়ের ইবনে আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইবনে সাহল, আবু তালহা আনসারী, আবু যায়েদ আনসারী, সা'দ ইবনে মালেক যুহরী, সা'দ ইবনে খাওলা কুরাইশী, সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল কুরাইশী, সাহল ইবনে হুনাইফ আনসারী, যুহাইর ইবনে রাফে আনসারী এবং তার ভাই, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান, আবু বকর সিদ্দিক কুরাইশী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুযালী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যুহরী, উবায়দা ইবনুল হারেস কুরাইশী, উবাদা ইবনে সামেত আনসারী, উমর ইবনে খাত্তাব আবদী, উসমান ইবনে আফফান কুরাইশী—নবী (সঃ) তাকে তাঁর [নবী (সঃ)-এর] অসুস্থ কন্যার (হযরত উসমানের স্ত্রী) দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু বদর-যুদ্ধে লব্ধ গণিমাতের মালের অংশ দিয়েছিলেন, আলী ইবনে আবু তালিব হাশেমী, বনী আমের ইবনে লুয়াইর মিত্র আমর ইবনে আওফ, উকবা ইবনে আমর আনসারী, আমের ইবনে রাবী'আ আনযী, আসেম ইবনে সাবেত আনসারী, উওয়াইম ইবনে সায়েদা আনসারী, ইতবান ইবনে মালেক আনসারী, কুদামা ইবনে মাযউন, কাতাদা ইবনে নু'মান আনসারী, মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামুহ, মু'আওয়েয ইবনে আফরা ও তার ভাই, মালেক ইবনে রাবী'আ, আবু উসায়েদ আনসারী, মুরারা ইবনে রাবী আনসারী, মা'ন ইবনে আদী আনসারী, মিসতাহ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মান্নাফ, বনী যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

অনুচ্ছেদ ঃ দু'ব্যক্তির রক্তপণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী (সঃ) ইয়াহুদ বনী নুযাইর গোত্রের কাছে যাওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহুদদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করা। যুহরী উরওয়ার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নুযাইর গোত্রের সাথে এ ঘটনা বদর-যুদ্ধের পর ষষ্ঠ মাসে এবং ওহুদ-যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহর বাণীঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ (الحشر-٢)

---

৩৩. উপরের হাদীসটিতে অশ্বারোহীদের বাদ দিয়ে শুধু পদাতিক মুহাজিরদের হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু নীচের হাদীসে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় শ্রেণীর সৈনিকদেরকেই হিসাব করা হয়েছে বলে সংখ্যার এই তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

"তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাব কাফেরদেরকে প্রথমবারেই এক সাথে বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিলেন।

বনী নাযীরের দেশান্তরের এই ঘটনাকে ইবনে ইসহাক বি'রে মায়ূনার ঘটনা ও ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

٣٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَاجْلٰى بَنِي النَّضِيْرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَ اَوْلَادَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَ اَسْلَمُوْا وَاَجْلٰى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُوْدَ بَنِيْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ.

৩৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ বনী নাযীর ও বনী কুরাইযা গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করলে নবী (সঃ) বনী নাযীরের গোত্রকে দেশান্তরিত করলেন এবং বনী কুরাইযা৩৪ গোত্রের প্রতি ইহসান করে (তাদের ঘর-বাড়ীতেই) তাদেরকে থাকতে দিলেন। কিন্তু বনী কুরাইযা গোত্র পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হলো এবং কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়ে নবী (সঃ)-এর সহযোগী হয়ে গেলো তারা ছাড়া তাদের অন্যসব নারী, শিশু ও ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হলো। আর নবী (সঃ) মদীনার সব ইয়াহুদকে দেশান্তরিত করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের গোত্র বনী কায়নুকা ও বনী হারেসাসহ অন্যান্য ইয়াহুদ গোত্রকেও তিনি দেশান্তরিত করেছিলেন।

٣٧٢٩ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ.

৩৭২৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কোন এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে "সূরা হাশর"কে "সূরা হাশর" বলে উল্লেখ করলে তিনি আমাকে বললেন, এই সূরাকে সূরা নাযীর ৩৫ বলো। আবু উয়ানার মতো আবু বিশর থেকে হুশাইমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৩৪. বনী কুরাইযা গোত্রের সাথে নবী (সঃ)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন আক্রমণ হলে নিজ নিজ খরচে মুসলমানগণ ও তারা মদীনাকে রক্ষা করবে। কিন্তু আহযাব যুদ্ধের সময় তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের উপর চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে হাদীসে উল্লেখিত উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের এলাকা দখলের পর দেখা গেলো তারা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য শত শত অস্ত্র-শস্ত্র জমা করে রেখেছে। তাদের জমাকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিলো পনরশ' তরবারি তিনশ' লৌহ-বর্ম, দু' হাজার বর্শা এবং দেড় হাজার ঢাল। এসব দেখার পর দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায় যে, হযরত সা'দ (রাঃ)-কে বিচারক মানার পর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ছিলো।

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক এ সূরাটিকে সূরা নাযীর বলে উল্লেখ করতে বলার কারণ হলো ইয়াহুদ বনী নাযীর গোত্র সম্পর্কে সূরাটি নাযিল হয়েছে। আর তারা যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে তাও এ সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٣٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

৩৭৩০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ তোহফা হিসাবে নবী (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাতে পারেন। অবশেষে (ইয়াহূদ) বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রদ্বয় বিজিত হলে তিনি ঐ খেজুর বৃক্ষগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।৩৬

٣٧٣١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَنَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ.

৩৭৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বুয়াইরা৩৭ নামক স্থানে ইয়াহূদ বনী নাযীর গোত্রের যে সব খেজুর বৃক্ষ ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ) তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু অবশিষ্ট রেখেছিলেন। এ বিষয়েই কুরআনের এ আয়াতটি **নাযিল হয়ঃ**

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِينَ ۝

"যে সব খেজুরগাছ তোমরা গোড়া থেকে কেটে ফেলেছো কিংবা যে গুলো গোড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তাতো আল্লাহর হুকুম অনুসারেই করেছো। (আর এটা এ জন্য করা হয়েছে যে, নাফরমান ফাসিক দল যাতে চরমভাবে অপমানিত হয়।" (সূরা হাশর, আয়াত—৫)

٣٧٣٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ۞ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ ۞ قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَدَامَ اللهُ ذٰلِكَ مِنْ صَنِيعٍ ۞ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ ۞ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ ۞ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ.

৩৭৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াহূদ বনী নাযীর গোত্রের খেজুর গাছসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, এ বিষয়েই হাসসান ইবনে সাবেত এই কবিতা ৩৮ লিখেছিলেন, বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতাদের অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য বনী লুয়াইর গোত্রকে সাহায্য করা সহজ হয়ে গিয়েছে।

---

৩৬. বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রদ্বয়ের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নবী (সঃ) যে অংশ লাভ করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি নিজের প্রয়োজন পূরণ করতেন। এ জন্য আনসারদের খেজুরবৃক্ষগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

৩৭. বুয়াইরা মদীনা শরীফের নিকটবর্তী একটি জায়গা, যেখানে বনী নাযীর গোত্রের খেজুরের বাগান ছিলো।

৩৮. কুরাইশ ও বনী নাযীর গোত্রের মধ্যে মিত্রতার চুক্তি ছিলো। এ জন্য ইসলামের কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত এই কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের মর্যাদাবোধে খোঁচা দিয়েছিলেন। কারণ, মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরাইশরা বনী নাযীর গোত্রের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছিলো না। এর জবাবে

কেননা বুয়াইরা নামক জায়গার সর্বত্রই আগুন জ্বলে উঠেছে। রাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন যে, এর জবাবে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস কবিতা লিখেছিলো, আল্লাহ যেনো এ কাজকে স্থায়ী করেন অর্থাৎ মদীনার আশে পাশে যেনো সব সময়ই আগুন জ্বলতে থাকে। অচিরেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কারা নিরাপদে থাকবে এবং কাদের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٢٣٣- عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون فقال نعم فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان قال نعم فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قالا نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে বদ-দোয়া করে বলা হয়েছে, মদীনার আশে-পাশে যেন সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। আর খুব শীঘ্রই তোমাদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তখন জানতে পারবে কারা নিরাপদ ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ
تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِئْتَنِي
يَعْنِي عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا
عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِّ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا
عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ
إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي
فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ
قَالَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أَنَا سَمِعْتُ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَعْلَمْنَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا
يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ
هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ
زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا.

৩৭৩৩. মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান নাসিরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে উমর (ইবনে খাত্তাব) ডেকে পাঠালেন। এ সময় তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বললো, উসমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যুবাইর ইবনুল আও'আম এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আপনার সাক্ষাত প্রার্থী। আপনার অনুমতি হলে তাঁদেরকে আসতে বলি। তিনি বললেন, হাঁ, তাঁদেরকে আসতে বলো। এর অল্প কিছুক্ষণ পরে সে আবার এসে বললো, আব্বাস ইবনে মুত্তালিব এবং আলী ইবনে আবু তালিব আপনার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থী তাঁদেরও কি আসতে বলবো? তিনি বললেন, হাঁ, তাঁদেরকেও আসতে বলো। তখন তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আব্বাস বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের একটি বিবাদের মীমাংসা করে দিন। বনী নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (সঃ)-কে 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা কিছু দিয়েছিলেন তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিলো। এনিয়ে তাঁরা উভয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছিলেন। উপস্থিত সবাই বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! একটা মীমাংসা করে তাদের উভয়কেই এ ঝগড়া থেকে অব্যাহতি দিন। উমর বললেন, থামুন, তাড়াহুড়ো করবেন না।

আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যার আদেশে আসমান ও যমীন কায়েম আছে। বলুন, আপনাদের কি জানা আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমরা (নবীগণ) আমাদের পার্থিব সম্পদের জন্য কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না—যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।" তাঁরা সকলেই বললেন ঃ হাঁ, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন। তখন উমর আলী ইবনে আবু তালিব ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে আল্লাহর নামে শপথ করে জিজ্ঞেস করছি। বলুন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন কি না? তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন। তখন উমর বললেন, এখন এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে প্রকৃত অবস্থা খুলে বলছি। মহান আল্লাহ "ফাই" এর এ সম্পদ থেকে তাঁর রসূল (সঃ)-এর জন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যা আর কাউকে দেননি। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "আর আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন—সে জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছো না অন্য কোন সওয়ারী পরিচালনা করেছো। আল্লাহ তাঁর রসূলকে যার উপর খুশী আধিপত্য দান করেন। আসলে আল্লাহ তা'আলাই সব বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।" (সূরা হাশর—৬)। অতএব, এই সম্পদ একান্তভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। এর উপর কারো কোন হক ছিলো না। কিন্তু এ অর্থকে তিনি নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেননি। বরং তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এগুলো উদ্ধৃত্ত আছে। এ মাল থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনদের এক বছরের খোরপোশ রেখে দিতেন। এর যা থেকে যেতো তা আল্লাহর পথে খরচ করতেন। তিনি তাঁর সারা জিন্দেগী এভাবে কাজ করেছেন। তাঁর ইনতেকালের পর (নির্বাচিত খলীফা) আবু বকর বললেন, এখন আমিই তাঁর অভিভাবক। অতঃপর আবু বকর তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে কাজ করেছেন তিনি তাই করলেন। এরপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিব ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকে আপনারা যা বলেছেন তখনও এই কথা বলেই আবু বকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ সাক্ষী যে, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায়ের অনুসারী। অতঃপর আবু বকর ইনতেকাল করলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ সম্পদকে আমার খেলাফতের দুই বছর কাল আমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিয়েছি এবং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর যে ভাবে কাজ করেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই কাজ করছি। আর আল্লাহ সাক্ষী যে, এক্ষেত্রে আমি সততা ও ন্যায়ানুগ পন্থায় কাজ করেছি। এখন পুনরায় আপনারা দু'জন এসে আমাকেও একই কথা বলছেন—একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছেন। আর আব্বাস এখন আপনিও এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমরা (নবী-রসূলগণ) সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমাদের যা কিছু সম্পদ থাকে তা সাদকা হিসেবে থেকে যায়। এরপর এক সময় আমি এ চিন্তা করেছি যে, এ সম্পদকে আমি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করি। হাঁ, এখন আপনারা রাজি থাকলে একটি শর্তে আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করবো। শর্তটি হলো, আপনারা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিক এমনভাবে কাজ করবেন যেমনভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর ও আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর থেকে আমি করেছি। এতে আপনাদের সম্মতি না থাকলে কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন যে, এ শর্তের বিনিময়েই আপনি আমাদের হাতে তা অর্পণ করুন। আমি তাই করেছি। এখন যদি আপনারা এর বাইরে কোন মীমাংসা আমার কাছে কামনা করেন তাহলে সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যার আদেশে আসমান ও পৃথিবী ঠিক আছে, কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারবো না। আপনারা দু'জন এর তত্ত্বাবধানে যদি অপারগ হয়ে থাকেন তা হলে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি এর দেখা শোনা করতে পারবো। হাদীসের বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, আমি এ হাদীসটি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, মালেক ইবনে আওস ঠিকই বর্ণনা করেছেন। কেননা, আমি নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বলতে শুনেছি যে, (বনী নাযীরের গোত্রের সম্পদ থেকে) "ফাই" হিসেবে

আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার মূল্য আনার জন্য নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ উসমানকে আবু বকরের নিকট পাঠাতে চাইলে আমি তাঁদেরকে এই বলে নিষেধ করেছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না যে, নবী (সঃ) বলতেন, আমরা (নবী ও রসূলগণ) আমাদের সম্পদের কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধীকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে রেখে যাই। এ কথার দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। শুধু মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরগণ এর দ্বারা ভরণ-পোষণ চালাতে পারেন। আমার এ কথা শুনে নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল আলীর তত্ত্বাবধানে ছিলো। তিনি আব্বাস ইবনে মুত্তালিবকে এর উপর দখল জমাতে দেননি। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী এর হাতে ছিলো। পুনরায় তা আলী ইবনে হুসাইন এবং হাসান ইবনে হাসান এর তত্ত্বাবধানে ছিলো। তারা উভয়ে এর দেখা-শোনা করতেন। এরপর তা যায়েদ ইবনে হাসানের তত্ত্বাবধানে যায় এবং সবাই এ সম্পদকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিত্যক্ত সাদকা হিসেবে এর তত্ত্বাবধানকারী হয়ে কাজ করেছেন মাত্র।

٣٧٣٤- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ-

৩৭৩৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর (কন্যা) ফাতেমা ও আব্বাস (ইবনে আবদুল মুত্তালিব) আবু বকরের কাছে এসে মিরাস সূত্রে ফাদাকের [একটি জায়গার নাম যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু ভূমি ছিলো] ভূমি এবং খায়বারের ভূমি থেকে আয়ের অংশ চাইলেন। আবু বকর বললেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমরা (নবী ও রসূলগণ) আমাদের সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা কিছুই রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে পরিচালিত হয়। তবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর-গণ এ সম্পদ থেকে তাদের ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করতে পারেন। তবে তাদের সাথে আচার-আচরণের প্রশ্ন আসলে বলতে চাই—আল্লাহর কসম আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মী-য়তাসুলভ আচরণ করার চেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়তা-সুলভ আচরণ ও বন্ধনকে বেশী প্রিয় মনে করি।

অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব ইবনে আশরাফের ৩১ হত্যার ঘটনা।

٣٧٣٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ

৩১. কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের একজন কবি ছিলো। সে কবিতা রচনার দ্বারা রসূল (সঃ)-এর ওপর বিদ্রূপ করতো এবং তা প্রচার করে বেড়াতো। এমনকি সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্পর্কেও কুৎসিত ও উদ্ভট কথাবার্তা লিখে ছড়াতো। তার এসব কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে রসূ-লুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করেন।

قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله
لتملنه قال إنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير
شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر
وسقا أو وسقين فقلت له فيه وسقا أو وسقين فقال أرى فيه وسقا أو وسقين
فقال نعم ارهنوني قالوا أي شيء تريد قال ارهنوني نساءكم قالوا كيف
نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا
فيسب أحدهم فيقال رهن في وسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك
اللأمة قال سفيان يعني السلاح فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة
وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له
امرأته أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال
غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن
مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب قال و
يدخل محمد بن مسلمة معه برجلين قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى
بعضهم قال عمرو جاء معه برجلين وقال غير عمرو وأبو عبس بن جبر
والحارث بن أوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل
بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة
ثم أشمكم فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رأيت كاليوم ريحا
أي أطيب وقال غير عمرو قال عندي سيدة العرب وأكمل العرب قال عمرو
فقال أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن
لي قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي ﷺ
فأخبروه.

৩৭৩৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি চান যে, আমি গিয়ে তাকে হত্যা করি। তিনি বললেন : হাঁ, তখন মুহাম্মদ

ইবনে মাসলামা বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমি যা ভালো মনে করি আমাকে তা বলার অনুমতি দিন। নবী (সঃ) বললেন ঃ হাঁ, বলো। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন ঃ এ লোকটি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাদের কাছে শুধু সাদকা চায়। আর সে আমাদেরকে জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে। আমি (আজ) তোমার কাছে কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, আরে এখনই জ্বালাতনের কি দেখেছো? পরে সে তোমাদেরকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ সে যাই হোক, আমরা তো তাকে মেনে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কি ফল দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভালো মনে করি না। এখন আমি তোমার কাছে "এক ওয়াসক বা দু'ওয়াসক" পরিমাণ খাদ্য ধার চাই। হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর ইবনে দীনার আমার কাছে হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে সময় তিনি "এক ওয়াসক বা দু'ওয়াসক" শব্দ উল্লেখ করেননি। তাই আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, এ হাদীসে তো "এক বা দু'ওয়াসক" কথাটি আছে। তখন তিনি বললেন যে, আমার মনে হয়, কথাটি আছে। যাই হোক, কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, ঋণ তো পেয়ে যাবে, কিন্তু কিছু বন্ধক রাখো। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, কি জিনিস বন্ধক চান? সে বললো, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, আপনি আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি। আপনার কাছে আমাদের স্ত্রীদের কি করে বন্ধক রাখা যেতে পারে? তখন সে বললো, তোমাদের পুত্রসন্তানদের বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, আমাদের পুত্রসন্তানদেরকেই বা কি করে বন্ধক রাখা যায়? তাহলে পরবর্তী সময়ে লোকেরা সুযোগ পেয়ে তাদেরকে খোঁটা দিবে যে, মাত্র এক বা দু'ওয়াসক খাদ্যের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক। বরং আমরা আমাদের তরবারী ('লামা') বন্ধক রাখতে পারি। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, 'লামা' শব্দের অর্থ তরবারী। সুতরাং তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) তাকে (কা'ব ইবনে আশরাফ) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। পরে তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের দুধ-ভাই আবু নায়েলাকে সংগে করে রাতের বেলা তার কাছে গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিলো। তাদের কাছে আসার সময় তার স্ত্রী তাকে বললো, এ সময় কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, কোন শংকার কারণ নাই। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে, তাদের কাছে যাচ্ছি। রাবী' সুফিয়ান বলেছেন, আমর ইবনে দীনার ছাড়া এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনাকারীরা এতে এতটুকু কথা বেশী যোগ করে বর্ণনা করেছেন যে, কা'বের স্ত্রী বললো, এ ডাকে যেনো রক্তের গন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। তখন কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, কিছু না, ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ-ভাই আবু নায়েলা ডাকছে। আর খান্দানী ও অভিজাত ব্যক্তিকে রাতের বেলা বর্শাবিদ্ধ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত। রাবী' আমর ইবনে দীনার বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সাথে আরো দু'ব্যক্তিকে নিয়েছিলেন। রাবী' সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আমর ইবনে দীনার কি তাদের (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সংগী) দু'জনের বর্ণনা করেছিলেন? জবাবে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম বলেছিলেন। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেন, তিনি আরো দু'জন লোককে সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখনই সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে—অবশ্য আমর অন্যান্য রাবী'গণ (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সংগী হিসেবে) আবু আবাছ ইবনে জাবর, হারেস ইবনে আওস এবং আব্বাদ ইবনে বিশরের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে আমর শুধু এতটুকুই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) তার সাথে আরো দু'জন নিয়েছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন যে, যখন সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকবো। যে সময় তোমরা দেখবে যে আমি খুব শক্ত করে তার মাথার চুল মুষ্টিবদ্ধ করেছি তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি আরো বললেন যে, একবার আমি তোমাদেরকেও শুঁকাবো। সে চাদর গায়ে তাদের কাছে আসলে তার শরীর থেকে খোশবু বের হচ্ছিল। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ এতো উত্তম সুগন্ধি এর আগে আমি

কোনদিন দেখিনি। এখানে আমর ছাড়া বর্ণনাকারীগণ এতোটুকু কথা বেশী বর্ণনা করেছেন যে, তখন কা'ব বললো, বর্তমানে আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ও সবচেয়ে উত্তম এবং অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী স্ত্রীলোক আছে। আমর বর্ণনা করেছেন যে, তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বললো, হাঁ, অবশ্যই দেবো। তারপর তিনি তার মাথার ঘ্রাণ শুঁকলেন এবং সঙ্গীদেরও শুঁকালেন। তারপর আবার বললেন, আমাকে আরেকবার শুঁকবার অনুমতি দিবেন কি? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি তার মাথার চুল দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে সঙ্গীদেরকে বললেন, এবার নাও। তখন তারা তাকে হত্যা করলো এবং নবী (সঃ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে তার হত্যার সুখবর জানালো।

অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদ আবু রাফে' আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার ঘটনা। কেউ কেউ তার নাম সুল্লাম ইবনে আবুল হুকাইক বলে উল্লেখ করেছেন। সে খায়বরের অধিবাসী ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, হিজাযে তার একটি দুর্গ ছিলো সেখানেই সে থাকতো। যুহরী বলেছেন, তার হত্যার ঘটনা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনার পরে সংঘটিত হয়।

٣٧٣٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا إِلٰى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ
عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ

৩৭৩৬. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দশজনের কমসংখ্যক লোকের একটি দলকে আবু রাফে'র উদ্দেশ্যে পাঠালেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারীও ছিলেন। তিনি রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

٣٧٣٧ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِلٰى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ
الْأَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيكٍ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم
وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ
رَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ
لِلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبَلَ حَتّٰى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَ
قَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ
فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ
عَلَّقَ الْأَغَالِيقَ عَلٰى وَدٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ
يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا
فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ قُلْتُ إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتّٰى أَقْتُلَهُ

فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ أَبَا رَافِعٍ
قَالَ مَنْ هٰذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا
وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ
يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ أَنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً
أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ضَبِيبَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ
أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ
رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ
سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ
حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ
الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللّٰهُ أَبَا رَافِعٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا
قَطُّ ـ

৩৭৩৭. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারীকে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কিছুসংখ্যক লোককে ইয়াহুদ আবু রাফে'র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু রাফে' রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুশমন ছিলো। সে তাঁকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিলো। সে সেখানে বসবাস করতো। যে সময় তারা তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কারণে লোকজন নিজ নিজ পশুপাল নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক তার সাথীদের বললেন, তোমরা এখানে বসে অপেক্ষা করো। আমি গিয়ে দ্বাররক্ষীকে ধোঁকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবো। তারপর তিনি দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং কাপড় দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেনো প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। তখন দুর্গের সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর বান্দা! ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ করো। আমি এখনই দরযা বন্ধ করবো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি তখন ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে থাকলাম। তখন সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী দরযা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো এবং (দেয়ালে প্রোথিত) একটি পেরেকের সাথে চাবি লটকিয়ে রাখলো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি পরে (দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়লে) উঠে চাবি নিয়ে দরযা খুললাম। এদিকে আবু রাফে'র কাছে রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো। এ সময় সে তার ওপরের তলার কামরায় বসে কিচ্ছা-কাহিনী শুনছিলো। তার গল্পের আসরের লোকজন সবাই চলে গেলে আমি সিঁড়ি ভেঙে তার কাছে পৌঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরযা খুলছিলাম এবং ভেতর থেকে আবার তা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম যেনো লোকজন আমার আগমন বুঝতে পারলেও আমি আবু রাফে'কে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। এভাবে আমি তার কাছে পৌঁছলাম, সে একটি অন্ধকার ঘরে তার ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়ে আছে। কিন্তু সে ঘরের কোন জায়গায় শুয়ে

আছে তা বুঝতে পারলাম না। (তার অবস্থান জানার জন্য) আমি তাকে ডাকলাম: "আবু রাফে"। সে জবাব দিলো, কে ডাকছো? তখন আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তার কোনই ক্ষতি করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলো। আমি তখন ঘরের বাইরে চলে আসলাম এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার প্রবেশ করে বললাম, আবু রাফে' চীৎকার করলে কেন? সে আমাকে নিজের লোক ভেবে বললো, তোমার মা'র সর্বনাশ হোক। একটু আগেই ঘরের মধ্যে কে যেনো আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, তখন আমি আবার তাকে প্রচণ্ড আঘাত করলাম এবং ঘায়েল করে ফেললাম। কিন্তু তখনও হত্যা করতে পারি নাই। সুতরাং তরবারীর মাথা তার পেটের ওপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এরপর তাকে হত্যা করতে পেরেছি বলে আমি নিশ্চিত হলাম। তাই একটি একটি করে দরযা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম। অবশেষে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম। জ্যোৎস্নালোকিত রাত ছিলো। আমি মনে করলাম সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করেছি। কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিলো। তাই নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম এবং পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেলো। আমার মাথার কাপড় দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ পা বেঁধে ফেললাম এবং সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে দরযা সোজাই বসে থাকলাম। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজকের রাতে তার মৃত্যুর খবর না শুনে যাব না। ভোররাতে মোরগ ডাকার সময় মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের ওপর উঠে ঘোষণা করলো, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ করো। তখন আমি আমার সাথীদের কাছে গিয়ে বললাম। জলদি চলো। আল্লাহ আবু রাফে'কে হত্যা করেছেন। তারপর আমি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে তার মৃত্যুর খবর দিলাম এবং সব ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার পা দেখে তা ছড়িয়ে ধরতে বললেন। আমি আমার পা ছড়িয়ে ধরলে তিনি তা স্পর্শ করলেন। আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেলো যেনো তাতে কোন আঘাতই লাগেনি।

٣٨٢٨ - عن البراء قال بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك و
عبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله
بن عتيك امكثوا أنتم حتى انطلق أنا فانظر قال فتلطفت أن أدخل الحصن
ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت أن أعرف قال
فغطيت رأسي ورجلي وجلست كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من
أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مربط
حمار عند باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة
من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة
خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته
ففتحت به باب الحصن قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل ثم
عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي

رَافِعٍ فِيْ سُلَّمٍ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ
قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا ثُمَّ
جِئْتُ كَأَنِّيْ أُغِيْثُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ فَقَالَ أَلَا أُعْجِبُكَ لِأُمِّكَ
الْوَيْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِيْ بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا
فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ كَهَيْئَةِ الْمُغِيْثِ فَإِذَا هُوَ
مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِيْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ
صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِيْدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ
فَانْخَلَعَتْ رِجْلِيْ فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِيْ أَحْجُلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوْا فَبَشِّرُوْا
رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَإِنِّيْ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَلَمَّا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ
النَّاعِيَةُ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ قَالَ فَقُمْتُ أَمْشِيْ مَا بِيْ قَلَبَةٌ فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِيْ
قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ .

৩৭৩৮. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ আবু রাফে'র (হত্যার উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারী ও আবদুল্লাহ ইবনে উকবাকে একদল লোকসহ তার কাছে পাঠালেন। তারা গিয়ে দুর্গের নিকটে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো আমি গিয়ে সুযোগ খুঁজতে থাকি। আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বর্ণনা করেছেন, আমি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার চেষ্টা করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে তাদের একটি গাধা হারিয়ে গেলে তারা একটি আলো নিয়ে তার সন্ধানে বের হলো। তিনি বলেন, আমি তখন ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমাকে যদি তারা চিনে ফেলে। তাই আমি কাপড় দিয়ে আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে থাকলাম যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছি। এরপর দারোয়ান সবাইকে ডেকে বললো, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে চলে আসুন। তখন আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পাশেই গাধার খোয়াড়ে আত্মগোপন করে থাকলাম। সবাই আবু রাফে'র সাথে বসে রাতের খাবার খেলো এবং গল্পগুজব করলো। এভাবে কিছু রাত কেটে গেলে সবাই যার যার ঘরে ফিরে গেলো। (সবাই ঘুমিয়ে পড়ায়) কোলাহল থেমে গেলো। আমি যখন কোন নড়াচড়া বা সাড়া শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না তখন বের হলাম এবং দারোয়ান দুর্গের দেয়ালের একটি ছিদ্রপথে যেখানে চাবি রেখেছে সেখানে গিয়ে চাবিটা নিলাম। তারপর দুর্গের দরজা খুললাম এবং মনে মনে সংকল্প করলাম, যদি লোকজন আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই পালাতে পারবো। এরপর দুর্গের অভ্যন্তরে যত ঘর ছিলো বাইরে থেকে তার দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফে'র কামরায় উঠলাম। দেখলাম আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে তাই কামরার মধ্যে ভীষণ অন্ধকার। তাই বুঝতে পারলাম না, লোকটি (অর্থাৎ আবু রাফে') কোনখানে শুয়ে আছে। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, আবু রাফে'। সে জবাব দিলো, কে ডাকছো তখন আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম এবং তাকে লক্ষ্য করে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠলো কিন্তু এ আঘাত কোন কাজে আসলো না। আমি কয়েক মুহূর্ত দেরী করে আবার তার কাছে গেলাম। যেনো আমি তার সাহায্যকারী (হিসেবে ছুটে গিয়েছি)। আমি এবার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললাম, কি

হয়েছে, আবূ রাফে'? সে বললোঃ কি আশ্চর্য কথা তোমার মার সর্বনাশ হোক, কে যেন আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে আতিক বলেন, আমি আবার তাকে আঘাত করলাম। কিন্তু এবারও তা ব্যর্থ হলো। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠলো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি সাহায্য-কারীর ভান করে আবারও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। তাই তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে সজোরে দাবিয়ে দিলাম এবং বুঝতে পারলাম তরবারি তার পিঠের হাড় স্পর্শ করেছে। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির পাশে গেলাম এবং পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে গেলো। আমি কাপড় দিয়ে পা বেঁধে ফেললাম এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সঙ্গীদের কাছে আসলাম। বললাম, তোমরা গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সুসংবাদ দান করো। আমি তার মৃত্যুর ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত এখান থেকে যাবো না। ভোর হলে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণাকারী বললো, আমি আবূ রাফে'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, এরপর আমি ওঠে রওয়ানা হলাম। কিন্তু তখন (আমার পায়ে ব্যথা বা কষ্ট) অনুভব করলাম না। আমার সঙ্গীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছার আগেই আমি তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম এবং গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (আবূ রাফে'র মৃত্যুর) সুসংবাদ দিলাম।

অনুচ্ছেদঃ ওহুদ-যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(آل عمران - آية ١٢١) -

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ - إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ - وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ
فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . (آل عمران - آية ١٣٩)

وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى
إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا . (آل عمران)

"হে নবী, আপনি সেই সময়ের কথা মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিন যখন আপনি সকালবেলা পরিজনদের ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং (ওহুদের ময়দানে) বিভিন্ন স্থানে মু'মিনদেরকে মোতায়েন করছিলেন। আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন। (সূরা—আলে-ইমরান ঃ ১২১) তোমরা উৎসাহ হয়ো না, দুঃখ করো না—যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা আঘাত পেয়ে থাকলে (এর আগে) তারাও তো তেমনি আঘাত পেয়েছে। মানবজাতির মধ্যে যুগের এই উত্থানপতন আমিই ঘটিয়ে থাকি। তোমাদের সামনে এই কঠিন অবস্থা এ জন্যে আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কে সত্যিকার ঈমানদার—আর তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। জালিমদেরকে আল্লাহ মোটেই পসন্দ করেন না। আর তিনি এই পরীক্ষা দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফেরদের থেকে আলাদা করে কাফেরদের ধ্বংস করতে চান।...তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, তোমরা এমনি জান্নাতে ঢুকে পড়বে.? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করলো আর কারা ধৈর্যের পরিচয় দিলো এখনও আল্লাহ তা দেখেননি। তোমরা মৃত্যু আসার আগেই তা কামনা করেছিলে। এখন তো মৃত্যু তোমাদের সামনে হাজির দেখতে পাচ্ছ। (সূরা—আলে-ইমরান ঃ ১৩৯) আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে সাহায্য করার যে ওয়াদা ছিলো আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেছেন। প্রথমতঃ তোমরাই তাদেরকে তাঁরই হুকুমে হত্যা ও নির্মূল করছিলে। কিন্তু পরে যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে ঝগড়া ও মতবিরোধ করলে, আর যেই মাত্র তোমাদের পসন্দনীয় জিনিস তোমাদেরকে দেখানো হলো তখন তোমরা (নেতার) নির্দেশ লংঘন করলে। কারণ তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার আশা করে আবার কেউ আখেরাত চায়। তাই তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য কাফেরদের হাতে পরাস্ত করলেন। এরপরও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কেননা আল্লাহ মুমিনদের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী। (সূরা—আলে-ইমরান ঃ ১৫২) যারা আল্লাহর পথে মারা গেলো তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত আছে এবং তাদের রবের কাছ থেকে রিযক লাভ করছে। আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন—তাই নিয়ে তারা আনন্দ করছে। আর যারা দুনিয়ায় পড়ে আছে এবং এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও তারা সন্তুষ্ট যে, তাদেরও কোন ভয় নেই এবং তারা শোকার্ত হবে না। (সূরা—আলে-ইমরান ঃ ১৬৯)

٣٧٣٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ

৩৭৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ওহুদ-যুদ্ধের দিন (যুদ্ধের ময়দানে) বলেছিলেন৪০ এই তো জিবরাইল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে এসে পেঁছেছেন।

٣٧٤٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلٰى قَتْلٰى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّيْ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا وَإِنِّيْ لَسْتُ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّيْ أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا قَالَ فَكَانَتْ اٰخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

---

৪০. ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)-এর মতে এ হাদীসে উল্লেখিত কথাটি রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন।

৩৭৪০. উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আট বছর পর নবী (সঃ) ওহ্‌দ-য্‌দ্ধের শহীদদের জন্য (তাদের কবরে গিয়ে) এমনভাবে দো'আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও ম্‌তদের জন্য দো'আ করে। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিম্বরে ওঠে বললেনঃ আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি (আগেই বলে যাচ্ছি)। আমি তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপরে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হাওযে কাওসারের কিনারে হবে। আর আমার এই জায়গা থেকে আমি হাওযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা ম্‌শরিক হয়ে যাবে। বরং আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দ্‌নিয়ার আরাম-আয়েশে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। উকবা ইবনে আমের বলেন, আমার এই সময়ের দেখাই ছিলো রস্‌ল্‌ল্লাহ (সঃ)-কে শেষবারের মতো দেখা।

٣٧٤١ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوْا إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوْا وَإِنْ رَأَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْنَا فَلَا تُعِيْنُوْنَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوْا حَتّٰى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ فَأَخَذُوْا يَقُوْلُوْنَ الْغَنِيْمَةَ الْغَنِيْمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تَبْرَحُوْا فَأَبَوْا فَلَمَّا أَبَوْا صُرِفَ وُجُوْهُهُمْ فَأُصِيْبَ سَبْعُوْنَ قَتِيْلًا وَأَشْرَفَ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تُجِيْبُوْهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ قَالَ لَا تُجِيْبُوْهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قُتِلُوْا فَلَوْ كَانُوْا أَحْيَاءً لَأَجَابُوْا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيْكَ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ أُعْلُ هُبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجِيْبُوْهُ قَالُوْا مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللهُ أَعْلٰى وَأَجَلُّ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجِيْبُوْهُ قَالُوْا مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ وَتَجِدُوْنَ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِيْ -

৩৭৪১. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওই দিন (ওহ্‌দ-য্‌দ্ধের দিন) আমরা ম্‌শরিকদের বির্‌দ্ধে লড়াই করতে বের হলে নবী (সঃ) আবদ্‌ল্লাহ ইবনে জ্‌বাইরকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিয্‌ক্ত করে এক জায়গায় তাদেরকে মোতায়েন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা সর্বাবস্থায় এখানে থাকবে। যদি তোমরা দেখো যে, আমরা তাদের বির্‌দ্ধে বিজয় লাভ করেছি তব্‌ও এখান থেকে সরবে না। কিংবা যদি দেখো যে, তারা (ম্‌শরিকরা) আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে তব্‌ও আমাদের সাহায্যের জন্যে এখান থেকে সরবে না। অতঃপর আমরা তাদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শ্‌র্‌ করলো। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম ম্‌শরিকদের মেয়েরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার ওপর টেনে তোলার কারণে পায়ের মলগ্‌লো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। এই সময় আবদ্‌ল্লাহ ইবনে জ্‌বাইরের তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা বলতে শ্‌র্‌ করলো, আরে চলো গণিমাতের মাল সংগ্রহ করি। আবদ্‌ল্লাহ

ইবনে জুবাইর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, নবী (সঃ) আমাকে এ স্থান ছাড়তে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সবাই তার কথা অগ্রাহ্য করলে তাদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো এবং তাদের সত্তর জন লোক শহীদ হলেন। তখন আবু সুফিয়ান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বললো, মুহাম্মদ কি জীবিত আছে? নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা কেউ জওয়াব দিও না। তখন সে (আবু সুফিয়ান) আবার বললো, আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) জীবিত আছে কি? নবী (সঃ) আবারও বললেনঃ তোমরা কেউ জওয়াব দিও না। এবার সে (আবু সুফিয়ান) বললোঃ খাত্তাবের পুত্র (উমর) বেঁচে আছ কি? তারপর সে (আবু সুফিয়ান) বললোঃ এরা সবাই নিহত হয়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই জওয়াব দিতো। তখন উমর (ইবনুল খাত্তাব) নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি জওয়াব দিলেনঃ হে, আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ। তোমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তখন আবু সুফিয়ান বললোঃ হুবালই সমুন্নত ও মর্যাদাবান। তখন সাহাবাদের লক্ষ্য করে নবী (সঃ) বললেন, তাকে জওয়াব দাও। সাহাবাগণ বললেনঃ আমরা কি বলে জওয়াব দেবো। নবী (সঃ) বললেনঃ বলো, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ও সর্বশক্তিমান। তখন আবু সুফিয়ান বললোঃ আমাদের দেবতা আছে—তোমাদের তো "উয্যা" নাই। এবারও নবী (সঃ) (সাহাবাদেরকে) বললেন, তোমরা তাকে জওয়াব দাও। তারা বললো, আমরা কি বলে জওয়াব দেবো? নবী (সঃ) বললেন, বলো, আল্লাহ আমাদের প্রভু ও অভিভাবক (মাওলা)—তোমাদের তো প্রভু ও অভিভাবক নেই। এবার আবু সুফিয়ান বললো, আজকের দিন বদর-যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ হলো। আর যুদ্ধ কূপ হতে পানি উঠানোর পাত্রের মতো। (অর্থাৎ একবার এ হাতে আরেকবার অন্য হাতে) আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা এমন কিছু লাশ দেখতে পাবে যাদের নাক-কান কাটা হয়েছে। আমি এরূপ করতে আদেশ দেইনি। তবে এতে আমার কোন দুঃখ নেই।

٣٧٤٢ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ ـ

৩৭৪২. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন সকাল বেলা শরাব৪১ পান করেছিলো এবং তারপর যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছিলো।

٣٧٤٣ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَّكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَاْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَاْسُهُ وَاُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ ـ

৩৭৪৩. সা'ঈদ ইবনে ইবরাহীম তাঁর পিতা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (একদিন) আবদুর রহমান ইবনে আওফের কাছে খাবার আনা হলো। তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। (খাবার দেখে) তিনি বললেনঃ মুস'আব ইবনে উমাইর৪২ ছিলেন আমার চাইতে সৎ ও

---

৪১. তখনও শরাব নিষিদ্ধ হয়নি।

৪২. মুস'আব ইবনে উমায়ের কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি অত্যন্ত বিত্তশালী

উত্তম লোক। তিনি শাহাদত লাভ করেছেন। তাঁকে একখানা মাত্র অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যাচ্ছিলো এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিলো। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেছেন : আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, হামযা শাহাদত লাভ করেছেন। তিনিও আমার চাইতে উত্তম লোক ছিলেন। তারপর এখন তো আমাদের জন্য পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উত্তমরূপে করা হয়েছে অথবা (বর্ণনাকারী ইবরাহীমের সন্দেহ) তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ায় যা কিছু আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আমার আশংকা হয় যে, হয়তো আমাদের নেকীর বিনিময় এখানেই (পৃথিবীতে) দিয়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এমনকি এ জন্য খাবারও খেতে পারলেন না।

٣٧٤٤ - عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ۔

৩৭৪৪. আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বললো : বলুন তো, আমি যদি শহীদ হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করবো? নবী (সঃ) বললেন : জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো—যা সে খেতেছিলো—ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করলো এবং শহীদ হলো।

٣٧٤٥ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْقُوْا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا۔

৩৭৪৫. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হিযরত করেছিলাম। তাই আল্লাহর কাছে আমরা পুরস্কারের হকদার হয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়ায় তার কোন পুরস্কার না নিয়েই অতীত হয়ে গিয়েছেন৪৩ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চলে গিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদতপ্রাপ্ত মুস'আব ইবনে উমায়ের তাদেরই একজন। একখানা পাড়-বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ভিন্ন তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। তাকে কাফন পরানোর সময় তা দ্বারা আমরা তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা উদাম হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে

ছিলেন ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন। মুস'আব ইবনে উমায়ের আবদুর রহমান ইবনে আওফের চেয়ে উত্তম ছিলেন এ কথার মাধ্যমে তিনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেছেন। অন্যথায় তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন।

৪৩. অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সবাই ইসলামের বিজয় যুগের ফল ভোগ করতে পারেননি। বরং ইসলামের জয় আসার পূর্বেই কেউ কেউ ইন্তেকাল করেছেন।

নবী (সঃ) বললেনঃ এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'খানা 'ইয্‌খের' ঘাস দিয়ে জড়িয়ে দাও। অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ইয্‌খের ঘাস দিয়ে তার পা আবৃত করো। আবার আমাদের অনেকেই (যারা হিজরত করেছিলেন) এমন আছেন, যার ফল বেশ ভালভাবে পেকেছে এবং সে এখন তা সংগ্রহ করছে।

٣٧٤٦ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ ﷺ لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللّٰهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أُجِدُّ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبَنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ -

৩৭৪৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (আনাস ইবনে নযর) বলেছেন: আমি নবী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হতে পারি নাই। তাই আল্লাহ যদি আমাকে নবী (সঃ)-এর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন আমি কী বীরত্ব সহকারে লড়াই করি। ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকেরা পরাস্ত হয়ে ভাগতে শুরু করলে (তা দেখে) তিনি বললেন: হে আল্লাহ! এসব লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলো, আমি সেজন্য তোমার কাছে ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকরা যা করলো তার সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে সা'দ ইবনে মু'আযের সাথে তার দেখা হলে তিনি (আনাস ইবনে নযর) তাকে বললেন: হে সা'দ! তুমি কোথায় পালাচ্ছ? আমি তো ওহুদের অপর প্রান্ত থেকে বেহেশতের খোশবু[৪৪] পাচ্ছি। এরপর তিনি গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। তার দেহে এতো জখমের চিহ্ন ছিলো যে, তাকে চেনা যাচ্ছিলো না। অবশেষে তার বোন তার দেহের তিল-চিহ্ন ও আঙুল দেখে তাকে সনাক্ত করলো। তার দেহে আশিটিরও বেশী বর্শা, তীর ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিলো।

٣٧٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ -

৩৭৪৭. যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: [হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে] আমরা যে সময় কোরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন

---

৪৪. বেহেশতের খোশবু লাভ করার দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ সত্যিকার অর্থেই হয়তো তিনি বেহেশতের খোশবু লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কথার অর্থ হয়তো এই ছিলো যে, তিনি দৃঢ় ও পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত। আর শাহাদতের মাধ্যমেই জান্নাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দেখলাম সূরা আহযাবের একটি আয়াত তাতে নাই যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠ করতে শুনতাম। আমরা উক্ত আয়াতটির অনুসন্ধান করতে থাকলাম। অবশেষে তা খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে পেলাম এবং কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (সূরা আহযাব) তা সংযুক্ত করে লিখে নিলাম। আয়াতটির তরজমা এইঃ "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে—আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিলো, তাতে তারা সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদের মানত পূরা করেছে এবং কিছু লোক (তা পূরা করার জন্য) আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে। ৪৫ তারা কিছুমাত্র রদবদল করেনি!"

৩৭৪৮ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُولُ لَا نُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ

৩৭৪৮ যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) ওহুদ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে যারা তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ফিরে আসলো। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাদের সম্পর্কে দু'-ধরনের মতামত পোষণ করলেন। একদল বললেন : আমরা তাদেরকে হত্যা করবো। (কারণ তারা ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে এবং কুফরকে গ্রহণ করেছে) অপর দল বললো: আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না। তখন পবিত্র কোরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয়:

فما لكم فى المنافقين "তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন"।—(সূরা—আন্-নিসা—আয়াত—৮৮)। নবী (সঃ) বললেন : মদীনার নাম 'তায়বাহ' বা পবিত্র জায়গা। আগুন যেমন রূপার ময়লা বিদূরিত করে দেয়, মদীনাও তেমনি গোনাহ্গারদের বের করে দেয়।

অনুচ্ছেদ :

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ :

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলো। অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর মু'মিনদের তো আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত।—(সূরা—আলে-ইমরান, আয়াত—১২২)।

৩৭৪৯ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا بَنِيْ سَلِمَةَ وَبَنِيْ حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا

---

৪৫. বদর যুদ্ধ ছিলো কাফের ও মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ইসলামী আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলো। এদিক থেকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হযরত আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে খুবই অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি প্রাণপণে লড়াই করবেন। ওহুদের ময়দানে তিনি তাঁর এ প্রতিজ্ঞা সত্য করে দেখিয়েছিলেন এবং শাহাদত বরণ করেছিলেন।

৩৭৪৯. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারিয়ে ভীরুতা দেখাতে বসেছিলো।" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে অর্থাৎ বনী সালেমা ও বনী হারিসা গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আর এ আয়াতটি নাযিল হওয়া আমি খুবই পসন্দ করি। কেননা, এতে আল্লাহ বলেছেন : "আর আল্লাহ তাদের উভয় দলকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন।"

٣٧٥٠ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ -

৩৭৫০. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : জাবের! তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : কেমন মেয়েকে—কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম : না, কুমারী নয় বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন : কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? কুমারী বিয়ে করলে তার সাথে হাসি-তামাসা ও আমোদ-ফূর্তি করতে পারতে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি নয়টি নাবালিকা কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। তাই এখন আমার নয়টি বোন। আমি তাদের সাথে তাদেরই মতো আর একটি অনভিজ্ঞা কুমারী মেয়েকে এনে শামিল করা পসন্দ করলাম না। বরং এমন একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করা পসন্দ করলাম, যে তাদের চুল চিরুণী করে দিতে পারবে এবং দেখাশোনা ও যত্ন নিতে পারবে। এসব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি ঠিক কাজ করেছো।

٣٧٥١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جِزَازُ النَّخْلِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً

৩৭৫১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। ওহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা ছয়টি কন্যা রেখে শহীদ হয়েছিলেন। তার কিছু ঋণ ছিলো। ইতিমধ্যে খেজুর কাটার মওসুম এসে গেলো। তিনি বলেনঃ আমি তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম ঃ আপনি তো জানেন, আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছেন। এখন আমি চাই যে, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক (এবং ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেয়া বন্ধ করুক)। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি গিয়ে এক এক প্রকার খেজুর কেটে আলাদা আলাদা গাদা করো। সুতরাং আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)-কে ডাকলাম। ঋণ দাতারা তাঁকে দেখে সেই মুহূর্তে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নবী (সঃ) তাদের এ আচরণ দেখে সব চাইতে বড় গাদার চারদিকে তিনবার চক্কর দিয়ে তার উপর বসে বললেনঃ তোমার ঋণ-দাতাদের ডাকো। এরপর তিনি সেখান থেকে মেপে মেপে তাদেরকে দিতে থাকলেন। এমন কি আল্লাহ আমার পিতার আমানত অর্থাৎ ঋণের বোঝা এভাবে পরিশোধ করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর দানা নিয়েও যদি আমি আমার বোনদের কাছে না যেতে পারি তবুও যেন আমার পিতার ঋণের আমানত আল্লাহ আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবগুলো গাদা অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম নবী (সঃ) খেজুরের যে গাদার উপর বসেছিলেন তার একটি খেজুরও যেন কমেনি।[৪৬]

٣٧٥٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَاَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ -

৩৭৫২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি ওহুদের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম। তাঁর সাথে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে[৪৭] দেখলাম। তারা তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] প্রতিরক্ষার জন্য প্রচন্ডভাবে লড়াই করছে। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বেও কোনদিন দেখি নাই কিংবা পরেও কোন দিন দেখি নাই।

٣٧٥٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَثَلَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ كِنَانَتَهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ ارْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ -

৩৭৫৩. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার সামনে তাঁর তীরদানি খুলে দিয়ে বললেন ঃ (হে সা'দ) তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক! তুমি তীর বর্ষণ করতে থাকো।

٣٧٥٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ .

৩৭৫৪. সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার উদ্দেশে তাঁর

---

৪৬. এ ঘটনাটা ছিলো রসূল হিসেবে হুজুর (সঃ)-এর মুজেযা। তিনি যে সত্যিই আল্লাহর রসূল ছিলেন, এ ঘটনা তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪৭. ঐ দু'জন লোক ফেরেশতা ছিলেন বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ছিলো হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল।

মাতা-পিতাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।৪৮

٣٧٥٥ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيْدُ حِيْنَ قَالَ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ وَهُوَ يُقَاتِلُ .

৩৭৫৫. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেছেনঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার উদ্দেশে তাঁর মাতাপিতা উভয়কে একই সাথে (কোরবান হওয়ার কথা) উল্লেখ করেছেন। এ কথার দ্বারা তিনি (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বুঝাতে চান যে,) তিনি লড়াই করছিলেন। এমন সময় নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ আমার পিতা-মাতা তোমার প্রতি কোরবান হোক।

٣٧٥٦ - عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ .

৩৭৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন :) আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো উদ্দেশে নবী (সঃ)-কে তার পিতা-মাতাকে একসাথে কোরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনি নাই।

٣٧٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ .

৩৭৫৭ আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি সা'দ ইবনে মালেক ছাড়া আর কারো উদ্দেশে নবী (সঃ)-কে তাঁর পিতা-মাতাকে একসাথে কোরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনি নাই। কারণ, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : হে সা'দ, আমার পিতা-মাতা তোমার উদ্দেশে কোরবান হোক, তুমি তীর বর্ষণ করতে থাকো।

٣٧٥٨ - عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ يُقَاتِلُ فِيْهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا

৩৭৫৮. আবু উসমান বলেছেন : যেসব দিনগুলোতে নবী (সঃ) যুদ্ধ করেছেন তার কোন কোনটিতে (ওহুদ যুদ্ধের দিন) তাল্হা বিন উবায়দুল্লাহ ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ছাড়া আর কাউকে নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে লড়াই করতে দেখি নাই। আবু উসমান এ হাদীস তাঁদের উভয়ের অর্থাৎ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٥٩ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ

---

৪৮. অর্থাৎ নবী (সঃ) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন যে, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। এটা একটা আরবী বাকধারা। কারো প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য এ উক্তি করা হয়।

النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا اَنِّىْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ۔

৩৭৫৯. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি [নবী (সঃ)-এর সাহাবী] আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সাহচর্য লাভ করেছি। তবে একমাত্র তালহা (ইবনে উবায়দুল্লাহ)-কে ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শোনা ছাড়া আর কাউকেই নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি।৪১

٣٧٦٠ - عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ

৩৭৬০. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি আঘাত-জনিত কারণে তালহার (বিন উবায়দুল্লা) হাত অবশ ও অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এই হাত দ্বারা নবী (সঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন।

٣٧٦١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُوْ
طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ
رَجُلًا رَامِيًا شَدِيْدًا لنَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا وَكَانَ الرَّجُلُ
يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ انْثُرْهَا لِاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ
النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ لَا تُشْرِفْ
يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِىْ دُوْنَ نَحْرِكَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ
بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا
تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَاٰنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ
وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ اَبِىْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلٰثًا

৩৭৬১. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন (মুসলমান-গণ) নবী (সঃ)-কে ছেড়ে পালালেও আবু তালহা ঢাল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখেন। আবু তালহা ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ তীরন্দাজ। ধনুক খুব জোরে টেনে ধরে তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) তাঁর হাতে দু'টি অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনটি ধনুক ভেঙেছিলো। ঐদিন যে ব্যক্তিই তাঁর [নবী (সঃ)] পাশ দিয়ে ভরা তীরদানি নিয়ে অতিক্রম করেছে তাকে তিনি বলেছেন, তীরগুলো বের করে আবু তালহার সামনে রেখে দাও। আনাস বলেন, যখনই নবী (সঃ) ঘাড় উঁচু করে লোকদেরকে (কাফেরদেরকে) দেখতেন,

---

৪১. এসব সাহাবা নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস জানতেন না তা নয়। তারা নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করতে বড় ভয় পেতেন। কারণ, একটি হাদীসে নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ইচ্ছা করে আমার বিষয়ে কোন কথা বলে সে যেন তার স্থান দোযখেই তালাশ করে। এ হাদীস অনুসারে এসব সাহাবা মনে করতেন যে, নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে গেলে যদি তা মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে তো তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাই তারা হাদীস বর্ণনা করাই অপসন্দ করতেন।

তখনই আবু তালহা তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক আপনি মাথা উঁচু করবেন না। কারণ তাদের নিক্ষিপ্ত কোন তীর আপনাকে আঘাত করতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষার জন্য আমার বক্ষ পেতে দিয়েছি। সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমাকে দেখেছি ৫০ তারা উভয়েই মশক ভরে ভরে পিঠে করে পানি বহন করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। তারপর আবার গিয়ে পুনরায় ভর্তি করে এনে আবার লোকদেরকে পান করাতে ছিলেন। ঐদিন আবু তালহার হাত থেকে দুই কিংবা তিনবার তরবারি পড়ে গিয়েছিলো।

٣٧٦٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللَّهِ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ ۔

৩৭৬২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন (প্রথম দিকে) মুশরিকরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলিশ চিৎকার করে বললো : হে আল্লাহর বান্দারা, সাবধান হও, তোমাদের পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা (অগ্রবর্তী দল) পেছন দিকে ফিরে গেলো এবং নিজেরাই পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এক পর্যায় হুযাইফা দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর পিতা ইয়ামানের সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন : হে আল্লাহর বান্দাগণ, ইনি তো আমার পিতা, তাঁকে আঘাত করো না। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন : এতেও তারা বিরত হলো না বরং তাকে হত্যা করে ফেললো। তখন হুযাইফা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ তোমাদের এ অপরাধ ক্ষমা করুন। উরওয়া (হাদীসের একজন রাবী) বলেছেন : পরবর্তীকালে মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত হুযাইফা তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেছেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন : بصرت শব্দটি بصيرة শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হলো কোন কিছু জানা। যেমন বলা হয়ে থাকে بصيرة فى الامر আবার بصرت। শব্দটির অর্থ হলো চোখ দিয়ে দেখা। কেউ কেউ আবার بصرت ও بصرت। শব্দদ্বয়কে সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۔ (آل عمران - ١٥٥)

"যে সব লোক দুটি দলের মোকাবিলার দিন তোমাদের মধ্য থেকে সরে গেলো। তাদের কিছু বিচ্যুতির কারণেই শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরমসহিষ্ণু"। (আলে-ইমরান—১৫৫)

৫০. ইসলামের জন্য চরম বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দিলে মেয়েরাও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে এটা একমাত্র জরুরী অবস্থায়ই হতে পারে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জিহাদ বা এ ধরনের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ইসলাম অনুমোদন করে না।

٣٧٦٣ - عن عثمان بن موهب جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني قال أنشدك بحرمة البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال فكبر قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك مما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضة فقال له النبي ﷺ إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي ﷺ بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك

৩৭৬৩. উসমান ইবনে মাওহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি (যায়েদ ইবনে বাশীর) হজ্জ আদায়ের জন্য বায়তুল্লার এসে সেখানে কিছু লোককে বসা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো : এসব লোক কারা? সবাই বললো : এরা কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো : তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি কে? উপস্থিত সবাই বললো : উনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর। তখন (আগন্তুক) লোকটি তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) কাছে গিয়ে বললো : আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন? (তারপর লোকটি বললো :) আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিচ্ছি, ওহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইবনে আফফান ময়দান থেকে পালিয়েছিলেন, এ কথা কি সত্য। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন: হাঁ, সত্য। লোকটি বললো: তিনি বদর যুদ্ধেও শরীক হননি এ কথাও কি সত্য? তিনি বললেন : হাঁ, এ কথাও সত্য। লোকটি আবার বললো : তিনি বাই'আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন এ কথাও কি সত্য বলেই আপনি জানেন? তিনি বললেন : হাঁ, এ কথাও সত্য। বর্ণনাকারী বলেন : তখন লোকটি বিস্ময়ে আল্লাহু আকবর বলে উঠলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : তাহলে শোন, এখন আমি তোমার প্রশ্নের জওয়াব খুলে বলি। ওহুদের ময়দান হতে তাঁর পালানোর ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো, তাঁর স্ত্রী ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা (রুকাইয়া)। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই নবী (সঃ) (তাঁর পরিচর্যার জন্য বাড়ীতে থাকার নির্দেশ দিয়ে) বলেছিলেন : তুমিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই সওয়াব লাভ করবে। তাই তাঁকে বদর যুদ্ধের গনিমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন। আর "বাই'আতে রিদওয়ানের" সময় তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো মক্কাবাসীদের কাছে উসমানের মর্যাদা ও প্রভাব থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে আলোচনার জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর যাওয়ার পর বাই'আতে রিদওয়ান, অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। যদি তাঁর মত আর কেউ মক্কার লোকদের কাছে মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী থাকতো তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকেই পাঠাতেন।

তাই ('বাই'আত' গ্রহণের সময়) নবী (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতে রেখে বলেছিলেনঃ এটিই উসমানের হাত। (এসব কথা বলার পর) আবদুল্লাহ ইবনে উমর লোকটিকে বললেন ঃ এগুলোই হলো উসমানের অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত কথা। এখন যাও এবং এ কথাগুলো মনে রেখো।৫১

অনুচ্ছেদ ঃ

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (آل عمران- ١٥٣)

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠছিলে এবং পেছনে ফিরেও কারো দিকে তাকিয়ে দেখছিলে না। অথচ রসূল পেছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন। তারপর এজন্য তোমাদেরকে পর পর শোক দিলেন যেন তোমরা যা কিছু করেছ বা যে বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে, সেজন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত না হও। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সব কিছুরই খবর রাখেন।" (সূরা—আলে-ইমরান ঃ ১৫৩) تصعدون يذهبون অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমরা যাও বা যেতেছো। اصعد ও صعد অর্থাৎ ঘরের ছাদে আরোহণ করেছে।

٣٧٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ.

৩৭৬৪. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু

---

৫১. হিজরী ৬ সনে নবী (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে নিয়ে মক্কায় গিয়েছেন এবং উমরা আদায় করেছেন। নবীদের স্বপ্ন নিরর্থক নয়, বরং এক ধরনের অহী। তাই এ স্বপ্নকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে চৌদ্দশত সাহাবা সাথে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে হিজরী ৬ সনের যুল-কাদা মাসের প্রারম্ভে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন এবং মদীনা থেকে ৬ মাইল দূরে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। ধীরে ধীরে এই কাফেলা মক্কার দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যেকার সেই সময়কার সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নাজুক। মাত্র এক বছর আগে হিজরী ৫ সনে মক্কার কুরাইশরা আরবের সমস্ত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর আক্রমণ করেছিলো এবং এ ভাবেই আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

নবী (সঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার এসব মুসলমানদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখে মক্কাবাসী কুরাইশরা তাদেরকে কোন অবস্থাতেই উমরা আদায় না করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এ খবর নবী (সঃ)-এর কাছে পৌছলে তিনি শুধু উমরা আদায় করতে এসেছেন এ কথা বুঝাবার জন্য হযরত উসমান (রাঃ)-কে মক্কায় কুরাইশদের কাছে পাঠালেন এবং নিজে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে সাহাবাদের কাফেলা সহ অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে এক পর্যায়ে মুসলমানদের কাছে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কায় হযরত উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে হযরত উসমানকে হত্যা করার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নবী (সঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে সকল সাহাবার নিকট থেকে এ মর্মে বাই'আত গ্রহণ করলেন। এই বাই'আতকে বাই'আতে রিদওয়ান বলা হয়। হযরত উসমানের নিহত হওয়া নিশ্চিত ছিলো না বলে নবী (সঃ) তাকে এ পবিত্র বাই'আতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা পসন্দ করলেন না। তাই উসমানের পক্ষ থেকে নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেনঃ এটিই উসমানের হাত। (আর এই বাই'আতই উসমানের বাই'আত।)

তারা পরাস্ত হয়ে মদীনার দিকে পালিয়েছিলো। এটাই হলো, রসূলের তাদেরকে পেছন থেকে ডাকা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (آل عمران - ۱۵۴)

"এই শোক ও দুঃখের পরে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের কিছু লোকের জন্য পরম প্রশান্তিময় অবস্থা সৃষ্টি করলেন। তারা তখন তন্দ্রাবিষ্ট হতে লাগলো। কি অপর দলটি—যাদের কাছে নিজেদের স্বার্থই ছিলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহতাআলা সম্পর্কে তারা এমন সব জাহেলী ধারণা পোষণ করছিলো, যা সুস্পষ্টভাবে সত্যের পরিপন্থী ছিলো। তারা এখন বলে, আমাদের হাতে কি এ কাজের কোন এখতিয়ার নেই? আপনি বলুন, (কারও কোন এখতিয়ার নেই) এর যাবতীয় এখতিয়ারই আল্লাহর হাতে। আসলে তারা নিজের মনে যেসব কথা গোপন করে রেখেছে তা আপনার কাছে প্রকাশ করছে না। তাদের প্রকৃত মনোভাব হলো, যদি (কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে) আমাদের কোন অংশ থাকতো তাহলে আমরা এভাবে এখানে নিহত হতাম না। আপনি তাদেরকে বলুন! যদি তোমরা নিজেদের ঘরের মধ্যেও অবস্থান করতে তবুও মৃত্যু নির্ধারিত ছিলো। তারা নিজে নিজেই তাদের মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হতো। যে ঘটনা ঘটেছে, তা এ জন্য যে, তোমাদের মনে যা-কিছু কুটিলতা আছে তা ছাঁটাই করে তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। আল্লাহ মনের গোপন কথাও ভালো করেই জানেন"। (সূরা—আলে-ইমরান :১৫৪)—আর খলীফা বিন খাইয়াত আমাকে ইয়াযীদ ইবনে যুরায়ে, সাঈদ, কাতাদা ও আনাসের মাধ্যমে আবদুল্লাহ আবু তালহার নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা বলেছেন, ওহুদ-যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাবিষ্ট[৫২] হয়ে পড়েছিলেন, আমিও তাদেরই একজন। এমনকি কয়েকবার আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গিয়েছিলো। এভাবে তরবারি পড়ে গেলে আমি উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেতো এবং আমি তা আবার উঠিয়ে নিতাম।

অনুচ্ছেদ :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (آل عمران ۱۲۸)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ـ

---

৫২. এই তন্দ্রাবিষ্ট হওয়ার ঘটনাটা ছিলো ওহুদ-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈনিকদের জন্য এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। হযরত আবু তালহাও এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিলেন। হাদীসটিতে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।

"হে নবী, কোন কিছুর ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদের আযাব দেবেন। কারণ, তারা বড় অত্যাচারী। (সূরা—আলে-ইমরান : ১২৮)

হুমাইদ ও সাবেত বানানী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহুদ-যুদ্ধের দিন আঘাত করে নবী (সঃ) এর মাথা জখম করে দেয়া হলে তিনি বললেন, যে কওমের লোক তাদের নবীকে আহত করে কি করে তাদের উন্নতি ও সফলতা আসবে? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো।

٣٧٦٥ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

৩৭৬৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" ও "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ তুমি অমুক অমুক ও অমুক ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করো। এ কারণে আল্লাহ "হে নবী, কোন বিষয়ে ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করবে তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ তারা বড় জালেম"। এই আয়াতটি নাযিল করেন। অপর একটি হাদীসে হেনযালা ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছিঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং হারিস ইবন হিশামের জন্য বদদো'আ করতেন। এ বিষয়েই "হে নবী, কোন বিষয়ে ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ, তারা বড় জালেম।"—আয়াতটি নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : উম্মে সালীতের ৫০ মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٧٦٦ - عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ

৫০. উম্মে সালীত ছিলেন আবু সালীতের স্ত্রী এবং নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবী। হিজরতের পূর্বেই তাঁর স্বামী আবু সালীত মারা যান এবং তিনি মালেক ইবনে সিনানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গর্ভেই বিখ্যাত সাহাবা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا
كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

৩৭৬৬. সা'লাবা বিন আবু মালেক থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইবনুল খাত্তাব মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে কিছু কাপড় বিলি-বন্টন করলেন। অবশেষে একখানা মূল্যবান কাপড় বেঁচে গেলে তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদের একজন বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন, এই কাপড়খানা আপনার স্ত্রী রসূলুল্লাহর নাতনী অর্থাৎ আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমকে দিন। কিন্তু উমর বললেন : আনসারী মহিলা উম্মে সালীত যিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি এ কাপড়খানা পাওয়ার বেশী হকদার। কারণ হিসাবে উমর বললেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন উম্মে সালীত আমাদের জন্য মশক ভর্তি করে পানি বহন করে এনেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : হামযা[৫৪] ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাহাদত লাভের ঘটনা।

٣٧٦٧ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ
فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ
نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ
كَأَنَّهُ حَمِيتٌ قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ
اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَا
وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ
لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ
عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ
بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي
فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ
مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ
مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ

---

৫৪. হযরত হামযা ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি নানাভাবে নবী (সঃ)-কে ইসলামের তাবলীগের ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিলো।

قَالَ وَكُنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّيْ رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِيْ فَاَضَعُهَا فِيْ
ثُنَّتِهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ
رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَاَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتّٰى فَشَا فِيْهَا الْاِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى الطَّائِفِ
فَاَرْسَلُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُسُلًا فَقِيْلَ لِيْ اِنَّهُ لَا يَهِيْجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ
حَتّٰى قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰنِيْ قَالَ اَنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ
قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْاَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُغَيِّبَ
وَجْهَكَ عَنِّيْ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ
قُلْتُ لَاَخْرُجَنَّ اِلٰى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّيْ اَقْتُلُهُ فَاُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ
فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ ثُلْمَةِ جِدَارٍ كَاَنَّهُ جَمَلٌ اَوْرَقُ
ثَائِرُ الرَّاْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِيْ فَاَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ
بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى هَامَتِهِ
قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ فَاَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ
يَقُوْلُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْاَسْوَدُ.

৩৭৬৭. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ারের সাথে সফরে ছিলাম। আমরা হিম্সে থাকাকালীন উবায়দুল্লাহ আমাকে বললেন : চলো, আমরা ওয়াহ্শীর কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে হামযার নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। আমি বললাম : ঠিক আছে, চলো। ওয়াহ্শী সে সময় হিম্সেই বসবাস করতো। আমরা তার (বাসস্থান) সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হলো, ঐ দেখো সে তার প্রাসাদের ছায়ায় মশকের মত স্ফীত হয়ে বসে আছে। জাফর বর্ণনা করেছেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প-কিছু দূরে থামলাম এবং সালাম দিলাম। সে সালামের জওয়াব দিলো। জাফর বর্ণনা করেছেন : সেই সময় উবায়দুল্লাহ এমনভাবে মাথায় পাগড়ী বেঁধেছিলেন যে, ওয়াহশী শুধু মাত্র তার দুই চোখ ও দুই পা দেখতে পাচ্ছিলো। উবায়দুল্লাহ ওয়াহ্শীকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ওয়াহ্শী, তুমি কি আমাকে চিনেছো? জা'ফর বলেন : সে (ওয়াহ্শী) তখন তার দিকে তাকিয়ে বললো : খোদার কসম, চিনি নাই। তবে আমি জানি যে, আদী ইবনে খিয়ার উম্মে কিতাল বিনতে আবুল ঈছ নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার এক সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার জন্য দাই বা ধাত্রীমাতার খোঁজ করতেছিলাম। আমি ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার হাতে বাচ্চাকে সোপর্দ করলাম। তোমার দুটি পা যেনো আমি সেই বাচ্চার পায়ের মতই দেখতে পাচ্ছি। হাদীসটির বর্ণনাকারী জাফর বর্ণনা করেছেন যে, উবায়দুল্লাহ তখন মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলে বললেন : হামযার শাহা-দতের ঘটনা আমাদেরকে বলুন। ওয়াহশী বললেন, হাঁ, শোন। বদর-যুদ্ধে হামযা তুআইমা ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার প্রভু জুবায়ের ইবনে মুতয়েম আমাকে বললেন : তুমি যদি আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার

তাহলে তুমি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত। যে বছর ওহুদ পাহাড়ের সম্মুখবর্তী 'আইনাইন উপত্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লে আমিও তাদের সাথে বের হলাম। সবাই লড়াইয়ের জন্য ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালে (বিপক্ষ দল থেকে) সিবা' ইবনে আবদুল উজ্জা ময়দানে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে বললোঃ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত থাকলে এসে মোকাবিলা করো। ওয়াহশী বর্ণনা করেন, তখন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ ওহে মেয়েদের খাতনাকারিণী উম্মে আনসারের বেটা সিবা! তুমি তাহলে আল্লাহ ও রসূলের সাথে দুশমনী করো? তারপর তিনি তার উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন এবং সে নিহত হয়ে অতীত দিনের স্মৃতিতে পরিণত হলো। ওয়াহ্শী বর্ণনা করলেনঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন, আমি একটি পাথরের নীচে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি (হামযা) আমার নিকটবর্তী হলে আমি তাঁকে আমার অস্ত্র (বর্শা) দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তা তাঁর মূত্র থলি ভেদ করে দুই নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ওয়াহশী বর্ণনা করলেন যে, এটাই ছিলো তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা। সবাই ফিরে গেলে আমিও তাদের সাথে (মক্কায়) ফিরে গেলাম এবং মক্কায় অবস্থান করতে থাকলাম। অবশেষে মক্কায় ইসলাম প্রসারলাভ করলে আমি তায়েফে চলে গেলাম। এরপর তায়েফবাসীগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হলো যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি দূত হিসেবে তাদের সহগামী হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হাযির হলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেনঃ তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, যা আপনি জানতে পেরেছেন ঘটনাটা সেই রূপই ঘটেছিলো। (অর্থাৎ আপনি সবই জানেন)। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পার না? ওয়াহ্শী বলেন, তখন আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর (নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার হয়ে) মুসাইলিমা কাযযাব৫৫ আবির্ভূত হলে আমি মনে মনে সংকল্প করলাম যে, আমি মুসাইলিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে তাকে হত্যা করে হামযাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ করবো ওয়াহ্শী বললেনঃ তাই আমি সবার সাথে যাত্রা করলাম। আমি যেরূপ চেয়েছিলাম ঘটনাও সেরূপই ঘটলো। এক সময়ে আমি দেখলাম শ্যামবর্ণ উটের ন্যায় উস্কুখুস্কু চুলে এক ব্যক্তি (মুসাইলিমা) একটি ভাঙা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি আমার যুদ্ধাস্ত্র বর্শা দ্বারা তাকে আঘাত করলাম। বর্শা বক্ষ ভেদ করে দু' কাঁধের মধ্যখান দিয়ে পেরিয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, তখন এক আনসারী সাহাবা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে মাথার খুলিতে আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ফযল বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছেন যে, মুসাইলিমা নিহত হলে একটি বাড়ীর ছাদ থেকে একটি ছোট্ট বালিকা বলছে, হায়! হায়! আমীরুল মু'মিনীনকে (মুসাইলিমা) এক কালো ক্রীতদাস (ওয়াহ্শী) হত্যা করলো।

অনুচ্ছেদ : ওহুদের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর আহত৫৬ হওয়ার বর্ণনা।

٣٧٦٨ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا

---

৫৫. নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর যে ক'জন লোক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করে, মুসাইলিমা তাদেরই একজন। হযরত আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং এই জিহাদেই ওয়াহ্শী মুসাইলিমাকে হত্যা করেন এবং এভাবে হামযাকে হত্যা করার কাফফারা আদায় করেন।

৫৬. আবদুর রাজ্জাক মা'মার-এর মাধ্যমে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকগণ নবী (সঃ)-কে তরবারী দ্বারা সত্তরটি আঘাত করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।

بِنَبِيِّهِ يُشِيْرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

৩৭৬৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দাঁতের[৫৭] দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : যে কওম তার নবীর সাথে এরূপ আচরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর গযব বড় ভয়াবহ। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল আল্লাহর পথে হত্যা করেন তার জন্য আল্লাহর গযব বড় ভয়াবহ।

٣٧٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ.

৩৭৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর ভয়ানক গযব সেই ব্যক্তির জন্য যাকে নবী (সঃ) আল্লাহর পথে হত্যা করেছেন। আর সেই কওমের জন্যও আল্লাহর ভয়ানক গযব যারা আল্লাহর নবীর মুখমণ্ডল রক্তে-রঞ্জিত করেছে:

অনুচ্ছেদ :

٣٧٧٠ - عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُوْوِيَ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَغْسِلُهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا فَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ.

৩৭৭০. আবু হাযেম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহল ইবনে সা'দকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। জবাবে তিনি (সাহল ইবনে সা'দ) বললেনঃ আল্লাহর কসম! সেই সময় যিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তা আমি অবশ্যই জানি এবং যা দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিলো তাও আমি জানি। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, আর আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ঢালতেছিলেন। ফাতিমা যখন বুঝলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিলেন এবং তা পুড়িয়ে যখমের ওপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। এবার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। ঐদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবী (সঃ)-এর সম্মুখ ভাগের ডান দিকের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো, মুখমন্ডল যখম হয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়েছিল।

---

৫৭. ওহুদের যুদ্ধে যে ব্যক্তি আঘাত করে নবী (সঃ)-এর দান্দান মোবারক ভেঙে দিয়েছিলো তার নাম হলো উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস। সে নবী (সঃ)-এর নীচের ঠোঁটও জখম করে দিয়েছিলো। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে উবাই ইবনে খালাফ জামহীকে হত্যা করেছিলেন

٣٧٧١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهٗ نَبِيٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ دَمّٰى وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

৩৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করেছেন তার জন্য আল্লাহর ভয়ানক গযব রয়েছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের চেহারা রক্তে-রঞ্জিত করেছে তাদের জন্যও আল্লাহর ভয়ানক গযব রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ه (اٰل عمران - ١٧٢)

আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে ত্বরিত সাড়া দিয়েছে। সেসব নেককার ও খোদাভীরুদের জন্য বড় রকমের পুরস্কার রয়েছে।"

٣٧٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ اُخْتِيْ كَانَ اَبُوْكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَاَبُوْ بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَابَ يَوْمَ اُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُوْنَ خَافَ اَنْ يَرْجِعُوْا فَقَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِيْ اِثْرِهِمْ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ ـ

৩৭৭২. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা উরওয়াকে সম্বোধন করে বললেন : হে ভাগ্নে জানো, "আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলের ডাকে ত্বরিত সাড়া দিয়েছে, তাদের নেককার ও খোদাভীরুদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।" আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়ের ও নানা আবু বকরও শামিল ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় মুশরিকরা চলে গেলে তিনি আশংকা করলেন যে, তারা আবার ফিরে আসতে পারে। তাই আহবান জানালেন আস, কে আছ আমার সাথে তাদের পিছু ধাওয়া করতে যাবে? এ আহবানে সাড়া দিয়ে সত্তরজন লোক প্রস্তুত হলেন। রাবী' উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে আবু বকর ও যুবায়েরও ছিলেন।[৫৮]

অনুচ্ছেদ : যেসব মুসলমান ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, (হযরত হুযাইফার পিতা) ইয়ামান, নযর ইবনে আনাস এবং মুস'আব ইবনে উমায়ের।

---

৫৮. ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে কয়েক মনযিল দূরে গিয়ে মক্কার মুশরিকরা বুঝতে পারলো যে, মদীনার মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। বরং ফিরে এসে ভুল করেছে। তাই এক জায়গায় থেমে তারা নিজেরা এ ব্যাপারে পরামর্শ

٣٧٧٣ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ

৩৭৭৩. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনসারদের ছাড়া আরবের আর কোন গোত্র বা জনগোষ্ঠীকে কিয়ামতের দিন অধিকসংখ্যক শহীদ ও অধিক মর্যাদার হকদার আছে বলে জানি না। কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেক আমাকে বলেছেন : ওহুদের যুদ্ধে আনসারদের সত্তরজন শহীদ হয়েছেন, বিরে মা'য়ুনার ঘটনায় সত্তরজন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তরজন শহীদ হয়েছেন। বিরে মায়ুনার ঘটনা তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিলো। আর ইয়ামামার যুদ্ধ (ভণ্ড নবী) মুসাইলিমা কাযযাবের বিরুদ্ধে আবু বকরের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিলো।

٣٧٧٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَنْهَ وَقَالَ النَّبِيُّ لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

৩৭৭৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের দু'-দু'জনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : কোরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিলো? কোন একজনের কথা ইংগিতে বলা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামাতেন এবং বলতেন : কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবো। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিতেন। তাদের জানাযা পড়তেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হতো না। আর আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ও ইবনে আবদুল মালেক তায়ালিসী) শু'বা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদিরের মাধ্যমে জাবের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের

করলো যে, ফিরে গিয়ে মদীনার ওপর পুনরায় আক্রমণ করবে। কিন্তু যে কারণেই হোক তারা আর সে সাহস করেনি। এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশংকা করলেন যে, পথিমধ্যে তারা তাদের এ ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আক্রমণের জন্য ফিরে আসতে পারে। তাই ওহুদের যুদ্ধের পরের দিনই সকাল বেলা তিনি মুসলমানদের ডেকে একত্রিত করে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা বললেন। অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। সত্যিকার মু'মিনগণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নবী (সঃ) তাদের নিয়ে মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গেলেন। হাদীসটিতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

বলেছেন : (ওহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ) শহীদ হলে আমি কাঁদছিলাম ও তার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখছিলাম। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ আমাকে কাঁদতে বারণ করলেন। কিন্তু নবী (সঃ) বারণ করলেন না। বরং নবী (সঃ) আবদুল্লাহর ফুফুকে বললেন : তার জন্য কেঁদো না। কারণ, জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপরে ছায়া করেছিলো।

৩৭৭৫ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ۔

৩৭৭৫. আবু মূসা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারী শান দিলাম। এরপর তার ধারালো অংশটা ভেঙে গেলো। এর অর্থ হলো ওহুদের যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত লাভ করা। আমি পুনরায় তরবারীখানি ধার দিলাম। এবার তা ঠিক হয়ে গেলো। এর অর্থ হলো মু'মিনদের একতা ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদের বিজয় দান। আর আমি স্বপ্নে একটি গরুও দেখছিলাম। ওহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত লাভই হলো এর তা'বীর। আর আল্লাহ কল্যাণময়। (অর্থাৎ তাঁর সব কাজই কল্যাণে ভরপুর)।

৩৭৭৬۔ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا۔

৩৭৭৬. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এর বিনিময়ে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতাম। এ জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এরপর আমাদের কেউ কেউ অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা বলেছেন (রাবী'র সন্দেহ) আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ চলে গিয়েছেন। সে তার পার্থিব পুরস্কারের কিছুই ভোগ করতে পারেনি। তাদের একজন ছিলেন মুস'আব ইবনে উমায়ের। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন। তিনি একখণ্ড কাপড় ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। উক্ত কাপড় দ্বারা আমরা তার মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেতো। আর তা দিয়ে পা ঢেকে দেয়া হলে মাথা বের হয়ে যেতো। তখন নবী (সঃ) আমাদেরকে বললেন : এ কাপড়খানা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও। আর পা দু'খানা এয্খের ঘাস দিয়ে আবৃত করো অথবা [নবী (সঃ)] বললেন, (রাবী'র সন্দেহ) তার পায়ের ওপর এয্খের ঘাস দাও। আর আমাদের মধ্যে অনেকের ফল উত্তমরূপে পেকেছে এবং এখন সে তা সংগ্রহ করছে। অর্থাৎ পার্থিব পুরস্কার পুরোপুরি লাভ করেছে।

অনুচ্ছেদ : ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল আবু হুমায়েদের মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৭৭৭- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ـ

৩৭৭৭. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাসের নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী (সঃ) বলেছেন : এ (ওহুদ পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে) পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে[৫৯] আমরাও সেটিকে ভালবাসি।

৩৭৭৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ

৩৭৭৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ওহুদ পাহাড় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন : এটি একটি পাহাড়। এ আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম মক্কাকে হারাম বা পবিত্রস্থান বানিয়েছিলেন। আমিও দু'টি কঙ্করময় স্থানের মধ্যস্থিত জায়গাকে (অর্থাৎ মদীনাকে) হারাম বা পবিত্রস্থান হিসেবে গণ্য করলাম।

৩৭৭৯- عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ـ

৩৭৭৯. উকবা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ) একদিন ওহুদ প্রান্তরে গিয়ে ওহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের মতো নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে মিম্বরে উঠে বললেন : আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি। আমি তোমাদের কাজকর্মের সাক্ষ্যদান করবো। আমি এই মুহূর্তেই আমার হাওয দেখতে পাচ্ছি। আর আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে অথবা বললেন : (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবি দেয়া হয়েছে। খোদার কসম! আমার অবর্তমানে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে সে আশঙ্কা আমি করি না বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : রাজী',[৬০] রে'ল, যাকওয়ান, বি'রে মা'য়ূনা, আদাল ও কারাহ যুদ্ধের বর্ণনা এবং আসেম ইবনে সাবেত ও খুবাইব এবং তার সঙ্গীদের শাহাদত বরণের করুণ কাহিনী। ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। আসেম ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন যে, রাজী'র যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো।

---

৫৯. ওহুদ পাহাড় আমাদের ভালবাসে। এর অর্থ হলো, ওহুদ পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী মদীনার লোকেরা আমাদেরকে ভালবাসে।

৬০. রাজী' হুযাইল গোত্রের বসবাসের একটি জায়গার নাম। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে রাজী'র নিকটবর্তী স্থানে এ বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়।

৩৭৮০ - عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا رسولك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ تمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم

قال اللهم احصهم عددا ثم قال ـ ما ان ابالي حين اقتل مسلما ؛ على اي شق
كان لله مصرعي ؛ وذلك في ذات الاله وان يشا ؛ يبارك على اوصال شلو ممزع ؛ ثم
قام اليه عقبة بن الحارث فقتله وبعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده
يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل
الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء ـ

৩৭৮০. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য) আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে একটি দল পাঠালেন। তারা রওয়ানা হয়ে উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পেঁছিলে হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা বনী লেহইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। বনী লেহইয়ান গোত্র প্রায় একশ' জন তীর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে আক্রমণের জন্য তাদের পেছনে লাগিয়ে দিলো। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পায়ের চিহ্ন ধরে এমন একস্থানে গিয়ে পেঁছিলো যেখানে বসে তারা খেজুর খেয়েছে। তারা (বনী লেহ্ইয়ান গোত্রের তীরান্দাজ বাহিনী) সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেলো যা গোয়েন্দা দল মদীনা থেকে সাথে এনেছিলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এগুলো ইয়াসরিবের খেজুরের আঁটি। তাই পদচিহ্ন ধরে তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেয়ে গেলো। আসেম ও তাঁর সংগীগণ বুঝতে পারলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে একটি টিলার ওপরে উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। তারা বললো : তোমরা যদি নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম বললেন : আমি কোন কাফেরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে নামবো না। তারপর তিনি (আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে) বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের এ খবর তোমার রসূলকে পেঁছিয়ে দাও। এরপর কাফেররা আক্রমণ করলো এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করলো। এভাবে তারা আসেম (ইবনে সাবেত) সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। এরপর খুবায়ের (ইবনে আদী), যায়েদ ইবনুদ্দাসেনা এবং অন্য আর একজন অবশিষ্ট থাকলেন। এবার তারা তাদেরকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিলো। ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে তারা (পাহাড় থেকে) নীচে নেমে আসলে কাফেররা তাদেরকে কাবু করে ধনুকের রশি খুলে বেঁধে ফেললো। তখন (তাদের দু'জনের সংগী) তৃতীয় মুসলমান লোকটি বললেন : এটা করে প্রথমেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করে নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে চাইলো; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তাই তারা তাঁকে হত্যা করলো এবং খুবায়েব ও যায়েদকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করলো। বনী হারেস ইবনে আমের নওফাল গোত্রের লোকেরা তাদের দু'জনকে কিনে নিলো। কেননা খুবায়েব বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে নওফেলকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে থাকলেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে খায়েদ হারেসের কোন একজন কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্ম তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য একখানা ক্ষুর চাইলে তা দেয়া হলো। (পরবর্তী সময়ে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেছেন যে, (ক্ষুর দেয়ার পর) আমি আমার একটি শিশুবাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে তার কাছে চলে যায় এবং তিনি স্নেহভরে তাকে নিজের কোলের ওপরে বসান। তার হাতে ছিলো তখন সেই ক্ষুর। এ অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। খুবায়েব তা বুঝতে পেরে বললেন : আমি তাকে

হত্যা করবো বলে কি তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি এরূপ কাজ করার মতো লোক নই। সে (হারেসের কন্যা) বলতো : আমি খুবায়েবের চাইতে উত্তম বন্দী আর কখনও দেখি নাই। আমি তাঁকে আঙুরের ছড়া থেকে আঙুর খেতে দেখেছি। অথচ ঐ সময় মক্কায় কোন ফল ছিলো না। আর সেও লোহার শিকলে আবন্ধ ছিলো। ঐ আঙুর আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এরপর তারা তাকে হত্যা করার জন্য হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেলে খুবায়েব বললেন : আমাকে দু'রাকআত নামায পড়ার সুযোগ দাও। নামায পড়া শেষে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : যদি তোমরা এ কথা মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুর কথা জেনে অতিমাত্রায় ভীত হয়ে পড়েছি, তাহলে (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতমান। এ ভাবে (পরিকল্পিত) হত্যার পূর্বে দু' রাক'আত নামায পড়ার নিয়ম তিনি সর্ব প্রথম প্রবর্তন করলেন। নামায পড়ার পর তিনি দো'আ করলেন : হে, আল্লাহ! এক এক করে তাদেরকে পাকড়াও করো। তারপর তিনি এই দুটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন :

مَا إِنْ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ۞ عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللّٰهِ مَصْرَعِيْ

"আমি যেহেতু মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি তাই মৃত্যুর কোন পরোয়া করি না। আর মৃত্যুর পর যে পাশেই ঢলে পড়ি না কেন তাতেও কোন পরোয়া করি না।"

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَاْ ۞ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ.

"আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যু বরণ করছি, তাই তিনি যদি চান আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহের প্রতিটি টুকরায় বরকত দান করবেন।" এই সময় উকবা ইবনে হারেস অগ্রসর হয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেললো। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসেম ইবনে সাবেতের নিহত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃত দেহের কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলো। কারণ, বদরের যুদ্ধে আসেম ইবনে সাবেত তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এক ঝাক বোলতা বা ভীমরুল পাঠিয়ে দিলেন যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসেমের লাশকে রক্ষা করলো। আর এভাবে তারা তাঁর মৃত দেহের কোন অংশ নিতে সক্ষম হলো না।

৩৭৮১ - عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ الَّذِيْ قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُوْ سِرْوَعَةَ.

৩৭৮১. আমির ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন যে, খুবায়েবের হত্যাকারী হলো আবু সারওআহ উকবা ইবনুল হারিস।

৩৭৮২ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِيْنَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُوْنَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللّٰهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُوْنَ فِيْ حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَتَلُوْهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذٰلِكَ بَدْءُ الْقُنُوْتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ أَبَعْدَ الرُّكُوْعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ-

৩৭৮২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) কোন একটি কাজে সত্তরজন লোককে পাঠালেন যাদেরকে কারী বলা হতো। বনী সুলাইমের দু'টি শাখা গোত্র রে'ল ও যাকওয়ান বিরে মা'য়ুনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তারা সবাই বললো : আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসি নাই। বরং নবী (সঃ)-এর একটি কাজের জন্য আমরা যাচ্ছি। তবুও তারা তাদেরকে হত্যা করলো। তাই নবী (সঃ) এক-মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদো'আ করলেন। এ ভাবেই দো'আ কুনুত পড়া শুরু হয়। এর আগে আমরা দো'আ কুনুত পড়তাম না। আনাসের ছাত্র আবদুল আযীয বর্ণনা করেছেন যে, দো'আ কুনুত রুকূ'র পরে পড়তে হবে না। কেরায়াত শেষ করে পড়তে হবে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে আনাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : কেরায়াত শেষ করে কুনুত পড়তে হবে।৬১

٣٧٨٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ.

৩৭৮৩. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) একমাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রকে বদদো'আ করে নামাযে রুকূ'র পর দো'আ কুনুত পড়েছেন।

٣٧٨٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ

৩৭৮৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রে'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ান গোত্র তাদের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের সাহায্যের জন্য সত্তরজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা তাদের (সেই যুগের) কারী বলতাম। তারা দিনের বেলা কাষ্ঠ সংগ্রহ করতো এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতো। তারা বিরে মায়ুনার নিকট পৌঁছলে বিশ্বাসঘাতকতা করে

৬১. এ হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, দো'আ কুনুত রুকূ'র পূর্বে পড়তে হবে।

তাদেরকে হত্যা করা হলো। নবী (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি একমাস ধরে ফজরের নামাযে আরবের কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদো'আ করে দোআ কুনুত পাঠ করলেন। অর্থাৎ রেল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ানের জন্য বদ্‌দো'আ করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন ঃ তাদের সম্পর্কে আমরা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত মওকুফ হয়ে যায়। একটি আয়াত হলো, 'আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি খুশী হয়েছেন এবং আমাদেরকেও খুশী করেছেন। "কাতাদা আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, নবী (সঃ) একমাস ধরে ফজরের নামাযে আরবের কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদো'আ করে দোআ কুনুত পাঠ করেছেন। অর্থাৎ তিনি রেল যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ান গোত্রের জন্য বদ্‌দো'আ করেছেন। ইমাম বুখারীর শায়খ খলীফা ইবনে খাইয়াত এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যুবায়ের সাঈদ ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন ঃ শাহাদত লাভকারী এই সত্তরজনই ছিলেন আনসার। বিরে মায়ুনা নামক একটি কূপের কাছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। এখানে (قرآن) কোরআন শব্দটি আল্লাহর কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭৮৫ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالَهُ أَخًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ فَقَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ ائْتُونِي بِفَرَسِي فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ فَقَالَ أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ -

৩৭৮৫. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) নবী (সঃ) তাঁর (আনাসের) মামা উম্মে সুলাইমের (আনাসের মা) ভাইকে (হারাম ইবনে হামযা) সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমের ইবনে তুফায়েলের কাছে) পাঠালেন। ঘটনা হলো, মুশরিকদের নেতা আমের ইবনে তুফায়েল নবী (সঃ)-কে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো।

সে বললো, গ্রাম ও পল্লী এলাকায় আপনার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে আর শহর এলাকায় আমার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হবো। অথবা গাতফান গোত্রের দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এরপর আমের কোন এক গোত্রের এক মহিলার (উম্মে ফুলানের) ঘরে মহামারীতে আক্রান্ত হলো। সে বললো: অমুক বাড়ীর উটের যেমন (প্লেগ) গায়ে ফোঁড়া হয় আমারও সেরূপ ফোঁড়া বেরিয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। তারপর ঘোড়ায় চড়লে সে ঘোড়ার পিঠেই মারা গেলো। উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মেলহান, এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন এক গোত্রের আরেকজন লোকসহ বনী আমের গোত্রের কাছে গেলেন। হারাম তার দু'সংগীকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা নিকটেই অপেক্ষা করো। আমি একাকী তাদের কাছে যাচ্ছি। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দান করে তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে তোমরা নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। এরপর তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন: তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটা বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাতাম। এভাবে তিনি তাদের কাছে কথা বলতে শুরু করলে তারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করলো। সে চুপিসারে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে (হারাম ইবনে মেলহান) বর্শা দ্বারা আঘাত করলো। হাদীস বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন: আমার মনে হয় হাদীসের রাবী' ইসহাক (কথাটা এভাবে) বলেছিলেন: বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার-ওপার করে দিয়েছিলো। বর্শার আঘাত করা মাত্র তিনি (হারাম ইবনে মেলহান) বলে উঠলেন: আল্লাহু আকবর! কা'বার প্রভুর শপথ! আমি কামিয়াবী লাভ করলাম। এরপর তারা (মুশরিক বনী আমের গোত্রের লোকেরা) হারামের সংগীদের ওপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাই নিহত হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিলো। এ ঘটনার পর নিহত মুসলমানদের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসুখ হয়েছিল। আয়াতের অর্থ হলো: "আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সঃ) ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে রে'ল, যাকওয়ান, বনী লেহ্ইয়ান ও উসাইয়া গোত্রের জন্য বদ্দো'আ করলেন। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়েছিলো।

٣٧٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ قَالَ بِالدَّمِ هٰكَذَا فَنَضَحَهُ عَلٰى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ

৩৭৮৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: বিরে' মায়ূনার দুর্ঘটনার দিন হারাম ইবনে মিলহানকে বর্শাবিদ্ধ করা হলে তিনি (হারাম) এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও মাথায় মেখে বললেন: কা'বার প্রভুর শপথ! আমি সফলতা লাভ করলাম।

٣٧٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْخُرُوْجِ حِيْنَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْاَذٰى فَقَالَ لَهُ اَقِمْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَتَطْمَعُ اَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَانْتَظَرَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ فَقَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الصُّحْبَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الصُّحْبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيَّ ﷺ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ الْجَدْعَاءُ فَرَكِبَا فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثَوْرٍ فَتَوَارَيَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةٌ فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِبِئْرِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى قَتِيلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا۔

৩৭৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (মক্কার কাফেরদের) অত্যাচার চরম রূপ ধারণ করলে আবু বকর (মক্কা ছেড়ে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। নবী (সঃ) তাকে বললেন : (আরো কিছুদিন) অবস্থান করো। আবু বকর বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি চান যে, আপনার জন্যও অনুমতি এসে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি তো তাই আশা করি। (অর্থাৎ আমার জন্যও মক্কা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি হবে এবং তুমি ততো দিন অপেক্ষা করো)। আয়েশা বর্ণনা করেছেন : আবু বকর এ জন্য অপেক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে একদিন যোহরের সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এসে তাঁকে (আবু বকরকে) ডেকে বললেন : তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন : আমার দু'মেয়ে আয়েশা ও আসমা আমার কাছে আছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : জানো, আমার চলে যাওয়ার অনুমতি এসে গিয়েছে। আবু বকর বললেন : আমি কি আপনার সাথে যেতে পারবো ? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, সঙ্গে যেতে পারবে। তখন তিনি (আবু বকর) বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আমার দু'টি উট আছে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এ দু'টিকে দীর্ঘদিন যাবত প্রস্তুত করে রেখেছি। তাই দু'টি উটের মধ্যে যেটির কান কাটা তিনি সেটি,

নবী (সঃ)-কে দিলেন। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং সাওর গিরিগুহায় পৌঁছে আত্মগোপন করলেন। আয়েশার বৈমাত্রেয় ভাই আমের ইবনে ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে তুফায়েল ইবনে মাখবারার গোলাম। আবু বকরের একটি দুধেল উট ছিলো। তিনি (আমের ইবনে ফুহায়রা) সেটি সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাঁদের [রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর] কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা মক্কায় (কাফেরদের কাছে) নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই তা বুঝতে পারতো না। নবী (সঃ) ও আবু বকর সাওর গিরিগুহা থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হলে সে-ও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা তাকে পালাক্রমে সওয়ার করাতেন। অবশেষে এভাবে নবী (সঃ) ও আবু বকর মদীনায় পৌঁছে গেলেন। আমের ইবনে ফুহায়রা পরবর্তীকালে বিরে মা'য়ুনার দুর্ঘটনায় শাহাদত লাভ করেন। (অন্য সনদে) আবু উসামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন : বিরে মা'য়ুনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণকারীগণ নিহত হলে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী বন্দী হলেন। নিহত আমের ইবনে ফুহায়রার লাশ দেখিয়ে আমের ইবনে তুফায়েল তাকে জিজ্ঞেস করলো : এ ব্যক্তি কে? আমর ইবনে উমাইয়া বললেন : ইনি আমের ইবনে ফুহায়রা। এ কথা শুনে সে (আমের ইবনে তুফায়েল) বললো : আমি দেখলাম নিহত হওয়ার পর তার লাশ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হলো। এমনকি আমি দেখলাম তার লাশ আসমান-যমীনের মধ্যে লটকে থাকলো এবং পরে আবার যমীনের ওপর রেখে দেয়া হলো। নবী (সঃ)-এর কাছে তাঁদের এ মর্মান্তিক খবর পৌঁছলে তিনি সাহাবাদেরকে তাদের শাহাদাতের খবর জানিয়ে বললেন : তোমাদের ভাইদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তারা তাদের রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলো যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ভাইদেরকে এ খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছো। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের খবর মুসলমানদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সালতও ছিলেন। তাই ঐ নামেই উরওয়া ইবনে যুবায়েরের নামকরণ করা হয়েছে। আর মুনযির ইবনে আমরও সেদিনই শহীদ হয়েছিলেন। তাই সেই নামে মুনযির ইবনে যুবায়রের নামকরণ করা হয়েছে।

٣٧٨٨ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ.

৩৭৮৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: নবী (সঃ) নামাযে রুকু'র পর দো'আ কুনুত পাঠ করে এক মাস পর্যন্ত রে'ল, ও যাকওয়ান গোত্রের জন্য, বদদো'আ করেছেন। তিনি বলতেন : উসাইয়া গোত্র আল্লাহর ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে।

٣٧٨٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

৩৭৮৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যারা বিরে মা'য়ুনায় নিকট নবী (সঃ)-এর সাহাবাদেরকে শহীদ করেছিলো সেই হত্যাকারী রে'ল, যাকওয়ান, লেহ

রিয়ান ও উসাইয়া গোত্রের জন্য নবী (সঃ) এক মাস যাবত ফজরের নামাযে বদ্‌দো'আ করেছেন। কারণ, এসব গোত্র আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি করেছে। আনাস বলেছেনঃ বিরে'মায়ূনার নিকট নিহতদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আমরা সেই আয়াত পাঠ করতাম। কিন্তু পরে তা মনসূখ হয়ে গিয়েছে। আয়াতটি হলো, "আমাদের কওমকে জানিয়ে দিন যে, আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

٣٧٩٠- عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قُلْتُ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِىْ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلًا إِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ فَظَهَرَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ.

৩৭৯০. আসেমুল আহওয়াল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আনাস ইবনে মালেককে নামাযে কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা পড়তে হবে কিনা? তিনি বললেনঃ হাঁ, পড়তে হবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেনঃ রুকুর আগে পড়তে হবে। আমি বললামঃ আপনার নাম করে এক ব্যক্তি (সম্ভবতঃ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন) আমাকে বলেছেন যে, আপনি রুকুর পরে কুনূত পাঠের কথা বলেছেন। একথা শুনে আনাস বললেনঃ সে মিথ্যা কথা বলেছে। কেননা নবী (সঃ) মাত্র একমাস রুকুর পরে দো'আয়ে কুনূত পড়েছেন। এর কারণ হলো, তিনি সত্তরজন 'কারী'র একটি দলকে মুশরিকদের কাছে একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় রসূলুল্লাহর সাথে (ঐ সব) মুশরিকদের চুক্তি ছিলো। কিন্তু তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ করে (তাদেরকে হত্যা করে)। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বদদো'আ করে এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকুর পর কুনূত পড়েছিলেন।[৬২]

অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক[৬৩] যুদ্ধের বর্ণনা। এ যুদ্ধ আহযাব যুদ্ধ নামেও পরিচিত। মূসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন যে, এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো।

---

৬২. যারা রুকুর পর দোআ কুনূত পড়েন, তারা এ হাদীসটিকেই দলীল হিসেবে গণ্য করেন। আর যারা রুকুর আগে কুনূত পাঠ করেন, তারা পূর্বোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

৬৩. বদর ও ওহুদ যুদ্ধ ছাড়াও মুসলমানদের সাথে আরো অনেক ছোট বড় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর গোটা আরবের ইসলাম-দুশমন শক্তি বিশেষ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও মদীনা থেকে বিতাড়িত বনী কাইনুকা ও বনী নাযীর ইয়াহুদ গোত্রদ্বয়ের নেতারা বুঝতে পারলো যে, মদীনার ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে এককভাবে আরবের কোন গোত্রের পক্ষে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাই এসব শত্রু গোত্র সমূহের নেতৃবৃন্দ সমগ্র আরবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে মদীনার ক্ষুদ্র মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং মক্কার কুরাইশ গোত্র ও মদীনা থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদ গোত্রের নেতারা আরবের বিভিন্ন গোত্র সফর করে একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ

٣٧٩١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ.

৩৭৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলে নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলে নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন তার (ইবনে উমরের) বয়স ছিলো পনর বছর।৬৪

٣٧٩٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

৩৭৯২. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে খন্দক খননে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। অন্যেরা খন্দক খনন করছিলেন আর আমরা পিঠে করে মাটি বহন করছিলাম। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন : হে, আল্লাহ! আখেরাতের আরাম আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ। তুমি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দাও। (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিররা দুনিয়ার আরাম আয়েশকে কোরবানী করেছে একমাত্র তোমার

করতো এবং পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে এক বিশাল সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হলো। বিভিন্ন গোত্রে ইসলামী আন্দোলনের যে সব শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গ ছিলো তাদের মাধ্যমে নবী (সঃ) পূর্বাহ্নেই কাফেরদের এ আক্রমণ সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এ আক্রমণের মোকাবিলার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য তিনি সাহাবাদের সংগে পরামর্শ করলেন এবং মদীনার চার পাশের যেসব এলাকা দিয়ে আক্রমনের সম্ভাবনা ছিলো সেসব জায়গায় পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র ছয় দিনের মধ্যে তিনি সাহাবাদের নিয়ে এসব জায়গায় পরিখা খনন করে ফেললেন এবং মদীনার উত্তর-পশ্চিম কোণে সিলা পাহাড়কে পিছনে রেখে পরিখার পিছনে তিন হাজার সাহাবাকে সাথে করে কাফেরদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইয়াহুদ ও কাফেরদের সম্মিলিত দশ বার হাজার সৈনিকের এই বিশাল বাহিনী মদীনায় পৌঁছে এক অভিনব যুদ্ধ কৌশলের সম্মুখীন হলো। তারা দেখতে পেলো মুসলমানরা বড় বড় পরিখা খনন করে তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা দীর্ঘ দিনের অভিযানের কথা চিন্তা না করে বরং তাদের এ অভিযানকে সংক্ষিপ্ত সময়ের অভিযান স্বরূপ মেয়াদী প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু পরিখার কারণে তাদেরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মদীনা অবরোধ করে থাকতে হলো। যেখানে তাদের ধারণা ছিলো যে, কয়েক দিনের মধ্যেই এ অভিযান শেষ হয়ে যাবে সেখানে তাদেরকে আটাশ দিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় মদীনা অবরোধ করে থাকতে হলো। যুদ্ধে সহজ বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ মদীনার ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রকে চুক্তি ভংগ করে তাদের সাথে একযোগে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কুমন্ত্রণা দান করলো। ইয়াহুদ মানসিকতা তাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করলো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী ও নবী (সঃ)-এর তীক্ষ্ম সমর কৌশলের কারণে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেলো। এই সময় একদিন রাতের বেলা তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও বৃষ্টির কারণে তারা তাবু তুলে যুদ্ধ না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এটাই আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

৬৪. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষেরা পনর বছর বয়স হলেই সাবালক বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়।

দ্বীনের জন্য। তাই তুমি তাদের কাজ কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে আখেরাতের পরিপূর্ণ আরামের জন্য বেহেশত দান করো।)

৩৭৯৩- عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَاِذَا الْمُهٰجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِىْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَاٰى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

৩৭৯৩. হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনাস ইবনে মালেককে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন জোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম বা ক্রীতদাস ছিলো না যে, তারা তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। ঠিক এমনি সময় নবী (সঃ) তাদের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের অনাহার ক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে তিনি বললেন : হে, আল্লাহ! আখেরাতের সুখ শান্তিই প্রকৃত সুখ শান্তি। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। এর প্রত্যুত্তরে আনসার ও মুহাজিরগণ বললেন : আমরা সেই সব লোক যারা মুহাম্মদের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করেছি যে, যতোদিন বেঁচে থাকি (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে যাবো।

৩৭৯৪- عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ - نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا * قَالَ يَقُوْلُ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيْبُهُمْ اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ * فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّىَّ مِنَ الشَّعِيْرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوْضَعُ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِىَ بَشِعَةٌ فِى الْحَلْقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُنْتِنٌ -

৩৭৯৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চার পাশে পরিখা খনন কালে পিঠে করে মাটি বহন করছিলেন এবং আবৃত্তি করছিলেন : "আমরা তো সেই সব লোক যারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে সারা জীবন ইসলামের ওপর কায়েম থাকার ও ইসলামের জন্য জিহাদ করার বাইআত গ্রহণ করেছি।" তাদের এ কথার জওয়াবে নবী (সঃ) বলতেন : "হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নাই। তাই আনসার ও মুহাজিরদেরকে কল্যাণ ও বরকত দান করো।" আনাস বর্ণনা করেছেন যে, পরিখা খননের সেই কঠোর পরিশ্রমের সময় এক মুঠো করে যব পাওয়া যেতো, তা স্বাদ বিকৃত দুর্গন্ধ চাউলে মিশিয়ে পাক করে ক্ষুধার্ত সবাইকে পরিবেশন করা হতো যা থেকে দুর্গন্ধ বের হতো।

٣٧٩٥- عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي ﷺ فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي ﷺ المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي ﷺ شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي ﷺ والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج فقلت طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له قال كثير طيب قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي ﷺ بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة

৩৭৯৫. আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মান তার পিতা আয়মান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি জাবের ইবনে 'আব্দুল্লাহর কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এই সময় একখন্ড কঠিন পাথর বের হলে সবাই নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললো ঃ খন্দকের মধ্যে একখানা শক্ত পাথর বেরিয়েছে। তিনি [নবী (সঃ)] বলেনঃ আমি নিজে খন্দকে নেমে দেখবো। তখন তিনি উঠলেন। সেই সময় তাঁর পেটে একখানা পাথর বাঁধা ছিলো। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত কোন খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ পাই নাই। এরপর নবী (সঃ) কোদাল হাতে নিয়ে কঠিন পাথর খণ্ডের ওপর আঘাত করলে তা চূর্ণ হয়ে বালুকণার মতো হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (কিছুক্ষণের জন্য) বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমি স্ত্রীকে বললাম ঃ আজ আমি নবী (সঃ)-এর এমন একটি ব্যাপার দেখেছি যা দেখে ধৈর্য-ধারণ করা কঠিন। তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তিনি বললেনঃ আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। আমি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলাম এবং তিনি (জাবেরের স্ত্রী) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। এরপর গোশ্‌ত ডেকচিতে উঠিয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। এদিকে আটা খামির হচ্ছিলো আর গোশ্‌ত চুলার ওপর ওঠানো হয়েছিলো এবং তা প্রায় পাক হয়ে এসেছিলো। তখন আমি [নবী (সঃ)-এর কাছে] গিয়ে বললাম ঃ সামান্য পরিমাণ খাবার প্রস্তুত করেছি! হে আল্লাহর রসূল! আপনি

চলুন এবং সাথে আরো একজন বা দুজনকে নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি পরিমাণ খাবার তৈরী করেছো? আমি তাঁকে সব খুলে বললে তিনি বললেন : বেশ তো! অনেক এবং উত্তম খাবার। তারপর তিনি আমাকে বললেন : গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত সে যেনো ডেকচি চুলার ওপর থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে। তারপর তিনি সবাইকে ডেকে বললেন : চলো (জাবের তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে)। জাবের তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন : হায়! (এখন কি হবে?) নবী (সঃ) মুহাজির ও আনসার এবং অন্য সবাইকে সাথে নিয়ে আসছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন : তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন? (জাবের বলেন,) আমি বললাম : হাঁ। এরপর নবী (সঃ) গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সবাইকে বললেন : ভেতরে যাও, বিশৃংখলা ও ভীড় করো না। তারপর তিনি [নবী (সঃ)] রুটি টুকরো করে গোশতসহ সাহাবাদের সবাইকে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ডেকচি ও তন্দুর ঢেকে রাখলেন। সবাই পেটপুরে খাবার পরেও আরো অবশিষ্ট থাকলো। তখন তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন : তুমিও খাও এবং যাদের বাড়ীতে পাঠানো দরকার উপহার হিসেবে পাঠাও। কেননা, সবাইকে তীব্র ক্ষুধা পেয়েছে।

٣٧٩٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَيْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي. وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

৩৭৯৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিলো তখন আমি নবী (সঃ)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অব-

স্থায় দেখতে পেলাম। আমি বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললাম ঃ তোমার কাছে কি খাবার মতো কিছু আছে? কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে আসলাম। তখন সে (আমার স্ত্রী) আমার কাছে একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করলো। আর মাত্র এক সা' পরিমাণ যবই তাতে ছিলো। আমাদের পোষা একটি বকরীর বাচ্চা ছিলো। আমি বকরীর বাচ্চাটি যবেহ করলাম এবং গোশত কেটে ডেক্‌চিতে উঠালাম। আর আমার স্ত্রীও যব পিষে আটা তৈরী করলো। আমরা একই সাথে কাজ দু'টি শেষ করলাম। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন আমার স্ত্রী বললো ঃ দেখো, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের কাছে লাঞ্ছিত করো না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের বাড়ীতে ছোট্ট একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি। আর আমাদের ঘরে এক সা' যব ছিলো, আমার স্ত্রী তা পিষে আটা তৈরী করেছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনে নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে ডেকে বললেন ঃ হে পরিখা খননকারীগণ! এসো জলদি চলো, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরী করেছে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি যাও, তবে আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেক্‌চি চুলা থেকে নামাবে না এবং খামীর থেকে রুটিও তৈরী করবে না। এর-পর আমি বাড়ীতে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও লোকজন (সাহাবায়ে কেরাম) সহ হাজির হলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলে সে বললো ঃ আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন। তুমি এ কি করলে? আমি বললাম ঃ তুমি যা বলেছিলে আমি তা করেছি [অর্থাৎ তোমার আশংকা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছি]। তখন সে (আমার স্ত্রী) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আটার খামীর এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করলেন। তারপর ডেক্‌চির কাছে এগিয়ে গিয়ে তাতে লালা মিশালেন এবং বর-কতের জন্য দো'আ করে বললেন ঃ (হে জাবের!) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাকো। সে আমার পাশে থেকে রুটি প্রস্তুত করুক এবং চুলার ওপর থেকে ডেক্‌চি না নামিয়ে গোশত পরি-বেশন করুক। জাবের বর্ণনা করেন, সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও ডেক্‌চি ভর্তি গোশত টগবগ করে ফুটছিলো এবং আটার খামীর থেকেও রুটি তৈরী হচ্ছিলো।[৬৫]

٣٧٩٧- عَنْ عَائِشَةَ إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

৩৭৯৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোরআন মজীদের "স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তারা ওপর ও নীচের দিক থেকে এসে তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলো আর ভয়ে তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিলো এবং কলিজা কণ্ঠনালীতে এসে উপনীত হয়েছিলো।" এ আয়াতটি খন্দক যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٣٧٩٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوْ اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا ؛ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ؛ فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ؛ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ؛ إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ؛ إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ؛ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا أَبَيْنَا ؛

৬৫. এ ঘটনা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগের।

৩৭৯৮. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে খন্দক খননের সময় নবী (সঃ) মাটি বহন করছিলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র পেট মাটি লেগে ঢেকে গিয়েছিলো। অথবা (বারা' বলেছিলেন, বর্ণনাকারী আবু ইসহাকের সন্দেহ) তাঁর পবিত্র পেট ধুলোমলিন হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সে সময় বলছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদেরকে হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, আর দান-খয়রাতও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। তাই হে আল্লাহ! আমাদের ওপর শান্তি নাযিল করো। শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। নিশ্চয় শত্রুরা বিনা কারণে আমাদের ওপরে চড়াও হয়েছে। যখন তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সংকল্প করেছে তখনই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে ব্যর্থ করে দিয়েছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে ابينا - ابينا। (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি) বলে উঠতেন।

٣٧٩٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

৩৭৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আমাকে পশ্চিম দিকের হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে আর আদ কওমকে পূর্ব দিকের হাওয়া দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিলো।[৬৬]

٣٨٠٠ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتّٰى وَارٰى عَنِّي الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ وَيَقُولُ اللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ۞ فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ۞ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ۞ إِنَّ الْأُولٰى رَغِبُوا عَلَيْنَا ۞ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ۞ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا ۞.

৩৮০০. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বারা ইবনে আযেবকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ খন্দক যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দক খনন করেছেন। এমনকি আমি তাকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। আমি দেখেছি ধুলো-বালি পড়ার কারণে তাঁর পেটের চামড়া পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাঁর বক্ষ ছিলো অধিক লোমশ। তিনি মাটি বহন করছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াত লাভ করতে পারতাম না। আর দান সাদকাও করতাম না, নামাযও পড়তাম না। তাই আমাদের পরম প্রশান্তি পাঠাও, শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। তারা (শত্রুরা) আমাদের ওপর জুলুম করেছে। অবশ্য তারা ফিতনা ছড়াতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেছেন, শেষের ছত্রটি আবৃত্তির সময় তিনি প্রলম্বিত করে পড়তেন।

٣٨٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الْخَنْدَقِ.

৬৬. ইসলামের শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরুদ্ধ করলে একদিন রাতের বেলা ঝটিকা হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুর খুঁটি উৎপাটিত করে সব কিছু বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং তারা অবরোধ উঠিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ ঝটিকা হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছিলো

৩৮০১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি প্রথম যে যুদ্ধটিতে অংশ গ্রহণ করেছি, সেটি হলো খন্দক যুদ্ধ।

٣٨٠٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطُفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَتِ الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُوْنَ فِي اِحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيْهِ قَالَ حَبِيْبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُوْلَ أَحَقُّ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَخَشِيْتُ أَنْ أَقُوْلَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللهُ فِي الْجِنَانِ قَالَ حَبِيْبٌ حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ قَالَ مَحْمُوْدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا.

৩৮০২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি একদিন (উম্মুল মুমিনীন) হাফসার কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুল থেকে টপটপ করে পানি ঝরছিলো। আমি তাঁকে বললাম : আপনি তো দেখছেন খিলাফতের ব্যাপারে লোকজন কি কান্ড করছে। [আমীর মুআবিয়া ও আলী (রাঃ)-এর বিবাদের প্রতি ইংগিত] শাসন ক্ষমতা ও ইমারতের কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা বললেন : তুমি গিয়ে তাঁদের সাথে শরীক হও। তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার না যাওয়ায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশংকা হয়। তাঁর (উম্মুল মু'মিনীন হাফসার) বার বার বলায় তিনি গেলেন। লোকজন চলে গেলে মুআবিয়া বক্তৃতা করতে উঠে বললেন : খিলাফতের ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে চাইলে সে মাথা উঁচু করে সাড়া দিক। তবে এ ব্যাপারে আমারই তার ও তার পিতার চাইতে বেশী হকদার।৬৭ (এ কথার দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও তাঁর পিতা হযরত উমরের প্রতি ইংগিত করা হলো।) হাবীব ইবনে মাসলামা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বললেন : আপনি এ কথার জওয়াব দিলেন না কেন? 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন : আমি তখন আমার গায়ের কাপড় ঠিক করলাম এবং বলতে চাইলাম যে, যারা ইসলামের জন্য তোমার ও তোমার পিতার সাথে লড়াই করেছে, এ ব্যাপারে তারাই সর্বাধিক হকদার। তবে আমি (মুসলমানদের মধ্যে) অনৈক্য ও রক্তপাতের আশংকায় এরূপ কথা বলা থেকে বিরত থাকলাম। আমি আরো আশংকা করলাম যে, আমার এ কথার অপ-ব্যাখ্যা করা হবে। তাই আল্লাহর জান্নাতের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে সংযম অবলম্বন করলাম। হাবীব ইবনে মাসলামা বললেন : এ ভাবে আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন।

٣٨٠٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا.

---

৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-কে যে জওয়াব দিতে মনস্থির করেছিলেন : অর্থাৎ খিলাফতের সর্বাধিক হকদার তারাই যারা তোমার ও তোমার পিতার সাথে ইসলামের জন্য লড়াই

৩৮০৩. সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (কাফেররা অবরোধ উঠিয়ে চলে যাওয়ার পর) নবী (সঃ) বলেছিলেন ঃ এরপর আমরাই তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবো। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। (অর্থাৎ এখন থেকে আক্রমণ ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসলো।)

٣٨٠٤ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ اُجْلِيَ الْاَحْزَابُ عَنْهُ اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ -

৩৮০৪. সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আহযাব যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত কাফেরদের সম্মিলিতবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ এখন থেকে আমরাই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, তারা আর আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না।

٣٨٠٥ - عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ -

৩৮০৫. আলী নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফেরদেরকে বদদো'আ করে বলেছিলেন ঃ হে, আল্লাহ! তুমি তাদের বাড়ীঘর ও কবর আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দাও। কেননা, তারা আমাকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখার কারণে সূর্য অস্ত গেলেও আমি মধ্যবর্তী নামায[৬৮] আদায় করতে পারি নাই।

٣٨٠٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّيَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৩৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় উমর ইবনে খাত্তাব একদিন সূর্যাস্তের পরে আসলেন এবং কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি বললেন ঃ হে, আল্লাহর রসূল! (আজ) সূর্য ডুবুডুবু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি নামায পড়তে পারি নাই। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ আল্লাহর

করেছেন। এ কথা দ্বারা তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন, তাহলো তাঁর পিতা হযরত উমর (রাঃ) ও তিনি হযরত আমীর মু'আবিয়া ও তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের আগে ইসলাম কবুল করেছেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া ও তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৬৮. মধ্যবর্তী নামায কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ মধ্যবর্তী নামায অর্থ আছরের নামায। খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলা করতে নবী (সঃ) একদিন এতো ব্যস্ত ছিলেন যে, সেদিন তিনি ঠিকমতো আছরের নামায পড়তে পারেননি। এজন্য তিনি কাফেরদের জন্য এ বদদো'আ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্তী নামাযের অর্থ হলো উত্তম ওয়াক্তে নামায পড়া।

কসম, আমিও আজ আসরের নামায আদায় করতে পারি নাই। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ এরপর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (মদীনার) বুতহান উপত্যকায় গেলাম। তিনি [নবী (সঃ)] নামাযের জন্য অযু করলেন। আমরাও অযু করলাম। তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। তিনি প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায পড়লেন।

٣٨٠٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ مَنْ يَّأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا قَالَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَاِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

৩৮০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আহযাব যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পার এমন কেউ আছ কি? যুবায়ের ইবনুল আওয়াম বললেন ঃ আমি পারবো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আবার বললেন ঃ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে আনতে পার এমন কেউ আছ কি? যুবায়ের আবার বললেন ঃ আমি (তাদের খবর সংগ্রহ করে দিতে) পারবো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আবারও বললেন ঃ কে আমাকে কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পারে? এবারও যুবায়ের বললেন ঃ আমি পারবো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী বা সাহায্যকারী থাকে। আর আমার সাহায্যকারী হলো যুবায়ের।

٣٨٠٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهٗ.

৩৮০৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই বলতেন যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাঁর বাহিনীকে (মুসলমান) বিজয় দান করে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] সাহায্য করেছেন এবং এককভাবে সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনিই সর্বশেষ! তাঁর পরে কিছুই থাকবে না।

٣٨٠٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْاَحْزَابِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

৩৮০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত সম্মিলিত কাফের বাহিনীর জন্য বদ-দো'আ করেছেন। তিনি তার দো'আয় বলেছেন, হে, আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী ও অচিরেই হিসাব গ্রহণকারী, তুমি সবগুলো দলকে (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করো। হে, আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত ও মুলোৎপাটিত করো।

٣٨١٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ اَوِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ

لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

৩৮১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা (হজ্জ) থেকে বাড়ী ফিরে আসলে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং তারপর এই দো'আ পড়তেন। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি একক ও লাশরীক, সার্বভৌম ক্ষমতা ও বাদশাহী একমাত্র তাঁরই করায়ত্ব। সব প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। তিনি সব কিছুর ব্যাপারে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনশীল, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা নিবেদনকারী। আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসা বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরন করেছেন, তাঁর বান্দাকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] সাহায্য করেছেন এবং খন্দকের যুদ্ধে একাই সব দলকে (সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী (সঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ও ইয়াহূদ বনী কুরাইযা গোত্রের অবরোধ।

৩৮১১ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ قَالَ فَاِلٰى اَيْنَ قَالَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِلَيْهِمْ ـ

৩৮১১. 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমন সময় জিবারাইল এসে বললেনঃ আপনি তো অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম আমি এখনও যুদ্ধের হাতিয়ার নামাই নাই। ওদের বিরুদ্ধে চলুন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ কোথায় যেতে হবে? তিনি [জিবরাইল (আঃ)] ইয়াহূদ বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইংগিত করে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। তখন নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

৩৮১২ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِيْ زُقَاقِ بَنِيْ غَنْمٍ مَوْكِبِ جِبْرِيْلَ حِيْنَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ ـ

৩৮১২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে সময় জিবরাইল বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নবী (সঃ)-এর সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন সে সময়ের কথা স্মরণ করলে তাঁর (জিবরাইলের) বাহিনীর পদাঘাতে বনী গনাম গোত্রের এলাকায় উত্থিত গোধূলি এখনো যেন দেখতে পাই।

৩৮১৩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْاَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ
ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ۔

৩৮১৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় (যুদ্ধের পর কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে যাওয়ার পর) নির্দেশ দিলেন, তোমরা বনী কুরাইযা গোত্রের এলাকায় পৌঁছার আগে 'আসরের নামায পড়বে না। বরং সেখানে পৌঁছে 'আসরের নামায পড়বে। পথিমধ্যে 'আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেনঃ আমরা সেখানে পৌঁছার পর নামায পড়বো। আবার কেউ কেউ বললেনঃ আমরা এখানেই নামায পড়বো। কেননা, "বনী কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে আসরের নামায পড়বে" নবী (সঃ)-এর এ কথার অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। (সুতরাং তারা পথিমধ্যেই নামায পড়ে নিলো) বিষয়টি নবী (সঃ)-কে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলকেই ভৎসনা করলেন না।৬৯

٣٨١٤ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ
قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ
كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أُمُّ
أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ
وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّا
وَاللّٰهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔

৩৮১৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ)-এর সাংসারিক ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য লোকেরা তাঁকে খেজুর গাছ হাদিয়া করতো। অবশেষে তিনি বনী কুরাইযা ও বনী নাযির গোত্রের ওপর বিজয় লাভ করলে আমার পরিবারের লোকজন নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছুসংখ্যক তাঁর [নবী (সঃ)] নিকট থেকে ফেরত চাইতে বললো। কিন্তু নবী (সঃ) ঐ খেজুর গাছগুলো উম্মে আয়মানকে দান করেছিলেন। এ সময় উম্মে আয়মান আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বলতে থাকলেন। এ কখনো হতে পারে না। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, সেই মহান সত্তার কসম! নবী (সঃ) ঐ গাছ গুলো তোমাকে আর দিবেন না। তিনি তো ওগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবী'র সন্দেহ) এরূপ কিছু কথা তিনি বলছিলেন। নবী (সঃ) তাকে বলছিলেনঃ হে, উম্মে আয়মান, ওই গাছ গুলোর পরিবর্তে তুমি আমার নিকট থেকে এতগুলো

---

৬৯. ইয়াহুদ গোত্র বনী কুরাইযার সাথে নবী (সঃ)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন শত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে মদীনার অধিবাসী ইয়াহুদ ও মুসলমান সবাই মিলে নিজ নিজ ব্যয়ে যৌথভাবে মদীনাকে রক্ষা করবে এবং শত্রুকে প্রতিহত করবে। কিন্তু আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের সময় ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্র সে চুক্তি তো পালন করেইনি, বরং চুক্তি ভংগ করে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ও নির্মূল করার এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছিলো। এ জন্য যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেদিনই যুহরের নামাযের সময় হযরত জিবরাইল এসে নবী (সঃ)-কে বনী কুরাইযা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইংগিত করলেন। নবী (সঃ) সংগে সংগে সাহাবাদের ডেকে বনী কুরাইযার এলাকায় যাওয়ার এবং সেখানে পৌঁছে 'আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এর পরপরই তিনিও রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত জিবরাইল (আঃ)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। হাদীসটিতে এ ঘটনাই উল্লেখিত হয়েছে।

গাছই গ্রহণ করো। কিন্তু উম্মে আয়মান বলতে ছিলেন : আল্লাহর শপথ, তা কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী (সঃ) তাকে অনেক বেশী দিলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন যে, আমার মনে হয়, নবী (সঃ) তাঁকে (উম্মে আয়মানকে) বললেনঃ এর দশগুন অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী (সঃ) যেমন বলছিলেন।

٣٨١٥- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

৩৮১৫. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সা'দ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের লোকজন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সঃ) সা'দ ইবনে মু'আযকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। মসজিদে নববীর কাছে এসে পৌঁছলে নবী (সঃ) আনসারদেরকে বললেনঃ তোমাদের নেতাকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সর্বোত্তম ব্যক্তিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যাও। তারপর তিনি [নবী (সঃ)] সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন : এরা (বনী কুরাইযা গোত্রের লোকেরা) তোমার ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তখন সা'দ বললেনঃ (এদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলোঃ) যুদ্ধ করতে সক্ষম সব পুরুষকে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতে হবে। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ হে, সা'দ তুমি আল্লাহর হুকুম মেতাবেক ফয়সালা করেছো। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন : সার্বভৌম আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ফয়সালা করেছো।

٣٨١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ أُخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِي. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ

أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ وَأَخْرَجُوهُ
اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ
مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُمْ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ
وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ
وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ
مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا

৩৮১৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ খন্দকের যুদ্ধে সা'দ আহত হয়েছিলেন। হিব্বান ইবনে 'আরিফা নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীরবিদ্ধ করছিলো। তাঁকে নিকটেই রেখে সেবা শুশ্রূষা করার জন্য নবী (সঃ) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে গেলে) নবী (সঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র শস্ত্র রেখে গোসল করে মাথার ধুলো বালি সাফ করেছেন। এমন সময় জিবরাইল এসে বললেনঃ আপনি অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এখনও অস্ত্র রেখে দেই নাই। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য চলুন। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোথায়?' তিনি [জিবরাইল (আঃ)] ইংগিতে ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রকে দেখিয়ে দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করলেন। অবশেষে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে কোন ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] ফয়সালার ভার সা'দ ইবনে মু'আযের ওপর অর্পণ করলেন। সা'দ ইবনে মু'আয বললেন : তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো, তাদের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী সব পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং সব সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। হাদীসের রাবী হিশাম ইবনে 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, (আহত হওয়ার পর সা'দ ইবনে মু'আয) আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করছিলেনঃ হে, আল্লাহ! তুমি জানো, যে কওম তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তোমার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে আর কিছুই আমার কাছে বেশী প্রিয় নয়। হে, আল্লাহ! আমি মনে করি যে, (আহযাব যুদ্ধের পর) তুমি আমাদের ও কাফেরদের যুদ্ধ শেষ করে দিয়েছো। তবে এখনও যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমাকে জীবিত রাখো। আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমার আহত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করে এতেই আমার মৃত্যু ঘটাও। সুতরাং তার বক্ষস্থল হতে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে এবং প্রবাহিত হয়ে তা তাবুর বাইরে আসতে থাকে। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিলো। তারা রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে ভীত হয়ে বললোঃ হে, তাঁবুবাসীগণ, তোমাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে বয়ে আসছে? পরে তারা জানতে পারলো যে, সা'দ ইবনে মু'আযের জখম থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অতঃপর তিনি এ জখমেই মারা গেলেন।[৭০]

٣٨١٧ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ
مَعَكَ وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ

---

৭০. হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ .

৩৮১৭. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হাস্সান ইবনে সাবেতকে বলেছিলেনঃ কবিতার মাধ্যমে তুমি তাদের (কাফেরদের) দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো অথবা বলেছিলেন যে, (রাবীর সন্দেহ) কবিতার মাধ্যমে তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার জওয়াব দাও। জিবরাইল এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। অন্য একটি সনদে ইবরাহীম ইবনে তুহ্মান শায়বানী ও আবু ইসহাক 'আলী ইবনে সাবেতের মাধ্যমে বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা বেশী উল্লেখ করেছেন যে, বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) হাস্সান ইবনে সাবেতকে ৭১ বলেছিলেনঃ কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা তুলে ধরো। এ ব্যাপারে জিবরাইল তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ যাতুর রিকার যুদ্ধ। মুহারিব গোত্রের সাথে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গাতফানের শাখা গোত্র বনী সা'লাবার অন্তর্গত খাসাফার বংশধরদের মুহারিব বলা হয়। এই যুদ্ধে নবী (সঃ) নাখল নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো। কেননা, আবু মূসা খায়বার যুদ্ধের পরে (হাবশা থেকে) ফিরে এসে-ছিলেন। অপর একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে রাজা ইমরানুল কাত্তান, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আবু সালামার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) সপ্তম যুদ্ধে অর্থাৎ যাতুর রিকার যুদ্ধে সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে "সালাতুল খাওফ" ভীতিজনক পরিস্থিতিতে নামায আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলে-ছেন ঃ নবী (সঃ) যিকারাদের যুদ্ধে "সালাতুল খাওফ" পড়েছেন। বকর ইবনে সাওয়াদা যিয়াদ ইবনে নাফে'ও আবু মূসার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুহারিব ও সা'লাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) সাহাবাদের সাথে "সালা-তুল খাওফ" পড়েছেন। ইবনে ইসহাক ওহাব ইবনে কায়সানের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) নাখল স্থান থেকে যাতুর রিকার যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের মুখোমুখী হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এখানেই লোকজন একে অপরকে ভয়ের কথা বলতে থাকেন। তাই নবী (সঃ) সবাইকে নিয়ে দু'রাকআত "সালাতুল খাওফ" আদায় করেন। ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ সালামা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সঃ)-এর সাথে যিকারাদের৭২ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

৩৮১৮- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا

৭১. হাসসান ইবনে সাবেত ছিলেন একজন বাগ্মী কবি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কাব্য প্রতিভাকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। কাফেরদের কবি ও সাহিত্যিকরা তাদের কবিতায় নবী (সঃ) ও মুসলমানদের যেমন কুৎসা ও বদনাম রটনা করতো। নবী (সঃ) হাসসান ইবনে সাবেতকে তার জবাব দিতে আদেশ করতেন। তিনি কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সার্থকভাবে তার জওয়াব দিতেন। এজন্য তাঁকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ও ইসলামের কবি বলা হতো।

৭২. যিকারাদ মদীনা থেকে কিছুদূরে গাত্ফান এলাকার সন্নিকটস্থ একটা জায়গার নাম।

فَكُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ۔

৩৮১৮. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা একটি যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। আমরা ছিলাম মোট ছয়জন। আমাদের সাথে একটি মাত্র উট ছিলো। আমরা পালা করে এর পিঠে আরোহণ করতাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ফেটে গেলো। আমারও দু'পা ফেটে গেলো এবং নখগুলো খুলে পড়লো। আমরা তখন পায়ে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে "যাতুর রিকা"র (অর্থাৎ যে যুদ্ধে ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার করা হয়েছিলো) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, আমরা এ যুদ্ধে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পায়ে জড়িয়েছিলাম। আবু মূসা এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এভাবে ঘটনাটাকে বর্ণনা করাটা ভালো মনে করতে পারলেন না। তিনি বললেন : আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভালো মনে করি না। হয়তো তিনি তাঁর কোন আমল প্রকাশ করা অপসন্দ করতেন।

٣٨١٩ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ إِنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلٰوةِ الْخَوْفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ

৩৮১৯. সালেহ ইবনে হাওয়াত, যিনি "যাতুর রিকা"র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে "সালাতুল খাওফ" ভয়ের নামায আদায় করেছেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: একদল নামায পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেকদল শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি [নবী (সঃ)] প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাক'আত নামায পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ (তাঁদের) দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে (এক্তেদা করে) দাঁড়ালে তিনি [নবী (সঃ)] তাদের সাথে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত পড়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। মোক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে বসলে তিনি তাদের সাথে সালাম ফিরে নামায শেষ করলেন। মু'আয ইবনে হিশাম তার পিতা

হিশাম আবু্য্যুবায়েরের মাধ্যমে জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেছেন : আমরা 'খাতুর রিকা' যুদ্ধে নাখল নামক জায়গায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তারপর তিনি 'সালাতুল খাওফে'র কথা উল্লেখ করলেন (যা ওপরে উল্লেখিত হয়েছে)। (এ হাদীস সম্পর্কে) ইমাম মালেক বলেছেন : 'সালাতুল খাওফ' সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনেছি তার মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে উত্তম। মু'আয ইবনে হিশামের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে লাইস ইবনে সা'দ, হিশাম, যায়েদ ইবনে আসলাম ও কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ৭৩ বলেছেন : নবী (সঃ) বনী আনসারের যুদ্ধে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন।

٣٨٢٠ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

৩৮২০. সাহল ইবনে আবু হাসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "সালাতুল খাওফে" ইমাম কিবলামুখী দাঁড়াবেন। মুসলমানদের একদল তাঁর পেছনে এক্তেদা করবে এবং আরেক দল শত্রুদের দিকে তাদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তাঁর পেছনে এক্তেদাকারীদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়বেন। এরপর এক্তেদাকারীগণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রুকু' ও দু'-সিজদাসহ আরো এক রাক'আত নামায পড়ে (মুসলমানদের) অপর দলের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। এবার তারা এসে ইমামের এক্তেদা করবে। তিনি তাদের নিয়ে আরো এক রাক'আত পড়বেন। এভাবে ইমামের দু'রাক'আত পূর্ণ হলে এক্তেদাকারীগণ স্বতন্ত্রভাবে রুকু' ও সিজদাসহ আরো এক রাক'আত পড়বেন।

٣٨٢١ـ عَنْ مُسَدَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

৩৮২১. মুসাদ্দাদ ইয়াহ্ইয়া, শু'বা, আবদুর রহমান ইবনে কাসেম ও তার পিতা কাসেম, সালেহ ইবনে খাওয়াত ও সাহল ইবনে আবু হাসমার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٢ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلٍ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ.

---

৭৩. হাদীসে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত তা "মুরসাল"। সুতরাং এ দ্বারা প্রথম হাদীসটির বক্তব্য দুর্বল।

৩৮২২. মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু হাযেম, ইয়াহ্‌ইয়া সালেহ ইবনে খাওয়াত ও সাহল ইবনে আবু হাসমার মাধ্যমে নবী (সঃ)-এর (ওপরে উল্লেখিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ ـ

৩৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্‌দ এলাকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। (অর্থাৎ দু'দলে বিভক্ত হয়ে) একদল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একবার নামাযে ছিলাম আবার শত্রুর মুখোমুখীও দাঁড়িয়েছিলাম।

٣٨٢٤- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولٰئِكَ فَجَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ

৩৮২৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) (জিহাদের ময়দানে সেনাদলকে দু'দলে ভাগ করে প্রথমে) একদলকে সাথে করে নামায পড়েছেন এবং অপর দলকে শত্রুদের মোকাবিলায় নিয়োজিত রেখেছেন। তারপর যে দল তাঁর সাথে নামায পড়ছে তারা শত্রুর মোকাবিলায় নিজের সংগীদের জায়গায় ফিরে গেলে তারা (যারা শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলো) এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে এক্তেদা করে দাঁড়ালে তিনি তাদের সাথে নিয়ে (আরো) এক রাক'আত নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এবার এক্তেদাকারীগণ দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট আরেক রাক'আত পড়লো (এবং শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালো)। এবার আগের দল তাদের অবশিষ্ট রাক'আত পূর্ণ করলো।

٣٨٢٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِيْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ

يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ خَيْبَرَ.

৩৮২৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজদ এলাকায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে এলাকা থেকে ফিরে আসলে তিনিও (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) ফিরে আসলেন। ফেরার পথে কাঁটাগাছ ভরা একটি উপত্যকায় দুপুর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানেই থামলেন। লোক-জন সবাই ছায়াবান বৃক্ষের খোঁজে প্রান্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে গিয়ে নিজের তরবারীখানা তাতে লটকিয়ে দিলেন। জাবের বলেন ঃ আমরা সবেমাত্র নিদ্রা গিয়েছি। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ডাকতে থাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং গিয়েই দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর কাছে বসে আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার তরবারীখানা নিয়ে ঘুমে থাকতেই আমার ওপর উঁচিয়ে ধরে বললো ঃ এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ রক্ষা করবেন। দেখো না, এখন সে বসে আছে। এসবের পরও রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন রকম শাস্তি দেননি। (আর অন্য সনদে) আবান ইবনে মোসলেম ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলে-ছেন ঃ আমরা "যাতুর রিকা"র যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। একসময়ে আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে এসে পেঁছিলাম এবং নবী (সঃ)-এর আরামের জন্য গাছটি ছেড়ে আমরা একটু দূরে অন্যত্র গেলাম। [নবী (সঃ)] তখন ঘুমুচ্ছিলেন আর তাঁর তরবারী-খানা গাছের সাথে ঝুলাছিলো। ইতিমধ্যে এক মুশরিক এসে তরবারীখানা নিয়ে তা তাঁর [নবী (সঃ)-এর] ওপর উঁচিয়ে ধরে বললো ঃ আমাকে ভয় পাও না? তিনি বললেনঃ না। তখন সে বললো ঃ এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাকে হুমকি-ধমকি দিলেন। এরপর নামায শুরু হলে নবী (সঃ) সাহাবাদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তখন ওই দল দূরে সরে গেলে অপর দলকে নিয়ে তিনি আরো দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এভাবে নবী (সঃ)-এর নামায হলো চার রাক'আত এবং অন্যদের হলো দু'রাক'আত। (সবাই আরো

দু'রাক'আত করে পরে পড়ে নিলেন)। মুসাদ্দাদ আবু আও'আনার মাধ্যমে আবু বিশ্‌র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, লোকটির নাম ছিলো গাওরাস ইবনে হারিস। নবী (সঃ) খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ করেছিলেন। আবুয-যুবায়ের জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলেছেন : আমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে) নবী (সঃ)-এর সাথে নাখ্‌ল নামক জায়গায় অবস্থান করতেছিলাম। এ সময় নবী (সঃ) "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলেন। আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন, আমি নজ্‌দের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলাম। আবু হুরাইরা খায়বর যুদ্ধের সময় নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : বনী মুস্‌তালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ খুযা'আ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে মুরাইসীর যুদ্ধও বলা হয়।

মুহাম্মাদ ইসহাক বলেছেন : ষষ্ঠ হিজরী সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসা ইবনে উকবা বলেছেন যে, এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিলো। নু'মান ইবনে রাশেদ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা মুরাইসীর যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিলো।

٣٨٢٦- عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ

৩৮২৬. ইবনুল মুহাইরীয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি (একদিন) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে আবু সা'ঈদ খুদরীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং "আযল"৭৪ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সা'ঈদ বললেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বনী মুস্‌তালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আরবের বহুসংখ্যক বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের স্ত্রীলোকের প্রয়োজন দেখা দিলো এবং স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। তাই আমরা আযল করা ভাল মনে করলাম এবং তা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমাদের খেয়াল হলো যে, আল্লাহর রসূল আমাদের মধ্যে বর্তমান। আর আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করেই আযল করতে যাচ্ছি! [তাই ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উত্থাপন করলে] তিনি বললেন : এরূপ না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? তবে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, তা জন্ম নেবেই।

٣٨٢٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَ

---

৭৪. আযল হলো স্ত্রী-সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্ত্রীযোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে স্বামী আযল করতে পারে।

وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجِئْنَا فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِيْ مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৩৮২৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। দুপুরের প্রচণ্ড গরমে সবাইকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি প্রান্তরে উপনীত হলেন, যা বড় বড় কাঁটা গাছে ভর্তি ছিলো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] একটি গাছের নীচে গিয়ে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং নিজের তরবারীখানি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। লোকজন সবাই বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়লো। আমরা এসব কাজেই ব্যস্ত আছি এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে বসে আছে। আমরা গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি নিদ্রিত ছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারীখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরেছে। ঘুম ভেঙে গেলে আমি দেখলাম সে খোলা তলোয়ার হাতে আমার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে বলছে : এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? [রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :] আমি বললাম, আল্লাহ্। তখন সে তরবারীখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়লো। এই তো সে এখন বসে আছে। হাদীসের রাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেননি বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

অনুচ্ছেদ : বনী আনমার[৭৫] যুদ্ধ।

٣٨٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا.

৩৮২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনমার যুদ্ধে নবী (সঃ)-কে কেবলামুখী হয়ে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নফল নামায পড়তে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : অপবাদের ঘটনা। [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার ঘটনা]।

٣٨٢٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِّنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعٰى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ

৭৫. বনী আনমার-একটি গোত্রের নাম।

رَجُلٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ
بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي
فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي
هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَ
قَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ
فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَلَمَسْتُ
صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي
فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ بِي فَاحْتَمَلُوا
هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ
الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ
جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ
مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ فَتَيَمَّمْتُ
مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا
أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ
ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي . فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ
فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ
عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ
كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَقُمْتُ
إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي
نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتْ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ

الْإِفْكِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلٍ قَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَ
يُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيْهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ
يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ وَ
حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِيْ نَاسٍ آخَرِيْنَ لَا عِلْمَ لِيْ بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا
قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَإِنَّ كِبْرَ ذٰلِكَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلٍ قَالَ عُرْوَةُ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ إِنَّهُ الَّذِيْ قَالَ
فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ
فِيْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّيْ
لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِيْنَ أَشْتَكِيْ
إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ
يَنْصَرِفُ فَذٰلِكَ يَرِيْبُنِيْ وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ فَخَرَجَتْ
مَعِيْ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ
وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ
فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا
قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِيْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ
مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ
بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ حِيْنَ
فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ
لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِيْ
مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى
مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ
تِيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ

مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّيْ يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ
النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ
رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ أَوَلَقَدْ
تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِيْ
دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِيْ قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
عَلِيَّ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَ
يَسْتَشِيْرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
ﷺ بِالَّذِيْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ
أُسَامَةُ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يُضَيِّقِ
اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَيْ بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ قَالَتْ لَهُ بَرِيْرَةُ
وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ
حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْهُ أَذَاهُ فِيْ
أَهْلِيْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ
إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلٰى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيْ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدٌ أَخُوْ بَنِيْ عَبْدِ
الْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ
عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. وَقَامَ
رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلٰكِنِ
احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ
عَلٰى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ

وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ
فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ
حَتّٰى هَمُّوْا أَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ
يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ
يَوْمِيْ ذٰلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ
عِنْدِيْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ
حَتّٰى إِنِّيْ لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِيْ
وَأَنَا أَبْكِيْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ
مَعِيْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَ
لَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحٰى إِلَيْهِ فِيْ شَأْنِيْ
بِشَيْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ
عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَإِنْ كُنْتِ
أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللّٰهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ
تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَا
أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِيْ أَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِّيْ فِيْمَا قَالَ فَقَالَ إِنِّيْ
وَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّيْ أَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا
قَالَ قَالَتْ أُمِّيْ وَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ
السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيْرًا إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ
حَتَّى اسْتَقَرَّ فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِيْ
وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ فَوَاللّٰهِ
لَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِيْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ حِيْنَئِذٍ بَرِيْئَةٌ
وَأَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئِيْ بِبَرَاءَتِيْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِيْ شَأْنِيْ

وَحْيًا يُتْلَى لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِيَّ بِأَمْرٍ وَلٰكِنْ كُنْتُ
أَرْجُوْ أَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللّٰهُ بِهَا فَوَاللّٰهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ
يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ
شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ
يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ
بَرَّأَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُوْمِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُهُ
إِلَّا اللّٰهَ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ
هٰذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ
مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللّٰهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ
فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ
الصِّدِّيْقُ بَلَى وَاللّٰهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ
يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ
الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا
حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ
حَدِيْثِ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيْلَ لَهُ
مَا قِيْلَ لَيَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ
قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

৩৮২৯. উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর ঘটনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন,

আমি তা মনোযোগ সহকারে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ-বিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। অথচ তাঁদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁরা সবাই আয়েশা থেকে বর্ণনা করে-ছেন যে, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করে যার নাম উঠতো তাঁকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতেন। আয়েশা বলেছেন : এরূপ কোন একটি যুদ্ধে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আমার নাম উঠলো এবং এ সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গেলাম। এটা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ সওয়ারীতে উঠানো এবং হাওদাসহ নামানো হতো। এভাবে আমাদের সফর চলতে থাকলো। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন। ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাত্রার ঘোষণা হওয়ার পর আমি উঠে (প্রকৃ-তির আহবানে সাড়া দিতে) পায়ে হেঁটে সেনা ছাউনি পার হয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন সেরে আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম যে, আমার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমি ফিরে গিয়ে তা তালাশ করতে শুরু করলাম এবং এতে দেরী হয়ে গেলো। যে লোকগুলো সওয়ারীর পিঠে আমার হাওদা উঠিয়ে দিতো তারা এসে আমার উটের পিঠে হাওদা উঠিয়ে দিলো। তারা মনে করেছিলো যে, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কারণ, খাদ্যাভাবে মেয়েরা তখন খুবই হালকা-পাতলা হয়ে গিয়ে-ছিলো, তাদের দেহ বেশী মাংসল ছিলো না। তারা খুব স্বল্প পরিমাণ খাদ্য খেতে পেতো, অধিকন্তু আমি তখন অল্প বয়স্কা একজন কিশোরী ছিলাম। তাই তারা খালি হাওদা উটের পিঠে উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার মধ্যে নাই। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখলাম যে, সেখানে কেউ নাই। আমি মনে করলাম তারা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই ফিরে আসবে। অতএব, আমি যে স্থানটিতে ছিলাম, (রাত্রিযাপন করছিলাম) সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম এবং বসে বসে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। (আমার ধারণা ছিলো তারা আমাকে না দেখলে তালাশ করতে ফিরে আসবে।) বনী সুলাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল [যাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)] সেনাদলের ফেলে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। সকাল বেলা তিনি আমার অবস্থান-স্থলের নিকটে পৌঁছে আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে চিনে ফেললেন এবং ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন পড়লেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই আমাকে চিনতে পেরে তিনি ইন্নালিল্লাহ.........পড়লে তা শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আর চাদর টেনে মুখমন্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয়নি আর আমিও তাঁর থেকে ইন্নালিল্লাহ......... পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি গিয়ে সওয়ার হলাম। তিনি তখন সওয়ারীকে টেনে নিয়ে আগে আগে চলতে থাকলেন। অবশেষে আমরা ঠিক দুপুর বেলা প্রচন্ড গরমের সময় সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। সে সময় তারা একটি জায়-গায় অবস্থান করছিলো। এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিলো তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেলো। এ অপবাদ আরোপের পুরোভাগে যে ছিলো, সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল। রাবী উরওয়া বর্ণনা করেছেন: আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার ও আলোচনা করা হতো আর সে তা বাস্তব বলে স্বীকার করতো এবং শোনা কথা দ্বারাই তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। উরওয়া ইবনে যুবায়ের আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপ-কারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবেত, মিসতাহ ইবনে উসাসা এবং হামনা বিনতে জাহাশ ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটি কয়েক লোকের একটি দল ছিলো,

এতোটুকু ছাড়া তাদের সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না। তাই মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকে সবচেয়ে বড় অপবাদ রটনাকারী বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে আয়েশা হাসসান ইবনে সাবেতকে গাল-মন্দ করা অপসন্দ করতেন। তিনি বলেনঃ হাসসান ইবনে সাবেত তার একটি কবিতায় বলেছেনঃ আমার ও আমার বাপ-দাদার মান-সম্ভ্রম মুহাম্মাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ এরপর আমরা (অর্থাৎ সব মুসলমান) মদীনায় পৌঁছিলাম। মদীনায় পৌঁছার পর আমি এক-মাস যাবত রোগাক্রান্ত রইলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘুষা ও চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এসবের কিছুই আমি জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিলো এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিলো এ কারণে যে, আমার অসুখের সময় পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে যেরূপ স্নেহ-মায়া লাভ করতাম, এবারে তা পাচ্ছিলাম না। তিনি শুধু আমার কাছে গিয়ে "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞেস করে চলে আসতেন। এ ব্যাপারটাই [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই আচরণ] আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে আমি কিছুটা সুস্থ হলে—প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা রাতেরবেলা বের হতাম। এক রাতে বের হলে আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিলো আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা তৈরী করার আগের ঘটনা। আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রাচীন অভ্যাসমত পায়খানার জন্য বসত এলাকার বাইরে মাঠ বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। আর (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ীর পাশে পায়খানা তৈরী করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। তাই আবু রোহম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা উম্মে মিসতাহ আবু বকর সিদ্দীকের খালা সাখার ইবনে আমেরের কন্যা ছিলো যার মা এবং মিসতাহ ইবনে উসামা ইবনে আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব ছিলো যার পুত্র, তিনিও আমার সাথে বের হলেন। আমি ও উম্মে মিসতাহ (মিসতাহর মা) এক সাথে গেলাম এবং কাজ সেরে ফেরার সময় উম্মে মিসতাহর কাপড় তার পায়ে জড়িয়ে পড়ে গেলে বলে উঠলেনঃ মিসতাহ ধ্বংস হোক। তখন আমি তাকে বললামঃ আপনি খুব খারাপ কথা বললেন। আপনি এমন এক ব্যক্তিকে গালমন্দ করছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উম্মে মিসতাহ বললেনঃ সে তোমার সম্বন্ধে কি বলে বেড়াচ্ছে, তা তো তুমি শোননি। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে (মিসতাহ) আমার সম্পর্কে কি বলেছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের ক্রিয়াকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। আয়েশা বলেনঃ এরপর আমার অসুখ আরো বৃদ্ধি পেলো। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কেমন আছ? আয়েশা বর্ণনা করেন ঃ আমি তখন আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললামঃ আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আম্মাকে গিয়ে বললামঃ আম্মা, লোকজন কি ব্যাপারে এতো আলোচনা ও কানাঘুষা করছে, বলুন তো? তিনি (আয়েশার মা) বললেন ঃ বেটী, এ বিষয়টি নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করো না। কারণ সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিণী সুন্দরী যুবতী নারীকে তার সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা বলেন, আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ! লোকজন এমন (জঘন্য) বিষয় রটিয়েছে? আয়েশা বলেন ঃ আমার ক্রন্দনরত অবস্থায় সেই রাত কেটে সকাল হলো। এর মধ্যে আমার অশ্রু বন্ধ হলো না এবং ঘুমাতেও পারলাম না। সকালবেলা আমি কাঁদছিলাম। এ সময় অহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা বলেন ঃ উসামা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী-দের পবিত্রতা ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার কারণে বললেন, [হে আল্লাহর রসূল (সঃ)] আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্যকিছুই জানি না। তাই আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আর আলী বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাঁকে ছাড়া তো আরও বহু মেয়ে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে

জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা বলেনঃ তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বারীরাকে ডেকে বললেনঃ বারীরা, তুমি তার কোন সন্দেহজনক আচরণ দেখেছো। তখন বারীরা বললো ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষণীয় ব্যাপার দেখিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্কা কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতোটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা বলেনঃ তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) উঠে গেলেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলেন। তিনি বললেনঃ হে মুসলিমগণ, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে বদনাম ও অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার বিরুদ্ধে—আমাকে কে সাহায্য করতে পার? আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ধারণা ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করি না। সেও তো আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রীদের কাছে কখনও যায়নি। এ কথা শুনে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। সে যদি আমার আওস গোত্রের লোক হয় তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। আর যদি আমাদের বন্ধু গোত্র খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো। আয়েশা বলেন, এ সময় হাসসান ইবনে সাবেতের মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সাঈদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করলেন। এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্র-প্রীতির কারণে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনে মু'আযকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছো—তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নাই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তার নিহত হওয়া তুমি অবশ্যই পসন্দ করতে না। তৎক্ষণাৎ সা'দ ইবনে মু'আযের চাচাতো ভাই উসায়েদ ইবনে হুযাইর উঠে সা'দের সমর্থনে বললেন ঃ তুমিই বরং মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। তুমি মোনাফেক। তাই মোনাফেকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো। আয়েশা বলেন ঃ এ সময় আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরাই পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং যুদ্ধের সংকল্প করে বসলো। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও তাদের সামনে মিম্বারে দাঁড়িয়েছিলেন। আয়েশা বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর কোন কথা বললেন না। আয়েশা বলেন ঃ আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিলো। এমনকি মনে হচ্ছিলো কান্নায় আমার হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা আমার পাশে বসেছিলেন। ঠিক এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসলো এবং আমার সাথে কাঁদতে শুরু করলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের অবস্থা যখন এই, ঠিক সেই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে পৌঁছলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। আয়েশা বলেন ঃ অপবাদ রটনার পর থেকে আর তিনি আমার কাছে বসেননি। এদিকে তিনি এক মাস অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে কোন অহী তাঁর কাছে আসেনি। আয়েশা বলেন ঃ বসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) কালেমা শাহাদত পড়লেন এবং তারপর বললেন ঃ যাই হোক আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ অনেক অনেক কথা শুনতে পেলাম। যদি তুমি এ ব্যাপারে নিষ্পাপ ও পবিত্র হও তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েই থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা করো। কারণ, বান্দা গোনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা শেষ করলে সহসা আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেলো এমনকি আমি আর একবিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম ঃ আমার পক্ষ থেকে রসূ-

লুল্লাহ (সঃ)-কে তিনি যা বললেন তার জবাব দিন। আমার পিতা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর কি জবাব দেবো তা আমি জানি না। তখন আমি আমার মাকে বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বললেন আমার পক্ষে থেকে তাঁকে তার জবাব দিন। আমার মা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জবাব দেবো, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তখন ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কোরআন মজীদও বেশী জানতাম না। কিন্তু এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম ঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানি আপনারা এ অপবাদের কাহিনী শুনেছেন এবং তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিষ্পাপ ও পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি তা স্বীকার করি—যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ—তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা আজ যে অবস্থার শিকার, তার জন্য (নবী) ইউসুফের পিতার [ইয়াকুব (আঃ)] কথার উদাহরণ ছাড়া আর কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ঃ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون—"এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা। আর তোমারা যা কিছু বলেছো সে ব্যাপারে আল্লাহ-ই একমাত্র সাহায্যকারী।—(সূরা—ইউসুফ—১৯)। এ কথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তো জানেন যে, সেই মুহূর্তেও আমি পবিত্র। আর আমি এও জানতাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করবেন। তবে আল্লাহর কসম! আমি কখনও ধারণা করিনি যে, আল্লাহ আমার বিষয়ে অহী নাযিল করবেন, যা পঠিত হবে। আমার কোন ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করবেন, নিজেকে আমি এতোখানি যোগ্য মনে করি নাই। বরং আমি এতোটুকু আশা করতাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি। এ সময় তাঁর ওপর অহী নাযিল শুরু হলো। অহী নাযিল হওয়ার সময় যে বিশেষ কষ্টকর অবস্থা দেখা দিতো নবী (সঃ)-এর ওপর ঠিক সেই অবস্থা দেখা দিলো। যে বাণী তাঁর প্রতি নাযিল হয়, তার গুরুভার হওয়ার কারণে এরূপ হতো। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহে মতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কষ্টকর অবস্থা নিরসন হলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ তো তোমাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আয়েশা বলেন ঃ এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন ঃ তুমি উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মান প্রদর্শন করো। আমি বললাম, আমি উঠবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করবো না। আয়েশা বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে যে দশটি আয়াত নাযিল করেছিলেন, তা হলো ঃ

"যারা এ অপবাদের ঝড় তুলছে, তারা তোমাদের মধ্যকারই ক্ষুদ্র একটি দল। এ ঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণবহ। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যতখানি তৎপরতা দেখিয়েছে, সে ততখানি গোনাহ অর্জন করেছে। আর যে এ ব্যাপারে বড় রকমের তৎপরতা চালিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বড় রকমের আযাব। যে সময় তোমরা এটি শুনলে তখন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষ নিজেদের পরস্পরের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? এবং কেন বললে না যে, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ! তারা তাদের আরোপিত অপবাদ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী কেন হাজির করলো না? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করতে পারেনি তাই আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে যদি আল্লাহর রহমত ও দয়া না হতো, তাহলে তোমাদের ওপর ভয়ানক সাজা এসে পড়তো। (একটু চিন্তা করে দেখো) যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং যে বিষয়ে আদৌ কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলো না, মুখে মুখে তার চর্চা করছিলে এবং একে একটা সাধারণ ব্যাপার বলে ভাবছিলে; অথচ আল্লাহর নিকট তা ছিল খুবই মারাত্মক ব্যাপার (তখন তোমরা কত বড় ভুল করছিলে)। এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা মুখ থেকে বের করাও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়।

সুবহানাল্লাহ এতো এক মারাত্মক অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর কখনো যেনো না করো। তোমাদের জন্যই আল্লাহ তার আদেশসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও কুশলী। যারা চায় যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তারা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে কঠোর শাস্তির যোগ্য। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমত যদি না হতো (তাহলে যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার কারণে তোমরা একটা জঘন্য পরিণামের সম্মুখীন হতো।) কিন্তু আল্লাহ খুবই দয়ালু ও মেহেরবান (তাই সেই পরিণাম আসেনি)।" (সূরা নূর—আয়াত—১১—২০)।

অতঃপর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। আত্মীয়তাবন্ধন ও দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক মিসতাহ ইবনে উসামাকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু আয়েশা সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন সে কারণে আবু বকর সিদ্দীক কসম করে বললেন: আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য দেবো না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন:
"তোমাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত, মর্যাদা সম্পন্ন ও বিত্তশালী তাদের উচিত নয়—এমন শপথ করা যে, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। বরং মাফ করে দেয়া এবং মন থেকে গ্লানি দূর করে দেয়া তাদের কর্তব্য। শোন! তোমরা কি পসন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা—নূর, আয়াত—২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আবু বকর বলে উঠলেন: হাঁ, আল্লাহর কসম—অবশ্যই আমি পসন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। তাই মিসতাহ ইবনে উসামার জন্য তিনি যে অর্থ খরচ করতেন তা আবার দিতে শুরু করলেন এবং বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি তাকে এ অর্থ দেয়া কখনো বন্ধ করবো না। আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নাব বিনতে জাহাশ্‌কে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী] আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যয়নাবকে বলেছিলেন: তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জানো বা দেখছো? জবাবে তিনি [যয়নাব (রাঃ)] বলেছিলেন: হে আল্লাহর রসূল, আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ জানি না। আয়েশা বলেন: নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই [যয়নাব (রাঃ)] আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু খোদাভীতি দ্বারা আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন। অথচ তাঁর বোন হামনা বিনতে জাহাশ তাঁর পক্ষ হয়ে এ কুৎসা ছড়াচ্ছিলো। আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলো। (এ হাদীসের) রাবী ইবনে শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, ওই লোকগুলির নিকট থেকে যা আমার কাছে পৌঁছেছে তাই হলো এ হাদীসটি। উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন: আল্লাহর কসম—যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে অপবাদ দেয়া হয়েছিলো এসব কথা শুনে তিনি বলতেন: সুবহানাল্লাহ! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের মাথা খুলে কেশ পর্যন্ত দেখি নাই। আয়েশা বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

٣٨٣٠ - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ قُلْتُ لَا وَلٰكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا.

৩৮৩০. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (উমাইয়া রাজ বংশের শাসক) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের দলে আলীও শামিল এ বিষয় কি তুমি কিছু জানো? আমি বললাম: না, এ বিষয় আমি কিছুই জানি না। তবে আবু সালামা আবদুর রহমান ও আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস মাখযুমী নামক তোমার কওমের দু'জন লোক আমাকে জানিয়েছেন, আয়েশা তাদেরকে বলেছিলেন যে, আলী তাঁর ব্যাপারে চুপচাপ ছিলেন।

٣٨٣١- عَنْ أُمِّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَلَجَتْ
امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ ابْنِي فِي
مَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَ
عَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ
هَذِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ قَالَتْ
نَعَمْ فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ قُلْتُ لَا تَعْذِرُونِي
مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتْ وَانْصَرَفَ
وَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللهُ عُذْرَهَا قَالَتْ بِحَمْدِ اللهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ.

৩৮৩১. আয়েশার মা উম্মে রুমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (অপবাদের প্রচার চলাকালীন সময়ে একদিন) আমি ও আয়েশা বসেছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে শুরু করলো: আল্লাহ অমুক অমুককে (অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণকারীদের নাম নিয়ে) ধ্বংস করুন। তার কথা শুনে [আয়েশা (রাঃ)-এর মা] উম্মে রুমান বললেন: তুমি একি বলছো! সে বললো: যারা কথা (অপবাদ) রটিয়েছে, তাদের মধ্যে আমার পুত্রও শামিল আছে। উম্মে রুমান (আবার) বললেন: কি কথা রটিয়েছে? তখন সে অপবাদ আরোপকারীদের রটানো সব কথা বর্ণনা করলো। তখন আয়েশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) কি এসব কথা শুনেছেন? সে (আনসারী মহিলা) বললো, হাঁ। আয়েশা বললেন : আবু বকরও কি শুনেছেন? সে বললো : হাঁ, তিনিও শুনেছেন। এ কথা শুনে আয়েশা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলো। আমি (উম্মে রুমান) তখন চাদর দিয়ে তার সারা শরীর ঢেকে দিলাম। পরে নবী (সঃ) আসলেন এবং (এ অবস্থা দেখে) বললেন, এর অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। নবী (সঃ) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনা জেনে ফেলেছে। উম্মে রুমান বললেন, হাঁ। এই সময় আয়েশা উঠে বসে বললেন, খোদার শপথ, আমি যদি শপথ করেও আমার পবিত্রতার কথা বলি, তবুও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না এবং আমার যুক্তি মানবে না। আমার ও তোমাদের অবস্থা এখন নবী ইয়াকুব ও তাঁর ছেলে (ইউসুফ)-এর অবস্থায়ই অনুরূপ। তিনি [ইয়াকুব (আঃ)] বলেছিলেন, والله المستعان على ما تصفون - "তোমরা যা বলছো, সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।" উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকেও কিছু না বলে চুপচাপ চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। তাই আয়েশা বললেন: আমি একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করি। আর কারও প্রশংসা করি না।

৩৮৩২- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذٰلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا.

৩৮৩২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (কোরআন মজীদের সূরা নূরের) আয়াত **اذ تلقونه بالسنتكم** পাঠ করতেন, তখন বলতেন: **تلقونه** শব্দের মূল ধাতু **الولق** অর্থ হলো মিথ্যা কথা বা বিষয়। ইবনে আবু মুলাইকা বলেছেন: আয়াতের ব্যাখ্যা আয়েশা অন্যদের চাইতে বেশী জানতেন। কেননা, এ আয়াত তাঁরই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

৩৮৩৩- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي قَالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمٰنُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا.

৩৮৩৩. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আয়েশার সামনে হাসসান ইবনে সাবেতকে গালি দিলে তিনি (আয়েশা) বললেন: তাকে গালি দিও না। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আয়েশা বলেছেন যে, হাসসান ইবনে সাবেত কাব্যের মাধ্যমে মুশরিক কুরাইশদের নিন্দাগাথা বর্ণনা করার অনুমতি চাইলে নবী (সঃ) বললেন: তুমি কিভাবে তাদের নিন্দাগাথা বর্ণনা করবে? কারণ, আমিও তো তাদেরই বংশধর। হাসসান ইবনে সাবেত বললেন: আমি আপনাকে এমনভাবে তাদের থেকে আলাদা করে রাখবো, যেমন আটার খামীর হতে চুল আলাদা করা হয়। মুহাম্মদ ইবনে উকবা বলেছেন যে, উসমান ইবনে ফারকাদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন: আমি হিশাম ইবনে উরওয়াকে তার পিতা উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: আমি হাসসান ইবনে সাবেতকে গালি দিয়েছি। কারণ, সেও আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের একজন ছিলো।

৩৮৩৪- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ ـ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ، وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لٰكِنَّكَ لَسْتَ كَذٰلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى «وَالَّذِي تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ، قَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى فَقَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

৩৮৩৪. মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলাম, হাসসান ইবনে সাবেত তাঁকে নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি (হাসসান ইবনে সাবেত) হযরত আয়েশার প্রশংসা করে আবৃত্তি করছেন :

"তিনি সতীত্ব ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না জ্ঞানবতী, তার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণই শোভা পায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খান না অর্থাৎ কারো গীবত করেন না।" এ কথা শুনে আয়েশা তাকে বললেন : কিন্তু আপনি যা বলছেন নিজে তো তেমন নন। মাসরূক বর্ণনা করেছেন যে, আমি আয়েশাকে বলেছিলাম, আপনি হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তা'আলা তো তার সম্পর্কেই কোরআন মজীদে বলেছেন : তাদের মধ্যে যে অপবাদ রটনার ব্যাপারে বেশী তৎপর হয়েছে, তার জন্য বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। আয়েশা বললেন : অন্ধত্ব থেকে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি [আয়েশা (রাঃ)] আরো বললেন : হাস্‌সান ইবনে সাবেত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাফেরদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হয়ে কাফেরদের নিন্দাগাঁথা (কবিতার মাধ্যমে) প্রচার করেছেন।

অনুচ্ছেদ : হুদাইবিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا. (سورة الفتح - اية ١٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন—যখন তারা গাছেরতলায় বসে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করছিলো, তাদের অন্তরের সেই সময়ের কথা আল্লাহ জানতেন। তাই তিনি তাদেরকে প্রশান্তি দান করলেন এবং অতিশীঘ্র বিজয়ও দান করলেন।"

٣٨٣٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِرِزْقِ اللّٰهِ وَبِفَضْلِ اللّٰهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِيْ.

৩৮৩৫. যায়েদ ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। একদিন রাতের বেলা বৃষ্টি হতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন এবং তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের রব (আল্লাহ তা'আলা) কি বলেছেন? আমরা বললাম : আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমার বান্দাদের অনেকেই (এ বৃষ্টির দ্বারা) আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়েছে আবার অনেকেই আমাকে অমান্য করে কাফের হয়ে গিয়েছে। যারা বলেছে আল্লাহর রহমত ও করুণায় রিযক হিসেবে এ বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকার প্রভাব অস্বীকারকারী।

আর যারা বলেছে যে, অমুক তারকার প্রভাবে[৭৬] বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী।

٣٨٣٦ ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلَّا الَّتِىْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهٖ عُمْرَةً مِّنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهٖ ـ

৩৮৩৬. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) চারটি উমরা পালন করেছেন এবং হজ্জের সাথে যেটি করেছেন সেটি ছাড়া সব ক'টি যুল-কা'দাহ মাসে পালন করেছেন। হুদাইবিয়া থেকে যে উমরাটি তিনি পালন করেছিলেন, তা ছিলো যুল-কা'দাহ মাসে, হুদাইবিয়ার পরের বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ছিলো যুল-কাদাহ মাসে এবং জিরানা নামক স্থান থেকে যে উমরাটি পালন করেছিলেন তাও ছিলো যুল-কাদাহ মাসে। এখানে এসেই তিনি হুনায়েনের যুদ্ধে লব্ধ গণিমাতের মাল বণ্টন করেছিলেন। আর সর্ব-শেষ উমরাটি তিনি হজ্জের সাথে পালন করেছিলেন।

٣٨٣٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهٗ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهٗ وَلَمْ اُحْرِمْ ـ

৩৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর নবী (সঃ)-এর সাথে আমরাও গিয়েছিলাম। তাঁর সমস্ত সাহাবা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি।

٣٨٣٨ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ تَعُدُّوْنَ اَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَعْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَتَاهَا فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِهَا ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ مِّنْ مَّاءٍ

---

৭৬. তারকা বা অন্য কোন বস্তুর প্রভাবে এ পৃথিবীতে কিছুই সংঘটিত হয় না। বরং যা কিছু সংঘটিত হয় একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত, শক্তিমত্তা ও ইচ্ছাতেই হয়। কারণ, এ গোটা বিশ্বের নিয়ন্তা প্রশাসক ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক তিনিই। কোন কিছু ঘটা না-ঘটা তাঁরই এখতিয়ারাধীন। তিনি যা ঘটান তাই ঘটে। সুতরাং তাঁর এখতিয়ারের বাইরে কোন তারকার প্রভাবে কিছু সংঘটিত হয় এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা প্রকারান্তরে আল্লাহর এখতিয়ার ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। সুতরাং বৃষ্টিপাত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে যারা তারকার প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে, তারা তারকার শক্তির প্রতিই ঈমান পোষণ করে। আর এটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী হওয়ায় তা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। তাই ইমাম নবভীর মতে যারা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারকার প্রভাব ও শক্তিমত্তাই বৃষ্টিপাতের মূল উৎস, তারা কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তাদের এ আচরণ জাহেলী আচরণ। ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ উলামা এ মতই পোষণ করেন।

فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا۔

৩৮৩৮. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কুরআন মজীদের আয়াত «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» তে যে ফাত্‌হ বা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে মক্কা বিজয়কে তোমরা সেই বিজয় বলে মনে করো। অবশ্য মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। তবে এ আয়াতে উল্লেখিত বিজয়কে আমরা হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে অনুষ্ঠিত "বাই'আতুর রিদওয়ানকেই" মনে করি। সে সময় নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। ঐখানে একটি কূপের নাম ছিলো হুদাইবিয়া। (সেখানে পৌঁছে) আমরা এর পানি উঠিয়ে ব্যবহার করতে করতে তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি এক বিন্দু পানিও আর ছিলো না। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি এসে কূপের পাড়ে বসলেন, পরে এক পাত্র পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং গড়গড়া কুল্লি করলেন। তারপর দো'আ করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। পরক্ষণেই আমরা আমাদের নিজেদের ও সওয়ারী পশুর জন্য প্রচুর পানি কূপ থেকে লাভ করলাম। ৭৭

৩৮৩৯- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَنَزَلُوا عَلَى بِئْرٍ فَنَزَحُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا۔

৩৮৩৯. আবু ইসহাক (আমর ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমাকে বারা ইবনে আযেব জানিয়েছেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে তাঁরা চৌদ্দশ' কিংবা তারও বেশী সাহাবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। হুদাইবিয়াতে তাঁরা একটি কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে থাকলেন। উঠাতে উঠাতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে গেলো। সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালে, তিনি কূপটির কাছে এসে এর কিনারে বসে বললেনঃ আমাকে এই কূপের এক বালতি পানি দাও। তাঁকে এক বালতি পানি দেয়া হলে তিনি তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং পরে দো'আ করে বললেনঃ কিছু সময়ের জন্য এ থেকে পানি উঠানো বন্ধ রাখো। এরপর সবাই সে কূপ থেকে নিজেদের ও সওয়ারী জন্তুসমূহের জন্য প্রচুর পানি সংগ্রহ করেছেন এবং পরে স্থান ত্যাগ করেছেন।

৩৮৪০- عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ

---

৭৭. রসূল হিসেবে এটা হুজুর (সঃ)-এর একটি মু'জেযা।

مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

৩৮৪০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময় একদিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। সে সময় মাত্র একটি চর্ম-পাত্র ভর্তি পানি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ছিলো। তিনি তা দিয়ে অযু করলেন। পরে লোকেরা তাঁর কাছে আসলে, তিনি তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললোঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার চর্ম-পাত্রের পানি ছাড়া আমাদের কাছে পান করার বা অযু করার মতো কোন পানি নেই। জাবের বর্ণনা করেছেনঃ এ কথা শুনে নবী (সঃ) তাঁর হাত চর্ম-পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন আর সংগে সংগে তাঁর আংগুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা থেকে ঝর্ণাধারার মতো পানি ফুটে বের হতে লাগলো। জাবের বর্ণনা করেছেন যে, আমরা সে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম এবং তা দিয়ে অযুও করলাম। রাবী সালেম ইবনে আবুল জা'অদ বলেছেনঃ আমি তখন জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, সে সময় আপনাদের সংখ্যা কত ছিলো? জাবের বললেনঃ আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও সেই পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সংখ্যা ছিলো তখন পনরশ' ৭৮ মাত্র।

৩৮৪১- عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَغَنِيْ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ يَقُوْلُ كَانُوْا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِيْ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ كَانُوْا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً الَّذِيْنَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَابَعَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

৩৮৪১. কাতাদা ইবনে দি'আম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবকে বললামঃ আমি জানতে পারলাম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করতেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। এ কথা শুনে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আমাকে বললেনঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সংখ্যা (হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) ছিলো পনরশ'। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে যারা নবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে (গাছতলায়) বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। আবু দাউদ অর্থাৎ সালত ইবনে মুহাম্মদ কুররা ইবনে খালেদ মাসদুদীর মাধ্যমে কাতাদা ইবনে দি'আমা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে বাশশার আবু দাউদ অর্থাৎ সালত ইবনে মুহাম্মাদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৪২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ

---

৭৮. দেখা যাচ্ছে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ', কোন হাদীসে পনেরশ' আবার কোন হাদীসে তেরশ' উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে প্রকৃত সংখ্যা কত? এর জবাবে বলা যেতে পারে, সাহাবাদের সংখ্যা চৌদ্দশ'-র কিছু বেশী ছিলো। কেউ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে নিম্নতম সংখ্যা চৌদ্দশ' বর্ণনা করেছেন আবার কেউ ভগ্নাংশ উল্লেখ না করে অখণ্ড সংখ্যা (Round figure) উল্লেখ করেছেন। আর যারা তেরশ' বর্ণনা করেছেন, তাদের সঠিক সংখ্যা জানা না থাকায় অনুমানের ওপর নির্ভর করে তেরশ' উল্লেখ করেছেন।

আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আংগুলসমূহের মধ্যখান থেকে ঝর্ণাধারার মতো পানি ফুটে বের হওয়া তার একটা মু'জেযা।

لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ تَابَعَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَّأَرْبَعَ مِائَةٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَى كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَّثَلَاثَ مِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِيْنَ۔

৩৮৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেছিলেন : পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই উত্তম। তখন আমাদের [যারা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম] সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো (তিনি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন) তাহলে যে গাছের নীচে বাই'আত হয়েছিলো তা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। আমাশও হাদীসটি সালেমের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে হুবহু রাবী সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা-দের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুআয তার পিতা, শু'বাও আমর ইবনে মুর্‌রার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিলো তেরশ'। আর মুহাজিরদের মধ্যে আসলাম গোত্রের লোকের সংখ্যা ছিলো মুহাজিরদের মোট সংখ্যার এক অষ্টমাংশ।

٣٨٤٣۔ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُوْلُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا۔

৩৮৪৩. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি হুদাইবিয়ার যুদ্ধে গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবা মিরদাস ইবনে মালেক আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, পুণ্যবান ও সৎ লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে। তারপর যারা থাকবে তারা হবে খেজুর ও যবের ছালের মতো অপদার্থ।[৭৯] আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজন থাকবে না।

٣٨٤٤۔ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِّنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لَا أُحْصِيْ كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيْدَ فَلَا أَدْرِيْ يَعْنِيْ مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيْدِ أَوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ۔

---

৭৯. অর্থাৎ দুনিয়া থেকে মু'মিনদের উঠিয়ে নেয়ার পর থাকবে শুধু দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৩৮৪৪. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তেরশ'র অধিক সাহাবা নিয়ে হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা[৮০] নামক স্থানে উপনীত হলে তিনি কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানীর প্রতীকস্বরূপ কাপড় বাঁধলেন, (কোরবানীর পশুর) কুঁজ কাটলেন এবং ইহরাম বাঁধলেন। হাদীসের রাবী আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল মাদীনী বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট থেকে হাদীসটি কতবার শুনেছি (অথবা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কত শুনেছি) তার সংখ্যা উল্লেখ করতে পারছি না। অবশেষে তাকে বলতে শুনলাম কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানীর চিহ্নস্বরূপ কাপড়খন্ড বাঁধা এবং কুঁজ কাটার কথা শুনেছি বলে মনে নেই। এ কথা বলে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদীনী কুঁজ কাটাও কোরবানী-পশুর চিহ্নস্বরূপ কাপড় খন্ড বাঁধার স্থান, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।

٣٨٤٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُوْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ-

৩৮৪৫. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (কা'ব ইবনে উজরাকে) দেখলেন উকুন তার মাথা থেকে মুখমন্ডলের ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ক্ষুদ্র কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেনঃ হাঁ। তাই হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তার মাথা মুন্ডন করতে আদেশ করলেন। তখন মক্কায় প্রবেশ করতে তারা খুবই ব্যগ্র-ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু হুদাইবিয়াতেই ইহরাম ভঙ্গ করতে হবে তা তিনি তাদেরকে জানাতে পারেননি। তাই আল্লাহ তা'আলা ফিদইয়া আদায়ের আদেশ করে আয়াত নাযিল করলেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (কা'ব ইবনে উজরা) ছ'জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়াতে ; অথবা একটি বকরী কোরবানী করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে আদেশ করলেন।

٣٨٤٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوْقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَكَ زَوْجِيْ وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللهِ مَا يُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ وَخَشِيْتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ أَيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ثُمَّ قَالَ

---

৮০. যুল-হুলাইফা মদীনাবাসী বা মদীনা অতিক্রম করে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান। ইহরাম না বেঁধে এ জায়গা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلأَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَاللّٰهِ إِنِّي لأَرَى أَبَا هٰذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ ـ

৩৮৪৬. যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আসলাম বলেছেন যে, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে তাঁর কাছে একজন যুবতী এসে বললোঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু বাচ্চাদের খাবার সংস্থান করতে পারি এমন কিছুই রেখে যাননি। কিংবা কোন কৃষিভূমি বা দুধেল উট বকরীও রেখে যাননি। কঠিন দুর্ভিক্ষে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি শংকিত। আমি খুফাফ ইবনে আয়মা গিফারীর কন্যা, আমার পিতা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর তাকে অতিক্রম না করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি (উমর) বললেনঃ তোমার গোত্র-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ, তারা তো আমার নিকটের লোক। তারপর তিনি গিয়ে আস্তাবলে রক্ষিত উটের মধ্য থেকে বোঝা বহনে শক্ত-সামর্থ্য একটি উট এনে দু'টি বস্তায় খাদ্য ভর্তি করে এবং তার মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড় দিয়ে মহিলার হাতে তার লাগাম দিয়ে বললেন ; এর লাগাম ধরে নিয়ে যাও। এগুলো নিঃশেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো এর চেয়ে উত্তম কিছু তোমাকে দান করবেন। এ দেখে এক ব্যক্তি বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে অনেক বেশী দিলেন। উমর তাকে বললেনঃ তোমার জন্য তোমার মা কাঁদুক। আল্লাহর কসম, আমি জানি এ মহিলার পিতা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাফেরদের একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলো এবং অবশেষে তা দখলও করেছিলো। পরে আমরা তাদের দু'জনকে (মহিলার পিতা ও ভাইকে) দুর্গ বিজয়ের পর গণিমাতের অংশ যথাযোগ্যভাবে প্রদান করেছিলাম। অর্থাৎ ঐ দুর্গ বিজিত হওয়ার পর তার গণিমাতের মাল আমরাও গ্রহণ করেছিলাম এবং এ মহিলার পিতা ও ভাইকেও দিয়েছিলাম।

٣٨٤٧- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ مَحْمُودٌ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا بَعْدُ ـ

৩৮৪৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তার পিতা মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিলো, আমি সেই গাছটি দেখেছিলাম। পরে এক সময় সেটি আবার দেখতে গেলাম। কিন্তু সেবার আর তা চিনতে পারলাম না। [ইমাম বুখারী (রঃ)-এর শায়েখ] মাহমুদ ইবনে গায়লান বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেছিলেন, পরে আমি সেটি ভুলে গিয়েছি।

٣٨٤٨- عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ

بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلِمْتُمُوْهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ۔

৩৮৪৮. তারেক ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে রাস্তায় একদল লোককে এক জায়গায় নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা আবার নামাযের কেমন জায়গা? তারা বললো : এটি সেই গাছ, যার নীচে বসে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন—যে বাই'আতের নাম বাই'আতুর রিদওয়ান। পরবর্তী সময়ে আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে তাকে সব জানালে তিনি বললেন : গাছটির নীচে যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত করেছিলেন, আমার পিতা মুসাইয়েব ইবনে হাযান ছিলেন তাদের একজন। তিনি বলেছেন : বাই'আতের পরের বছর আমরা গাছটির কাছে গেলে বুঝতে পারলাম যে, আমরা সেটি ভুলে গিয়েছি। তাই আমরা আর সে গাছটি চিনতে পারলাম না। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বললেন : নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ (সেখানে উপস্থিত থেকে বাই'আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) যে গাছটিকে চিনতে পারলেন না, আর তোমরা সেটি চিনে ফেললে। তাহলে কি তোমরা তাঁদের চেয়েও বেশী জানো?

٣٨٤٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا۔

৩৮৪৯. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাছের নীচে যারা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে] বাই'আত হয়েছিলেন, তাঁর পিতা মুসাইয়েব ছিলেন তাদের একজন। মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পরের বছর আমরা সেখানে গেলে বুঝতে পারলাম যে, গাছটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি (অর্থাৎ চিহ্নিত করতে পারছি না)।

٣٨٥٠- عَنْ طَارِقٍ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ وَكَانَ شَهِدَهَا۔

৩৮৫০. তারেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (যে গাছের নীচে বাই'আতুর রিদওয়ানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের কাছে (সে) গাছটির[৮১] বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন যে, আমার পিতা ছিলেন বাই'আতুর রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি আমাকে গাছটি সম্পর্কে বলেছিলেন (অর্থাৎ পরবর্তী বছর তাঁরা সেখানে গেলে গাছটিকে চিনতে পারেননি)।

---

৮১. পরের বছর সাহাবাগণ হুদাইবিয়ায় গিয়ে গাছটিকে চিনতে পারেননি। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর পিতা হযরত মুসাইয়েবের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে বলেছেন। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে গাছটি কেউ-ই চিনতে পারেননি, এমন নয়। বরং যাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে জানা যায়, তিনি বলেছিলেন : আমি অন্ধ না হলে গাছটির স্থান তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এতে প্রমানিত হয়, গাছটির স্থান তিনি খুব ভালভাবে স্মরণ রেখেছিলেন। হযরত নাফে' থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে জানা যায়, লোকজন গাছটির নীচে এসে নামায পড়তে শুরু করেছে—হযরত উমর (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলে গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিলো।

٣٨٥١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

৩৮৫১. গাছের নীচে বাই'আতকারী সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: কোন কওম বা গোত্র যাকাতের অর্থ নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে তিনি তাঁদের জন্য দো'আ করে বলতেন. হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। আমার পিতা আবু আওফা (আলকামা ইবনে খালিদ আসলামী) তাঁর কাছে যাকাতের অর্থ নিয়ে গেলে তিনি তাঁর জন্যও দো'আ করে বললেন: হে আল্লাহ তুমি আবু আওফা ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।

٣٨٥٢ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى ذٰلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ

৩৮৫২. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: 'হাররার ঘটনার দিন (লোকেরা ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য) আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার হাতে বাই'আত হচ্ছিলো এ দেখে ইবনে যায়েদ জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার হাতে কিসের জন্য বাই'আত হচ্ছে। তাঁকে বলা হলো লড়াই করে শাহাদত বরণের জন্য। তখন তিনি (ইবনে যায়েদ) বললেন: এ জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত (বাই'আতুর রিদওয়ান) করার পর আর কারো হাতে বাই'আত করবো না। ইবনে যায়েদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হুদাইবিয়ার (বাই'আতে) শামীল হয়েছিলেন।

٣٨٥٣ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ .

৩৮৫৩. ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা—যিনি গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের একজন—থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে জুম'আর নামায পড়ে যখন ফিরে আসতাম, তখনও দেয়াল-প্রাচীরের নীচে ছায়া পড়তো না, যাতে বসে আরাম করা যায়।

٣٨٥٤ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ .

৩৮৫৪. ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি সালামা ইবনে আকওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) গাছের নীচে

নবী (সঃ)-এর হাতে যে বাই'আত করেছিলেন, তাতে কি অংগীকার করেছিলেন? তিনি বললেনঃ উক্ত বাই'আতে আমরা মৃত্যু বরণের অংগীকার করেছিলাম। [অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সত্যিই যদি হযরত উসমান (রাঃ)-কে কতল করে থাকে, তাহলে তার প্রতিশোধের জন্য প্রয়োজন হলে আমরা মৃত্যু বরণ করবো।]

٣٨٥٥- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقُلْتُ طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ .

৩৮৫৫. আলা ইবনুল মুসাইয়েব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা মুসাইয়েব বলেছেন : আমি বারা ইবনে আযেবের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য তো সুখবর। কারণ আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর হাতে গাছের নীচে (অর্থাৎ বাই'আতে রিদওয়ানে) অংশ গ্রহণ করেছেন। এসব কথা শুনে তিনি বললেন : ভাতিজা, তুমি জানো না, নবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পরে কি কি কান্ড করেছি।

٣٨٥٦- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

৩৮৫৬. আবু কিলাবাহ থেকে বর্ণিত। সাবেত ইবনে দাহ্হাক তাঁকে বলেছেন, যে, তিনি (সাবেত ইবনে দাহ্হাক) গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আত (বাই'আতুর রিদওয়ানে) নবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে বাই'আত করেছেন।

٣٨٥٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ قَالَ أَصْحَابُهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَمَا لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ، قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَعَنْ أَنَسٍ وَأَمَّا هَنِيئًا مَرِيئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ .

৩৮৫৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : انا فتحنا لك فتحا مبينا "আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"—আয়াতটিতে বিজয় বলতে হুদাই-বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ বললেন : আপনার জন্য এটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা (এ আয়াতটি) নাযিল করলেনঃ "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات" তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে জান্নাতে জায়গা দিবেন। হাদীসের বর্ণনাকারী শু'বা বলেন : এরপর আমি কুফা গেলাম এবং আনাস থেকে শোনা হাদীসটির সবটুকু বিষয় বর্ণনা করলাম। তারপর ফিরে এসে কাতাদাকে সব কিছু জানালে তিনি বললেন : কোরআনের আয়াত انا فتحنا لك -এর অর্থ হুদাই-বিয়ার গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ান। এ বিষয়টি আমি আনাস থেকে শুনে বর্ণনা করেছি। আর সাহাবাদের هنيا مريا বলা কথাটা ইকরামা থেকে শুনে বর্ণনা করেছি।

٣٨٥٨- عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وِسَادَةً.

৩৮৫৮. মাজযাইবনে যাহের আসলামী তার পিতা—যিনি হুদাইবিয়ায় গাছের নীচে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত হয়েছিলেন—থেকে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা যাহের আসলামী বলেছেনঃ আমি খায়বরের যুদ্ধে ডেকচিতে করে গাধার গোশ্ত পাকাতে ছিলাম। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর ঘোষক আবু তালহা ঘোষণা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করছেন। মাজযা ইবনে যাহের আসলামী আসলাম গোত্রের উহবান ইবনে আওস নামক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার নিকট থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাটুতে ঘা থাকার কারণে উহ্বান ইবনে আওস আসলামী নামাযে সিজদা দেয়ার সময় হাটুর নীচে বালিশ রাখতেন।

٣٨٥٩- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أُتُوا بِسَوِيقٍ فَلَاكُوهُ تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ.

৩৮৫৯. গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা সুওয়াইদ ইবনে নু'মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জন্য ছাতু আনা হতো। তারা তা পানিতে গুলে খেয়ে নিতেন। মু'আয ইবনে মু'আয শু'বা থেকে ইবনে আবু আদরী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٠- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.

৩৮৬০. আবু জামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা 'আয়েয ইবনে 'আমরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার পড়া যাবে[৮২]। তিনি বললেনঃ রাতের প্রথম ভাগে একবার বিতর নামায পড়ে থাকলে শেষ রাতে পুনরায় পড়বে না।

---

৮২. বিতর নামায দ্বিতীয়বার পড়া যাবে কি না—এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ নামায হিসেবে পড়ো। সুতরাং রাতের প্রথম বিতর তিন রাক'আতই পড়া হয়ে থাকলেও এ হাদীসের নির্দেশ পালন করার জন্য শেষ রাতে আবার বিতর পড়তে হবে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার বিতর নামায পড়া হয়ে থাকলে পুনরায় আর পড়তে হবে না। ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালেক (রঃ) ও অধিকাংশ হানাফী আলেমদের মতে এটিই সঠিক।

٣٨٦١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ وَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا».

৩৮৬১. যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সময় রাত্রিকালে সফর করছিলেন। এ সফরে উমর ইবনে খাত্তাবও তাঁর সাথে ছিলেন। এক সময় উমর ইবনুল খাত্তাব কোন একটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে নবী (সঃ)-এর ওপরে অহী নাযিল হচ্ছিলো বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ এবারও তাঁকে জবাব দিলেন না। তাই উমর ইবনে খাত্তাব নিজেকে লক্ষ্য করে মনে মনে বললেন : হে উমর! তোমার মা তোমাকে খুইয়ে বসুক। তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিন তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু তিনি প্রতিবারই কোন জবাব দিলেন না। উমর বর্ণনা করেছেন : আমি তখন আমার উটকে জোরে হাঁকিয়ে মুসলমানদের আগে চলে গেলাম। কারণ, আমি এ কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, আমার সম্পর্কে হয়তো কোরআনের কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলো। উমর বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাকে বললাম : আমি তো ভয় পাচ্ছি। কারণ, আমার সম্পর্কে হয়তো অহী নাযিল হয়েছে। যাই হোক, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়েও প্রিয়। তারপর তিনি انا فتحنا لك فتحا مبينا। —আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন।

٣٨٦٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ

مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ
الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ
وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ
عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا
عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللّٰهُ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا
حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ امْضُوا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ

৩৮৬২. উরওয়া ইবনে যুবায়ের মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম উভয়ের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েরই পরস্পরের চাইতে বেশী বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেছেন ঃ হুদাইবিয়ার বৎসর নবী (সঃ) তের শ'র অধিক সাহাবা সংগে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানী চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রখন্ড বাঁধলেন, কোরবানীর পশুর কুঁজ কাটলেন, উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধলেন এবং খুযাআ গোত্রের একজন লোককে গোয়েন্দাগিরীর জন্য পাঠালেন। পরে নবী (সঃ) নিজেও সেখান থেকে যাত্রা করলেন। তিনি 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দা সেখানে এসে সাক্ষাত করে তাঁকে জানান ঃ কুরাইশরা বিরাট একটি সৈন্যদল আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে বসে আছে। বিভিন্ন গোত্র থেকে এ সৈন্যদলের লোক সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আপনাকে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ তোমরা সবাই এসো আমরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করি। তোমরা কি মনে করো যে, আমি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি! যারা তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, এসব লোক যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দিতে চায় আমি কি তাদের পরিবার বর্গ ও সন্তান সন্ততিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি মুশরিকদের কাছ থেকে (আমাদের) একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। তারা তার কথা না মানলে আমরা তাদেরকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করবো। তখন আবু বকর বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। কারো সাথে যুদ্ধ করতে বা কাউকে হত্যা করতে এখানে আসেননি। সুতরাং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে চলুন। এমতাবস্থায় কেউ আমাদেরকে বাধা দিলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে এগিয়ে চলো।

٣٨٦٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَانَ فِيمَا
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ
الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ

قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ
ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا فَتَكَلَّمُوا فِيهِ فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ أَبَا جَنْدَلِ
بْنِ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ
مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ
حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ
مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ» وَعَنْ
عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ
أَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

৩৮৬৩. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকাম মিসওয়ার ইবনে মাখরামাকে হুদাইবিয়ার (যুদ্ধের) বছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা আদায়ের ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের দুজনের নিকট থেকে উরওয়া ইবনে যুবায়ের যা বর্ণনা করেছেন তা হলো ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইল ইবনে আমরকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধিপত্রে যা লিখে দিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহাইল ইবনে আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিলো ঃ আমাদের মধ্য থেকে (মক্কা থেকে) কেউ যদি আপনার কাছে চলে যায় তাহলে আপনার দ্বীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। তার ও আমাদের এ ব্যাপারে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না, বরং আমাদের হাতেই ছেড়ে দিবেন। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহাইল ইবনে আমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে ঈমানদারগণ এ শর্তটি গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি এবং অসম্মতি জানালেন এবং এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর এ শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানালে রসূলুল্লাহ (সঃ) এটিকে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং আবু জানদাল ইবনে সুহাইলকে সেই মুহূর্তেই তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের হাতে ছেড়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্য থেকে যারাই পালিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসেছেন মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে (কাফেরদের হাতে) ফেরত দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক ঈমানদার নারী হিজরত করে চলে আসলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত ছিলেন এভাবে হিজরতকারিণী একজন যুবতী মেয়ে। তিনি হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছলে তাঁর পরিবারের আত্মীয়-স্বজন

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে তাদের হাতে ফেরত দিতে বললো। তখন মহান আল্লাহ ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করতেন।

"হে ঈমানদারগণ, ঈমানদার মেয়েরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তারা সত্যিই ঈমানদার কি না তা জিজ্ঞাসাবাদ করে যাঁচাই করে নাও। অবশ্য আল্লাহই তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালো জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের হাতে ফেরত দিও না। কেননা তারা তাদের (কাফের পুরুষ) জন্য হালাল নয় এবং ওরাও (কাফের পুরুষ) তাদের (ঈমানদার মেয়েদের) জন্য হালাল নয়। তারা (কাফের স্বামী) যা (মোহরানা) খরচ করেছে, তা তাদের ফেরত দিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ হবে না। আর তোমরা নিজেরাও তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আটকে রাখবে না। তোমরা তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিলে তা ফেরত নাও। আর কাফের স্বামীরাও তাদের মুসলমান স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিলো তা ফিরিয়ে নিক। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তিনিই তোমাদের মধ্যকার এ বিষয়টি ফয়সালা করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও নিপুণ কুশলী।" (আল-মুমতাহিনা, আয়াত—১০) আর ইবনে শিহাব তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে শিহাবের চাচা) বলেছেন ঃ আমাদের কাছে এ হাদীসও পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রসূলকে মুশরিক স্বামী কর্তৃক তার হিজরত-কারিণী মুসলমান স্ত্রীকে দেয়া মোহরানা (মুশরিক স্বামীকে) ফিরিয়ে দিতে হুকুম করে-ছেন। আর আবু বাসীরের ঘটনার হাদীসও জানা আছে। এরপর তিনি আবু বাসীরের ঘটনা সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন।

٣٨٦٤- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

৩৮৬৪. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফিতনার সময় (হাজ্জাজের মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ ইবনে উমর 'উমরা' আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন ঃ যদি আমি বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যা করে-ছিলাম এ ক্ষেত্রেও তাই করবো। তাই তিনি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। কারণ, হুদাই-বিয়ার (সন্ধির) বছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও উমরার ইহরাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন।

٣٨٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَتَلَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৩৮৬৫. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। ফিতনার বছর তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে বললেন ঃ বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে আমার সামনে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সঃ) যা করেছিলেন, আমিও ঠিক তাই করবো। এ কথা বলে তিনি "আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে"—এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

٣٨٦٦- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أُرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِيْ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

৩৮৬৬. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কোন এক ছেলে তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এ বছর আপনি উমরা আদায় করতে না গেলেই ভালো হতো। কারণ আমি আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যেতে পারবেন না। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে উমরা আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা সৃষ্টি করলে নবী (সঃ) কোরবানীর পশুগুলো জবাই করলেন ও মাথা মুণ্ডন করলেন। তাঁর সাহাবাগণও চুল ছাঁটলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, উমরা আদায় করা আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবো। আর যদি বায়তুল্লাহ ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে (হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করবো। এরপর কিছুক্ষণ পথ চলার পর তিনি আবার বললেন : হজ্জ ও উমরাকে আমি একই মনে করি। তাই আমি উমরার সাথে হজ্জও আমার জন্য ওয়াজিব করে নিলাম। এরপর তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ ও একই সা'ঈ করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম খুলে ফেললেন।

٣٨٦٧- عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُوْنَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ عُمَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِيْ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لَا يَدْرِيْ بِذٰلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَهِيَ الَّتِيْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوْا فِيْ ظِلَالِ الشَّجَرِ فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ

احْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُوْنَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ

৩৮৬৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকেরা বলে থাকে যে, (হযরত উমরের পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা ঠিক নয়। (বরং এ ধারণার ভিত্তি হলো) হুদাইবিয়ার বাই'আতে রিদওয়ানের দিন উমর (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহকে এক আনসারীর কাছে রাখা তাঁর একটি ঘোড়া আনতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ ঐ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই তিনি যুদ্ধ করবেন। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের নীচে লোকদের বাই'আত গ্রহণ করছিলেন। উমরের তা জানা ছিলো না। আবদুল্লাহ তখন রসূলুল্লাহর হাতে বাই'আত করে তারপর ঘোড়ার জন্য গেলেন এবং ঘোড়া নিয়ে উমরকে দিলেন। তখন তিনি (উমর) যুদ্ধসাজে সজ্জিত হচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের নীচে সবার থেকে বাই'আত গ্রহণ করছেন। নাফে' বলেন, তখন উমর তার (আবদুল্লাহ ইবনে উমরের) সাথে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত করলেন। এ ব্যাপারটি বলতে গিয়েই লোকেরা বলে থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার পিতা উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য একটি সনদে হিশাম ইবনে আম্মার ওয়ালীদ ইবনে মোসলেম, উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল উমারী ও নাফে'র মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন লোকজন সবাই যার যার মত গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলো। এক সময়ে তারা নবী (সঃ)-এর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালে উমর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন : দেখতো লোকজনের কি হয়েছে? তারা এভাবে ভিড় করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কেন? তখন আবদুল্লাহ গিয়ে দেখলেন তারা বাই'আত করছে। তাই তিনিও বাই'আত করলেন এবং উমরের কাছে ফিরে গিয়ে বললে তিনিও এসে বাই'আত করলেন।৮৩

٣٨٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيْبُهُ اَحَدٌ بِشَىْءٍ.

৩৮৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যে বছর উমরাতুল কাযা আদায় করেন সে বছর আমরাও নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করলাম, তিনি নামায পড়লে আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম এবং তিনি সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করলে আমরাও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করলাম। মক্কাবাসী কাফেরদের কেউ যাতে তাঁকে আঘাত করতে না পারে সে জন্য সদা সর্বদা আমরা তাঁকে ঘিরে আড়াল করে রাখতাম।৮৪

٣٨٦٩ - عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّيْنَ

৮৩. হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে গাছের নীচে যে বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রথম বাই'আত করেন এবং হযরত উমর (রাঃ) তার পরে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ ঘটনাই এভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর আগে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আসলে ব্যাপারটি ঠিক নয়।

৮৪. অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক হলো হাদীসটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা গাছের নীচে বাই'আতকারীদের একজন। নবী (সঃ) যে বছর উমরাতুল কাযা আদায় করেন, সে বছরও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।

أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ.

৩৮৬৯. আবু হেছাইন থেকে বর্ণিত। আবু ওয়ায়েল বলেছেন : সাহল ইবনে হুনাইফ সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে আমরা যুদ্ধের পরিস্থিতি ও খবরা-খবর জানতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : এ যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মতামতকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করো না। আবু জান্দালের ৮৫ ঘটনার দিন (হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন) আমি নিজেকে আল্লাহর পথেই নিয়োজিত দেখতে পেয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ ফয়সালা অমান্য করার ক্ষমতা থাকলে আমি ঐ দিনই তা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্যও আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের আগে আমরা যত যুদ্ধ করেছি, তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি বিষয়কে সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন বিষয় দেখা দেয়। কিন্তু তার সমাধানের কোন পথ আমাদের জানা নাই।

٣٨٧٠- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ.

৩৮৭০. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়াতে অবস্থানকালে নবী (সঃ) আমার কাছে আসার পর দেখতে পেলেন আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমন্ডলের ওপর পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বলছেন : তোমার মাথার উকুনের কারণে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? আমি বললাম : জি, হাঁ। তিনি তখন আমাকে বললেন :

---

৮৫. হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন সবেমাত্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো, ঠিক সেই সময় আবু জানদাল আস ইবনে সুহাইল শৃংখলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছেন। তার সমস্ত শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিলো। আবু জানদালের পিতা বললো : হে মুহাম্মদ, আবু জানদালের ব্যাপার দিয়েই তোমাকে জানা যাবে যে, তুমি সন্ধির শর্তাবলী পালন করবে কিনা। নবী (সঃ) আবু জানদালকে ফেরত দিলেন। কিন্তু তাকে ফেরত দেয়াটা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় মনে হলো। সুহাইল ইবনে হুনাইফ এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ না মানলে সেই দিনই তা লংঘন করতাম। কিন্তু তা লংঘন করি নাই কারণ, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করাই আমাদের প্রকৃত কাজ।

সাধারণ মুসলমানেরা খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বাই'আত করে তাঁকে খলীফা স্বীকার করলেও হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর খুনের দাবীতে হযরত আলী (রাঃ)-এর বাই'আত না করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিলে সিফফীন নামক স্থানে উভয়ের সেনা দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একেই সিফফীনের যুদ্ধ বলা হয়।

তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেলো। আর এ জন্য তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও অথবা একটি পশু কোরবানী করো ৮৬। তবে আমি জানি না এ তিনটি কথার কোনটি আগে বলেছিলেন।

٣٨٧١ - عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي ﷺ فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.

৩৮৭১. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছিলো। কা'ব ইবনে উজরা বলেন : আমার কান পর্যন্ত বাবরি ছিলো। মাথার চুল থেকে উকুন আমার মুখমন্ডলের ওপর পড়ছিলো। নবী (সঃ) আমার কাছে এসে এ অবস্থা দেখে বললেন : তোমার মাথার উকুনের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ না? (কা'ব ইবনে উজরা বর্ণনা করেন) আমি বললাম : হাঁ। তিনি বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হলো : "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় অসুবিধা থাকে তাহলে রোযা অথবা সাদকা কিংবা কোরবানী দিয়ে 'ফিদইয়া' আদায় করবে।" (বাকারা—১৯৬)

অনুচ্ছেদ : উকল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা।

٣٨٧٢ - عن قتادة أن أنسا حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ﷺ وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الذود فبلغ النبي ﷺ فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم قال قتادة بلغنا أن النبي ﷺ بعد ذلك كان يحث على الصدقة

৮৬. মাথায় উকুন বা অন্য কোন অসুবিধা থাকার কারণে ইহরাম খোলার আগেই যদি মাথা মুড়াতে হয় তাহলে কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক মিসকীনকে খাওয়ানো, রোযা রাখা বা একটি পশু কোরবানী করতে হয়।

وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ.

৩৮৭২. কাতাদা থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, উকল ও উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নবী (সঃ)-কে বললো ঃ হে, আল্লাহর নবী আমরা দুধেল পশু পালন করতাম। আমরা কৃষি কাজ করতাম না। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল মনে করলো না রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে একজন রাখালসহ কয়েকটি উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। তাই তারা মদীনার বাইরে চলে গেলো। হাররা নামক জায়গায় পৌঁছে তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে গেলো এবং নবী (সঃ)-এর দেয়া রাখাল ইয়াসারকে হত্যা করে উটগুলোসহ পালিয়ে গেলো। নবী (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলে তিনি লৌহ শলাকা দিয়ে চক্ষু উৎপাটিত করতে এবং হাত কাটতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হাররা এলাকার একপ্রান্তে ফেলে রাখা হলো এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যু মুখে পতিত হলো।৮৭

٣٨٧٣ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ وَأَبُو قِلاَبَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

৩৮৭৩. আবু কিলাবার আজাদকৃত ক্রীতদাস আবু রাজা,—যিনি শাম (সিরিয়া) দেশে অবস্থানকালে তাঁর সাথে ছিলেন—বলেছেনঃ একদিন উমর ইবনে আবদুল আযীয কাসামত বা নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা কাসামত বা নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করো? সবাই বললেন ঃ এটা করা যেতে পারে। আপনার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খলীফাগণ কাসামতের নির্দেশ দিয়েছেন। আবু রাজা বলেন ঃ এ সময় আবু কিলাবা উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন আম্বাসা ইবনে সাঈদ বললেন ঃ উরায়না গোত্রের লোকদের ঘটনা সম্পর্কে হাদীসটি কে বলতে পারবে? তখন আবু কিলাবা বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইবনে মালেক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।৮৮

---

৮৭. কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনার পর নবী (সঃ) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করতে উৎসাহ দিতেন এবং মুসলা অর্থাৎ অংগ প্রত্যংগ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। শু'বা, আবান ও হাম্মাদ কাতাদা থেকে শুধু উরায়না গোত্রের কথা বর্ণনা করেছেন (উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি)। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আইয়ুব আবু কিলাবার মাধ্যমে হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে শুধু উকল গোত্রের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কিছু লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিলো।

৮৮. আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেক উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি। আর আবু কিলাবা আনাস ইবনে মালেক থেকে উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করে গোটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি উরায়না গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : যি-কারাদের যুদ্ধ।৮১ এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের তিন দিন আগে সংঘটিত হয়। মুশরিকরা নবী (সঃ)-এর উট লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

٣٨٧٤- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَقُوْلُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُوْلٰى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْعٰى بِذِىْ قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِىْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلٰثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَىِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلٰى وَجْهِىْ حَتّٰى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا يَسْتَقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِىْ وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُوْلُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ، اَلْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ . وَأَرْتَجِزُ حَتّٰى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلٰثِيْنَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ .

৩৮৭৪. সালামা ইবনে আক'ওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (একদিন) ভোরে ফজরের নামাযের আযানের পূর্বেই (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুধেল উটগুলো যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফের ক্রীতদাস এসে বললো : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুধেল উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করলো? সে বললো : গাতফান গোত্রের লোকেরা। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বলেন : আমি তখন "ইয়া সাবাহাহ্" (يا صباحاه) (এ শব্দটি শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে লোকজন জমা করার জন্য বলা হয়) বলে তিন তিনবার চীৎকার করে সারা মদীনার অধিবাসীদের কানে পৌঁছিয়ে দিলাম এবং তারপর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর কাছে পৌঁছে গেলাম। তারা তখন ঐ উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো। আমি একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমি তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করতে করতে বলছিলাম : আমি আক'ওয়ার সুযোগ্য পুত্র। আর আজকের দিনটি হলো নিকৃষ্ট লোকগুলোর নিশ্চিত ধ্বংসের দিন। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের নিকট থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম এমনকি তাদের নিকট থেকে ত্রিশখানা চাদরও ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলাম। সালামা ইবনুল আকওয়া বর্ণনা করেছেন : তারপর নবী (সঃ) এবং আরো লোকজন এসে পৌঁছলে আমি বললাম! হে আল্লাহর রসূল! তারা সবাই পিপাসার্ত ছিলো। আমি তাদেরকে পানি পান করার সুযোগও দিই নাই। এখনই—তাদের পিছু ধাওয়া

---

৮১. যি-কারাদ বা যাতুল কারাদ মদীনা থেকে এক দিনের দূরত্বে গাতফানের এলাকার অদূরে একটি কূপ বা মরূদ্যানের নাম। কোন কোন বর্ণনায় এ যুদ্ধ হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির পরেই যি-কারাদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনাকেই সঠিক বলে মত পোষণ করেছেন।

করার জন্য লোক পাঠান। নবী (সঃ) বললেনঃ হে, আকওয়ার পুত্র! তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছো। এখন কিছুটা বিনম্র হও। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেনঃ এরপর আমরা সবাই মদীনায় ফিরে আসলাম। নবী (সঃ) আমাকে তাঁর সওয়ারী উটনীর পিছনে বসিয়ে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন।

অনুচ্ছেদ : খায়বারের[১০] যুদ্ধ।

٣٨٧٥- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৩৮৭৫. সুওয়াইদ ইবনুন্-নু'মান থেকে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধের অভিযানে তিনি নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলেন। তিনি বলেন : আমরা খায়বারের নিকটবর্তী সাহ্বা নামক জায়গায় পৌঁছলে নবী (সঃ) সেখানে আসরের নামায পড়লেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই দেয়া সম্ভব হলো না। তিনি পানিতে ছাতু গুলতে বললেন। ছাতু গুলানো হলে তিনি তা খেলেন। আমরাও তাঁর সাথে খেলাম। এরপর তিনি নতুন অযু না করে শুধু কুল্লি করে মাগরিবের নামায পড়লেন। আমরাও শুধু কুল্লি করে নামায পড়লাম।

٣٨٧٦- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ ـ اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ٭ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ٭ فَاغْفِرْ فِدَاءً لَّكَ مَا اَبْقَيْنَا ـ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا ٭ وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ٭ اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا

---

১০. খায়বার সিরিয়ার পথে মদীনা থেকে আটরোদ' অর্থাৎ প্রায় একশ' মাইল দূরে অবস্থিত একটি দুর্গময় শহর। এর আশেপাশে ফসলের মাঠ ও চারণভূমি ছিলো। আমালিকা জাতির খায়বার নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছিলো খায়বার। তার আরেক ভাই ইয়াসরিবের নামানুসারে মদীনার পূর্ব নাম ছিলো ইয়াসরিব। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় ফিরে আসেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীর অবশিষ্ট দিনগুলো মদীনায় অবস্থানের পর সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। এখানে ইয়াহুদীরা বাস করতো। একদিকে তারা ছিলো সুদক্ষ ও সুসজ্জিত সৈনিক অন্যদিকে বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা সুরক্ষিত বড় বড় মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেছিলো। তারা চরম ইসলাম বিরোধী ছিলো। মুসলমানদের ধ্বংস ও উৎখাত করার জন্য তারা সব সময় ফন্দি-ফিকির আঁটতো। পঞ্চম হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের সময় মদীনার মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার মুশরিকদের সাথে তারাও বিরাট একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলো। তাদের এসব ইসলাম বিরোধিতার কারণে নবী (সঃ) তাদের শক্তিকে খর্ব করার জন্য খায়বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচন্ড যুদ্ধের পর তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهٖ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِىْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلٰى لَحْمٍ قَالَ عَلٰى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا فَتَنَاوَلَ بِهٖ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهٖ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِىْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِىْ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِىْ وَأُمِّىْ زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ وَإِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَابِهَا مِثْلَهُ.

৩৮৭৬. সালামা ইবনুল আক'ওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধের অভিযানে আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম। কোন এক ব্যক্তি আমেরকে (সালামা ইবনুল আক'ওয়ার চাচা) বললো : তুমি আমাদেরকে তোমার কবিতা ও সমর-সংগীত শোনাচ্ছ না কেন? আমের ছিলেন একজন কবি। তাই তিনি সওয়ারী হতে অবতরণ করে সবার সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন : হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা ও করুণা না হলে আমরা হেদায়াতের পথ পেতাম না, সাদকা দিতাম না, নামায পড়তাম না। আমরা যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন তোমার নবী ও দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ থাকবো। তাই তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আর যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করো। আমাদেরকে যখনই অসত্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে তখনই আমরা তা অস্বীকার করেছি, আর তারা চীৎকার করে আমাদের ওপরে আক্রমণ করেছে। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এ সমর-সংগীতের গায়ক কে? সবাই বললো : আমের ইবনুল আক'ওয়া। তিনি বললেন : আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। একজন লোক বললেন : হে আল্লাহর নবী! তার জন্য তো শাহাদত অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়লো। আপনি যদি তার থেকে আমাদেরকেও উপকৃত হতে দিতেন! এরপর আমরা খায়বারে পৌঁছলাম এবং শত্রুদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক সময়ে খাদ্যের অভাবে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। বিজয় লাভের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানরা রান্নাবান্নার জন্য ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালালে তা দেখে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন : এ কিসের আগুন, আর কি জন্যই বা এ আগুন জ্বালানো হয়েছে? (অর্থাৎ কি জিনিস পাক করার জন্য এ আগুন জ্বালানো হয়েছে?) লোকজন বললো : গোশত পাকানো

হচ্ছে। নবী (সঃ) বললেন ঃ কিসের গোশত পাকানো হচ্ছে? তারা বললো ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ এ গোশত সব ফেলে দাও। আর গোশতের ডেকচিগুলো ভেঙে ফেলো। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা যদি গোশত ফেলে দিই এবং ডেকচিগুলো ধুয়ে নেই, তাহলে কি হবে না। নবী (সঃ) বললেন ঃ তা করতে পারো। যুদ্ধের ময়দানে সবাই ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালো, আমের ইবনে আকওয়ার তরবারী ছিলো খাটো। তিনি তরবারী উঠিয়ে এক ইয়াহুদীর পায়ে আঘাত করলে তা ঘুরে এসে তার নিজের হাঁটুতে আঘাত করলো এবং হাঁটুর ঠিক ওপরে চোট পড়লো। এ আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বলেন ঃ যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করলে এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত চেপে ধরে বললেন ঃ তোমার কি খবর? আমি বললাম ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। লোকজন বলাবলি করছে যে, আমেরের সব আমল নষ্ট হয়ে গেলো। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন ঃ কে বা কারা এ ধরনের কথা বলছে? নবী (সঃ) তার দু'টি আঙুল একত্রিত করে সেদিকে ইংগিত করে বললেন ঃ আমের দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। সে অত্যন্ত কর্মতৎপর মুজাহীদ ছিলো। জীবিত আরবী ভাষীদের মধ্যে তার মত গুণসম্পন্ন লোক খুবই কম।

৩৮৭৭ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ -

৩৮৭৭. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খায়বার অভিযানের সময় নবী (সঃ) রাতের বেলা খায়বারে গিয়ে পৌছুলেন। আর নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিলো রাতের বেলা কোন কওমের এলাকায় পৌছলে রাতে তাদের আক্রমণ না করে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ভোর হলে ইয়াহুদীরা কুড়াল ও কোদাল নিয়ে ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে বের হলো। কিন্তু নবী (সঃ)-কে দেখেই তারা বলে উঠলো ঃ মুহাম্মাদ, খোদার কসম! মুহাম্মদ তার গোটা সেনাদল সহ এসে পৌছেছে। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ খায়বার ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আমরা যখন কোন কওমের নিকটে গিয়ে পৌছি তখন সতর্ককৃতদের রাত পোহায় বড় করুণ বার্তা নিয়ে।

৩৮৭৮ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ -

৩৮৭৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (খায়বার অভিযানকালে) আমরা খুব ভোরে খায়বারে পৌছলাম। খায়বারের অধিবাসীগণ তখন কোদাল ও কুড়াল

ইত্যাদি নিয়ে ক্ষেতের কাজে বের হচ্ছিলো। নবী (সঃ)-কে দেখতে পেয়েই তারা বলে উঠলো : মুহাম্মদ, খোদার শপথ! মুহাম্মদ তার গোটা সেনাদল সহ আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। নবী (সঃ) তখন আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে বললেন : খায়বার ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আমরা যখন কোন কওমের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই তখন ঐসব সতর্ককৃত লোকদের রাত পোহায় অত্যন্ত অশুভ বার্তা নিয়ে। এ যুদ্ধে আমরা গাধার গোশত লাভ করলাম। (আমরা তা পাকাচ্ছিলাম)। ঠিক এ সময় নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ, গৃহপালিত গাধার গোশত নাপাক।

٣٨٧٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ.

৩৮৭৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো : গোশত খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে নবী (সঃ) চুপ করে রইলেন, কিছুই বললেন না। (পরবর্তী সময়ে) লোকটি দ্বিতীয়বার নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : গোশত খাওয়ার কারণে গাধা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নবী (সঃ) এবারও নিশ্চুপ রইলেন। পরবর্তী সময়ে লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো : গাধা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এবার নবী (সঃ) লোকজনের কাছে এ কথা ঘোষণা করার জন্য একজন ঘোষককে আদেশ করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণার সময়) যেসব ডেকচিতে গৃহপালিত গাধার গোশত টগবগ করে ফুটছিলো লোকজন সে ডেকচি উল্টিয়ে ফেলে দিলো।

٣٨٨٠- عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ قَرِيْبًا مِّنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيْقًا لَهُ

৩৮৮০. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (খায়বার অভিযানে রওয়ানা হয়ে) নবী (সঃ) খায়বারের নিকটবর্তী একটি জায়গায় পৌঁছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়লেন। তারপর আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে বললেন : খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন শত্রু কওমের নিকট উপনীত হই তখন সেই সব সতর্ককৃত লোকদের রাত পোহায় বড় অশুভ বার্তা নিয়ে। এরপর খায়বারের বাসিন্দা ইয়াহুদীরা ভয়ে ছুটা-

ছুটি করে অলিতে গলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করলো। (যুদ্ধের পর) নবী (সঃ) তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদের হত্যা করলেন। আর শিশু ও অন্যদের বন্দী করলেন। সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। বণ্টিত গনীমাতের মাল হিসেবে তিনি (সাফিয়া) প্রথমে দেহ্ইয়া কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সঃ)-এর অংশে বণ্টিত হন। তিনি তাঁকে আজাদ করে বিয়ে করেন এবং বলেন যে, মুক্তি দেয়াই তাঁর জন্য মোহর। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব সাবেতকে বললেন : হে, আবু মুহাম্মাদ! রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মোহরানা কত ধার্য করেছিলেন তা কি আপনি আনাসকে জিজ্ঞেস করছিলেন? এ কথার হাঁ সূচক জওয়াব দিয়ে সাবেত মাথা নাড়লেন।

٣٨٨١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَبَى النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا ـ

৩৮৮১. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) খায়বারের যুদ্ধে সাফিয়াকে[৯১] বন্দী করেছিলেন এবং পরে তাঁকে আজাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবেত আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন : নবী (সঃ) [সাফিয়া (রাঃ)-এর] মোহর কত ধার্য করেছিলেন? আনাস বললেন : তিনি সাফিয়াকেই তাঁর মোহর ধার্য করেছিলেন ? অর্থাৎ তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

٣٨٨٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ
وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ
الْآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ
شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا
أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ
الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ
مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ
وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ
اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ
آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِيْ
طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ

---

৯১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপনকারী ইয়াহূদ নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। খায়বার যুদ্ধে ইয়াহুদীরা পরাজিত হলে হযরত সাফিয়া (রাঃ) বন্দী হন। গণীমাত ও যুদ্ধ বন্দীদের বণ্টন করা হলে তিনি সাহাবা হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর অংশে পড়েন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে হযরত দেহ্ইয়া কালবী (রাঃ)-এর নিকট থেকে কিনে নেন এবং দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা দান করেন।

دَ ذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ وَ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৩৮৮২. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) খায়বারের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিক ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করলেন। (দিন শেষে) রসূলুল্লাহ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে আসলেন। অন্যরাও নিজ নিজ সেনাদলে ফিরে গেলো। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যে ঐদিন একা বা দলবদ্ধ কোন ইয়াহুদীকেই রক্ষা পেতে দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছে। তাই সবাই তার সম্পর্কে বলাবলি শুরু করলো যে, আজ অমুক ব্যক্তি একাই যা করেছে তা আমাদের মধ্য থেকে আর কেউ করতে পারেনি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ সে তো দোযখবাসী। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো ঃ তার পরিণতি জানার জন্য আমি তাকে অনুসরণ করবো। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সাঈদী বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি তার সাথে সাথে রইলো। সে যখনই থামতো সেও থেমে পড়তো। আবার যখন সে দ্রুত গতিতে চলতো সেও তখন দ্রুত গতিতে চলতো। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই তরবারির গোড়া মাটিতে রেখে অগ্রভাগের উপর নিজের বুক সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ দেখে তার অনুসরণকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ কি ব্যাপার? লোকটি বললো ঃ যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে, সে দোযখবাসী, তার সম্পর্কে এরূপ কথা লোকজনের কাছে বড় কষ্টকর মনে হয়েছিলো। তাই আমি তাদেরকে বলে-ছিলাম যে, লোকটির পরিণাম জানার জন্য আমি নিজে তাকে অনুসরণ করবো। তখন থেকে আমি তার পেছনে লেগে থাকলাম। এক সময়ে সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই নিজের তরবারির বাঁট মাটির উপর রেখে তীক্ষ্ন অগ্রভাগ বুকের সাথে ঠেকিয়ে সজোরে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো।[১২] সব কথা শোনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ অনেক সময় মানুষ বাহ্যত বেহেশতবাসী হওয়ার মতো আমল বা কাজ-কর্ম করে এবং লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী আবার অনেক সময় মানুষ বাহ্যতঃ দোযখের উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে এবং লোক-জনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী।

٣٨٨٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتّٰى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ إِلٰى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا فَنَحَرَ بِهَا

১২ ইসলামে আত্মহত্যা করা কবীরা গোনাহ্‌। কোন মানুষ যেমন অন্য কাউকে হত্যা করতে পারে না। ঠিক তেমনি নিজেও নিজেকে হত্যা করার অধিকারী নয়। আত্মহত্যাকারী পার্থিব জীবনে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চায়, তকদীরে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর ওপর তার পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল থাকে না। তাই সে আত্মহত্যা করে। আর এ কারণেই সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ
اِنْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَاَذِّنْ اَنْ لَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
اِلَّا مُؤْمِنٌ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔

৩৮৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা (মুসলমানগণ) খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারীদের একজন সম্পর্কে বললেন যে, এ লোকটি জাহান্নামী। অথচ লোকটি মুসলমান হওয়ার দাবী করতো। লড়াই শুরু হলে সে প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করলো। এমনকি আঘাতে তার শরীরের বহু জায়গা জখম হলো। এসব দেখে কেউ কেউ লোকটি সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর উক্তিতে সন্দিহান হওয়ার উপক্রম হলো। জখমের যন্ত্রণায় লোকটি কাতর হয়ে পড়লো এবং তীরাধার হতে কয়েকটি তীর বের করে তার নিজের গলদেশে ঢুকিয়ে আত্ম-হত্যা করলো। এ দেখে কিছুসংখ্যক মুসলমান দৌড়িয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললো : হে, আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথা সত্য প্রতিপন্ন করেছেন। ঐ লোকটি নিজে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তখন নবী (সঃ) একজনকে সম্বোধন করে বললো : হে, অমুক। তুমি গিয়ে সবার কাছে ঘোষণা করে দাও যে, মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। (তবে অনেক সময়) গোনাহগার লোক দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনকে সাহায্য করেন।

٣٨٨٤ - عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ اَوْ
قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْرَفَ النَّاسُ عَلٰى وَادٍ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ
بِالتَّكْبِيْرِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْبَعُوْا
عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا
قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَاَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَنِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِّنْ كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

৩৮৮৪. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যে সময় খায়বার অভিযানে বের হলেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) খায়বারের দিকে যাত্রা করলেন তখন একটি উপত্যকায় পৌঁছে মুসলমানরা আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এই তাকবীর ধ্বনি বুলন্দ কন্ঠে উচ্চারণ করতে শুরু করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা নিজেদের প্রতি একটু সদয় হও। অর্থাৎ এতো জোরে চীৎকার করো না। কারণ, তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি অতি দ্রুত শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী। আর তিনি অহরহ তোমাদের সাথে আছেন। আবু মূসা আশ'আরী বলেন : আমি তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-

এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়তে শুনে বললেন : হে আবদুল্লাহ! ইবনে কায়েস, (আবু মূসা), আমি (আবু মূসা আশআরী) বললাম : হে, আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং শুনছি। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো যা বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার। (আবু মূসা আশআরী বলেন,) আমি বললাম : হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনি বলুন। তিনি বললেন : সেই কথটি হলো : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

٣٨٨٥ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

৩৮৮৫. ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সালামা ইবনুল আকওয়ার পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। তিনি (ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ) জিজ্ঞেস করলেন : হে, আবু মুসলিম! (সালামা ইবনুল আকওয়া) এসব কিসের চিহ্ন? তিনি জবাব দিলেন : এসব খায়বার যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন। (আঘাত দেখে) লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, সালামা মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে তিনি এসব জখমের ওপর তিনবার ফুঁ দিলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আর আমার কোন কষ্ট হয়নি।

٣٨٨٦ - عَنْ سَهْلٍ قَالَ الْتَقَى النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَاقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَجْزَأَ أَحَدُهُمْ مَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالُوا أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَأَتَّبِعَنَّهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৩৮৮৬. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : [নবী (সঃ) যেসব যুদ্ধ করেছেন] তার কোন একটিতে তিনি ইয়াহুদী মুশরিকদের সাথে তুমুল লড়াই করলেন। ঐ দিনের যুদ্ধ শেষে ইয়াহুদী ও মুসলমান উভয় কওম নিজ নিজ সেনা ছাউ-নিতে ফিরে গেলো। মুসলমানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যে ঐদিন একাকী বা দলবদ্ধ কোন মুশরিককেই রক্ষা পেতে দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছে। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হলো যে, হে, আল্লাহর রসূল! আজকে (যুদ্ধের ময়দানে) অমুক লোকটি একা যা করেছে আর কেউ-ই তা করতে সক্ষম হয়নি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো দোযখবাসী। এ কথা শুনে সবাই বলাবলি করলো যে, সে যদি দোযখবাসী হয় তাহলে আমাদের মধ্যে জান্নাতবাসী হওয়ার যোগ্য আর কে আছে? তখন সবার মধ্য থেকে একটি লোক উঠে বললো : তার পরিণাম কি হয় তা জানার জন্য আমি তাকে অনুসরণ করবো। যুদ্ধের ময়দানে সে ক্ষিপ্রগতিতে চলুক আর ধীরগতিতে চলুক আমি তার সাথে থাকবো। অতঃপর লোকটি যুদ্ধের ময়দানে মারাত্মক-ভাবে আহত হয়ে সত্বর মৃত্যু কামনা করলো এবং এ জন্য সে তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তীক্ষ্ন অগ্রভাগ বুকে ঠেকিয়ে তার ওপর সবেগে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো। তাকে অনুসরণকারী লোকটি তখন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল! এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : কি ব্যাপার? সে তখন নবী (সঃ)-কে সব ঘটনা অবহিত করলো। নবী (সঃ) বললেন : অনেক লোক বাহ্যতঃ বেহেশবাসী হওয়ার উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে আর লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী। আবার অনেক সময় কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ দোযখের উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে আর লোকেও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।

٣٨٨٧- عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُوْدُ خَيْبَرَ-

৩৮৮৭. আবু ইমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন এক জুম'আর দিনে আনাস লোকজনের গায় খায়বারের ইহুদীদের মতো চাদর দেখে বললেন : এই মুহূর্তে তাদেরকে খায়বারের ইহুদীদের মতো মনে হচ্ছে।

٣٨٨٨- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا بِتْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِيْ فُتِحَتْ قَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُوْهَا فَقِيْلَ هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ-

৩৮৮৮. সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বারের যুদ্ধে আলী (রাঃ) চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে নবী (সঃ)-এর সাথে যেতে পারেননি। তারপর তিনি মনে মনে ভাবলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে না গিয়ে (বাড়ীতে) বসে থাকবো (তা হতে পারে না)। সুতরাং তিনি গিয়ে নবী (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। যেদিন খায়বার বিজিত হলো সেদিন রাতে নবী (সঃ) বললেন : আমি আগামী কাল সকালে এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা দেবো অথবা বলেছিলেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আগামী কাল সকাল

বেলা এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন। অর হাতে খায়বার বিজিত হবে। সালামা বলেন : আমরা সবাই পতাকা পাওয়ার আশা করছিলাম। নবী (সঃ)-কে জানানো হলো এইতো আলী এসে পেঁাছেছেন। তাই তিনি তাঁকে ঝান্ডা দিলেন এবং তার হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

٣٨٨٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

৩৮৮৯. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। খায়বারের যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে এ পতাকা অর্পণ করবো যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও যাকে ভালোবাসেন। সাহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, এ ঘোষণা শুনে আগামীকাল কাকে পতাকা দেয়া হবে সে সম্পর্কে সবাই সারা রাত জল্পনা-কল্পনা করে অতিবাহিত করলো। রাত শেষে লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো। সবারই আশা যে, পতাকা হয়তো তার হাতেই অর্পণ করা হবে। কিন্তু নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন : আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সবাই বললো : হে আল্লাহর রসূল! তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তাঁকে লোক পাঠিয়ে ডাকো। তাঁকে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দু'চোখে মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন। সংগে সংগে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেনো তাঁর চোখে কোন অসুখই ছিলো না। পরে নবী (সঃ) তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। (পতাকা হাতে নিয়ে) আলী বললেন : হে আল্লাহর রসূল! যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয় ততোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি খায়বারের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হও এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করো। আর ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের বিধান মোতাবেক তাদের ওপর আল্লাহর যে হক বর্তাবে তাও অবহিত করো। খোদার শপথ! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত করেন তাহলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের উটের চাইতে মূল্যবান হবে।৯০

---

৯০. লোহিত বর্ণের উট আরববাসী সর্বোত্তম সম্পদ বলে মনে করতো।

٣٨٩٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ لِيْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةً عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُحَوِّيْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.

৩৮৯০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা অভিযান চালিয়ে খায়বার গিয়ে পৌঁছলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে দুর্গগুলোর ওপর বিজয় দান করলেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়ার সৌন্দর্যের কথা বলা হলো। তিনি (সাফিয়া) ছিলেন সদ্য পরিণীতা বধূ। তার স্বামী (কিনানা ইবনে রাবী খায়বার যুদ্ধে) নিহত হয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে খায়বার থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন 'সাদ্দুস্ সাহবা' নামক জায়গায় উপনীত হলাম সাফিয়া তখন মাসিক ঋতু থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে তাঁর সাথে নির্জনে দেখা করলেন। তারপর ঘিতে খেজুর ভিজিয়ে 'হাইস' নামক এক প্রকার খাবার প্রস্তুত করে ছোট দস্তরখানে সাজিয়ে আমাকে বললেনঃ তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও। এটিই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাফিয়ার বিয়ের "ওয়ালিমা"। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি নবী (সঃ)-কে তাঁর পিছনে সাফিয়ার জন্য একখানা চাদর (আবা) বিছাতে দেখলাম। তারপর তিনি উটের ওপর নিজের হাঁটু দু'টি মেলে বসতেন আর সাফিয়া তাঁর হাঁটুর ওপরে পা রেখে [নবী (সঃ)-এর সাথে তাঁর পিছনে] সওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

٣٨٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيْقِ خَيْبَرَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيْمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ.

৩৮৯১. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খায়বার থেকে মদীনার পথে নবী (সঃ) সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাবের) কাছে তিনদিন অবস্থান করে তাঁর সাথে মেলামেশা করেছেন। আর সাফিয়ার জন্য হিযাব বা পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।১৪

---

১৪. ইসলামী বিধান অনুযায়ী যুদ্ধে বন্দিনীদের গনীমাত হিসেবে বণ্টন করার পর যার ভাগে যে পড়তো সে তার সাথে 'মিলকে ইয়ামীন' বা ক্রীতদাসী হিসেবে সহবাস করতে পারতো কিংবা তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারতো। এক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর জন্য পর্দার ব্যবস্থা ছিলো না। কিন্তু তাকে শুধু 'ছতর' আবৃত করে চলাফেরা করতে হতো। কিন্তু স্বাধীন মহিলাকে পর্দা করতে হতো। নবী (সঃ) সাফিয়ার পর্দার ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বুঝা গেলো তাকে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে নয়, স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

٣٨٩٢- عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ .

৩৮৯২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) খায়বার থেকে মদীনায় যেতে পথিমধ্যে তিনদিন অবস্থান করলেন এবং এ সময়ই সাফিয়ার সাথে নির্জনবাসে থাকলেন। আর আমি মুসলমানদেরকে নবী (সঃ)-এর "ওয়ালিমা"র দাওয়াত দিলাম। কিন্তু "ওয়ালিমা"র এ দাওয়াতে রুটি বা গোশত কোন কিছুর ব্যবস্থা ছিলো না। ব্যবস্থা যা ছিলো তাহলো ; তিনি বেলালকে দস্তরখান বিছাতে বললে তা বিছানো হলো আর তিনি সবার জন্য খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করলেন। এ ব্যবস্থা দেখে মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি শুরু করলো যে, তিনি (সাফিয়া) কি উম্মুল মু'মিনীন না (মিলকে ইয়ামীনের ভিত্তিতে) ক্রীতদাসী। তখন সবাই বললো : যদি নবী (সঃ) তাঁকে পর্দা করান, তবে তিনিও একজন উম্মুল মু'মিনীন আর যদি পর্দা না করান তাহলে বুঝতে হবে ক্রীতদাসী। রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সঃ) তাঁর (সাফিয়া) জন্য নিজের পিছনে বসার জায়গা করে পর্দা টানিয়ে আড়াল করে দিলেন।

٣٨٩٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ

৩৮৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধে আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। একদিন একটি লোক কিছু চর্বিসহ একটি ঝুড়ি বা থলে ছুড়ে মারলে তা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য আমি দ্রুত ধাবিত হলাম। কিন্তু ফিরে পিছনে তাকাতেই নবী (সঃ)-কে দেখে খুব লজ্জিত হলাম (এবং ঝুড়ি কুড়ানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম).।[১৫]

٣٨٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ .

৩৮৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) রসুন[১৬] ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। নবী (সঃ) রসুন

১৫. নবী (সঃ)-কে সাহাবাগণ কত সমীহ করে চলতেন এবং সাহাবাদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কিরূপ ছিলো তা এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

১৬. রসুন খাওয়া জায়েজ এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও উলামায়ে কেরাম একমত। তবে জুম'আর নামায ও জামআতে অংশ গ্রহণকারীর জন্য রসুন খেয়ে দুর্গন্ধ নিয়ে জুমআ ও জামাআতে অংশগ্রহণ করা মাকরূহ।

খেতে নিষেধ করেছেন এ কথাটি একমাত্র নাফে' কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এ কথাটি শুধু মাত্র সালেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٩٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ-

৩৮৯৫. আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খায়বার যুদ্ধকালে রসূলুল্লাহ মুত'আ বা মেয়াদী বিয়ে১৭ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ-

৩৮৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবর যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৩৮৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ-

৩৮৯৮. যাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খাইবর যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তবে ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেছেন।১৮

কারণ, এতে মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা অন্যদের কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দেয়। তাই নবী (সঃ) রসুন খাওয়া স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা, তাঁর কাছে অহী নিয়ে ফেরেশতা আগমনের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকতো।

১৭. মুত্'আ বা মেয়াদী বিয়ে হলো সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু মাত্র ভোগের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন-স্ত্রী-লোক বিয়ে করাকেই মুত্'আ বিয়ে বা মেয়াদী বিয়ে বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের বিয়ের অনুমতি ছিলো। খায়বার যুদ্ধের সময় থেকে নবী (সঃ) তা নিষিদ্ধ করে দেন।

১৮. কাজী শুরাইহ, হাসান বাসারী, আতা ইবনে আবু রাবাহ, সাদ ইবনে জুবাইর এবং হাম্মাদ ইবনে জুবাইর এবং হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রাঃ)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া 'মুবাহ'। ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), ইসহাক (রঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ঘোড়ার গোশত খাওয়া হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর দলীল হলো ; কুরআন

٣٨٩٩- عن ابن أبي أوفى أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نضجت فجاء منادي النبي ﷺ لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة.

৩৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খায়বার যুদ্ধের দিন আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। ডেকচিগুলোতে গৃহপালিত গাধার গোশত টগবগ করে ফুটছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেছেন: কোন কোন ডেকচির গোশত রান্না হয়ে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এসে ঘোষণা করলো: তোমরা গৃহপালিত গাধার গোশত একটুকরা পরিমাণও খেয়ো না। বরং ডেকচি উল্টিয়ে তা ফেলে দাও। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেন: আমরা তখন পরস্পর বলাবলি করলাম, নবী (সঃ) শুধু এ কারণে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন যে, তা থেকে (আল্লাহ ও রসূলের হক) একপঞ্চমাংশ আলাদা করা হয়নি। আবার কেউ কেউ বললেন: তা চিরদিনের জন্য নিষেধ করেছেন। কারণ, তা নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে।

٣٩٠٠- عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا مع النبي ﷺ فأصابوا حمرا فطبخوها فنادى منادي النبي ﷺ أكفئوا القدور.

৩৯০০. বারা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধে তারা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। খাবার জন্য তারা শুধুমাত্র গৃহপালিত গাধার গোশত সংগ্রহ করে তা রান্না করলেন। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এসে বললেন: ডেকচিগুলো উল্টিয়ে তার ভিতরকার সব গোশত ফেলে দাও।

٣٩٠١- عن عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى يحدثان عن النبي ﷺ أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور

৩৯০১. আদী ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি বারা ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বার যুদ্ধের সময় তারা ডেকচি ভর্তি করে গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হচ্ছিলো। তখন নবী (সঃ) আদেশ দিলেন: ডেকচি উল্টিয়ে সব গোশত ফেলে দাও।

٣٩٠٢- عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي ﷺ في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.

মজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে সওয়ারী ও সৌন্দর্যের উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর গোশত খাওয়া মূল উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তাও উল্লেখ করতেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কথিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েজ বলে মত দিয়েছিলেন।

৩৯০২. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধকালে নবী (সঃ) আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা ও রান্না করা সব রকম গোশত ফেলে দিতে আদেশ করেছিলেন। পরে আর কোনদিনও তা খেতে আদেশ করেননি।

٣٩٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৩৯০৩. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গৃহপালিত গাধা মানুষের মালপত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। (এর গোশত খেলে) তা নিঃশেষ হয়ে যাবে (এবং মানুষ কষ্ট পাবে) এ জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) তা নিষেধ করেছেন, না খায়বার যুদ্ধের সময় তা স্থায়ীভাবে নিষেধ করেছেন, তা আমি জানি না।

٣٩٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ

৩৯০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বার যুদ্ধের গণীমাত বণ্টন করার সময় তা থেকে ঘোড়ার জন্য দু অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ করেছিলেন। নাফে' এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির ঘোড়া থাকলে অর্থাৎ ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করে থাকলে তাকে তিন অংশ এবং ঘোড়া না থাকলে তাকে এক অংশ করে দিয়েছিলেন।

٣٩٠٥ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا

৩৯০৫. জুবাইর ইবনে মুতইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং উসমান ইবনে আফফান নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম : আপনি বনী মুত্তালিবদেরকে খায়বারের গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশের অংশ দিলেন আর আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরা এবং বনী মুত্তালিব আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে একই পর্যায়ের। নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, বনী হাশেম ৯৯ ও বনী মুত্তালিব আমার সাথে আত্মীয়তার বিচারে সমমর্যাদার অধি-

৯৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরদাদা হাশেমের আরও তিন ভাই ছিলেন যাদের নাম হলো : মুত্তালিব, নাওফাল ও আবদে শামস। হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবদে শামসের বংশধর এবং জুবায়ের ইবনে মুতইম ছিলেন নাওফালের বংশধর। আর হাশেম, মুত্তালিব, আবদে শামস ও নাওফাল সবাই আবদে মানাফের পুত্র। এ কারণেই হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আত্মীয়তার ব্যাপারে বনী মুত্তালিবের সমপর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

কারী। জুবায়ের বলেন : নবী (সঃ) বনী আবদে শামস ও বনী নাওফেলদেরকে খায়বারে প্রাপ্ত 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ যা আল্লাহ ও রসূলের জন্য নির্দিষ্ট) থেকে কোন অংশই দেননি।

۶-۹ب - عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ
أَنَا وَأَخَوَانِ لِيْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُوْ بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُوْ رُهْمٍ إِمَّا قَالَ بِضْعٌ
وَإِمَّا قَالَ فِيْ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ أَوْ اِثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِيْ فَرَكِبْنَا
سَفِيْنَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَقَمْنَا
مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ
يَقُوْلُوْنَ لَنَا يَعْنِيْ لِأَهْلِ السَّفِيْنَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ
عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلٰى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَ
إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلٰى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ
رَأٰى أَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ قَالَتْ
أَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ
وَقَالَتْ كَلَّا وَاللّٰهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا
فِيْ دَارٍ أَوْ فِيْ أَرْضِ الْبُعَدَاءِ وَالْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذٰلِكَ فِي اللّٰهِ وَفِيْ رَسُوْلِهِ وَايْمُ اللّٰهِ
لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتّٰى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ
كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَوَاللّٰهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا
أَزِيْغُ وَلَا أَزِيْدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا
قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِيْ مِنْكُمْ وَلَهُ
وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ
أَبَا مُوْسٰى وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَأْتُوْنِيْ أَرْسَالًا يَسْأَلُوْنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا
شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِيْ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ
قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوْسٰى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنِّيْ وَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ
عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ حِيْنَ
يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ

لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ۔

৩৯০৬. আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের কাছে নবী (সঃ)-এর হিজরতের খবর পৌঁছলো। আমি ও আমার আরো দু' ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহুম আমাদের কওমের মোট তিপ্পান্ন অথবা চুয়ান্নজন লোকের সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের সকলের চেয়ে ছোট। আমরা সমুদ্রোপকূলে গিয়ে একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজ যোগে আমরা হাবশায় পৌঁছলাম এবং (সেখানকার বাদশাহ) নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে উপনীত হলাম। আমরা সেখানে জাফর ইবনে আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথে সেখানেই অবস্থান করলাম। অবশেষে নবী (সঃ)-এর খায়বর বিজয়কালে সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। এই সময় কিছুসংখ্যক লোক আমাদেরকে (অর্থাৎ জাহাজে আরোহীদেরকে) বলতো যে, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আসমা বিনতে উমাইসও আমাদের সাথে হাবশা থেকে জাহাজে করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি একদিন নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনিও সবার সাথে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করেছিলেন। আসমার উপস্থিতিতেই উমর হাফসার কাছে গেলেন এবং আসমাকে দেখে হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কে? হাফসা বললেনঃ এ আসমা বিনতে উমাইস। উমর বিস্ময় ভরে বললেনঃ এ সেই হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা! জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণকারিণী আসমা! আসমা বললেনঃ হাঁ। তখন উমর বললেনঃ আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। তাই তোমাদের তুলনায় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী ও হকদার। এ কথা শুনে আসমা রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ কখনো না। আল্লাহর কসম! তোমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে খেতে দিতেন, অজ্ঞ ও জ্ঞানহীনকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে অবস্থিত হাবশা দেশে—যা ছিলো শত্রুর দেশ। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো। তোমাদের মত সুযোগ আমাদের জন্য ছিলো না। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কারণেই এসব কষ্ট বরদাশত করেছি। খোদার কসম, তুমি যা বলছো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তা বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমি খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না। আমি এসব কথা শীঘ্রই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলবো এবং জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা বলবো না, অপব্যাখ্যা করবো না কিংবা বাড়িয়েও বলবো না। অতঃপর নবী (সঃ)-এর আগমনের পর আসমা তাঁকে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! উমর এসব কথা বলেছে। নবী (সঃ) তাকে (আসমাকে) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি তাকে (উমরকে) কি বলেছো? আসমা বললেনঃ আমি তাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছি। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ তোমাদের তুলনায় উমর আমার বেশী ঘনিষ্ঠ ও হকদার নয়। কারণ, উমর ও তার সাথী অন্যরা মাত্র একবার হিজরত করেছে। আর তোমরা জাহাজে ভ্রমণকারীরা দু'বার হিজরত করেছো। আসমা বিনতে উমাইস বলেনঃ আমি আবু মুসা ও জাহাজে ভ্রমণকারীদেরকে এ হাদীসটি শোনার জন্য আমার কাছে দলে-দলে আসতে দেখেছি। তাদের সম্পর্কে নবী (সঃ) যা বলেছিলেন তাদের নিকট তার চেয়ে দুনিয়ার আর কোন বস্তু বড় ও বেশী আনন্দদায়ক ছিলো না। আবু বুরদা বর্ণনা করেন যে, আসমা বলেছেন ঃ আবু মুসাকে দেখেছি, তিনি আমার নিকট থেকে বারবার এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আবু বুরদা আবু মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলা আসলে, কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনেই আমি তাদের চিনতে পারি। আর যদিও দিনের বেলা আমি তাদের বাড়ী দেখিনি। তবুও কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনেই রাতের বেলা আমি তাদের বাড়ী চিনে নিতে পারি। হাকীমও আশআরী গোত্রের লোক। যখনই তিনি কোন দল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)

শত্রুর মোকাবিলা করতেন তখনই তিনি তাদেরকে বলতেন যে, আমার বন্ধুরা তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

٣٩٠٧- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا۔

৩৯০৭. আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজয়ের পর আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি খায়বার যুদ্ধের গণীমাতে আমাদেরকে অংশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে ছাড়া খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কাউকে খায়বারের গণীমাতের অংশ প্রদান করেননি।১০০

٣٩٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ۔

৩৯০৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা খায়বার যুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর গণীমাত হিসেবে স্বর্ণ বা রৌপ্য লাভ করিনি। বরং গণীমাত হিসেবে আমরা যা পেলাম তা ছিলো গরু, উট, দ্রব্যসামগ্রী ও ফলের বাগান। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সেখান থেকে ওয়াদিউল কুরা পৌঁছলাম। মিদআম নামক একজন গোলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলো। বনী দুবাব গোত্রের একজন লোক এই গোলামটি তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলো। সে সওয়ারী থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'হাওদা' নামাচ্ছিলো এমন সময় অজানা স্থান থেকে একটি তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলো এবং সে মারা গেলো। এ দেখে লোকজন বলে উঠলো : কি খুশীর বিষয়, সে শাহাদাত লাভ করলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। বন্টন করা ছাড়াই খায়বার যুদ্ধের গণীমাত থেকে যে চাদর নিয়েছে তা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী (সঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে এসে বললো : আমি এটি পেয়েছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: এই একটি বা দু'টি জুতার ফিতা আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।১০১

---

১০০. অর্থাৎ আশআরী গোত্রের লোক যারা খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা গণীমাতের অংশ পায়নি।

১০১. ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধলব্ধ সব সম্পদ অর্থাৎ গণীমাত বণ্টিত হওয়ার বিধান আছে। বন্টন অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া নিজে নিজেই গণীমাতের কোন মাল হস্তগত করা বা চুরি করা মারাত্মক রকমের

٣٩٠٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا.

৩৯০৯. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমাদের পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও দরিদ্র হওয়ার আশংকা না থাকতো তাহলে আমি গণীমাতের সমুদয় বিজিত জনপদ অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তি মুসলমান সৈনিক-দের মধ্যে ঠিক তেমনভাবে বন্টন করে দিতাম। নবী (সঃ) যেমন খায়বারের ভূমি ও সম্পদ-রাজি বণ্টন করেছিলেন। কিন্তু আমি তা বণ্টন না করে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে রেখে যাচ্ছি যেনো পরবর্তী বংশধরগণ নিজেরা ঐগুলো একের পর এক বণ্টন করে নিতে থাকে।

٣٩١٠ - عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

৩৯১০. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ পরবর্তী মুসলমানদের কথা ভাবতে না হলে বিজিত সব জনপদ ও ভূমিকে আমি ঠিক তেমনভাবে বণ্টন করে দিতাম যেমন ভাবে নবী (সঃ) খায়বারের ভূমি বন্টন করেছিলেন।১০২

٣٩١١ - عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تُعْطِهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ وَاعَجَبَاهُ لِوَبْرٍ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الضَّانِ وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَانُ اجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ.

খেয়ানত। কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরানে ১৬১ নং আয়াতে এ বিষয়ে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবী (সঃ) এ হাদীসটি কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

১০২. হযরত উমর (রাঃ)-এর আশংকা ছিলো যে, বিজিত সবগুলো জনপদ ও ভূমি বর্তমান মুসল-মানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য কিছুই থাকবে না এবং তারা নিঃস্ব হয়ে পড়বে। তাই বিজিত ভূখণ্ডের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের যে মালিকানা স্থাপিত হয়েছিলো তা বিক্রি করতে তিনি তাদের সম্মত করেছিলেন এবং পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে রেখে দিয়েছিলেন।

৩৯১১. আমবাসা ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধের পর) আবু হুরাইরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে খায়বারের গণীমাতের অংশ চাইলেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে আসের এক ছেলে বললো : তাকে খায়বারের গণীমাতের অংশ দিবেন না। জবাবে আবু হুরাইরা বললেন : এতো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী।১০৩ (তাকেই বরং দিবেন না।) সাঈদ ইবনে আসের পুত্র বললো : 'দান' পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা বুনো বিড়ালের কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি। যুবাইদী যুহরী ও আমবাসা ইবনে সাঈদের মাধ্যমে সাঈদ ইবনুল আস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরাইরা) বলেছেন : নবী (সঃ) আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আসের নেতৃত্বে একদল লোককে নাজদের একটি এলাকায় যুদ্ধে পাঠালেন। খায়বার বিজয়ের পর আবান তার সহযাত্রী সৈনিকদের সাথে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছলো। তখন তাদের ঘোড়ার পিঠে খেজুর ছালের পেটি বাঁধা ছিলো। (অর্থাৎ তারা নিঃস্ব ও সহায়-সম্বল হীন ছিলো) আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, আমি তখন বললাম : হে আল্লাহর রসূল! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। এ কথা শুনে আবান বললো : হে, 'দান' পাহাড় শীর্ষের বুনো বিড়াল তুমিই বরং এ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। (অর্থাৎ খায়বারে গণীমাতের অংশ পাওয়ার অযোগ্য) নবী (সঃ) (আবানকে) বললেন : হে আবান, তুমি বসে পড়ো। নবী (সঃ) তাদেরকে (আবান ও তার সঙ্গীদেরকে) কিছুই দিলেন না।

٣٧١٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَدِّيْ أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ أَبَانُ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاعَجَبًا لَكَ وَبْرٌ تَدَأْدَأَ مِنْ قَدُوْمِ ضَأْنٍ يَنْعَى عَلَيَّ امْرَأً أَكْرَمَهُ اللهُ بِيَدِيْ وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِيْنَنِيْ بِيَدِهِ.

৩৯১২. আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার দাদা সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ আমাকে জানিয়েছেন যে, আমর ইবনে সাঈদ নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরাইরা বললেন : হে, আল্লাহর রসূল! এ লোকটি তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনে আবান ইবনে সাঈদ আবু হুরাইরাকে লক্ষ্য করে বললেন : 'দান' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বন্য বিড়াল, তোমার কথায় বিস্ময় লাগছে। সে এমন এক ব্যক্তির (হত্যার) ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করছে আমার হাতে (শাহাদত লাভের মাধ্যমে) আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তার হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করা থেকে তাকে বিরত রেখেছেন। (অর্থাৎ তখন আমি কাফের ছিলাম। এ অবস্থায় তাঁর হাতে নিহত হলে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতাম। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দেননি)।

٣٧١٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ

১০৩. ওহুদ যুদ্ধের সময় আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস কাফের ছিলেন। সাহাবা নু'মান আনসারী ওহুদ যুদ্ধে তার হাতে শহীদ হয়েছিলেন। সাহাবা নু'মান আনসারীকেই হাদীসে ইবনে কাওকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই হয়তো হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাকে (আবানকে) গণীমাতের অংশ দিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ
عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ
ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ
وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ
عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ
الأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِيَحْضَرِ عُمَرُ
فَقَالَ عُمَرُ لاَ وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا
بِي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا
فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ
عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ
عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَ
بَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ
لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ
عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ
عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي
بَكْرٍ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ
نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا
أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ.

৩৯১৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমা আবু বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়ারিস হিসেবে মদীনা ও ফাদাকের

'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) এবং খাইবারের "খুমুছ" বা এক-পঞ্চমাংশের মিরাস চেয়ে পাঠালেন। জবাবে আবু বকর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরগণ অবশ্য প্রয়োজন মতো এ সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারেন। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রেখে যাওয়া এই সাদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিলো তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও আমি করতে পারবো না। আর এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) যে নীতিতে কাজ করেছেন আমিও ঠিক তাই করবো। সুতরাং আবু বকর ঐ সম্পদ থেকে ফাতেমাকে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই এ ব্যাপারে ফাতেমা আবু বকরের ওপর রাগান্বিত হলেন এবং তাকে বর্জন করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর তাঁর সাথে কথা বলেননি। তিনি নবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর ছয়মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইনতিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী একাই তাঁকে রাতের বেলা দাফন করলেন। এমনকি তাঁর ইনতি-কালের খবর তিনি [আলী (রাঃ)] আবু বকরকেও জানালেন না। তিনি [আলী (রাঃ)] নিজেই তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। ফাতেমা রোগশয্যায় জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের কাছে আলীর মর্যাদা ও প্রভাব ছিলো। কিন্তু ফাতেমা ইনতিকাল করলে মানুষের কাছে আলীর সেই মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেলো। তাই তিনি আবু বকরের সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অসুস্থ ফাতেমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি উল্লেখিত মাসগুলোতে বাই'আত হওয়ার সুযোগ পাননি। তাই আবু বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি [আলী (রাঃ)] তাঁকে বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আসুন। তবে আর কেউ যেন আপনার সাথে না আসে। কারণ, উমর এসে হাজির হোক তা তিনি [হযরত আলী (রাঃ)] পসন্দ করতেন না। (কিন্তু বিষয়টি জানার পর) উমর বললেন ঃ না, খোদার কসম, আপনি একাকী তার কাছে যাবেন না। আবু বকর বললেন ঃ আমি আশংকা করি না যে তারা আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করবে। আল্লাহর কসম, আমি তাদের কাছে যাবো। তারপর আবু বকর তাঁদের কাছে গেলেন। তাশাহ্হুদের পর আলী বললেন ঃ আমরা আপনার মর্যাদা এবং যা কিছু আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে সম্পর্কে জানি। আর যে কল্যাণ অর্থাৎ খিলাফত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে বিষয়ও আপনাকে হিংসা করি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি (আমাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ না করে) স্বাধীনচেতা ও খোদ-মোখতার হয়ে বসেছেন। অথচ আমরা মনে করি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে খিলাফতের কাজে (পরামর্শদানের মাধ্যমে) আমা-দেরও কিছু হক আছে। এ কথা শুনে আবু বকর কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর যখন কথা বললেন তখন বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, আমার নিকটাত্মীয়ের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটাত্মীয়গণ আমার নিকট বেশী অগ্রগণ্য। আর [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] এই মাল-সম্পদ নিয়ে আমার ও আপনাদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে আমি উত্তম ও কল্যাণকর পথ অনুসরণ করতে কসুর করি নাই। এক্ষেত্রে আমি এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করি নাই যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করতে দেখেছি। বরং তিনি যা করেছেন আমিও ঠিক তাই করেছি। এরপর আলী আবু বকরকে বললেন ঃ আমি আগামীকাল যোহরের পর আপনার হাতে বাই'আত হওয়ার ওয়াদা করছি। (পর দিন) আবু বকর যোহরের নামায পড়ে মিম্বরে উঠে তাশাহহুদ পড়লেন এবং আলীর অবস্থা ও সেই সাথে (এতদিন) তাঁর বাই'আত না করার যে কারণ তিনি (আলী) তাঁর (আবু বকর) কাছে পেশ করেছেন তাও বর্ণনা করলেন। এরপর আলী খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাশাহ্হুদ পাঠের পরে আবু বকরের অধিকারের অগ্রগণ্যতা উল্লেখ করে বললেন যে, তিনি যা করেছেন তা করতে আবু বকরের প্রতি হিংসা বা যা দ্বারা (খিলাফত) আল্লাহ তাঁকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তা অস্বীকার করার মনোবৃত্তি তাঁকে উৎসাহিত করেনি। বরং আমরা মনে করি যে, এই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আমাদের পরামর্শ দানের হক আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি (আবু বকর) আমাদের পরিহার করে স্বাধীন ও খোদ-মোখতার হয়ে গিয়েছেন। এ কারণে আমাদের মনে কিছুটা ব্যথা লেগেছে। এ কথা শুনে সব মুসলমান আনন্দিত হলো এবং সবাই বললো ঃ আপনি ঠিকই করেছেন। যখন আলী আমর বিল

মারুকের (বাই'আত) দিকে ফিরে আসলে সব মুসলমান আবার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

٣٩١٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ بِالتَّمْرِ.

৩৯১৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজিত হলে আমরা বললাম : এখন আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারবো।১০৪

٣٩١٥- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

৩৯১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমরা পেট পুরে খেতে পেতাম না।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক খায়বরবাসীদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ।

٣٩١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا، فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.

৩৯১৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : খায়বর বিজয়ের পর) রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের অধিবাসীদের জন্য এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (পরবর্তী সময়ে) তিনি উন্নতমানের কিছু খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে (খেজুর দেখে) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : খায়বরের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ—সাধারণ খেজুরের দুই সা' বা তিন সা'য়ের বিনিময়ে আমরা এ ধরনের খেজুরের এক সা' সংগ্রহ করে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এরূপ করবে না১০৫ (অর্থাৎ দুই বা তিন সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর সংগ্রহ করবে না। বরং দিরহামের বিনিময়ে (প্রাপ্ত) সব খেজুর বিক্রি করে ফেলবে এবং পরে দিরহামের বিনিময়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক খায়বরের কৃষি ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার বর্ণনা।

٣٩١٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

১০৪. হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ উক্তি থেকেই বুঝা যায়, ইসলাম কায়েমের জন্য নবী (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের কত কঠোর দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে যে, খায়বর বিজয়ের পূর্বে ঠিক পেট পুরে খাওয়ার মতো খেজুর ও তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ একই রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন।

১০৫. নবী (সঃ) দুই সা' বা তিন সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর কিনতে এজন্য নিষেধ করলেন যে, এভাবে কেনা-বেচা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩৯১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) খায়বারের ভূমি এই শর্তে সেখানকার অধিবাসী ইয়াহুদীদেরকে (ফেরত) দিয়েছিলেন যে, তারা এতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করবে। এর বিনিময়ে তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে।১০৬

অনুচ্ছেদ : যে বকরীকে নবী (সঃ)-এর জন্য বিষাক্ত করা হয়েছিলো। উরওয়া আয়েশার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٩١٨ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ.

৩৯১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) খায়বার বিজিত হলে (এক ইয়াহুদী নারীর পক্ষ থেকে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিষ প্রয়োগকৃত একটি বকরী উপহার দেয়া হয়েছিলো। ১০৭

অনুচ্ছেদ : যায়েদ ইবনে হারিসার যুদ্ধ।

٣٩١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُسَامَةَ عَلٰى قَوْمٍ فَطَعَنُوْا فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِيْ إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

৩৯১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) এক যুদ্ধে উসামা ইবনে যায়েদকে (মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের সমন্বয়ে গঠিত) একদল সৈনিকের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। লোকজন তার (উসামা ইবনে যায়েদের) সমালোচনা করতে শুরু করলো। তা দেখে নবী (সঃ) বললেন : আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়াতে সমালোচনা করছো ইতিপূর্বে তার পিতার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ারও তোমরা সমালোচনা করেছো। আল্লাহর শপথ, সে (উসামা ইবনে যায়েদের পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা) আমীর হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী ছিলো। সে আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলো। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবনে যায়েদ) সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।১০৮

---

১০৬. এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। জিহাদে পরাজিত শত্রুর সব সম্পদই "গণীমাত" নয়। বরং যা কেবল যুদ্ধের ময়দান থেকে হস্তগত হবে তাই গণীমাত, এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন ঘর-বাড়ী, ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদি ফাইয়ের মাল হিসেবে গণ্য হবে।

১০৭. খায়বর বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ইয়াহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইবনে মুশকিমের স্ত্রী-যয়নাব রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি বিষ প্রয়োগকৃত বকরী উপহার পাঠায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত বকরীর গোশত খেলেও আল্লাহর রহমতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি উক্ত ইয়াহুদী মহিলাকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সাহাবা হযরত বারা ইবনে মা'রূর বিষ ক্রিয়ার পরে মারা গেলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

১০৮. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আজাদকৃত ক্রীতদাস ও পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসার পুত্র। তাঁকে যে সেনাদলের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিলো তাতে ছিলেন হযরত আবু বকর, উমর, সা'দ, সাঈদ, আবু উবাইদা এবং কাতাদা ইবনে নু'মান (রাঃ)-এর মতো প্রবীণ আনসার ও মুহাজির সাহাবা। হযরত উসামা (রাঃ) ছিলেন তাদের তুলনায় তরুণ। তাই তাঁকে আমীর

-12 (B)

অনুচ্ছেদ ঃ উমরাতুল কাযা পালন। আনাস উমরাতুল কাযা বিষয়ক হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٢ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَّدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا لَا نُقِرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللّٰهِ لَا اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ اِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَاَنْ لَّا يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّتْبَعَهٗ وَاَنْ لَّا يَمْنَعَ مِنْ اَصْحَابِهٖ اَحَدًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِيْ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَّزَيْدٌ وَّجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّيْ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ اَخِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا قَالَ عَلِيٌّ اَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

৩৯২০. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) যুল-কা'দা মাসে উমরা পালনের নিয়তে মক্কা রওয়ানা হলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং এ শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলো যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে আসলে) তিন দিন মাত্র অবস্থান করতে পারবেন। সন্ধিপত্রে মুসলমানরা লিখলেন ঃ "মুহাম্মাদুর

নিযুক্ত করা কেউ কেউ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আ ছিলেন তাদের অগ্রভাগে। তিনি বললেন ঃ এ বাচ্চা কি মুহাজিরদের নেতা হতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জানালে তিনি এ হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন। পিতা-পুত্রের মর্যাদাই হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ" আল্লাহর রসূলে মুহাম্মদ আমাদেরকে এ চুক্তিনামা লিখে দিয়েছেন। এতে আপত্তি করে মুশরিকরা বললো : আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল) স্বীকার করি না। আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল স্বীকার করলে মোটেই বাধা দিতাম না। আমরা তো আপনাকে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বলে জানি। শুনে নবী (সঃ) বললেন : আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও আল্লাহর রসূল। অতঃপর তিনি আলীকে বললেন : রসূলুল্লাহ কথাটা মুছে ফেল। আলী বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কখনো আপনার নাম মুছে ফেলবো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন নিজে চুক্তিনামাখানা হাতে নিলেন। তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না। তবুও তিনি লিখলেন : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে এ সন্ধিপত্র লিখে দেয়া হলো যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারী ছাড়া আর কোন অস্ত্র মক্কায় আনবেন না। তাঁর সাথে যেতে চাইলেও মক্কার কোন অধিবাসী সংগে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় অবস্থান করতে চাইলে তাকে বাধা দিতে পারবে না। পরবর্তী বছর (উমরাতুল কাযা আদায়ের জন্য তিনি সাহাবাদের সাথে) মক্কায় প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে (মক্কাবাসী মুশরিকরা) আলীর কাছে এসে বললো : আপনার সংগীকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলুন : নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে তাই তিনি যেন চলে যান। এরপর নবী (সঃ) মক্কা থেকে রওয়ানা হলে হামযার কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পেছনে পেছনে আসলো। আলী তার হাত ধরে উঠিয়ে নিলেন এবং ফাতিমাকে গিয়ে বললেন : তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা তাকে উঠিয়ে নিলেন। (মদীনায় পৌঁছে) আলী, যায়েদ ইবনে হারিসা এবং জাফর তাকে নিয়ে ঝগড়া শুরু করলেন। আলী বললেন : আমিই তাকে এনেছি এবং আমার চাচার কন্যা। জাফর বললেন : সে আমার চাচার কন্যা। তার খালা আমার স্ত্রী। অতএব সে আমার কাছেই থাকবে। আর যায়েদ ইবনে হারিসা বললেন : সে আমার ভাইয়ের কন্যা। অতএব সে আমার কাছেই থাকবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর খালার কারণে জাফরের পক্ষে ফয়সালা করলেন এবং বললেন : খালা মায়ের সমপর্যায়ের। তারপর তিনি আলীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার সাথে সম্পর্কিত এবং আমি তোমার সাথে সম্পর্কিত। জাফরকে বললেন, তুমি শারীরিক ও চারিত্রিক দিক থেকে আমার মতো। আর যায়েদ ইবনে হারিসাকে বললেন : তুমি আমাদের (দ্বীনী) ভাই ও আজাদকৃত ক্রীতদাস। আলী [নবী (সঃ)-কে] বললেন : আপনি হামযার কন্যাকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি বললেন : সে আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা।[১০৯] সুতরাং আমি তাকে বিয়ে করতে পারি না।

٣٩٢١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

৩৯২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা পালনের জন্য (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই নবী (সঃ) হুদাইবিয়াতেই কোরবানীর পশু

১০৯. হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) ও হযরত হামযা (রাঃ) একই সাথে এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন। সেই বিচারে তাঁরা পরস্পরে দুধ-ভাই। ইসলামে বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম দুধের সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা হারাম।

যবেহ এবং মাথা মুণ্ডন করলেন। আর এ শর্তে মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সন্ধিপত্র লিখে দিলেন যে, তিনি পরবর্তী বছর উমরা পালন করবেন এবং শুধু তরবারী ছাড়া আর কোন অস্ত্রশস্ত্র সাথে আনবেন না এবং মক্কাবাসীগণ যে ক'দিন মনে করবে সেই ক'দিন তিনি মক্কায় অবস্থান করবেন। নবী (সঃ) পরবর্তী বছর উমরা পালন করলে সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিন দিন অবস্থানের পর কাফেররা তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে বললে তিনি মক্কা ছেড়ে চলে আসলেন।

٣٩٢٢- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

৩৯২২. মুজাহিদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবাইর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলে দেখতে পেলাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী (সঃ) ক'টি উমরা পালন করেছেন? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : তিনি [নবী (সঃ)] চারটি উমরা পালন করেছেন। এরপর আমরা আয়েশার মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁকে বললেন : হে উম্মুল মু'মিনীন, আবু আবদুর রহমান (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলছেন যে, নবী (সঃ) চারটি উমরা পালন করেছেন। তাঁর এ কথা কি আপনি শুনেছেন। আয়েশা বললেন, নবী (সঃ) যতগুলো উমরা পালন করেছেন তার সবগুলোতেই তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। তবে নবী (সঃ) রজব মাসে কখনো কোন উমরা পালন করেননি।

٣٩٢٣- عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

৩৯২৩. ইসমাইল ইবনে আবু খালেদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে বলতে শুনেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) হুদাইবিয়ার পরের বছর যখন উমরাতুল কাযা পালন করলেন তখন মুশরিক ও তাদের ছেলেপেলেরা যাতে কষ্ট দিতে বা আঘাত করতে না পারে সে জন্য আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আড়াল করে রেখেছিলাম।

٣٩٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلٰثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا

إِلاَّ شَوْطًا كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ .

৩৯২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের বছর উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (মক্কায়) আগমন করলে মুশরিকরা পরস্পর বলতে শুরু করলো যে, এমন একদল লোক তোমাদের কাছে আসছে ইয়াসরিবের জ্বর১১০ যাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই নবী (সঃ) সাহাবাদের সবাইকে তাওয়াফের প্রথম তিন "শওত" বা চক্করে (দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থান বাদে) "রমল" অর্থাৎ শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেন। আর দু'রুকনের মাঝে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে বললেন। মুসলমানদের প্রতি স্নেহপরবশ হয়েই শুধু তিনি সব ক'টি 'শওত' বা চক্করে 'রমল' করতে নির্দেশ দেননি অপর একটি সনদে ইবনে সুলামা আইয়ুব ও সা'ঈদ ইবনে জুবায়েরের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, পরবর্তী বছরে (অর্থাৎ যে বছরের জন্য মুশরিকদের নিকট থেকে চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন) উমরা পালনের জন্য মক্কা আগমন করলে মুশরিকদেরকে দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য সব সাহাবাকে (তাওয়াফে) 'রমল' করতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় মুশরিকরা মক্কার কুয়াইকিয়ান পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখতেছিলো।

٣٩٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

৩৯২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরাতুল কাযা পালন-কালে বায়তুল্লাহর "তাওয়াফে"র সময় শুধু মুশরিকদেরকে শক্তিপ্রদর্শনের জন্য নবী (সঃ) "সাফা-মারওয়ার" মাঝে দৌড়িয়েছিলেন।

٣٩٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ .

৩৯২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ইহরাম খুলে (ইহরামের সময় শেষ হলে) তার

১১০. মুশরিকরা বলছিলো ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনার জ্বরে মুসলমানেরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানরা দুর্বল বা হীনবল হয়ে পড়েনি তা প্রদর্শনের জন্য নবী (সঃ) তাদের শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরত্ব সহকারে তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেন। যাতে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য দেখে মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে যায়। আর দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে 'রমল' না করে সাধারণ গতিতে হাঁটতে বলেছিলেন এ জন্য যে, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে 'কুয়াইকিয়ান' পাহাড়ের দিক থেকে দেখছিলো। সেদিক থেকে দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু আড়াল হয়ে থাকে, দেখা যায় না।

সাথে নির্জন বাস করেছিলেন। মায়মুনা (মক্কা থেকে দূরে) 'সারিফ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেছিলেন।

অপর একটি সনদে ইবনে ইসহাক ইবনে আবু বুহাইহ্, আবান ইবনে সালেহ, আতা ও মুজাহিদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, উমরাতুল কাযা পালনের সময় নবী (সঃ) মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : শামদেশে (সিরিয়া) সংঘটিত মুতার যুদ্ধ।

٣٩٢٧- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ.

৩৯২৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) মুতা'র যুদ্ধে শাহাদতপ্রাপ্ত জাফর ইবনে আবু তালিবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন যে, জাফর ইবনে আবু তালিবের দেহে বর্শা ও তরবারীর পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এসব আঘাতের সবগুলোই ছিলো সম্মুখ থেকে। পেছন দিক থেকে একটি আঘাতের চিহ্নও ছিলো না। (অর্থাৎ তিনি কোন অবস্থায়ই পেছন ফিরে পালাতে চেষ্টা করেননি)।

٣٩٢٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ

৩৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মুতা'র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ ইবনে হারিসাকে আমীর নিযুক্ত করে বলেছিলেন : যায়েদ নিহত হলে জাফর ইবনে আবু তালিব আমীর হবেন। যদি জাফর ইবনে আবু তালিবও নিহত হয় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : সে যুদ্ধে আমিও তাদের সাথে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে খোঁজ করলে তাঁকে শহীদদের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমরা তাঁর শরীরে নব্বইটির অধিক তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন দেখেছি।[১১১]

১১১. আগের হাদীসে শহীদ জাফর ইবনে আবু তালিবের দেহে পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। আর এ হাদীসটিতে নব্বইটির অধিক বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে দু'টি হাদীসে দু'রকম কিভাবে বর্ণিত হলো? এর জবাবে বলা যায়, আগের হাদীসে তরবারী ও বর্শার আঘাতের সংখ্যা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তীরের আঘাতের কথা বলা হয়নি। আর পরের হাদীসটিতে বর্শা ও তীরের আঘাতের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক।

٣٩٢٩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

৩৯২৯. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) যুদ্ধের ময়দান থেকে খবর আসার আগেই নবী (সঃ) লোকদেরকে যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ যায়েদ পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলে শাহাদত লাভ করলো। তখন জাফর পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু সেও শাহাদত লাভ করলো। তখন ইবনে রাওয়াহা পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো এবং সেও শাহাদত বরণ করলো। এ কথা বলার সময় নবী (সঃ)-এর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। (তিনি বললেনঃ) অবশেষে আল্লাহর এক তরবারী পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো আর তার নেতৃত্বে আল্লাহ তাদের খৃস্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন।

٣٩٣٠- عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ قَالَ فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

৩৯৩০. আমরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যখন যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের খবর এসে পৌঁছলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে গিয়ে বসলেন। সে সময় তাঁর চেহারায় শোক ও বেদনার ছাপ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো। আয়েশা বলেন ঃ আমি তখন দরযার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! জাফর ইবনে আবু তালিবের বাড়ীর মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করতে বললেন। আয়েশা বলেন ঃ লোকটি চলে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শুনেনি। আয়েশা বলেন ঃ তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] লোকটিকে আবার যেতে বললে সে গেলো এবং ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহর শপথ! তারা আমার কথায় আমল দিচ্ছে না। আয়েশা বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ তাদের মুখের ওপর মাটি ছুঁড়ে মারো। আয়েশা বলেন, আমি তখন লোকটিকে বললাম ঃ আল্লাহ তোমার নাকে ক্ষত সৃষ্টি করুন। আল্লাহর শপথ!

রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে যা করতে বলছেন, তুমি তা করতেও সক্ষম নও আবার ক্লান্ত হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেও ছেড়ে যাচ্ছ না।

٣٩٣١- عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ

৩৯৩১. আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখনই জাফর ইবনে আবু তালিবের পুত্রকে সালাম দিতেন তখনই বলতেন : হে দু'পাখনাওয়ালার পুত্র![১১২]

٣٩٣٢- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ

৩৯৩২. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : মূতা'র যুদ্ধে আমার হাতে ন'খানা তরবারী ভেঙেছিলো। আমার হাতে শুধুমাত্র একখানি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারী অবশিষ্ট ও অক্ষত ছিলো।

٣٩٣٣- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ

৩৯৩৩. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে বলতে শুনেছি, মূতা'র যুদ্ধে ন'খানা তরবারী ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিলো। শুধুমাত্র আমার একখানা প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারী অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিলো।

٣٩٣٤- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاجَبَلَاهْ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ.

৩৯৩৪. নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা একদিন বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাঁর বোন আমরা বিনতে রাওয়াহা—হায়! হায়! পাহাড়ের মতো ভাই আমার। হায়! অমুকের মতো, হায়! অমুকের মতো, এভাবে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী বলে ক্রন্দন শুরু করলো। সংজ্ঞা ফিরে পেলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাঁর বোনকে বললেন : তুমি যা যা বলে কান্নাকাটি করেছো আমাকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করে বলা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই এরূপ? (অর্থাৎ পাহাড়ের মতো ভাই বলা হলে বেহুঁশ অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই পাহাড়ের মতো?)

---

১১২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর জাফর ইবনে আবু তালিবকে দু'পাখাওয়ালা বলতেন এ জন্য যে, মূতায় যুদ্ধে তার দু'হাত কাটা গেলে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর দু'হাতের বিনিময়ে দু'টি পাখা দান করেন যার সাহায্যে তিনি বেহেশতের মধ্যে উড়ে বেড়ান।

৩৯৩৫- عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهٰذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ .

৩৯৩৫. নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি "কোন এক সময় 'আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বেঁহুশ হয়ে পড়লেন" বলে এ (উপরোক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করলেন। (তবে এ হাদীসে এতটুকু বেশী বর্ণিত আছে যে,) তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর বোন মোটেই কাঁদেননি।১১৩

অনুচ্ছেদ : জুহাইনা গোত্রের অন্তর্গত 'হুরুকাত'১১৪ উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সঃ)-এর উসামা ইবনে যায়েদকে প্রেরণ।

৩৯৩৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

৩৯৩৬. উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে হুরুকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠালে আমরা খুব ভোরে গোত্রটির ওপরে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলাম। এ সময়ে আমি এবং আনসারদের একজন লোক তাদের (হুরুকা উপ-গোত্রের) একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা তাকে ঘিরে ফেললে সে তখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়ে ঈমান গ্রহণের ঘোষণা করলো। (আমার সাথের) আনসারী তখন অস্ত্র সংবরণ করলো। কিন্তু আমি তাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলাম। পরে আমরা মদীনায় ফিরে আসলে খবরটি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি আমাকে বললেন : উসামা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো? আমি বললাম : সেতো প্রাণ রক্ষার জন্য কালেমা পড়েছিলো। এরপরও তিনি কথাটি (অর্থাৎ উসামা, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো?) বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো, আজকের এ দিনটির পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কতই ভালো হতো।১১৫

---

১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর মূতার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর বেহুঁশ হওয়ার ঘটনা এ যুদ্ধের পূর্বের কোন এক সময়ের। বেহুঁশ হওয়ার ঐ ঘটনায় তাঁর বোন আমরা বিনতে রাওয়াহা তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে কান্নাকাটি করলে তিনি তাঁর বোনকে নিষেধ করেছিলেন। তাই মূতার যুদ্ধে তাঁর শাহাদতের খবর পেয়ে তাঁর বোন মোটেই কাঁদেননি। এ হাদীসে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৪. 'হারকুন' (حرق) শব্দ থেকে হুরুকাত শব্দের উৎপত্তি। 'হারকুন' শব্দের অর্থ আগুনে পোড়ানো। তারা একটি গোত্রকে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো। তাই এ উপ-গোত্রটির নাম 'হুরুকাত' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১১৫. উসামা ইবনে যায়েদের উক্তি "আজকের এ দিনটির পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো"-এর অর্থ এ নয় যে, পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি কোন খারাব কাজ করেছেন বলে মনে করেছিলেন। ইসলামের মতো নে'য়ামতকে গ্রহণ করতে পারা নিঃসন্দেহে সবার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে 'হুরুকা' উপগোত্রের "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে

٣٩٣٧- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ ـ

৩৯৩৭. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া অন্য যেসব সেনাদল তিনি (বিভিন্ন সময়) প্রেরণ করেছেন তার নয়টিতে অংশ গ্রহণ করেছি। তার মধ্যে একবার আবু বকর আমাদের আমীর ছিলেন এবং একবার উসামা ইবনে যায়েদ আমাদের আমীর ছিলেন।

٣٩٣٨- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا ـ

৩৯৩৮. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। আর যায়েদ ইবনে হারিসার সাথেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) তাঁকে আমাদের সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

٣٩٣٩- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرَدِ قَالَ يَزِيْدُ وَنَسِيْتُ بَقِيَّتَهُمْ

৩৯৩৯. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) আমি নবী (সঃ)-এর নেতৃত্বে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে তিনি খায়বার, হুদাইবিয়া, হুনাইন ও যি-কারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ বলেছেন যে, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলির কথা আমি ভুলে গিয়েছি।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। নবী (সঃ)-এর অভিযান প্রস্তুতি সম্পর্কে মক্কাবাসী মুশরিকদের খবর দিয়ে হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর লোক পাঠানোর ঘটনা।

٣٩٤٠- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ قُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيَ الْكِتَابُ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلٰى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ يَقُوْلُ كُنْتُ

নবী (সঃ)-এর কাছে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মোটেই চাননি। ঐ দিনটির পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না।

حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ
أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ
يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًى بِالْكُفْرِ بَعْدَ
الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

৩৯৪০. উবাইদ্‌ল্লাহ ইবনে আব্‌ রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আলীকে বলতে শুনেছি। নবী (সঃ) (মক্কা বিজয়ের পূর্বে একদিন) আমাকে এবং যুবায়ের ও মিকদাদকে বললেন : তোমরা রওয়ানা হয়ে রওযায়ে খাখ্‌ নামক জায়গায় চলে যাও। সেখানে দেখবে উটের পিঠে হাওদায় বসে এক মহিলা (মক্কার দিকে) যাচ্ছে। তার কাছে একখানা পত্র আছে। ঐ পত্রখানা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আলী বলেন : আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত ধাবিত হলো। আমরা রওযায়ে খাখে পৌঁছে গেলাম এবং (উটের পিঠে) হাওদায় বসা এক স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম : পত্রখানা আমাদেরকে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নাই। আমরা বললাম : পত্র বের করো। অন্যথায় আমরা তোমার কাপড় খুলে তালাশ করবো। আলী বলেন : তখন সে তার চুলের ঝুঁটির মধ্য থেকে পত্র বের করে আমাদেরকে দিলো। আমরা পত্রখানা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেলো মক্কার কিছু মুশরিক ব্যক্তিবর্গের নামে লেখা হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর পত্র। তাদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু তৎপরতার খবর দিয়ে পত্রখানা লেখা। হাতিবকে (ডেকে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হাতিব, এ কি কান্ড করেছো! তখন হাতিব বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি গোত্রগত দিক থেকে কুরাইশদের নিজের লোক ছিলাম না। বরং কুরাইশদের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন লোক অর্থাৎ তাদের বন্ধু ছিলাম। কিন্তু আপনার সাথে যারা হিজরত করেছেন, কুরাইশ গোত্রে তাদের সবারই আত্মীয়-স্বজন আছে। আর এসব আত্মীয়-স্বজনই তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কুরাইশদের মধ্যে আমার কোন বংশগত আত্মীয়-স্বজন যখন নাই, তাই আমি মনে করলাম যে, এভাবে আমি কুরাইশদের কিছু উপকার করলে তারা আমার আত্মীয়-পরিজনদের রক্ষা করবে। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ কাজটি আমি দ্বীনকে পরিত্যাগ বা কুফরের প্রতি রাজী হওয়ার কারণে করি নাই। সব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে। এ সময় উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জানো না, হয়তো আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজকর্ম দেখে বলে দিয়েছেন : তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করো এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (বাসভূমি ও ঘরবাড়ী ছেড়ে) বেরিয়ে থাকো তাহলে আমার ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে

বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের আচরণ করবে অথচ, যে সত্য (সঠিক জীবনবিধান) তোমরা লাভ করেছো, তা মানতে তারা অস্বীকার করেছে। তাদের আচরণ এমনই যে, একমাত্র তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার কারণেই তারা রসূল ও তোমাদের দেশান্তরিত করেছে। তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কাছে বন্ধুত্ব-মূলক পত্র পাঠাও। অথচ গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমরা যা করো, তার সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্যে থেকে যেই এরূপ করবে নিশ্চিতভাবেই সে সরল-সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে।"—(সূরা মুমতাহানা, আয়াত—১)।

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ রমযান মাসে সংঘটিত হয়।

৩৯৪১- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ الْكَدِيْدَ الْمَاءَ الَّذِىْ بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ اَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ يُفْطِرُ حَتّٰى انْسَلَخَ الشَّهْرُ -

৩৯৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবনে মুসাই-য়েবকেও এরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। (অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিলো) অপর একটি সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ (মক্কা বিজয়ের অভিযানে) রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখেছিলেন। অবশেষে কাদীদ নামক এলাকার কুদাইদ ও উসফান নামক জায়গার মধ্যবর্তী একটি ঝর্ণার ধারে উপস্থিত হলে ইফতার করেন। এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত আর রোযা রাখেননি।

৩৯৪২- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ فِىْ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ اٰلَافٍ وَذٰلِكَ عَلٰى رَاْسِ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى مَكَّةَ يَصُوْمُ وَيَصُوْمُوْنَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ اَفْطَرَ وَاَفْطَرُوْا قَالَ الزُّهْرِىُّ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰخِرُ فَالْاٰخِرُ -

৩৯৪২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) নবী (সঃ) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে দশ হাজার মুসলমানসহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনায় আসার সাড়ে আট বছর হয়ে গিয়েছে। নবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ রোযা অবস্থায় মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গার মধ্যবর্তী কাদীদ নামক ঝর্ণার পাশে পৌঁছলে তিনি ইফতার করলেন এবং মুসলমানগণও সবাই ইফতার করলেন। যুহরী বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজকর্মের সর্বশেষটিকেই আমলের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।১১৬

১১৬. এ হাদীসে উল্লেখিত ইমাম যুহরী (রঃ)-এর রায় থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)

٣٩٤٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّمِ أَفْطِرُوا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

৩৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) নবী (সঃ) রমযান মাসে হুনায়েনের যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর সংগী মুসলমানদের অবস্থা ছিলো তখন বিভিন্ন। তাদের কেউ কেউ ছিলো রোযাদার আবার কেউ কেউ ছিলো রোযাহীন অবস্থায়। নবী (সঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে ঠিকমত বসে একপাত্র দুধ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পানি আনতে বললেন। তারপর পাত্র নিজের হাতের ওপর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারীর পিঠে রেখে লোকজনের দিকে তাকালেন। এ দেখে রোযাহীন লোকেরা রোযাদারদের ডেকে বললো : তোমরা রোযা ভেঙে ফেলো। অপর একটি সনদে আবদুর রাজ্জাক মা'মার, আইয়ুব ও ইকরামার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) রমযান মাসে এ অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। এ বিষয়টি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব, ইকরামাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٤٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -

৩৯৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে রোযা রেখে মক্কা বিজয়ের অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি একপাত্র পানি চাইলেন এবং সবাই যাতে দেখতে পারে সেজন্য তিনি তা দিনের বেলা পান করলেন এবং পরে মক্কা না পৌঁছা পর্যন্ত রোযা রাখলেন না। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সময় সফরে রোযা রেখেছেন আবার কোন কোন সময় সফরে রোযা ভেঙেছেন। তাই কেউ চাইলে সফরে রোযা রাখতে পারে আবার কেউ চাইলে সফরে রোযা ভাঙতেও পারে।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে পতাকা স্থাপন করেছিলেন।

٣٩٤٥ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ

কোন সময় একটি কাজ করে থাকলেও পরে যদি তার বিপরীত বা তা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন, তাহলে পরবর্তী কাজটি আমলের জন্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরবর্তী কথা বা কাজের দ্বারা পূর্বের কথা বা কাজ বিপরীত ধর্মী বা ভিন্নতর হলে তা 'মনসুখ' বা রহিত হয়ে যায়।

الْخَبَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلُوْا يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى اَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ فَاِذَا هُمْ بِنِيْرَانٍ
كَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ مَا هٰذِهٖ لَكَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ
بْنُ وَرْقَاءَ نِيْرَانُ بَنِيْ عَمْرٍو فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ عَمْرٌو اَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ فَرَاٰهُمْ
نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَدْرَكُوْهُمْ فَاَخَذُوْهُمْ فَاَتَوْا بِهِمْ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ اَحْبِسْ اَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ
حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَمُرُّ
كَتِيْبَةً كَتِيْبَةً عَلٰى اَبِيْ سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيْبَةٌ قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هٰذِهٖ
قَالَ غِفَارُ قَالَ مَا لِيْ وَلِغِفَارٍ ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ
هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اَقْبَلَتْ كَتِيْبَةٌ
لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هٰذِهٖ قَالَ هٰؤُلَاءِ الْاَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ
مَعَهُ الرَّايَةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا اَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ. اَلْيَوْمَ
تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ ثُمَّ جَاءَتْ
كَتِيْبَةٌ وَهِيَ اَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهٗ وَرَايَةُ النَّبِيِّ
ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَلَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِاَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلٰكِنْ
هٰذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللّٰهُ فِيْهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسٰى فِيْهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَاَمَرَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهٗ بِالْحَجُوْنِ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَنِيْ نَافِعُ بْنُ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ
هٰهُنَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ قَالَ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَنْ يَدْخُلَ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ
النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُدًا فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حُبَيْشُ بْنُ الْاَشْعَرِ
وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ.

৩৯৪৫. হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন।
(উরওয়া ইবনে যুবাইয়ের বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা বিজয়ের

অভিযানে রওয়ানা হলেন। এ খবর কুরাইশদের কাছে পেঁছলে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা (একদিন রাতের বেলা) রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বের হলো। সামনে অগ্রসর হয়ে তারা 'মার্‌রায্‌যাহ্‌রান' নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলে হজ্জের মওসুমে আরাফাত ময়দানে যেমন আগুন জ্বালিয়ে আলো করা হয়, সে রকম অনেক আলো দেখতে পেলো। আবু সুফিয়ান বললো : এসব আলো কিসের? এ যেন হুবহু আরাফাতের আলোর মত (সংখ্যায় অনেক) দেখা যাচ্ছে। বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা বললো, এসব বনী 'আমর' গোত্রের আলো। জবাবে আবু সুফিয়ান বললো, বনী 'আমর' গোত্রের লোকসংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্ষীরা তাদেরকে দেখে ফেললো এবং পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলো। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন তখন আব্বাসকে বললেন : আবু সুফিয়ানকে সেনাদলের যাত্রাপথের সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করাবে যেনো সে মুসলমানদের গোটা সেনাবাহিনীকে দেখতে পায়। তাই আব্বাস তাকে এরূপ একটি স্থানে থামিয়ে রাখলেন। এবার নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের (সশস্ত্র) লোকেরা আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলো। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করলো। তা দেখে আবু সুফিয়ান বললেন : হে আব্বাস! এরা কোন্ গোত্রের লোক? আব্বাস বললেন : এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বললেন : আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে তো কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কলহ-বিবাদ ছিলো না। তারপর জুহাইনা গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। এবারও আবু সুফিয়ান অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর সা'দ ইবনে হুযাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। আবু সুফিয়ান আবারও পূর্বের মতো প্রশ্ন করলেন। তারপর সুলাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। আবু সুফিয়ান এবারও অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। এরপর আবু সুফিয়ান দেখেননি এরূপ একটি বিশাল সেনাদল অতিক্রম করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এরা কোন্ গোত্রের? আব্বাস বললেন : এটি আনসারদের সেনাদল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদা। তিনি পতাকা বহন করে নিচ্ছিলেন। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন : হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন। আজ কা'বার অভ্যন্তরেও রক্তপাত হালাল। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললো : হে আব্বাস! ধ্বংসের দিন কত উত্তম! এরপর সবচাইতে ছোট একটি সেনাদল অতিক্রম করলো। এ দলের মধ্যে খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ছিলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়ামের হাতে ছিলো নবী (সঃ)-এর পতাকা। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি (আবু সুফিয়ান) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : উ'বাদা যা বলেছে তা কি আপনি জানেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললেন : সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সা'দ ইবনে উ'বাদা মিথ্যা কথা বলেছে। আজকের এদিনে বরং আল্লাহ তা'আলার কা'বাকে মর্যাদায় ভূষিত করা হবে এবং আজকের এদিনে কা'বাকে গিলাফ দিয়ে আচ্ছাদিত করা হবে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) 'হাজুন' নামক জায়গায় তাঁর পতাকা স্থাপনের আদেশ করলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : নাফে' ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'এম আমাকে বলেছেন : আমি আব্বাসকে বলতে শুনেছি। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে বলেছিলেন : হে আবু আবদুল্লাহ! (মক্কা বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তো আপনাকে এখানেই পতাকা স্থাপন করতে আদেশ করেছিলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : সেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে মক্কার উচ্চভূমি কাদা'র দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে আদেশ করেছিলেন। আর নবী (সঃ) খোদ 'কুদা' নামক এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন শুধু খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দুজন অশ্বারোহী সৈনিক হুবাইশ ইবনুল আশ'আর এবং কুর্য ইবনে জাবের ফিহ্‌রী শহীদ হয়েছিলেন।

٣٩٤٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِيْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

৩৯৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর উটের ওপর বসে মিষ্ট স্বরে সূরা "ফাত্হ্" পাঠ করতে দেখেছি। মুআবিয়া ইবনে কুররা বলেছেন : যদি আমার পাশে লোকজন জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল যেভাবে মিষ্ট কণ্ঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরআন শরীফ পড়া শুনিয়েছেন, আমিও সেভাবে শুনাতাম।

٣٩٤٧- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ

৩৯৪৭. উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের অভিযানে (বিজয়ের একদিন আগে) তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন বা রাত্রিযাপন করবেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন : আকীল কি কোন জায়গা রেখে গিয়েছে। তারপর (তিনি) বললেন : ঈমানদার ব্যক্তি কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও ঈমানদারের উত্তরাধিকারী হয় না।১১৭

٣٩٤٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ.

৩৯৪৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের পূর্বে বলেছিলেন : আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইনশা আল্লাহ 'খাইফ' হবে আমার অবস্থান স্থল যেখানে কুরাইশরা শপথ করে বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের বিরুদ্ধে বিখ্যাত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলো।

٣٩٤٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ.

---

১১৭. হাদীসের বর্ণনাকারী রাবী যুহরীকে জিজ্ঞেস করা হলো : আবু তালিবের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো কে? জবাবে তিনি বললেন : আকীল এবং তালিব তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। মা'মার যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইবনে যায়েদ হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? তবে ইউনুসের বর্ণনায় হজ্জ বা বিজয়ের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

৩৯৪৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হুনাইনের যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বললেন : ইনশা আল্লাহ বনী কিনানা গোত্রের 'খাইফ' নামক জায়গা হবে আমাদের অবস্থানস্থল; যেখানে কুরাইশরা কুফরের ওপর শপথ করেছিলো।

٣٩٥٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلْهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.

৩৯৫০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) লৌহ-শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সবেমাত্র শিরস্ত্রান খুলে রেখেছেন তখনই এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল খানায়ে কা'বার গিলাফ ধরে আছে।১১৮ নবী (সঃ) বললেন : তাকে হত্যা করো। মালেক বলেছেন : আমার মনে হয় সেদিন (মক্কায় প্রবেশের দিন) নবী (সঃ) ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না। সঠিক ব্যাপার অবশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

٣٩٥١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

৩৯৫১. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন বায়তুল্লাহর চারপাশে হারাম শরীফের মধ্যে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। নবী (সঃ) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত-করছিলেন এবং বলছিলেন : সত্য এসেছে, আর মিথ্যা পালিয়েছে। সত্য এসেছে, বাতিল পুনরায় আর আসবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ইসলাম বাতিলকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়েছে। এখন শুধু ইসলামই থাকবে।)

٣٩٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا

১১৮. জাহেলী যুগে ইবনে খাতালের নাম ছিলো আবদুল উয্‌যা। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় আব্দুল্লাহ। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার "মুরতাদ" হয় এবং বিনা কারণে কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দু'জন গায়িকা ক্রীতদাসী ছিলো। তারা তার নির্দেশে গান গেয়ে গেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কুৎসা প্রচার করতো। তাই মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সঃ)এর নির্দেশে তাকে যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যস্থলে হত্যা করা হয়।

بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৯৫২. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মক্কা বিজয়ের অভিযানে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আগমন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ থেকে বিরত থাকলেন। সেই সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক মূর্তি ছিলো। তিনি ঐগুলোকে বের করে ফেলার নির্দেশ দিলে তা বের করে ফেলা হলো। ইবরাহীম ও ইসমাইলের মূর্তিও সেখান থেকে বের করা হলো। তাঁদের হাতে ভালো মন্দ ভাগ্য গণনার তীর ছিলো। তা দেখে নবী (সঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) ধ্বংস করুন। তারা (মুশরিকরা) জানতো যে, ইবরাহীম ও ইসমাইল ভাগ্যের ভালো-মন্দ গণনার জন্য কখনো তীর নিক্ষেপ করেননি। এরপর (সব মূর্তি বের করা হলে) নবী (সঃ) বায়তুল্লাহর ভিতর প্রবেশ করলেন, একপাশে গিয়ে তাকবীর বললেন, এবং নামায আদায় না করেই বেরিয়ে আসলেন।

মা'মার আইয়ুবের নিকট থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। উহাইব ইবনে খালিদ আজলানী আইয়ুব ও ইকরামার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ। লাইস ইবনে আস'আদ বলেছেন, ইউনুস নাফে' ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মাধ্যমে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইবনে যায়েদকে পিছনে বসিয়ে উচ্চভূমির দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সাথে বেলাল এবং বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষী উসমান ইবনে তালহাও ছিলেন। নবী (সঃ) মসজিদে হারামের আঙিনায় নিজের সওয়ারীকে বসিয়ে উসমান ইবনে তালহাকে বায়তুল্লাহর চাবি আনতে বললেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। উসামা ইবনে যায়েদ, বেলাল ও উসমান ইবনে তালহাও তাঁর সাথে প্রবেশ করলেন। নবী (সঃ) বায়তুল্লাহর মধ্যে দীর্ঘসময় অবস্থান করে বের হলে অন্য সবাই কা'বাতে প্রবেশ করার জন্য ছুটে গেলো। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তিনি বেলালকে দরজার পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন্ জায়গায় নামায পড়েছেন তা জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে জায়গায় নামায পড়েছেন বেলাল ইশারা করে তাকে সে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে কত রাক'আত নামায পড়েছিলেন, আমি বেলালকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

٣٩٥٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوُهَيْبٌ فِي كَدَاءٍ

৩৯৫৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমির "কাদা" নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

٣٩٥٤- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ

৩৯৫৪. হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমির 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন।

৩৯৫৫- عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ -

৩৯৫৫. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একমাত্র উম্মেহানী ছাড়া আর কেউ নবী (সঃ)-কে সালাতুদদুহা বা চাশ্‌তের নামায পড়তে দেখেছেন—এমন কথা বলেননি। উম্মে হানী বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) তার বাড়ীতে গোসল করে আট রাক'আত নামায পড়েছেন। উম্মে হানী বলেছেন : আমি আর কখনো তাঁকে [নবী (সঃ)-কে]-এর চাইতে সংক্ষিপ্ত নামায পড়তে দেখি নাই। তবে তিনি রুকু' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবেই আদায় করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার গুনদার, শু'বা, মনসুর, আবুদ্দুহা ও মাসরূকের মাধ্যমে আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন : নবী (সঃ) নামাযের রুকু' ও সিজদায় বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বি হাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি।" "অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি পাক ও পবিত্র। হে আমাদের প্রভু, আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

৩৯৫৬- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَدْرِي وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ -

৩৯৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর তাঁর কাছে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বড় বড় সাহাবাদের সাথে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে বললেন : আপনি আমাদের সাথে এ যুবককেও শামিল করেন কেন? আমাদেরও তো তার মত ছেলে আছে। উমর বললেন : তার (মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। তাই তিনি (উমর) একদিন তাঁদের (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা) সাথে আমাকেও তাঁর (উমর) কাছে ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : আমার মনে হয়, তাদেরকে আমার জ্ঞানের গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর

জন্যই শন্ধন আমাকে ডাকা হয়েছিলো। উমর ইযা জাআ নাসরনল্লাহি ওয়াল ফাত্হন ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখনলনুনা ফি দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা' সনরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন : এ সনরা সম্পর্কে আপনাদের রায় বা বক্তব্য কি? কেউ কেউ বললেন : সাহায্য ও বিজয়লাভ করলে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা করতে ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হনকুম দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বললেন যে, আমরা এর অর্থ জানি না। অবশিষ্ট সবাই চনপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন : হে আবদনল্লাহ ইবনে আব্বাস, তোমার মতামতও কি এরনপ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে তোমার ব্যাখ্যা কি? আমি বললাম : এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা রসনলনল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের খবর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য আসলে এবং বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয় হলে সেটি হবে তোমার ওফাতের আলামত। এমতাবস্থায়, তুমি প্রশংসাসহ তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তওবা কবনলকারী। এ ব্যাখ্যা শননে উমর বললেন : এর অর্থ তুমি যা জানো, আমিও তাই জানি।

٣٩٥٧- عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله ﷺ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة۔

৩৯৫৭. আবন শনরাইহ্ আদাবী থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে সাঈদ যে সময় মক্কায় সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন সেই সময় তিনি (আবন শনরাইহ্ আদাবী) তাকে বলেছিলেন যে, হে আমীর আপনি অননমতি দিলে আমি আপনাকে রসনলনল্লাহ (সঃ)-এর এমন একটি বাণী শননাতে পারি, যা তিনি মক্কা বিজয়ের ঠিক পরদিন বলেছিলেন। তাঁর সেই বাণীটি আমার দনটি কান শননেছে, হনদয় সেটিকে হেফাযত করে ধরে রেখেছে এবং যে সময় তিনি কথাটা বল-ছিলেন তখন আমার এ দনটি চোখ তাঁকে দেখেছে। প্রথমে তিনি [নবী (সঃ)] আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন এবং পরে বললেন : আল্লাহ নিজে মক্কাকে মর্যাদা দিয়েছেন, মাননষ তাকে এ মর্যাদা দেয়নি। তাই যে ব্যক্তির আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে, তার পক্ষে অন্যায়ভাবে এখানে রক্তপাত করা বা এর গাছপালা কাটা হালাল নয়। মক্কা বিজয়ের দিন রসনলনল্লাহ (সঃ)-এর লড়াইয়ের কথা বলে কেউ যদি সেখানে লড়াইয়ের অবকাশ আছে বলে মনে করে তাহলে তাকে বলো যে, আল্লাহ তাঁর রসনলকে এ জন্য অননমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমাদেরকে অননমতি দেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও দিনের নির্দিষ্ট কিছন সময়ের জন্য অননমতি দিয়েছিলেন। আজকে আবার তার 'হনরমত' ও মর্যাদা গতকালের মতই বহাল হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা আমার এ কথাগনলো অননপস্থিতদের

কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার এ কথার জবাবে আমর ইবনে সা'ঈদ আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আবু শুরাইহ্ বললেন : আমর আমাকে বললেন : হে আবু শুরাইহ্ এ বিষয়ে আমি তোমার চাইতে বেশী অবগত। কিন্তু হারাম (মক্কা) কোন গোনাহ্গার, খুনী (পলাতক) এবং কোন চোর ও বিপর্যয় সৃষ্টি-কারীকে আশ্রয় দেয় না। অর্থাৎ মক্কায় হুরমতের কারণে এরা রক্ষা পেতে পারে না)।

٣٩٥٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ـ

৩৯৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মদের কেনা-বেচাকে হারাম করে দিয়েছেন।১১৯

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়কালে নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন।

٣٩٥٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلٰوةَ ـ

৩৯৫৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে দশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম। এ দশদিন নামায কসর করেছিলাম।

٣٩٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ـ

৩৯৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) উনিশ দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং এ সময় দু' রাক'আত করে নামায আদায় করে-ছিলেন (অর্থাৎ কসর পড়েছিলেন)।

٣٩٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَاِذَا زِدْنَا اَتْمَمْنَا

৩৯৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের সফরে আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম এবং এ সময়ে নামাযে কসর করেছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত আমরা কসর পড়তাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে পূর্ণ করে (চার রাক'আত) পড়তাম।

অনুচ্ছেদ : লাইস ইউনুস ও ইবনে শিহাবের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা ইবনে সু'আইর তাকে বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (সঃ) যার মুখমণ্ডল স্নেহে করে দিয়েছিলেন।

---

১১৯. কুরআন মজীদেও মদ, জুয়া, ইত্যাদিকে অপবিত্র, শয়তানের কাজ, এ থেকে বিরত থাকো বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٣٩٦٢- عَنْ أَبِيْ جَمِيْلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ-

৩৯৬২. আবু জামিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি নবী (সঃ)-কে দেখেছেন এবং মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাথে শরীক ছিলেন।১২০

٣٩٦٣- عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِيْ أَبُوْ قِلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُوْنَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحٰى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَاكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِيْ صَدْرِيْ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِيْ قَوْمِيْ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا فَقَالَ صَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْاٰنًا مِنِّيْ لِمَا كُنْتُ أَتَلَقّٰى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِيْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّيْ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوْنَ عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِيْ قَمِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِيْ بِذٰلِكَ الْقَمِيْصِ-

৩৯৬৩. আইয়ুব আবু কিলাবার মাধ্যমে আমর ইবনে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আইয়ুব বলেছেন যে, আবু কিলাবা আমাকে বললেন : তুমি আমর ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাত করে তাকে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবা বলেন : এরপর আমি আমর ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : আমরা লোকজনের যাতায়াত পথের পাশে অবস্থিত একটি ঝরণা-ধারার তীরে বাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে বহু কাফেলা অতিক্রম করতো। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, লোকজনের অবস্থা কি এবং নবুয়াতের দাবীদার লোকটিরই [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বা অবস্থা কি? তারা (কাফেলার

১২০. রাবী যুহরী বলেছেন : সুনাইন আবু জামিলা যে সময় তার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ হাদীসের সনদ অত্যন্ত মজবুত।

লোকজন) আমাদেরকে জওয়াব দিতো যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তাঁকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে অহী পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তাঁর কাছে এইসব (কোরআন মজীদের আয়াত শুনিয়ে) অহী পাঠিয়েছেন। আমি ঐ কথাগুলো মুখস্ত করে রাখতাম যেন সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকতো। গোটা আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বিজয় লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলো। তারা (আরববাসীরা) বলতো : তাঁকে এবং তাঁর কওম কুরাইশদেরকে বুঝাপড়া করতে দাও। তিনি যদি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন তাহলে তিনি সত্যই নবী। সুতরাং মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হলে প্রত্যেক গোত্র তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো। আমার পিতাও আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসে বললেন : আল্লাহর কসম, আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেছেন : অমুক সময় অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে আর যে কুরআন বেশী জানে, সে ইমাম হবে। সবাই এ রকম একজন লোক (যে কুরআন বেশী জানে) তালাশ করলো। কিন্তু কুরআন বেশী জানে এমন কোন লোক পাওয়া গেল না। যেহেতু আমি কাফেলার লোকদের নিকট থেকে কুরআন শিখে মনে রাখতাম তাই সবাই আমাকে ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে দিলো (ইমাম বানালো)। আমি তখন ছয় বা সাত বছরের বালক। আমার পরিধানে একখানা চাদর ছিলো। আমি সিজদায় গেলে তা গায়ের সাথে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতো। এ অবস্থা দেখে গোত্রের একজন মহিলা বললো : তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করো না কেন? সুতরাং সবাই মিলে কাপড় কিনে আমাকে জামা তৈরী করে দিলো। সেই জামা পেয়ে আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে ততো আনন্দিত হইনি।

٣٩٦٤- عن عائشة قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد
ان يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة انه ابني فلما قدم رسول الله
ﷺ مكة في الفتح اخذ سعد بن ابي وقاص ابن وليدة زمعة فاقبل
به الى رسول الله ﷺ واقبل معه عبد بن زمعة قال سعد بن ابي وقاص
هذا ابن اخي عهد الي انه ابنه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا اخي
هذا ابن زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله ﷺ الى ابن وليدة زمعة
فاذا اشبه الناس بعتبة ابن ابي وقاص فقال رسول الله ﷺ هو لك
هو اخوك يا عبد بن زمعة من اجل انه ولد على فراشه وقال رسول الله
ﷺ احتجبي منه يا سودة لما راى من شبه عتبة ابن ابي وقاص قال ابن
شهاب قالت عائشة قال رسول الله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر
وقال ابن شهاب وكان ابو هريرة يصيح بذلك.

৩৯৬৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে যামআর ক্রীতদাসীর সন্তান নিয়ে নেয়ার জন্য বলেছিলেন। উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেছিলেন যে, সে আমার ঔরসজাত সন্তান। মক্কা বিজয়ের

বছরে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আগমন করলে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস যাম'আর ক্রীত-দাসীর সন্তান নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তার সাথে সাথে আবদ ইবনে যাম'আও আসলো। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ এ তো আমার ভাতিজা। আমার ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, এ তার পুত্র। তখন আবদ ইবনে যামআ বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, এতো আমার ভাই। কারণ সে যামআর ঔরসজাত সন্তান। সে তার (যাম'আর) বিছানাতে জন্মলাভ করেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) যাম'আর ক্রীত-দাসীর পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন যে, তার (সন্তানের) চেহারা উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের চেহারার সদৃশ। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ হে আবদ ইবনে যাম'আ, একে নিয়ে যাও, এ তোমার ভাই। কেননা সে তোমার পিতার বিছানায় জন্মলাভ করেছে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সন্তানের চেহারা উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল দেখে তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআকে বললেনঃ তুমি তার সামনে পর্দা করবে। ইবনে শিহাব আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার বিছানায় সন্তান হলো সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরাইরা উচ্চৈঃস্বরে এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

٣٩٦٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا اِلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ اُسَامَةُ فِيْهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتُكَلِّمُنِىْ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ قَالَ اُسَامَةُ اِسْتَغْفِرْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَاْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৯৬৫. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় মক্কা বিজয়ের যুদ্ধকালে একজন স্ত্রীলোক চুরি করেছিলো। তার কওমের লোক-জন আতংকিত হয়ে তার ব্যাপারে সুপারিশ করানোর জন্য উসামা ইবনে যায়েদের কাছে আসলো। উরওয়া বলেছেনঃ উসামা ইবনে যায়েদ উক্ত মহিলার ব্যাপারে (তাকে শাস্তি না দেয়ার জন্য) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো। তিনি (উসামা ইবনে যায়েদকে) বললেনঃ তুমি আল্লাহর (নির্ধা-রিত) 'হদ' জারি থেকে বিরত রাখার জন্য আমার কাছে সুপারিশ করছো? উসামা সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রসূ-

লুল্লাহ (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার যথাযোগ্য প্রশংসার পর বললেনঃ অতঃপর (আমি বলছি) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি করলে তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি (হদ) না দিয়ে ছেড়ে দিতো। কিন্তু কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি প্রদান করতো। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই সত্তার শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ স্ত্রী-লোকটির হাত কাটতে হুকুম করলে তার হাত কেটে দেয়া হয়েছিলো। এরপর সে উত্তম তওবা করেছিলো (এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করেছিলেন)। পরে সে (বনী সুলাইম গোত্রের) একজন লোককে বিয়ে করেছিলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ এ ঘটনার পর সে আমার কাছে আসতো। আমি তার প্রয়োজনসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পেশ করতাম।

٣٩٦٦ - عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

৩৯৬৬. মুজাশে' ইবনে মাসউদ ইবনে সালাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ভাইকে এ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যে, আপনি হিজরতের জন্য তার থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেনঃ (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতকারীগণ হিজরতের সব মর্যাদা লাভ করেছে।১২১ আমি বললামঃ তাহলে কোন্ বিষয়ে আপনি তার থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ আমি তার নিকট থেকে ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের বাইআত গ্রহণ করবো। হাদীস বর্ণনাকারী আবু উসমান বলেছেনঃ এরপর আমি আবু মা'বাদ (অর্থাৎ মুজাশে'র ভাই মুজালিদ)-এর সাথে দেখা করে হাদীসটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ মুজাশে' ঠিকই বর্ণনা করেছে। দু' ভাইয়ের মধ্যে তিনিই (মুজালিদ) ছিলেন বড়।

٣٩٦٧ - عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ.

৩৯৬৭. মুজাশে' ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আমার ভাই আবু মা'বাদ (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এই উদ্দেশ্যে গেলাম যে, তিনি তাকে

১২১. মদীনায় হিজরতকারীগণ হিজরতের সব মর্যাদা লাভ করেছেন হাদীসে বর্ণিত এ কথাটির অর্থ হলো; মক্কা বিজয়ের পর বর্তমানে আর হিজরত করার মতো পরিস্থিতি নাই। এখন ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলা, ঈমানকে মজবুত করা এবং জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কথাটিই অন্য একটি হাদীসে এ ভাবে বলা হয়েছে যে, বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নাই বা থাকে না। বরং জিহাদ ও হিজরতের নিয়ত থাকতে পারে।

হিজরতের জন্য বাইআত করবেন। নবী (সঃ) বললেনঃ হিজরতকারীগণ (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীগণ) হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন আমি ইসলাম এবং জিহাদের জন্য বাইআত গ্রহণ করি। রাবী আবু উসমান বর্ণনা করেছেনঃ পরে আমি আবু মা'বাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ মুজাশে' সত্য কথাই বলেছে। খালিদ আবু উসমানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মুজাশে') তার ভাই মুজালিদকে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়েছিলেন।

٣٩٦٨- عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُهَاجِرَ اِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ فَاِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَاِلَّا رَجَعْتَ وَقَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ اَوْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ

৩৯৬৮. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বললামঃ আমি শামদেশে (সিরিয়া) হিজরত করতে মনস্থ করেছি। একথা শুনে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেনঃ এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নাই। বরং এখন জিহাদের প্রয়োজন আছে। অতএব এখন যাও এবং চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। যদি জিহাদের কোন শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাও তাহলে জিহাদ করো। অন্যথায় হিজরত থেকে বিরত থাকো। নযর ইবনে শুমাইল শু'বা ও আবু বিশ্র এর মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (সিরিয়ায়) হিজরতের কথা বললে তিনি বললেন, বর্তমানে আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অথবা (রাবীর সন্দেহ) বললেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে হিজরতের প্রয়োজন নেই। আবু বিশ্র মুজাহিদ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।১২২

٣٩٦٩- عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৩৯৬৯. মুজাহিদ ইবনে জাব্র আল মক্কী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন যে, বিজয়লাভের পর হিজরতের প্রয়োজন থাকে না।

٣٩٧٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَاَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

---

১২২. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত হিজরতের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু বিরুদ্ধে শক্তিকে পরাভূত করে বিজয় আসার পর ইসলাম শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়। সুতরাং তখন হিজরতের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না।

৩৯৭০. আতা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উবাইদ ইবনে উমাইরের সাথে আয়েশার সাক্ষাতের জন্য গেলাম। উবাইদ ইবনে উমাইর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : বর্তমানে হিজরতের প্রয়োজন নেই। এর আগে একজন ঈমানদার তার দ্বীনকে ফিতনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে (মদীনায়) চলে যেতো। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। তাই বর্তমানে একজন ঈমানদার যেখানে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের নিয়ত করা যেতে পারে।

٣٩٧١- عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ وَلَمْ تَحْلِلْ لِيْ قَطُّ اِلَّا سَاعَةً مِّنَ الدَّهْرِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلَّا الْاِذْخِرَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوْتِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ حَلَالٌ

৩৯৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মর্যাদা দানের কারণেই মক্কা কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা মণ্ডিত। এখানে বিশৃংখলা ও রক্তপাত ঘটানো আমার পূর্বেও কারো জন্য হালাল ছিলো না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আর একদিনের কিয়দংশ সময়ে আমার জন্য মক্কাকে হালাল করা হয়েছিলো। এখানে শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটা চয়ন করা যাবে না, ঘাস কাটা যাবে না এবং প্রচারের মাধ্যমে মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিসও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এ কথা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তবে ইযখের, ঘাস ছাড়া। কেননা, ইযখের ঘাস লোহ কর্মকার ও বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বললেন : হাঁ, "ইযখের" ঘাস ছাড়া (অন্য সব ঘাস কাটা নাজায়েজ)। ইযখের ঘাস কাটা হালাল।

(অপর একটি সনদে আবদুল করীম ইকরামা ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এ হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (التوبة - ٢٥ - ٢٧)

"আল্লাহ ইতিপূর্বে অনেকগুলো ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। আর হুনাইন যুদ্ধের দিনেও। (এ দিন তোমরা তাঁর সাহায্য স্পষ্টভাবে অনুভব করেছো)। এ দিন তোমরা সংখ্যাধিক্যের গর্বে গর্বিত ছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। বিপুল বিস্তৃত পৃথিবীও সেদিন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর রসূলে ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন। আর এমন একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। এ ভাবে তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন। কাফেরদের জন্য এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। এভাবে সাজা দেওয়ার পরেও আল্লাহ যাকে চান তাকে তওবার সুযোগ দান করেন। আল্লাহই তো ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (আত্-তাওবা—আয়াত—২৫—২৭)

٣٩٧٢- عَنْ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ رَأَيْتُ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْفٰى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

৩৯৭২. ইসমাইল (ইবনে আবু খালিদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার হাতে আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। তিনি বলেছেন : আমি হুনাইন যুদ্ধের দিন নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে এ আঘাত পেয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন : এর আগের যুদ্ধগুলিতেও আমি অংশ গ্রহণ করেছি।

٣٩٧٣- عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ وَلٰكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

৩৯৭৩. আবু ইসহাক সাবিয়ী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারা ইবনে আযেবের কাছে এসে তাকে প্রশ্ন করলো : হে, আবু উমারা! হুনাইন যুদ্ধের দিন কি আপনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? আবু ইসহাক সাবিয়ী বলেন : এর জবাবে আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি : আমি নিজে নবী (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তবে সেনাদলের অগ্রগামী বাহিনী তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্র তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করলো। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলছিলেন : আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়।[১২৩] আমি তো আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

٣٩٧٤- عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قِيْلَ لِلْبَرَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَلَا كَانُوْا رُمَاةً فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ـ

---

১২৩. 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়।' এ কথার অর্থ হলো, আমি সত্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আমাকে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। তাই আমি পরাজিত হবো না। উপরন্তু আমি কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

৩৯৭৪. আবু ইসহাক সাবিয়ী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) আমি শুনলাম, বারা ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করা হলো; হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনি কি নবী (সঃ)-এর সংগে থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ নবী (সঃ)-এর কথা বলছো? না, তিনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তারা (হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা) ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। (তারা তীর বর্ষণ শুরু করলে সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো) তখন নবী (সঃ) বলছিলেন, আমি যে নবী এ কথা মিথ্যা নয়। আর আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

٣٩٧٥ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ‏.‏ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزُهَيْرٌ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَغْلَتِهِ.

৩৯৭৫. আবু ইসহাক সাবিয়ী থেকে বর্ণিত। কাইস গোত্রের একজন লোক এসে বারা ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করলো; হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফেলে পালিয়েছিলেন? আবু ইসহাক সাবিয়ী বলেন ঃ এর জবাবে আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি; রসূলুল্লাহ (সঃ) কিন্তু পালাননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকজন ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করলে তারা বিপর্যস্ত হয়ে ভাগতে শুরু করলে আমরাও গণীমাত সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ করে আমরা তীরন্দাজ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলাম। এ সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার সাদা খচ্চরের পিঠে দেখলাম। আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস তার লাগাম ধরে আছে। আর তিনি [নবী (সঃ)] বলছেন ঃ আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। ইসরাইল ইবনে ইউনুস এবং যুহাইর ইবনে মুআবিয়া বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) ঐ সময় তাঁর খচ্চরের পিঠ থেকে অবতরণ করেছিলেন।

٣٩٧٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ

اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّا لَا نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَّمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا. هٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ.

৩৯৭৬. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) মারওয়ান ইবনে মনসুর ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ মুসলমান হয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের ফেরত চাইলে নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন: আমার কাছে যারা আছেন (সাহাবাগণ) তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথা বলাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। সম্পদ ও বন্দী এ দুটির যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ করো। আমি তোমাদের জন্য (তোমরা আসবে মনে করে) অপেক্ষা করেছি। তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের আগমনের জন্য দশ রাতেরও অধিক অপেক্ষা করেছেন। হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পদ ও বন্দী এ দুটির যে কোন একটির বেশী তাদেরকে প্রত্যর্পণ করবেন না তখন তারা বললো, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফিরে চাই তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের সামনে 'খুতবা' দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসার পর তিনি বললেন: তোমাদের ভাইয়েরা (হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিরা কুফর থেকে তওবা করে) আমাদের কাছে এসেছে। আর আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা যারা আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশী মনে গ্রহণ করবে তারা (নিজের অংশের) বন্দীদেরকে প্রত্যর্পণ করো। আর যারা তাদের অংশের অধিকার অবশিষ্ট রেখে এ শর্তে বন্দীকে প্রত্যর্পণ করতে চাও যে, "ফাই'য়ের সম্পদ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত) থেকে সর্ব প্রথম আল্লাহ আমাকে যা দিবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো তাহলে তারা তাই করো। সবাই বললো: হে, আল্লাহর রসূল! আমরা বরং খুশী মনে আপনার (প্রথম) প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: তোমরা কে খুশী মনে অনুমতি দিলে আর কে খুশী মনে দিলে না তা তো আমি জানতে পারলাম না। তাই তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের সাথে আলোচনা করো। তারা আমার কাছে এসে বিষয়টি জানাবে। লোকজন ফিরে গেলো। তাদের বিজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে আলাপ করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে জানালো যে, সবাই খুশী মনে বিষয়টি (সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব) গ্রহণ করেছে এবং সম্মতি জানিয়েছে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের সম্পর্কে আমি এ হাদীসটিই অবহিত আছি।

٣٩٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِعْتِكَافٍ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِوَفَائِهِ.

৩৯৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা হুনাইন অভিযান

থেকে ফেরার পথে উমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার (উমরের) জাহেলী যুগে নযর মানা—'ই'তিকাফ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (সঃ) তাকে তা পূরণ করতে আদেশ করলেন।

٣٩٧٨- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لاَهَا اللهِ إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَانِيْهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ

৩৯৭৮. আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুনাইন যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলে মুসলমানদের মধ্যে কিছু বিশৃংখলা দেখা দিলো। এ সময় আমি দেখলাম এক মুশরিক ব্যক্তি একজন মুসলমানকে পরাভূত করে ফেলেছে। আমি পেছন দিক থেকে গিয়ে তরবারি দ্বারা তার ঘাড় ও কাঁধের মধ্যকার বড় রগের ওপর আঘাত করলাম এবং তার পরিহিত বর্ম কেটে ফেললাম। সে ফিরে আমার ওপর আক্রমণ করলো এবং এমন জোরে আমাকে চেপে ধরলো যে, আমি যেনো মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এরপরই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আমাকে ছেড়ে দিলো। তারপর আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গিয়ে বললাম, লোকজন পরাস্ত হলো কেন? তিনি বললেন : মহান ও শক্তিমান আল্লাহর মর্জি। এরপর মুসলমান-গণ ফিরে এসে আবার হামলা করলো (এবং মুশরিকদেরকে পরাজিত করলো)। যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) এক জায়গায় বসে বললেন : যে মুসলমান কোন মুশরিককে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এ বিষয়ের প্রমাণ আছে তাকে নিহত ব্যক্তির সব দ্রব্য দেয়া হবে। আবু কাতাদা বলেন : আমি বললাম, আমার পক্ষে (ঐ ব্যক্তিকে হত্যার) সাক্ষ্য দেয়ার মতো কেউ আছে কি? এ কথা বলে আমি বসে পড়লাম। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আবারও অনুরূপ কথা বললেন। আমি তখন উঠে বললাম : আমার পক্ষে (ঐ ব্যক্তিকে হত্যার) সাক্ষ্য দেয়ার মতো কেউ আছে কি? তারপর আমি বসে পড়লাম। নবী (সঃ) পুনরায় আগের মতো বললেন। আমি আবারও দাঁড়ালাম। এ দেখে নবী (সঃ) আমাকে বললেন : আবু কাতাদা তোমার কি ব্যাপার? আমি তখন তাঁকে সব কিছু বললাম। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো : সে সত্য কথা বলছে আর তার হাতে নিহত ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী আমার কাছে আছে। তাকে সম্মত করে ঐ গুলো আমাকে দিয়ে দিন। তখন আবু বকর বললেন : আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না। আল্লাহর এক সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষে লড়াই করে (যুদ্ধের ময়দান থেকে) তার ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যাদি তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা রসূলুল্লাহ (সঃ)

করতে পারেন না। নবী (সঃ) বললেন ঃ আবু বকর ঠিক বলেছে। অতএব, এ সব দ্রব্যাদি তুমি তাকে (আবু কাতাদাকে) দিয়ে দাও। তিনি [নবী (সঃ)] তার নিকট থেকে ঐগুলো আমাকে নিয়ে দিলেন। ঐ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি একটি (ফলের) বাগান কিনলাম। আর ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার প্রথম সম্পদ।

৩৯৭১ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

৩৯৭১. আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি একজন মুসলমানকে একজন মুশরিকের সাথে লড়াই করতে দেখলাম। অন্য একজন মুশরিককে পেছন দিক থেকে তাকে (মুসলমান লোকটিকে) হত্যা করার জন্য আড়ি পাততে দেখলাম। পেছন দিক থেকে আড়ি পেতে হামলাকারী লোকটির প্রতি দ্রুত ধেয়ে চললাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য হাত উঠালে আমি তার হাতের ওপর আঘাত করে তা কেটে ফেললাম। সে এগিয়ে এসে এমন কঠোরভাবে আমাকে চেপে ধরলো যে, (মৃত্যুর ভয়ে) ভীত হয়ে পড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই সে আমাকে ছেড়ে দিলো এবং শিথিল হয়ে পড়লো। তাকে আমি একটু দূরে সরিয়ে হত্যা করলাম। এরপর মুসলমানগণ ভাগতে থাকলে তাদের সাথে আমিও ভাগলাম। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। লোকজনের হলো কি যে, তারা এভাবে পালালো। উমর বললেন ঃ আল্লাহর ফয়সালা তাই। অতঃপর (যুদ্ধ শেষে কাফেরদের পরাজিত করার পর) লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে একত্রিত হলে তিনি বললেন ঃ কেউ কাউকে (কোন মুশরিককে) হত্যা করেছে বলে প্রমাণ দিতে পারলে নিহত ব্যক্তির নিজ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সব জিনিসপত্র তাকে (হত্যাকারীকে) প্রদান করা হবে। আবু কাতাদা বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার হাতে নিহত লোকটি সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ তালাশ করতে বের হলাম। কিন্তু আমার পক্ষে (ঐ লোকটিকে হত্যা করার ব্যাপারে) সাক্ষী দেয়ার মতো একজনও পেলাম

না। তাই আমি (চুপচাপ) বসে রইলাম। তারপর এক সময়ে সুযোগ মতো আমি আমার সব ঘটনা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললাম। তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলে উঠলো যে নিহত ব্যক্তির কথা সে বলছে তার অস্ত্রশস্ত্র আমার কাছে আছে। তাকে রাজি করে এগুলো আমাকেই দিন। এ কথা শুনে আবু বকর বললেন : আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াই করে এমন এক আল্লাহর সিংহকে না দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) একজন কুরাইশকে তা দিবেন। আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দ্রব্যগুলো আমাকে দিয়ে দিলেন। আর তার বিনিময়ে আমি একটি ফলের বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার প্রথম সম্পদ।

অনুচ্ছেদ : আওতাস যুদ্ধ।

٣٩٨٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئْ النَّبِيَّ ﷺ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

৩৯৮০. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) হুনায়েন যুদ্ধ শেষে আবু আমেরকে একটি সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আওতাস গোত্রের[১২৪]

---

১২৪. আওতাস তায়েফের অদূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা এ এলাকার অধিবাসীদেরকে কওমে আওতাস বলা হতো। এদেরকে দমন করার জন্য আশ'আরী গোত্রের হযরত আবু আমের (রা)-কে পাঠানো হয়। রাবী হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাঁর ভাতিজা। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় হুনায়েন যুদ্ধের পর পরই হিজরী অষ্টম সনে।

-14 (B)

প্রতি পাঠান। তাঁর মোকাবেলা হয় দুরাইদ ইবনে সিম্মার সাথে। দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সাথীদেরকে পরাজয় দান করেন। আবু মূসা বলেন, [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাকেও আবু আমেরের সাথে পাঠান। আবু আমেরের হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশামী গোত্রের এক ব্যক্তি এ তীরটি নিক্ষেপ করে। তীরটি তাঁর হাঁটুর মধ্যে প্রবেশ করে। আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম ঃ চাচাজান! কে আপনাকে তীর মেরেছে? তিনি আবু মূসাকে ইশারায় দেখিয়ে বলেন ঃ ঐ যে ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরে হত্যা করেছে। তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে দেখেই পালালো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পেছনে ধাওয়া করলাম, ওরে বেহায়া, থামিসনা কেন? সে থেমে গেলো। আমরা দুজন তলোয়ার নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম। আমি তাকে হত্যা করলাম। তারপর আমি (ফিরে এসে) আবু আমেরকে বললাম ঃ আল্লাহ আপনার হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ আমার (হাঁটু থেকে) তীরটি তো আগে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করে আনলাম। তা (আহত স্থান) থেকে পানি বের হলো। তিনি বললেন ঃ হে, আমার ভাতিজা! নবী (সঃ)-কে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে আমার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলবে।। আবু আমের আমাকে তাঁর স্থলে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি আর কিছুক্ষণ বেঁচে রইলেন তারপর মারা গেলেন। আমি ফিরে এলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তিনি নিজের গৃহে একটি পাকানো দড়ির তৈরী চারপাইতে শায়িত ছিলেন। চারপাইতে (নামমাত্র একটা) বিছানা ছিল। তাঁর পিঠে ও পার্শ্বদেশে চারপাইয়ের দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের ও আবু আমেরের সব খবর জানালাম এবং তাঁকে এ কথাও বললাম যে, আবু আমের আপনাকে তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলেছেন। তিনি পানি আনিয়ে অযু করলেন তারপর দু'হাত তুলে বললেন ঃ হে, আল্লাহ! উবাইদ আবু আমেরকে মাগফেরাত দান করো। (তিনি হাত এত ওপরে তুলেছিলেন যে,) তাঁর বগলের শুভ্রতা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ হে, আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাকে তোমার সৃষ্ট মানব জাতির অধিকাংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম ঃ আমার জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন ঃ হে, আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গুনাহ মাফ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তাকে মর্যাদা দান করো।

আবু বুরদা (আবু মূসার পরবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, এর মধ্যে একটি দো'আ আবু আমেরের জন্য এবং অন্যটি আবু মূসার জন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ তায়েফ যুদ্ধ।

মূসা ইবনে উকবার বর্ণনা মতে এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে।

৩৯৮১ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ .

৩৯৮১. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) আমার কাছে এক হিজড়া[১২৫] বসে ছিল এমন সময় নবী (সঃ) আসলেন। আমি শুনলাম সে আবদুল্লাহ

---

১২৫. ইমাম বুখারী ইবনে উয়াইনা ও ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এ হিজড়াটির নাম ছিল হীত।

ইবনে আবু উমাইয়াকে বলছে, হে, আবদুল্লাহ! দেখো যদি আল্লাহ আগামী কাল তোমা-দেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে গাইলানের মেয়েদেরকে নিয়ে নিয়ো। কারণ তারা (এতই কোমল দেহাবয়বের অধিকারিণী যে,) সামনে আসলে তাদের পেটে চারটে করে ভাঁজ পড়ে আর পিঠ ফিরলে আটটা ভাঁজ পড়ে। (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না (অর্থাৎ এদের থেকে পর্দা করো)।

٣٩٨٢- عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا، وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ

৩৯৮২. আর হিশাম (রাঃ) থেকেও এ একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সেদিন তিনি তায়েফ অবরোধ করেছিলেন।

٣٩٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ اغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ۔

৩৯৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তায়েফ অবরোধ করলেন এবং তাদের থেকে তিনি কিছুই হাসিল করতে পারলেন না, তখন তিনি বললেন : ইনশা আল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে) চলে যাবো। মুসল-মানদের কাছে এ কথাটা বড় ভারী ঠেকলো। তারা বললো, আমরা কি এটাকে জয় না করে চলে যাবো? বর্ণনাকারী একবার 'চলে যাবো'-এর স্থলে ফিরে যাবো বলেন। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। কাজেই তারা লড়াই করলো। এর ফলে তারা আহত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: আগামী কাল ইনশা আল্লাহ আমরা ফিরে যাবো। এখন (রসূলের) এ ফরমানটি মুসলমানদেরকে খুশী করলো। তিনি হেসে দিলেন। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী) একবার বলেন তিনি মুচকি হেসে দিলেন।

٣٩٨٤- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِيْ أُنَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَا سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَأَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلْ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الطَّائِفِ۔

৩৯৮৪. আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসমানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি শুনেছি সা'দের কাছ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে প্রথম তীর নিক্ষেপ

করেছিলেন আর আবু বাক্‌রার কাছ থেকে, যিনি (রসূলে করীমের কাছে আসার জন্য) কয়েকজন লোকের সাথে তায়েফের প্রাচীরের ওপর চড়ে ছিলেন তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও এমন এক ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে দাবী করে যে তার পিতা নয়, তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।

মা'মার ও আসেমের মাধ্যমে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আবুল আলীয়া বা আবু উসমান আল্ নাহ্‌দী বলেছেন, তিনি সা'দ ও আবু বাক্‌রা (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রেওয়ায়েত শুনেছেন। আসেম বলেন ঃ আমি বললাম, নিশ্চয়ই এমন দু'জন লোক এ রেওয়ায়েতটি আপনার কাছে করেছে নিজের নিশ্চয়তার জন্য আপনি যাদেরকে যথেষ্ট মনে করেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। (আর হবেই বা না কেন, যখন) তাদের একজন হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর ছোঁড়েন আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন তায়েফ থেকে (নগর প্রাচীর টপকে) যে তেইশজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٩٨٥- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا تُنْجِزُ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ؟ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ فَأَقْبَلَ عَلٰى أَبِيْ مُوْسٰى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرٰى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا قَالَا قَبِلْنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

৩৯৮৫. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলাম, যখন তিনি মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। এমন সময় নবী (সঃ)-এর কাছে একজন গ্রামবাসী এসে বললো ঃ আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করবেন না? তিনি জবাবে তাকে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো ঃ আপনি অনেকবার সুসংবাদের কথা শুনিয়েছেন। এতে তিনি সক্রোধে আবু মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন ঃ এ ব্যক্তি তো সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করলো, তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা দু'জন বললেন ঃ আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনালেন। তার মধ্যে নিজের হাত ও মুখ ধুয়ে কুল্লি করলেন তারপর বললেন ঃ তোমরা দু'জন এ থেকে পানি পান করো এবং নিজেদের চেহারায় ও বুকে ছিটিয়ে দাও আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। কাজেই তাঁরা দু'জন পেয়ালাটি উঠিয়ে নিয়ে তাই করলেন। উম্মে সালামা পর্দার পেছন থেকে ডেকে বললেন ঃ তোমাদের মায়ের (অর্থাৎ আমার) জন্যও কিছুটা রেখে দিয়ো। ফলে তাঁরা তাঁর জন্যও কিছুটা রেখে দিলেন।

٣٩٨٦- عَنْ يَعْلٰى كَانَ يَقُوْلُ لَيْتَنِيْ أَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ

إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.

৩৯৮৬. ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হায়! যদি আমি অহী নাযিল হবার সময় নবী (সঃ)-কে দেখতাম। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'রানায়[১২৬] ছিলেন। একটি কাপড় দিয়ে তাঁর মাথার ওপর ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর একদল সাহাবাও তাঁর সাথে এই ছায়াতলে ছিল। এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসলো তাঁর কাছে। সে পরেছিল একটি খুশবু মাখানো জুব্বা। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে এমন এক জুব্বায় উমরাহর এহরাম বাঁধলো যাতে খুশবু মাখানো ছিল? এ সময় উমর (রাঃ) হাতের ইশারায় ইয়া'লাকে ডাকলেন। ইয়া'লা এসে ছায়াতলে মাথা ঢুকিয়ে দেখলেন। (তিনি দেখলেন) নবী (সঃ)-এর চেহারা রক্তাভ হয়ে গেছে এবং তাঁর শ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ বিরাজিত থাকলো তারপর তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন তিনি [নবী (সঃ)] জিজ্ঞেস করলেন: সে ব্যক্তি কোথায় গেলো যে এখনি আমাকে উমরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল? সে লোকটিকে খুঁজে আনা হলো। তিনি তাকে বললেন: তোমার গায়ে যে খুশবু লেগেছে তা তিনবার ধুয়ে ফেলো এবং জুব্বাটি খুলে ফেলো আর হজ্জে যা-কিছু করো উমরাহে তার সবগুলোই করো।

٣٩٨٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ أَوْ كَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً

---

১২৬. জি'রানা একটি জায়গার নাম। এর অবস্থান নিয়ে মতবিরোধ আছে। কারো মতে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এ স্থানটি ছিল। আবার কারো মতে এটি ছিল মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে।

مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا
الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا
حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

৩৯৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হুনায়েনের দিন আল্লাহ যখন তাঁর রসূলকে গণীমাতের মাল দান করলেন তখন যেসব লোকের হৃদয়কে ঈমানের ওপর সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। অন্য লোকেরা যা পেয়েছে তারা যখন তা পেলো না তখন তারা রাগান্বিত হলো অথবা অন্য লোকেরা যা পেয়েছে তারা তা না পেয়ে মর্মাহত হলো। তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত পাইনি? তারপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেন। আর তোমাদের মধ্যে কি বিভেদ ও অনৈক্য ছিল না? তারপর আমার সাহায্যে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সৃষ্টি করেন। আর তোমরা কি দারিদ্র ছিলে না? তারপর আমার সাহায্যে আল্লাহ তোমাদেরকে বিত্তশালী করেন। যখনই তিনি কিছু বলতেন, তার জবাবে আনসাররা বলতেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরাট এহ্‌সান আমাদের ওপর। তিনি বললেনঃ আল্লাহর রসূলের কথার জবাব দিতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে? যখনই তিনি কিছু বলেন, তারা জবাবে বলে যায়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরাট এহসান তাদের ওপর। তিনি বলেনঃ হাঁ. তবে তোমরা চাইলে এ কথা বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন (সংকটময়) অবস্থায় এসেছিলেন (যখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম)। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা নবীকে নিয়ে আসবে তোমাদের ঘরে। যদি আমি হিজরত না করতাম তাহলে আনসারদের একজন হতাম। যদি অন্য লোকেরা কোনো উপত্যকা ও গিরিপথে চলে, তাহলে আমি চলবো আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথে। আনসাররা হচ্ছে ভেতরের পোশাক আর অন্য লোকেরা হচ্ছে বাইরের পোশাক। আমার পর তোমরা শিগগির দেখবে অন্যদের অগ্রাধিকার, তখন তোমরা সবর করো যে পর্যন্ত না হাউযে কাওসারে তোমাদের সাথে আমার মোলাকাত হয়ে যায়।

٣٩٨٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ
فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ
دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ
فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ
النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ
لِرَسُولِ اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا۔

৩৯৮৮. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তাঁর রসূলকে হাওয়াযেনের গণীমাতের মাল দান করলেন এবং উট দান করলেন তখন কয়েকজন আনসার বললেন, আল্লাহ তাঁর রসূলকে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে না দিয়ে কুরায়েশদেরকে দান করছেন। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে কুরাইশদের রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস বলেন: আনসারদের এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পোঁছলো। তিনি আনসারদের কাছে খবর পাঠিয়ে তাদেরকে জমায়েত করলেন চামড়ার তাঁবুতে। তাদের সাথে আর কাউকে ডাকলেন না। যখন আনসাররা সবাই এসে গেলেন তখন নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার কানে পোঁছলো? আনসারদের আলেম ও জ্ঞানী লোকেরা জবাব দিলেন, হে, আল্লাহর রসূল! আমাদের নেতৃস্থানীয়রা তো কোনো কথা বলেননি, তবে আমাদের সাধারণ পর্যায়ের কিছু লোকের মুখ থেকে এ কথা বের হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে দেন অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে তাদের রক্ত টপকে পড়ছে। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন: অবশ্য আমি নও মুসলিমদেরকে তালীফে কালবের (ইসলামের ওপর মনকে সুদৃঢ় করা) জন্য দান করি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ধন নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা নবীকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে ফিরে আসবে তা তার চাইতে অনেক ভালো হবে যা তারা নিয়ে ফিরে আসবে। তারা বললেন: হে, আল্লাহর রসূল! আমরা রাজী আছি। এ কথায় নবী (সঃ) তাদেরকে বলেন: আমার পরে তোমরা শিগগির দেখবে (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার, তখন তোমরা সবর করো এমনকি অবশেষে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মোলাকাত করবে। আর আমি তোমাদের সাথে মিলবো হাউজে (কাওসারে)।

আনাস (ইবনে মালিক) বলছেন, তারা (আনসাররা) সবর করেননি।

٣٩٨٩ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ۔

৩৯৮৯. আনাস থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মালে গণীমাত কুরাইশদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন তখন আনসাররা ক্ষুব্ধ হলো। নবী (সঃ) (আনসারদেরকে) বললেন: তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা দুনিয়া (পার্থিব ধন-সম্পদ) নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে যাবে? তারা বললো: আমরা অবশ্যই

সন্তুষ্ট। এ কথায় তিনি বললেনঃ যদি লোকেরা কোনো উপত্যাকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যাকা ও গিরিপথ দিয়ে চলবো।

٣٩٩٠- عن انس قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة الاف والطلقاء فادبروا قال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك ونحن بين يديك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فاعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الانصار شيئا فقالوا، فدعاهم فادخلهم في قبة فقال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاخترت شعب الانصار.

৩৯৯০. আনাস থেকে বর্ণিত।১২৭ তিনি বলেনঃ হুনায়েনের দিন১২৮ হাওয়াযেন গোত্রের সাথে মোকাবিলা হলো। এ সময় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলো দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার) এবং মক্কার নও মুসলিমগণ। তারা (যুদ্ধক্ষেত্রে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। তিনি বললেন ঃ হে, আনসারগণ! তারা জবাব দিল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রস্তুত এবং আমরা আপনার সামনেই আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কাজেই মুশরিকরা পরাজিত হলো, তিনি মক্কার নওমুসলিম ও মুহাজিরদেরকে (মালে গণীমাত) ভাগ করে দিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। আনসাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো। এতে তিনি তাদেরকে ডেকে একটি খিমার মধ্যে বসালেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা নিয়ে যাবে আল্লাহর রসূলকে? তারপর নবী (সঃ) বললেন ঃ যদি সব লোক একটি উপত্যাকায় চলে এবং আনসররা চলে একটি গিরিপথে তাহলে আনসারদের সাথে গিরিপথ দিয়ে চলবো।

٣٩٩١- عن انس بن مالك قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الانصار فقال ان قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة واني اردت ان اجبرهم واتالفهم اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم قالوا بلى قال لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار.

---

১২৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে একাধিকবার প্রায় একই ধরনের হাদীস বর্ণিত হলেও হাদীসগুলোর রাবী ও বর্ণনা পদ্ধতির বিভিন্নতা এগুলোকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

১২৮. হুনায়েনের যুদ্ধ হয় মক্কা বিজয়ের পর পরই হিজরী অষ্টম সনে।

৩৯৯১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আনসারের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, কুরাইশরা নওমুসলিম এবং তারা তাজা মুসিবতও বরদাশত করেছে। আমি তাদের চিত্ত জয় করতে মনস্থ করেছি। তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা দুনিয়া হাসিল করে নিয়ে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে? আনসাররা বললো : অবশ্য, আমরা রাজী আছি। তিনি বললেন : যদি সব লোক একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা চলে একটি গিরিপথ দিয়ে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা অথবা আনসারদের গিরিপথ দিয়ে চলবো।

٣٩٩٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

৩৯৯২. আবদুল্লাহ[১২৯] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী (সঃ) হুনায়েনের মালে গণীমাত বন্টন করে দিলেন তখন জনৈক আনসার বললেন, এ বন্টনের ব্যাপারে তিনি (রসূল) আল্লাহর হুকুমকে সামনে রাখেননি। (আবদুল্লাহ বলেন:) আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এ কথাটি জানিয়ে দিলাম। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহ হযরত মুসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

٣٩٩٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدَ بِهٰذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

৩৯৯৩. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনায়েনের দিন নবী (সঃ) কোনো কোনো লোককে বেশী দেন। তিনি আকরা' ও উয়াইনাকে একশো করে উট দেন। আর অন্য লোকদেরকেও (কুরাইশী) এভাবে দেন। এতে এক ব্যক্তি বলে : এ বন্টন ব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুমের পরোয়া করা হয়নি। আমি বললাম : এ কথাটি আমি অবশ্যি নবী (সঃ)-কে বলবো। (আমার কাছ থেকে এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বলেন : আল্লাহ মুসার ওপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তবে তিনি সবর করে-ছিলেন।

٣٩٩٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطُّلَقَاءِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ

---

১২৯. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطِي الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ.

৩৯১৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুনায়েনের দিন হাওয়াযেন ও গাতফান গোত্র এবং অন্যেরা নিজেদের শিশুসন্তানদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে। আর নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আসেন দশ হাজার (ও কিছুসংখ্যক) নওমুসলিম।১৩০ এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি একাকী রয়ে গেলেন। সেদিন তিনি সুস্পষ্ট দু'বার ডাক দেন। তিনি ডান দিকে ফিরে বলেন ঃ হে আনসারগণ! জবাবে তারা বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর বামদিকে ফিরে বলেন ঃ হে আনসারগণ! জবাবে তারা বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি। সেদিন তিনি একটি সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি (খচ্চরের পিঠ থেকে) নীচে নেমে পড়েন তারপর বলেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কাজেই মুশরিকরা পরাজিত হয়। সেদিন বিপুল পরিমাণ মালে গণীমাত পাওয়া যায়। তিনি সেগুলো মুহাজির ও নওমুসলিমদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করেন এবং আনসারদের কিছুই দেন না। আনসাররা বলেন, কঠিন সময়ে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গণীমাতের মাল পায় অন্যেরা। এ কথা তাঁর [নবী (সঃ)] কানে পৌঁছে যায়। তিনি তাদেরকে ডাকেন একটি খিমার মধ্যে। তিনি বলেন ঃ হে আনসারগণ! তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কি কথা শুনলাম! তারা সবাই চুপ করে থাকেন। তিনি (আবার) বলেন ঃ হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা পসন্দ করবে না যে, লোকেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? তারা জবাবে বলেন ঃ অবশ্যি আমরা এটা পসন্দ করবো। তারপর তিনি বলেন ঃ যদি লোকেরা একটি উপত্যকায় চলে আর আনসাররা চলে একটি গিরিপথ দিয়ে, তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই চলবো।

(বর্ণনাকারী) হিশাম সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হামযাহ! আপনি কি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী? (হযরত আনাস) জবাব দেন ঃ আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতামইবা কখন (যে আমি সেখানে থাকবো না)।

---

১৩০. হাদীসের মূল লিপিতে আছে 'দশ হাজার নওমুসলিম।' কিন্তু অন্য লিপিতে আছে 'দশ হাজার ও নওমুসলিম' (عشرة الاف و من الطلقاء)। অর্থাৎ দশ হাজার মুহাজির ও আনসার এবং কিছুসংখ্যক নওমুসলিম। এ বাক্যটিই যথার্থ বলে মনে হয়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর পরই মক্কায় নওমুসলিমদের সংখ্যা দশ হাজার তো ছিল না বরং এর দশ ভাগের এক ভাগ ছিল বলে অনুমান করা

অনুচ্ছেদ : নজদের দিকে সেনাবাহিনীর অভিযান।

৩৯৯৫ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.

৩৯৯৫. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) নজদের দিকে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন আমি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (মালে গণীমাত বণ্টনের সময়) আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি করে উট পড়ে। আবার একটি করে উট আমরা বেশী করে পাই। কাজেই তেরটি করে উট নিয়ে আমরা ফিরে আসি।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) হযরত খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার দিকে পাঠান।

৩৯৯৬- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ لَهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ.

৩৯৯৬. সালেম১৩১ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালেমের পিতা) বলেন : নবী (সঃ) খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিলো; কিন্তু নিজেদের মুখে) আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথা বলা তারা ভালো মনে করলো না বরং তারা বলতে থাকলো : 'আমরা নিজেদের ধর্মত্যাগ করেছি', 'আমরা নিজেদের ধর্ম-ত্যাগ করেছি।' কিন্তু খালেদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে থাকলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সোপর্দ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বন্দীদেরকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সাথীদের কেউও তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তাঁর কাছে আমরা এ ঘটনা

হয়। তাই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও কিরমানী প্রভৃতি হাদীসবিদদের মতে এখানে ওয়াও (و) উহ্য রয়ে গেছে।

১৩১. সালেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর পুত্র।

বিবৃত করলাম। নবী (সঃ) তাঁর হাত উঠালেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত। এ কথা তিনি দু'বার বলেন।

অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ সাহামী ও আলকামা ইবনে মুজাযযিয আল মুদালাজির সেনাদল এবং একে আনসার সেনাদলও বলা হয়।

٣٩٩٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ قَالَ اَلَيْسَ اَمَرَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُطِيْعُوْنِيْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاجْمَعُوْا لِيْ حَطَبًا فَجَمَعُوْا فَقَالَ اَوْقِدُوْا نَارًا فَاَوْقَدُوْهَا فَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَهَمُّوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُوْلُوْنَ فَرَرْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوْا حَتّٰى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ .

৩৯৯৭. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। জনৈক আনসারকে তার আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন এবং সেনাদলের সবাইকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। (কোনো কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম দেননি? জবাবে তারা বললো। অবশ্যি দিয়েছেন। আমীর বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তারা কাঠ সংগ্রহ করলো। তিনি বললেন, এবার কাঠে আগুন লাগাও। তারা কাঠে আগুন লাগালো। তখন তিনি বললেন, তোমরা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করলো। কিন্তু তারা আবার পরস্পরকে বাধা দিতে লাগলো এবং বলতে লাগলো : আমরা তো জাহান্নামের আগুন থেকে পালিয়ে নবী (সঃ)-এর আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে তারা ইতস্তত করতে করতে একসময় আগুন নিভে গেলো। আর (ওদিকে) আমীরের রাগও পড়ে গেলো। নবী (সঃ)-এর কাছে যখন এ খবর পেঁাছলো, তিনি বললেন : যদি তারা ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আর তার মধ্য থেকে বের হতো না। আনুগত্য কেবলমাত্র মারুফের (সৎকাজের) ক্ষেত্রেই হতে হবে।

অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ।

٣٩٩٨- عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا مُوْسٰى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ بَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِلٰى عَمَلِهِ قَالَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِذَا سَارَ فِيْ اَرْضِهِ كَانَ قَرِيْبًا مِّنْ صَاحِبِهِ اَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِيْ اَرْضِهِ قَرِيْبًا مِّنْ صَاحِبِهِ اَبِيْ مُوْسٰى فَجَاءَ يَسِيْرُ عَلٰى

بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَيُّمَ هَذَا قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَالَ لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ قَالَ مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي۔

৩৯৯৮. আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু মূসা ও মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে পাঠালেন পৃথক পৃথক প্রদেশে। ইয়ামনে ছিল দু'টি প্রদেশ। তারপর তিনি বললেন : তোমরা দু'জন কোমল ব্যবহার করো, কঠোর ব্যবহার করো না, মানুষকে সুখী করো, অসুখী করো না। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদাহ বলেন : তাঁদের প্রত্যেকে যখন নিজের হুকুমাতের সীমানায় সফর করতেন, আর তা হতো তাঁর অন্য সাথীর কাছাকাছি, তখন তাঁরা সাক্ষাত করে সালাম বিনিময় করতেন। মু'আয একবার আবু মূসার এলাকার সীমান্তের কাছাকাছি নিজের সীমান্তে খচ্চরের পিঠে চড়ে সফর করতে করতে আবু মূসার নিকট এসে গেলেন। আবু মূসা তখন বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে ছিল লোকদের জমায়েত। আর তাঁর কাছে একজন লোককে গলার সাথে হাত বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল। মু'আয তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (অর্থাৎ আবু মূসা)! এ লোকটি কে? তিনি জবাবে বললেন : লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয বললেন : একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সওয়ারী থেকে নামবো না। আবু মূসা বললেন : একে হত্যা করার জনাই আনা হয়েছে। কাজেই আপনি নেমে আসেন। তিনি বললেন : না, একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। কাজেই আবু মূসার হুকুমে তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তিনি নামলেন খচ্চরের পিঠ থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আবদুল্লাহ (আবু মূসা)! আপনি কুরআন কিভাবে পড়েন? জবাবে আবু মূসা বললেন, আমি থেমে থেমে কুরআন পড়ি। আবু মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে মু'আয! তুমি কেমন করে পড়ো? মু'আয বললেন : আমি রাতের প্রথম দিকে শুয়ে পড়ি, তারপর এক ঘুম দিয়ে উঠে পড়ি এবং আল্লাহ আমার জন্য যতটা মনজুর করেন পড়ে ফেলি। আমি নিজের ঘুমকেও ইবাদতের সমান সওয়াব মনে করি।

৩৯৯৯ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ۔

৩৯৯৯. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। আবু মূসা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামনে তৈরী শরাবগুলো সম্পর্কে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি কি? আবু মূসা বললেন, সেগুলো হচ্ছে 'বিতউ' ও 'মিযরু।'

বর্ণনাকারী সা'ঈদ বলেন : আমি আবু বুরদাহকে জিজ্ঞেস করলাম 'বিতউ' কি? জবাবে তিনি বললেন : মধুর গ্যাঁজানো রস হচ্ছে বিতউ আর 'মিযরু' হচ্ছে জোয়ারের গ্যাঁজানো পানি।

জবাবে তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী বস্তুই হারাম। এ হাদীসটি বর্ণনা করেন জারীর ও আবদুল ওয়াহেদ শাইবানী থেকে এবং তিনি বর্ণনা করেন আবু বুরদাহ থেকে।[১০২]

٤٠٠٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوْسٰى
وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى يَا نَبِيَّ
اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيْرِ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِيْ مُوْسٰى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلٰى
رَاحِلَتِيْ وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُوْمُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِيْ كَمَا أَحْتَسِبُ
قَوْمَتِيْ وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوْسٰى فَإِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ
فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى يَهُوْدِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ
تَابَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكِيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ
عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ ـ

৪০০০. সা'ঈদ ইবনে আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। আবু বুরদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) তার দাদা আবু মূসা ও মু'আযকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। তিনি তাদের দু'জনকে উপদেশ দিয়ে বললেন : তোমরা লোকদের প্রতি সদয় হয়ো, কঠোর হয়ো না। লোকদেরকে সুখী করো, অসুখী করো না। আর তোমরা দু'জন একমত থেকো। আবু মূসা বললেন : হে আল্লাহর নবী! আমাদের দেশে (অর্থাৎ আমরা যে দেশে যাচ্ছি) যবের শরাব মিযরু আর মধুর শরাব বিতউ-এর প্রচলন রয়েছে (এ ব্যাপারে আপনার বিধান কি?) তিনি বললেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি জিনিসই হারাম। অতঃপর তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। (এরপর একসময়) মু'আয আবু মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন করে কুরআন পড়ো? তিনি জবাবে বললেন, দাঁড়িয়ে, বসে ও আমার সওয়ারীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় থেমে থেমে পড়ি। মু'আয বললেন, আর আমি! আমি তো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তারপর উঠি। আমি তো আমার ঘুমের মধ্যেও ঐ সওয়াব আছে বলে মনে করি, যা ইবাদতের মধ্যে আছে। তারপর আবু মূসা একটি তাঁবু খাটালেন। তাদের দু'জনের মুলাকাত হতে থাকলো। (একদিন) মু'আয আবু মূসার কাছে আসলেন। (তিনি

---

১০২. আবু বুরদাহ হচ্ছেন হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর নাতি।

দেখলেন) এক ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আবু মূসা জবাব দিলেন, লোকটি ইয়াহুদী ছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয বললেন, আমি একে হত্যা করবো।

শু'বার কাছ থেকে আকদী ও অহাব এই একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অকী', নাযার ও আবু দাউদ শু'বার মাধ্যমে সা'ঈদ থেকে, সা'ঈদ তার পিতা থেকে এবং সা'ঈদের পিতা তার পিতা থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। জারীর ইবনে আবদুল হামীদ শাইবানী থেকে এবং তিনি আবু বুরদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

۴۰۰۱ - عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِيْ فَجِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنِيْخٌ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِكَ قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا قُلْتُ لَمْ أَسُقْ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَتْ لِيْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ قَيْسٍ وَمَكَثْنَا بِذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ

৪০০১. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার জাতির দেশে (গবর্ণর পদে নিযুক্ত করে) পাঠালেন। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস, তুমি কি এহ্রাম বেঁধেছো? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে বলেছিলে? আমি বললাম, আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়ে গেছি এবং আপনার মতো এহ্রাম বেঁধেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের সাথে কোরবানীর জানোয়ার এনেছো? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, বায়তুল্লাহর তওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ (দৌড়) করে এহ্রাম খুলে ফেলো। আমি তেমনটি করলাম। এমনকি বনু কায়েসের জনৈকা মহিলা আমার চুল আঁচড়েও দিলো। আর আমরা হযরত উমরের খিলাফত আমল পর্যন্ত এমনটিই করতে থাকলাম।

۴۰۰۲ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ

৪০০২. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনে (গবর্ণর নিযুক্ত করে) পাঠাবার সময় বলেন : তুমি শীগগির আহলে কিতাবদের মধ্যে যাবে। যখন তুমি তাদের কাছে যাবে, তাদেরকে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল'—এ কথার সাক্ষ্য দেবার জন্য আহবান জানাবে। যদি তারা তোমার ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মজলুমের বদ্‌দো'আকে ভয় করো। কারণ তার বদ্‌দো'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো অন্তরাল থাকে না।

٤٠٠٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ.

৪০০৩. আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মু'আয যখন ইয়ামনে আসেন, লোকদেরকে সকালের নামায পড়াতে গিয়ে তিনি 'ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইবরাহীমা খালীলা' (আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি পড়লেন। স্থানীয় লোকদের একজন বললো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয[১৩৩] শু'বা থেকে, তিনি হাবীব থেকে, তিনি সা'ঈদ থেকে এবং সা'ঈদ আমর থেকে এতটুকু বর্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী (সঃ) মু'আযকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। (সেখানে গিয়ে) মু'আয সকালের নামাযে পড়লেন সূরায়ে নিসা। যখন তিনি বললেন : ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইবরাহীমা খলীলা, তখন পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন : ইবরাহীমের মায়ের নিজের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) ও খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-এর বিদায় হজ্জের পূর্বে ইয়ামন গমন।

٤٠٠٤ - عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قَالَ فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

৪০০৪. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে খালেদ ইবনে অলীদের সাথে ইয়ামনে পাঠালেন।

১৩৩. এই বর্ণনাকারী মু'আয ইবনে জাবাল নন বরং তিনি হচ্ছেন পরবর্তীকালের আর একজন মু'আয। তাঁর পিতার নাম মু'আয আল বসরী।

তারপর তাঁর জায়গায় আলীকে পাঠালেন এবং তাঁকে বলে দিলেন : খালেদের সাথীদেরকে বলে দেবে তোমার সাথে যারা (ইয়ামনের দিকে) যেতে চায় তারা যেতে পারে আর যারা (মদীনায়) চলে আসতে চায় তারা চলে আসতে পারে। (বারা'আ বলেন:) আমি তাঁর (আলী) সহগামীদের দলে থাকলাম। (ফলে) আমি বহু আওকীয়া[১০৪] গণীমাতের মাল লাভ করলাম।

٤٠٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا اِلٰى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَكُنْتُ اَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ اَلَا تَرٰى اِلٰى هٰذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ اَتُبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تُبْغِضْهُ فَاِنَّ لَهُ فِى الْخُمُسِ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৪০০৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী (স:) আলীকে খুমুস[১০৫] নেবার[১০৬] জন্য খালেদের কাছে পাঠান। আমি আলীর বিরোধী[১০৭] হয়ে গেলাম। আর তিনি (রাতে) গোসলও করেছিলেন।[১০৮] আমি খালেদকে বললাম, তুমি কি ওকে দেখছো না? (এরপর) যখন আমরা নবী (স:)-এর কাছে ফিরে আসলাম, তাঁকে এ ব্যপারে বললাম। তিনি বললেন: হে বুরাইদাহ! তুমি কি আলীর বিরোধিতা করছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন: তার বিরোধিতা করো না। কারণ খুমুস থেকে তার প্রাপ্য এর চাইতে আরো অনেক বেশী।

٤٠٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِىْ اَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَاَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ اِمَّا عَلْقَمَةُ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَلَا تَأْمَنُوْنِىْ وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِيْنِىْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا

---

১০৪. এক আওকীয়া প্রায় ৪০ দিরহামের সমান।

১০৫. খুমুস হচ্ছে মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ। চার ভাগ সৈন্যদের প্রাপ্য এবং এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এ এক ভাগকে বলা হয় খুমুস।

১০৬. ইসমাঈলী আবী রাওহ ইবনে ইবাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা:)-কে খুমুস বণ্টন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

১০৭. হযরত বুরাইদাহ (রা:) হযরত আলী (রা:)-এর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। কারণ হযরত আলী (রা:) খুমুস থেকে একটি বাঁদী নিজের জন্য নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হযরত আলী (রা:) নিজের অংশ বেশী নিয়ে নিয়েছেন।

১০৮. রাতে গোসল করা থেকে বুঝা যায়, হযরত আলী (রা:) যে বাঁদীটিকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, তার সাথে রাত্রিবাসও করেছিলেন। কাসতালানী লিখেছেন, তিনি একটি বাঁদীকে নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন এবং রাত্রি শেষে দেখা গেলো তাঁর চুল থেকে পানি টপকে পড়ছে।

وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ
اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ
أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللّٰهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ
يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ
قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ
مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ
مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ
لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ

৪০০৬. আবু আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আলী ইবনে আবু তালেব ইয়ামন থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য রঙীন চামড়ার থলের মধ্যে সামান্য সোনা পাঠিয়েছিলেন। তার মাটি (তখনো) তার থেকে আলাদা করা হয়নি।১৩৯ তিনি চারজনের মধ্যে সোনাটি বন্টন করে দিলেন। এ চারজন হচ্ছেন : উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবেস, যায়েদুল খাইল আর চতুর্থজন হচ্ছেন আল কামাহ বা আমের ইবনে তোফায়েল। তাঁর সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন : এ লোকগুলোর চাইতে আমরা এর বেশী হকদার। কথাটি নবী (সঃ)-এর কানে পেঁছলো। তিনি বললেন : তোমাদের কি আমার ওপর আস্থা নেই? অথচ আমি আসমানের বাসিন্দার আমানতদার। আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসছে। এ সময় এক ব্যক্তি যার চোখ দু'টি ছিল কোঠরাগত, চোয়ালের হাড় ঠেলে বের হয়ে পড়েছিল, কপাল ছিল উঁচু, দাড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং তহবন্দ ছিল অনেক ওপরে ওঠানো—দাঁড়িয়ে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বললেন : তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমি কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করার হকদার নই? তারপর লোকটি চলে গেলো। খালেদ ইবনে অলীদ আরজ করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি জবাবে বললেন : না, হয়তো সে নামায পড়ে।১৪০ খালেদ বললেন : এমন অনেক নামাযী আছে যারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের মনের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমাকে লোকদের দিল চিরে ফেলার ও তাদের পেট ফেড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়নি। আবু সাঈদ খুদরী বলেন : তারপর তিনি সেই লোকটির দিকে চোখ তুলে দেখলেন। সে তখনো পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। তিনি (তার দিকে দৃষ্টি রেখে) বললেন : ঐ ব্যক্তির বংশে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা সুমিষ্ট স্বরে আল্লাহর কিতাব পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে নামবে না। দ্বীন তাদের কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ছাড়িয়ে দূরে চলে যায়। আবু সাঈদ বলেন, আমার মনে পড়ছে তিনি এ কথাও বলেন : আমি যদি সেই জাতিকে পাই তাহলে সামুদ জাতির মতো তাদেরকে হত্যা করবো।

---

১৩৯. অর্থাৎ খনি থেকে বের করে তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন না করেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১৪০. অর্থাৎ বাহ্যত ইসলামকে মেনে চলার কারণে তাকে হত্যা করা যাবে না।

٤٠٠٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا -

৪০০৭. ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা এবং জাবের বলেছেন : নবী (সঃ) আলীকে হুকুম দিলেন এহ্‌রামের ওপর কায়েম থাকতে। মুহাম্মদ ইবনে বিক্‌র ইবনে জুরাইজ, আতা ও জাবের থেকে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, আলী তাঁর আদায়কৃত কর[১৪১] নিয়ে হাযির হয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন : হে আলী! তুমি কোন্‌ এহ্‌রাম বেঁধেছো? জবাবে আলী বললেন : নবী (সঃ) যেমন এহ্‌রাম বেঁধেছেন তেমনি। তিনি বললেন : তুমি কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করো যেমন এখন আছো।

বর্ণনাকারী বলেন, আলী তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] জন্য কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٠٠٨ - عَنْ بَكْرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيًا فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا -

৪০০৮. বাকার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমর (রাঃ)-এর কাছে বলেন, আনাস (রাঃ) লোকদেরকে শুনিয়েছেন যে, নবী (সঃ) হজ্জ ও উমরাহের জন্য এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তিনি বলেন, নবী (সঃ) হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। তারপর যখন আমরা মক্কায় আসলাম, তিনি বললেন, যারা নিজের সাথে কোরবানীর পশু আনেনি তারা যেন এ এহ্‌রামকে উমরাহর এহ্‌রামে পরিণত করে (এবং এহ্‌রামের নিয়েত করে নেয়)। আর নবী (সঃ)-এর সাথে কোরবানীর পশু ছিল। (ওদিকে) আলীও ইয়ামন থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে এসে গিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন : (হে আলী!) তুমি কোন্‌ এহ্‌রাম বেঁধেছো? কারণ আমাদের সাথে তোমার পরিবার আছে। তিনি জবাবে বললেন : আমি নবী (সঃ)-এর এহ্‌রাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) বললেন : তাহলে তুমি এহরাম অবস্থায় থাকো। কারণ আমাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে।

---

১৪১. অর্থাৎ ইয়ামন থেকে হযরত আলী (রাঃ) যে কর আদায় করে এনেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : যুল খালাসার যুদ্ধ।

٤٠٠٩- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ.

৪০০৯. জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহেলী যুগে একটি ঘর ছিল তাকে বলা হতো যুল খালাসা এবং ইয়ামনী কা'বা ও সিরীয় কা'বা।১৪২ নবী (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না? (এ কথা শুনে) আমি দেড়শো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং সেটিকে (যুল খালাসা) ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার আশেপাশে যাদেরকে পেলাম হত্যা করলাম। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এ খবর দিলাম। তিনি আমাদের জন্য ও আহমাস (গোত্রের) জন্য দো'আ করলেন।

٤٠١٠- عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيْرٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

৪০১০. কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জারীর আমাকে বলেছেন যে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেন : তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না? খাস'আম গোত্রের একটি ঘর ছিল, তাকে বলা হতো ইয়ামনী কা'বা। আমি আহমাস গোত্রের দেড়শো সওয়ার নিয়ে রওয়ানা দিলাম। তারা সবাই (অর্থাৎ আমার সাথীরা) ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আর আমি ঘোড়ার পিঠে জমে বসতে পারছিলাম না। নবী (সঃ) আমার বুকের ওপর হাত

---

১৪২. এটি ছিল একটি মসজিদের মতো। মনে হয় মক্কার বায়তুল্লার মুকাবিলায় একটি ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে আল্লাহর মুকাবিলায় দেবদেবীর পূজা হতো ইয়ামনী কা'বা বলার অর্থ হচ্ছে এটির অবস্থান ছিল ইয়ামনে আর সিরীয় কা'বা বলার অর্থ ছিল এর দরযা খুলতো সিরিয়ার দিকে। কাযী ইয়ায বলেছেন, কোনো বর্ণনায় কা'বা ইয়ামনী ও কা'বা শামী এর মাঝখানে ও (و) নেই। এর অর্থ দাঁড়ায় কখনো একে ইয়ামনী কা'বা আবার কখনো সিরীয় কা'বা বলা হতো।

মারলেন। এমন কি তাঁর আঙুলের নিশানাগুলো আমি নিজের বুকের ওপর দেখলাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) মজবুত করে বসিয়ে দাও এবং তাকে হেদায়াত দানকারী ও হেদায়াত লাভকারী বানিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (জারীর) সেখানে গেলেন, তাকে ভেঙে ফেললেন এবং জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে দূত পাঠালেন। জারীরের সেই দূত তাঁকে বললেন : সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি যখন সেখান থেকে আপনার কাছে আসার জন্য রওয়ানা দিই তখন সেই ঘরটি পুড়ে চর্মরোগগ্রস্ত উটের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। (এ কথা শুনে) তিনি আহমাসদের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দো'আ করলেন।

٤٠١١ - عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلٰى فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِيْ حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيْلَةَ فِيْهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيْرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَاهُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيْرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيْرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْنٰى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذٰلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

৪০১১. জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বলেন : তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না? আমি বললাম, হাঁ, (অবশ্যি মুক্তি দেবো)। এরপর আমি রওয়ানা দিলাম আহমাস গোত্রের একশো পঞ্চাশজন সওয়ার নিয়ে। তারা সবাই ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আর আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসতে পারছিলাম না। নবী (সঃ)-কে এ কথা বললাম। তিনি আমার বুকে তাঁর হাত মারলেন। এমনকি আমি নিজের বুকে তাঁর হাতের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! একে ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে কায়েম রাখো এবং একে হেদায়াতদানকারী ও হেদায়াত গ্রহণকারীতে পরিণত করো। জারীর বলেন : এরপর থেকে আমি কখনো ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। জারীর বলেন : যুল খালাসা ছিল ইয়ামনে খাস'আম ও বুজীলা গোত্রের একটি ঘর। এ ঘরে মূর্তি পূজা করা হতো। একে কা'বাও বলা হতো।[১৪৩] বর্ণনাকারী[১৪৪] বলেন :

১৪৩. অর্থাৎ এ ঘরে যারা মূর্তি পূজা করতো তারাই একে কা'বা বলতো।

১৪৪. জারীরের পরবর্তী বর্ণনাকারী কায়েস।

তিনি (জারীর) সেখানে পৌঁছলেন। সেটাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন এবং ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : জারীর যখন ইয়ামনে আসলেন। তখন সেখানে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তীরের ফলার সাহায্যে ভাগ্য গণনা করতো। লোকেরা তাকে বললো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত এখানে এসেছেন, তিনি তোমার কথা জানতে পারলে তোমাকে হত্যা করে ফেলবেন। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন সে ভাগ্য গণনা করছিল এমন সময় জারীর সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, এ তীরগুলো ভেঙে ফেলো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করবো। বর্ণনাকারী বলেন, সে তার তীর-টির সব ভেঙে ফেললো এবং কালেমায়ে শাহাদত পড়লো। তারপর জারীর আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সঃ)-এর কাছে পাঠালেন, যার ডাক নাম ছিল আবু আরতাত। সে তাঁকে এ সুসংবাদ দিলো। সে এসে নবী (সঃ)-কে বললো : হে আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার কসম। যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি যখন সেখান থেকে রওয়ানা দিই, তখন সেই ঘরটিকে দেখেছি চর্মরোগে আক্রান্ত উটের মতো (জ্বলে-পুড়ে কালো হয়ে গেছে)। নবী (সঃ) আহমাসের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দো'আ করলেন।

অনুচ্ছেদ : সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাঈল ইবনে আবু খালেদ বলেছেন, এ যুদ্ধটি হয়েছিল লাখাম ও জুযাম গোত্রের সাথে। ইবনে ইসহাক ইয়াযীদ ও উরওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বালী, উযরাহ ও বানীল কায়েন শহরগুলোয় এ গোত্রদ্বয়ের বাস।

٤٠١٢ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوْهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ فِيْ آخِرِهِمْ.

৪০১২. আবু উসমান থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমর ইবনুল আসকে সালাসিল যুদ্ধে[১৪৫] সেনাবাহিনী প্রধান করে পাঠালেন। আমর বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন? জবাব দিলেন, আয়েশাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে কাকে? জবাব দিলেন, তার বাপকে। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কাকে? জবাব দিলেন, উমরকে। তারপর তিনি একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম নিলেন। কিন্তু আমি চুপ করে গেলাম এ ভয়ে যে, আমার নামটি তিনি সবার শেষে না উচ্চারণ করেন।

অনুচ্ছেদ : জারীর (রাঃ)-এর ইয়ামনে[১৪৬] গমন।

٤٠١٣ - عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ذُوْ عَمْرٍو لَئِنْ كَانَ الَّذِيْ تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ

১৪৫. হাদীসের মূল শব্দ হচ্ছে 'যাতুস্ সালাসিল।' অর্থাৎ সালাসিলওয়ালা। সালাসিল হচ্ছে 'সিলসিলাতুন'-এর বহুবচন। আর সিলসিলা মানে হচ্ছে শিকল। অর্থাৎ শিকল যুদ্ধ। এ যুদ্ধের নাম শিকল যুদ্ধ হবার যে বিশেষ কারণটি জালালুদ্দীন সুয়ূতী বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এ যুদ্ধে বিপক্ষ কাফের দলের সৈন্যরা জীবনপণ যুদ্ধ করার জন্য এবং যাতে প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য শিকল দিয়ে পরস্পরকে সংযুক্ত করে রেখেছিল। এ যুদ্ধটি হয় অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে।

১৪৬. হযরত জারীর বাজালী (রাঃ)-এর এবারকার ইয়ামন অভিযান যুল খালাসা ধ্বংসে অভিযান থেকে ভিন্নতর আর একটি অভিযান। এ অভিযানটি ছিল তাঁর জিহাদ ও ইসলাম প্রচারের অভিযান।

صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَىٰ اَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ وَّاَقْبَلَا مَعِيْ حَتّٰى اِذَا كُنَّا فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ رُفِعَ لَنَا
رَكْبٌ مِّنْ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ فَسَاَلْنَاهُمْ فَقَالُوْا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ
اَبُوْ بَكْرٍ وَّالنَّاسُ صَالِحُوْنَ فَقَالَا اَخْبِرْ صَاحِبَكَ اَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُوْدُ اِنْ
شَاءَ اللّٰهُ وَرَجَعَا اِلَى الْيَمَنِ فَاَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرٍ بِحَدِيْثِهِمْ قَالَ اَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ فَلَمَّا
كَانَ بَعْدُ قَالَ لِيْ ذُوْ عَمْرٍو يَا جَرِيْرُ اِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً وَّاِنِّيْ مُخْبِرُكَ خَبَرًا اَنَّكُمْ
مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَّا كُنْتُمْ اِذَا هَلَكَ اَمِيْرٌ تَاَمَّرْتُمْ فِيْ اٰخَرَ فَاِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ
كَانُوْا مُلُوْكًا يَغْضَبُوْنَ غَضَبَ الْمُلُوْكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوْكِ۔

৪০১৩. জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইয়ামনে[১৪৭] ছিলাম। সেখানে দু'জন ইয়ামনী বাসিন্দার সাথে দেখা হলো। তাদের একজনের নাম যুকালা' আর একজনের নাম যুআমর।[১৪৮] আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস শুনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন:) যুআমর জারীরকে বললেন, এ কথা তুমি যা বর্ণনা করছো এ যদি তোমাদের নবীর কথা হয়ে থাকে, তাহলে (জেনে রাখো) তিনি তিন দিন আগে মারা গেছেন।[১৪৯] এরপর তারা দু'জন আমার সাথে আসলেন। আমরা একটি পথে চলছিলাম এমন সময় মদীনার দিক থেকে কিছু সওয়ারী আসতে দেখলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে এবং লোকদের পরামর্শক্রমে আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারা দু'জন আমাকে বললো, তোমার লোককে (অর্থাৎ খলীফাকে) বলে দিয়ো, আমরা এসেছিলাম আর সম্ভবতঃ আমরা ইনশা আল্লাহ আবার আসবো। এরপর তারা দু'জন ইয়ামনে ফিরে গেলেন। আমি আবু বকরকে তাদের কথা শুনালাম। আবু বকর বললেন, তুমি তাদেরকে সাথে করে আনলে না কেন? এরপর (আবার যখন দেখা হলো তখন) যুআমর আমাকে বললেন : হে জারীর! তুমি আমার চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানী। আমি তোমাকে একটি খবর দিচ্ছি, তোমরা আরববাসীরা ততক্ষণ কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করবে যতক্ষণ তোমরা একজন আমীর (নেতা) মারা গেলে আর একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। যদি তলোয়ারের মাধ্যমে এর (ইমারত—তথা জাতীয় নেতৃত্বে) ফায়সালা হয় তাহলে তারা হয়ে যাবে বাদশাহদের মতো। তারা বাদশাহদের মতো নিজেদের সন্তোষ-অসন্তোষ, ক্রোধ ও করুণা প্রকাশ করবে।

অনুচ্ছেদ : সাইফুল বাহারের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তারা কুরাইশদের কাফেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং মুসলমানদের আমীর ছিলেন আবু উবাইদাহ (রাঃ)।

۴۰۱۴ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ وَاَمَّرَ
عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلٰثُ مِائَةٍ فَخَرَجْنَا فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ

---

১৪৭. অন্য একটি লিপিতে এখানে ইয়ামনের জায়গায় 'বাহার' অর্থাৎ সমুদ্র অভিযানের কথা বলা হয়েছে।

১৪৮. যুকালা ও যুআমর ইয়ামনের দু'জন মর্যাদাশালী গোত্র-প্রধান ছিলেন।

১৪৯. সম্ভবতঃ যুআমর কাফেলার মুখে পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে থাকবেন। অথবা এও হতে পারে জাহেলী যুগে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শী ছিলেন এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কথা বলে থাকবেন।

الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا.

৪০১৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) সমুদ্র-সৈকতের দিকে তিনশো সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাদল পাঠান এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে তার আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমরা পথে ছিলাম এমন সময় খাদ্য শেষ হয়ে গেলো। আবু উবাইদাহ হুকুম জারী করে সমগ্র সেনা-দলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে নিলেন। তা ছিল খেজুরের দু'টি থলে। তিনি সামান্য সামান্য করে আমাদেরকে দিতেন। এমনকি একদিন তাও শেষ হয়ে গেলো। এখন একটি করে খেজুর ছাড়া আর আমরা কিছুই পেতাম না। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) আমি জাবেরকে বললাম, একটা খেজুর খেয়ে কতটুকুন পেট ভরবে! জাবের বললেন, আল্লাহর কসম। সেই একটি খেজুর পাওয়াও যখন বন্ধ হয়ে গেলো তখন আমরা তার কদর বুঝলাম। তারপর আমরা সমুদ্র-সৈকতে পেঁাছে গেলাম। সেখানে পেয়ে গেলাম একটি তিমি মাছ ঠিক পাহাড়ের মতো। সমগ্র সেনাবাহিনী সে মাছটি খেলো আঠারো দিন ধরে। তারপর আবু উবাইদাহ সেই মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় খাড়া করার হুকুম দিলেন এবং তার নীচে দিয়ে একটি সওয়ারী পার করালেন। সওয়ারী তার গা স্পর্শ না করে নীচে দিয়ে গলে বেরিয়ে গেলো।

٤٠١٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلاً وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهِيتُ.

৪০১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহের নেতৃত্বে আমাদের তিনশো সওয়ারের একটি সেনাদলকে কুরাইশদের কাফেলার ওপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। আমরা অর্ধ-মাস সমুদ্র-সৈকতে অবস্থান করলাম। সেখানে আমরা মারাত্মক ক্ষুধার শিকার হলাম। এমন কি আমরা পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে থাকলাম। এ কারণে এ সেনাদলকে পাতাওয়ালা (বা পাতাখোর) সেনাবাহিনী বলা হয়। সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করলো। আমরা সেটিকে খেলাম পনের দিন ধরে। আর তার চর্বি ব্যবহার করলাম। এর ফলে আমাদের শরীর আবার আগের ফর্মে এসে গেলো। আবু উবাইদাহ মাছটির শরীর কাঠামোর একটি পাঁজর ধরে দাঁড় করালেন। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী) আর এক বর্ণনায় পাঁজরগুলোর মধ্য থেকে একটি পাঁজর ধরে দাঁড় করাতে বলেছেন। তারপর আবু উবাইদাহ নিজের সাথীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে উটের পিঠে চড়িয়ে তার নীচে দিয়ে সোজা গলিয়ে আনলেন। জাবের বলেন, সেনাদলের একজন তিনটি উট জবাই করলো। তারপর তিনটি উট জবাই করলো। তারপর আবার তিনটি উট জবাই করলো। এ সময় আবু উবাইদাহ তাকে মানা করলেন। (অপর একজন বর্ণনাকারী) আমর বলেন, আবু সালেহ তাকে কায়স ইবন সা'দ থেকে জানিয়েছেন যে, তিনি তার বাপ (সা'দ)-কে বললেন ঃ আমিও ঐ সেনাদলে ছিলাম। সবাই ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। সা'দ বললেন, (তাহলে এ অবস্থায়) উট জবাই করতে। তিনি বলেন, আমি উট জবাই করেছিলাম। তারপর আবার ক্ষুধা লাগলো। তিনি বললেন, (এ অবস্থায়) উট জবাই করতে। তিনি বলেন, এবার আমাকে মানা করা হয়েছে।১৫০

٤٠١٦ - عَنْ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَاُمِّرَ عَلَيْنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ كُلُوْا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَا ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا رِزْقًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ اَطْعِمُوْنَا اِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَاَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَاَكَلَهُ.

৪০১৬. আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন, আমরা জাইশুল খাবতের যুদ্ধে ছিলাম। আমাদের আমীর (সেনাপতি) ছিলেন আবু উবাইদাহ। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সমুদ্র একটি মরা তিমি জাতীয় মাছ (তীরে) নিক্ষেপ করলো। এ ধরনের মাছ আমরা (ইতিপূর্বে) দেখিনি। এ (জাতীয় তিমিকে) আম্বর বলা হয়। আমরা পনের দিন ধরে মাছটি খেলাম। আবু উবাইদাহ তার হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় তুলে ধরলেন। তার নীচে থেকে সওয়ার চলে গেলো। আবার আবু যুবাইর জাবের থেকে আমাকে এ কথা জানিয়েছেন যে, তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন, আবু উবাইদাহ বললেন ঃ খাও। এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে নবী (সঃ)-এর কাছে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ খাও, এ রিযিক, এটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। (আর) তোমাদের সাথে যদি এর কিছু (অংশ) থাকে তাহলে আমাদেরকেও এর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। তাদের কেউ তার কিছুটা এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

---

১৫০. অর্থাৎ সেনাপতি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) উট জবাই করতে মানা করে দেন। তাঁর মানা করার কারণ হচ্ছে এই যে, উটগুলো তো কায়েস (রাঃ)-এর নয় বরং তাঁর পিতা সা'দ (রাঃ)-এর। আর পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্র কেমন করে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারে।

অনুচ্ছেদ : হিজরী নবম সনে আবু বকর (রাঃ)-এর লোকদের হজ্জে নেতৃত্ব দান।

৪০১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ۔

৪০১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী হজ্জটিতে নবী (সঃ) আবু বকর সিদ্দীককে আমীরে হজ্জ বানিয়ে ছিলেন। তাতে আবু বকর তাঁকে (আবু হুরাইরাহকে) একটি দল সহকারে দশ তারিখে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলংগ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে পারবে না।১৫১

৪০১৮- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔

৪০১৮ বারা'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বশেষ যে পূর্ণাংগ সূরাটি নাযিল হয়েছিল, সেটি ছিল সূরায়ে বারা'আত আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি নাযিল হয়েছিল সেটি ছিল সূরায়ে নিসার—ইয়াস্‌তাফ্‌তুনাকা কুলিল্লাহু ইউফতীকুম ফিল কালালাহ —আয়াতটি।১৫২

অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের প্রতিনিধি দল।

৪০১৯- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ۔

৪০১৯. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী তামীমের একটি প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন : হে বনী তামীম। সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সুসংবাদ দিলেন এবার আমাদেরকে কিছু দিন (অর্থাৎ ধন-সম্পদ)। তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] চেহারায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হলো। তারপর ইয়ামনের একটি প্রতিনিধিদল আসলো। তিনি (তাদেরকে) বললেন : বনী তামীম তো সুসংবাদ গ্রহণ করেনি কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করো। তারা জবাবে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা গ্রহণ করে নিলাম।

অনুচ্ছেদ : ইবনে ইসহাক বলেন, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন ইবনে হুযাইফাহ ইবনে বদরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী তামীমের শাখা বনী আম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান।

---

১৫১. আইয়ামে জাহেলিয়াতে লোকেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফের তওয়াফ করতো।

১৫২. শিরোনামার সাথে এ হাদীসটির সম্পর্ক এভাবে জোড়া যেতে পারে যে, এখানে সূরা বারাআতে মুশরিকদের নাজাসাত সম্পর্কে এবং এ বছরের পর তাদের আর কা'বা শরীফে না আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) এটিরই ঘোষণা দেন।

তিনি নিশি আক্রমণ চালিয়ে পুরুষদেরকে হত্যা এবং তাদের নারীদেরকে বন্দী করেন।

৪০২০ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا فِيهِمْ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ أَوْ قَوْمِي.

৪০২০. আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ থেকে বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা শুনার পর থেকে আমি বনী তামীমকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের মোকাবিলায় বনী তামীম হবে সবচেয়ে কঠোর। আয়েশার কাছে এই গোত্রের একটি বাঁদী ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ একে আজাদ করে দাও। কারণ সে ইসমাঈলের বংশধর। তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেনঃ এটা জাতির বা আমার জাতির সাদকাহ।

৪০২১ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ عُمَرُ بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي قَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ.

৪০২১. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বনী তামীমের অশ্বারোহীরা নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। আবু বকর বললেন, কা'কা' ইবনে মা'বাদ ইবনে যরারাহকে এদের আমীর (সেনাপতি) বানান। উমর বললেন, বরং আকরা' ইবনে হাবেসকে আমীর বানিয়ে দিন। আবু বকর বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করো। উমর বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা কখনো করি না। তাঁদের দু'জনের বিতর্ক চলতে থাকলো। তাদের আওয়াজ উচ্চমার্গে পৌঁছে গেলো। এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের সামনে তোমরা নিজেদেরকে অগ্রবর্তী করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্য তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। হে ঈমানদারগণ! নবীর আওয়াজের ওপরে তোমাদের আওয়াজকে বুলন্দ করো না। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যের কথাবার্তার মতো নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে এমনও হতে পারে যে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।"১৫৩

অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল।১৫৪

৪০২২ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ لِي جَرَّةً تُنْتَبَذُ لِي نَبِيذًا فَأَشْرَبُهُ

---

১৫৩. সূরা আল হুজুরাত ১—২ আয়াত।

১৫৪. আবদুল কায়েস আরবের বড় বড় গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এদের বাস বাহরাইনে।

حَلْوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ
فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا
النَّدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ
إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو
بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ
مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ
رَمَضَانَ وَأَنْ أَدُّوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ
وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

৪০২২. আবু জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, আমার কাছে একটি কলসি আছে, তাতে আমার জন্য নাবীয (খেজুরের পানি) তৈরী হয়। সেই পানিকে মিঠা বানিয়ে পেয়ালায় ঢেলে আমি পান করি। যদি সেই পানি বেশী পরিমাণ পান করে আমি লোকদের মজলিসে বসে পড়ি এবং দীর্ঘক্ষণ এ মজলিসে থাকি তাহলে আমার ভয় হয় (নেশা করার দোষে) আমি অপমানিত হবো। (এর জবাবে) ইবনে আব্বাস বলেন: আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তিনি বললেন: খোশ আমদেদ, হে জাতি, যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় এবং লজ্জিতও নয়। তারা (এ অভ্যর্থনার জবাবে) বললো: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুযারের ১৫৫ মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। কাজেই আমরা হারাম মাসগুলো ১৫৬ ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু সংক্ষিপ্ত কথা শিখিয়ে দেন, যার ওপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পেছনে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও এদিকে আহবান করতে পারবো। তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহর ওপর ঈমান আনার হুকুম দিচ্ছি। আর তোমরা কি জানো আল্লাহর ওপর ঈমান আনা কাকে বলে? আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া।১৫৭ আর চারটি কাজ: কদুর খোল, নাকীর নামক কাঠের পাত্র, হানতাম নামক সবুজ কলস ও মুযাফফাত নামক তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয (এক ধরনের শরাব) তৈরী করতে নিষেধ করছি।১৫৮

---

১৫৫. মুযার মদীনা ও বাহরাইনের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। সেখানকার লোকেরা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক।

১৫৬. হারাম মাস হচ্ছে চারটি: রজব, যিলকাদ, যিল-হজ্জ ও মুহররম। এই চার মাসে যুদ্ধ করা ছিল হারাম। কাফেরদের মধ্যেও এটা স্বীকৃত ছিল।

১৫৭. এখানে নামায, যাকাত ও রোযার সাথে হজ্জের নির্দেশ না দেবার কারণ হচ্ছে এই যে তখনো পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি। আবদুল কায়েস গোত্র আসে মক্কা বিজয়ের বছরে এবং তার পরের বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।

১৫৮. হাদীসের প্রথমে উল্লেখিত হযরত আবু জামরাহ (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবদুল কায়েস গোত্রের যে এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নবীয নামক যে শরাবটি খেজুরের পানি থেকে তৈরী হয় তা যথার্থই নেশা সৃষ্টি করে এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে হারাম গণ্য করেছেন।

٤٠٢٣- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِيْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُوْا
إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ شَهَادَةُ أَنْ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَأَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ
مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

৪০২৩. আবু জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তারা আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা হলাম রাবীআর গোত্র। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদারের কাফেররা। কাজেই হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময় আমরা আপনার খেদমতে হাযির হতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের হুকুম দিন যেগুলোর ওপর আমরা আমল করতে পারি এবং আমাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও এর দিকে দাওয়াত দিতে পারি। জবাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (তা হচ্ছেঃ) আল্লাহর ওপর ঈমান আনা তথা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই—এ কথার সাক্ষ্য দেয়া এবং তিনি (আঙুলের সাহায্যে) একের ইশারা করলেন আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং গণীমাতের মাল থেকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা। আর তোমাদেরকে কদুর খোল, নাকীর কাঠের পাত্র, সবুজ কলস ও তৈলাক্ত পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।১৫৯

٤٠٢٤- عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ
بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوْا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا
وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيْهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ
فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوْنِيْ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّوْنِيْ إِلَى
أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوْنِيْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى
عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ إِلَى جَنْبِهِ فَقُوْلِيْ تَقُوْلُ أُمُّ سَلَمَةَ

১৫৯. আসলে এ পাত্রগুলোতেই মদ তৈরী করা হতো এবং এগুলো দেখলেই মদের কথা মনে উঠতো। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমদিকে মদের সাথে সাথে এ পাত্রগুলোও হারাম করে দেন।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِيْ أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِيْ أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

৪০২৪. বুকাইর থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাসের মাওলা (আজাদকৃত গোলাম) কুরাইব তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আবহার ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (তাকে) আয়েশার কাছে পাঠালেন। তারা (তাকে) বলে দিলেন, আয়েশাকে আমাদের সবার সালাম বলবে এবং আসরের পরের দু'রাকাত (নফল) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে আর তাঁকে বলবে, আমরা জানতে পেরেছি আপনি এ দু' রাকআত পড়েন অথচ নবী (সঃ) থেকে আমাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছেছে যে, তিনি ঐ দু' রাকআত পড়তে মানা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, লোকেরা ঐ দু' রাকআত পড়তো বলে আমি উমরের সাথে মিলে লোকদেরকে মারতাম। কুরাইব বলেনঃ আমি তাঁর (আয়েশার) কাছে গেলাম এবং তাঁরা যা বলেছিলেন, তা তাঁর সমীপে পেশ করলাম। আয়েশা জবাব দিলেন, উম্মে সালমার কাছে গিয়ে এ কথাটা জিজ্ঞেস করে নাও। আমি তাঁদেরকে গিয়ে আয়েশার এ কথা জানালাম। তাঁরা আমাকে (এবার) উম্মে সালমার কাছে পাঠালেন এবং আয়েশাকে যা বলতে বলেছিলেন, সব তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। উম্মে সালমা আমার কথার জবাবে বললেনঃ নবী (সঃ) ঐ দু' রাকআত পড়তে মানা করতেন তা আমি শুনেছি। আর (একদিন) তিনি আসরের নামায পড়ে আমার কাছে আসলেন। তখন আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা আমার কাছে বসেছিল। তিনি ঐ দু'রাকআত পড়লেন। আমি খাদেমাকে তাঁর কাছে পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এ কথা বলো যে, উম্মে সালমা বলছেঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে ঐ দু' রাকআত পড়তে নিষেধ করতে শুনিনি? কিন্তু এখন দেখছি আপনি ঐ দু' রাকআত পড়ছেন?" যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে তুমি পেছনে সরে যাবে। কাজেই খাদেমাটি গিয়ে (উম্মে সালমার কথামতো) বললো। তিনি হাতের ইশারা করলেন। তাতে সে সরে গেলো। তারপর যখন তিনি বলতে লাগলেন, বললেনঃ হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি ঐ আসরের পরের দু' রাক'আত সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো? (আসলে আজ) আমার কাছে আবদুল কায়েসের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছিল। তাই তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরের দু' রাকআত আজ পড়তে পারিনি। এ দু' রাকআত হচ্ছে সেই দু' রাকআত।

٤٠٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثٰى مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

৪০২৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মসজিদে জুম'আর নামায পড়ার পর সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয় সেটি হচ্ছে বাহরাইনের জাওয়াসী এলাকায় আবদুল কায়েসের একটি মসজিদ।

অনুচ্ছেদ ঃ বনু হানীফার প্রতিনিধি দল ও সুমামা ইবনে উসালের কথা।

৪০২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ.

৪০২৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সঃ) নাজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী পাঠালেন। তারা বনু হানীফার সুমামাহ ইবনে উসাল নামক ব্যক্তিকে ধরে আনলো। তাকে মসজিদের (মসজিদে নববী) একটি থামের সাথে বেঁধে রাখলো। নবী (সঃ) তার কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন "ওহে সুমামা তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে বললো, "আমি তো ভালোই মনে করছি। যদি আপনি আমাকে কতল করে দেন তাহলে অবশ্য আপনি একজন খুনীকে কতল করবেন (এতে কোনো সন্দেহ নেই)। আর যদি আপনি মেহেরবানী করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপর মেহেরবানী করবেন। যদি আপনি ধন-সম্পদ চান তাহলে যতটা ইচ্ছা চান।" তিনি তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে (একটি দিন পার হয়ে গিয়ে) পরের দিন আসলো। (এবারেও) তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে সুমামা! তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে জবাবে বললো, "আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। (অর্থাৎ) যদি আপনি মেহেরবানী করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর ওপর মেহেরবানী করবেন।"

তিনি তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয় দিন আসলো। তিনি বললেন, "ওহে সুমামা! তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে জবাবে বললো, "আমার তাই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে বলেছি।" তিনি বললেন, "সুমামাকে মুক্তি দাও।" কাজেই (মুক্তি পেয়ে) সে মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গেলো এবং সেখানে গোসল করলো। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, সারা দুনিয়ায় আপনার চাইতে বেশী কারোর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু এখন পৃথিবীতে আপনিই আমার কাছে সব চাইতে বেশী প্রিয়। আল্লাহর কসম, (ইতিপূর্বে) আপনার দ্বীনের চাইতে বেশী অপ্রিয় দ্বীন আমার কাছে আর কোনোটিই ছিলো না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আল্লাহর কসম, (ইতিপূর্বে) আপনার শহরের চাইতে বেশী ঘৃণ্য শহর আর কোনোটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে পাকড়াও করেছে এমন এক সময়, যখন আমি উমরাহ করার জন্য বের হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাকে উমরাহ করার হুকুম দিলেন। যখন সে মক্কায় পৌঁছলো, কোনো এক ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছো? সে জবাব দিলো, না তা হবে কেন? বরং আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম, নবী (সঃ)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসতে পারবে না।

٤٠٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ-

৪০২৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর জামানায় মুসাইলামা কাযযাব মদীনায়) আসলো। সে বলতে লাগলো, যদি মুহাম্মদ আমাকে তাঁর পরে খলীফা বানিয়ে দেন তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাবো। তার কওমের বহু লোককে সংগে নিয়ে সে (মদীনায়) এসেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে

শাম্মাসকে সংগে নিয়ে তার কাছে চললেন। (সে সময়) তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)]-এর হাতে ছিল খেজুরের একটি ডাল। অবশেষে তিনি নিজের সাহাবাগণকে সংগে নিয়ে মুসাইলামার কাছে থেমে গেলেন। তিনি বললেন : যদি তুমি আমার কাছে এ ডালটি চাও তাহলে আমি তাও তোমাকে দেবো না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মিথ্যা হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনিই দেখছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিলো আর এই সাবেত রইলো, আমার পক্ষ থেকে সে তোমাকে জওয়াব দেবে। তারপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবনে আব্বাস বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর "আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনিই দেখছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল"—কথাটির অর্থ জিজ্ঞেস করায় আবু হুরাইরা (রাঃ) আমাকে বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে দেখলাম, আমার হাতে দুটো সোনার কংকন। কংকন দুটোর (খারাপ) অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হলো। তখন স্বপ্নের মধ্যে আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, কংকন দুটোতে ফুঁক দাও। আমি সে দুটোতে ফুঁক দিলাম। তাতে সে দুটো উড়ে গেলো। এই কায্যাব—মিথ্যুক ও ভন্ড দুটিই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের তাবীর। আমার পর এরা দু'জন বের হবে। এদের একজন হচ্ছে আনসী এবং অন্যজন হচ্ছে মুসাইলামা।

٤٠٢٨- عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِيْ كَفِّيْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

৪০২৮. হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। (ঘুমের মধ্যে) দুনিয়ার সম্পদ আমাকে দেয়া হলো। তারপর আমার হাতে দুটো সোনার কাঁকন রাখা হলো। তা আমার ওপর বেশ ভারী হয়ে গেলো। আমার ওপর অহী নাযিল হলো। ওই দুটোতে ফুঁক দাও। আমি দুটোতে ফুঁক দিলাম। দুটো উধাও হয়ে গেলো। এই দু' কায্যাবকে আমি এর তাবীর ধরে নিয়েছি—যাদের মাঝখানে এখন আমি অবস্থান করছি। এদের একজন হচ্ছে সানআ'ওয়ালা (অর্থাৎ আনসী) এবং অন্যজন হচ্ছে ইয়ামামাওয়ালা (অর্থাৎ মুসাইলামা)।

٤٠٢٩- عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ يَقُوْلُ كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُنَصِّلُ الْأَسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيْهِ حَدِيْدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيْهِ حَدِيْدَةٌ إِلَّا نَزَعْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُوْلُ كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وسلم غُلَامًا أَرْعَى الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِي فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

৪০২৯. আবু রাজা' উতারিদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা পাথর পূজা করতাম। একটার চাইতে আর একটা ভালো পাথর পেলে আমরা প্রথমটা ফেলে দিতাম এবং দ্বিতীয়টা কুড়িয়ে নিতাম। আর কোনো পাথর না পেলে মাটি স্তূপাকার করতাম। তারপর ছাগল নিয়ে আসতাম এবং সেই মাটির স্তূপের ওপর ছাগলের দুধ দোহন করতাম। তারপর তার চারদিকে তওয়াফ করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা হচ্ছে তীর প্রভৃতির তীক্ষ্ণতা দূর করার মাস। কাজেই কোনো তীর ও বর্শার তীক্ষ্ণতা দূর না করে আমরা ছাড়তাম না এবং রজবের সারা মাস ধরে আমরা সেগুলো নিক্ষেপ করতে থাকতাম। (বর্ণনাকারী) মেহদী বলেন : আমি আবু রাজাকে বলতে শুনেছি, যেদিন নবী (সঃ) নবুয়াত লাভ করেন সেদিন আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। তখন আমি আমাদের পরিবারের উট চরাতাম। যখন আমরা শুনলাম তাঁর [মুহাম্মদ (সঃ)-এর] আবির্ভাবের খবর, আমরা পালিয়ে গেলাম জাহান্নামের দিকে, (অর্থাৎ) মুসাইলামাতুল কায্‌যাবের দিকে।

অনুচ্ছেদ : আসওয়াদুল আনাসির কাহিনী।

৪০৩০. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِيْ دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ خَطِيْبُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضِيْبٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ سَأَلْتَنِيْ هٰذَا الْقَضِيْبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ وَإِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْهِ مَا أُرِيْتُ وَهٰذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيْبُكَ عَنِّيْ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِيْ ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأُذِنَ لِيْ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِيْ قَتَلَهُ فَيْرُوْزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ

৪০৩০. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, মুসাইলামাতুল কায্যাব মদীনায় আসলো। সে হারেস কন্যার গৃহে অবস্থান করলো। হারেস ইবনে কুরেযের কন্যা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের মা ছিল তার স্ত্রী। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে নিয়ে তার কাছে আসলেন। সাবেতকে বলা হতো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খতীব (মুখপাত্র)। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ছিল একটি গাছের ডাল। তিনি তার কাছে থামলেন এবং তার সাথে কথা বললেন। মুসাইলামা তাঁকে বললোঃ আপনি চাইলে আমার ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাঝখান থেকে প্রতিবন্ধক উঠিয়ে দিতে পারেন তারপর তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন। নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ তুমি যদি আমার কাছে এ গাছের ডালটি চাও তাহলে তাও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনটিই দেখছি যেমনটি স্বপ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছিল। আর এই সাবেত ইবনে কায়েস রইলো, সে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জওয়াব দেবে। তারপর নবী (সঃ) ফিরে আসলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উল্লেখিত স্বপ্নটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ইবনে আব্বাস বললেনঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ একদিন ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখানো হলো আমার হাতের ওপর দুটি সোনার কংকন রাখা হয়েছে। আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং ও দুটি আমার কাছে খারাপ ঠেকলো। আমাকে হুকুম করা হলো, আমি ওদুটিতে ফুঁক দিলাম। তারা উধাও হয়ে গেলো। আমি এর তাবীর করলাম, (আমার পরে) দু'জন ভন্ড (নবী) বের হবে। উবাইদুল্লাহ বলেনঃ তাদের একজন হচ্ছে আনসী, যাকে ফাইরোয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামনে হত্যা করে এবং অন্যজন ছিল মুসাইলামা।

অনুচ্ছেদঃ নাজরানবাসীদের কাহিনী।১৬০

٤٠٣١ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا إِنَّا نُعْطِيْكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِيْنًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِيْنًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ حَقَّ أَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ـ

৪০৩১. হুযাইফা থেকে বর্ণিত। আকেব ও সাইয়েদ নামক নাজরানের দু'জন সরদার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তারা চাচ্ছিল তাঁর সাথে লা'আন করতে।১৬১ তাদের একজন অন্যজনকে বললোঃ লা'আন করো না। কারণ আল্লাহর কসম, যদি ইনি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন এবং আমরা তাঁর সাথে লা'আন করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরে আমাদের সন্তানরা কখনো নাজাত লাভ করতে পারবে না। তারা দু'জন বললোঃ

---

১৬০. নাজরান ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

১৬১. পরস্পর 'লা'আন' করাকে মুবাহালাও বলা হয়। এর পদ্ধতি হচ্ছে, উভয় পক্ষ নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ লোকালয় থেকে বের হয়ে বনে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে এ বলে আল্লাহর কাছে দোআ করবে আমাদের মধ্যে যে মিথ্যুক তার ওপর গযব নাযিল করো।

আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন আমরা তাই আপনাকে দেবো। আর (এজন্য) একজন আমানতদার ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠান এবং আমানাতদার ছাড়া অন্য কোনো (খেয়ানতকারী) ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন : আমি তোমাদের সাথে এমন একজন আমানতদারকে পাঠাবো যে যথার্থই এবং পাক্কা আমানতদার। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন : দাঁড়াও, হে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ! আবু উবাইদাহ দাঁড়াবার পরে তিনি বললেন : এ হচ্ছে এ উম্মতের আমানতদার।

٤٠٣٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ -

৪০৩২. হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাজরানবাসীরা আসলো নবী (সঃ)-এর কাছে। তারা বললো : আমাদের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠান। তিনি বললেন : অবশ্য আমি একজন যথার্থ ও পাক্কা আমানতদার ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠাবো। লোকেরা (এ সম্মানের অধিকারী কে হয় তা জানার জন্য গভীর উৎসুক্য নিয়ে) অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তিনি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে পাঠালেন।

٤٠٣٣ - عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৪০৩৩. আনাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার আছে আর এ উম্মতের অমানতদার হচ্ছে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।

অনুচ্ছেদ : ওমান ও বাহরাইনের কাহিনী।

٤٠٣٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ فَأَعْطَانِي قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ

عَنِّيْ فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّيْ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ
مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعْطِيَكَ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ جِئْتُهُ ـ

৪০৩৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ আসলে আমি তোমাকে দেবো। এতোটা, এতোটা, তিনবার (তিনি ইশারা করেন)। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় বাহরাইন থেকে কোনো ধন-সম্পদ আসলো না। তাঁর ইন্তেকালের পর আবু বকরের আমলে যখন সেই ধন-সম্পদ আসলো তিনি ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন : যদি নবী (সঃ)-এর কাছে কারো ঋণ বাবদ প্রাপ্য থাকে বা তিনি কাউকে কিছু দেবার ওয়াদা করে গিয়ে থাকেন, তাহলে সে আমার কাছে আসতে পারে। জাবের বলেন, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম। আমি তাঁকে জানালাম যে, নবী (সঃ) আমাকে তিনবার ইশারা করে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ আসলে তোমাকে এতোটা, এতোটা, এতোটা দেবো। জাবের বলেন : আবু বকর আমাকে ধন-সম্পদ দিলেন। তারপর আমি আবার আবু বকরের কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দিলেন না। তারপর আমি দ্বিতীয়বার গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দিলেন না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু এবারও তিনি দিলেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে আসলাম কিন্তু আপনি আমাকে দিলেন না। তারপর আসলাম, তখনো দিলেন না। আবার আসলাম, তবুও দিলেন না। কাজেই এখন হয় আপনি আমাকে দিন, নয়তো আমি মনে করবো আপনি আমার ব্যাপারে কার্পণ্য করছেন। অবু বকর বললেন : "তুমি একি বলছো, আমি তোমার ব্যাপারে কৃপণতা করছি? কৃপণতার চাইতে খারাপ ব্যাধি (দুনিয়ায়) আর কি আছে? তিনবার তিনি এ কথা বললেন। আমি যখনই তোমাকে অর্থ দেয়া থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি তখনই আমি মনে করেছি অন্য কোথাও থেকে তোমাকে দেবো।" আর আমর মুহাম্মাদ ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : আমি আবু বকরের কাছে গেলাম। তিনি বললেন : এগুলো (অর্থ) গুণতি করো। আমি গুণলাম। এগুলো পাঁচশো ছিল। তিনি বললেন : (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দুবার নিয়ে নাও।

অনুচ্ছেদ : আশআরী ও ইয়ামনীদের আগমন। আর হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আশআরীদের ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন—তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٠٣٥ـ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نُرٰى
إِبْنَ مَسْعُوْدٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلُزُوْمِهِمْ لَهُ ـ

৪০৩৫. আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও আমার ভাই ইয়ামন থেকে আসলাম। দীর্ঘকাল আমরা অবস্থান করলাম। [নবী (সঃ)-এর খেদমতে]। ইবনে মাসউদ ও তাঁর মায়ের অত্যধিক আসা-যাওয়ায় এবং অধিকাংশ সময় তাঁর [নবী (সঃ)]-এর সংগে থাকার কারণে আমরা তাদেরকে আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম।

٤٠٣٦ـ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُوْ مُوْسٰى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا لَجُلُوْسٌ

عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى دَجَاجًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ قَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ قَالَ إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّلْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

৪০৩৬. যাহ্‌দাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আবূ মূসা আসলেন। তিনি জারম গোত্রকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। আমি তখন সেখানে তাঁর কাছে বসেছিলাম, তিনি মুরগী খাচ্ছিলেন। (উপস্থিত) লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসে ছিলেন, আবূ মূসা তাকে খেতে ডাকলেন। লোকটি বললেন: আমি মুরগীকে কিছু খেতে দেখেছি, তাই তার গোশ্‌ত খেতে আমার অনিচ্ছা। আবূ মূসা বললেন: (সেজন্য কি হয়েছে?) এসে যাও, কারণ আমি নবী (সঃ)-কে মুরগী খেতে দেখেছি। লোকটি বললেন: আমি কসম খেয়েছি কখনো মুরগী খাবো না। আবূ মূসা বললেন: এসে যাও, তোমার কসম সম্পর্কে আমি তোমাকে বলছি। আমরা আশ'আরী গোত্রের একদল লোক একদিন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। আমরা আবার সওয়ারী চাইলাম। এবার তিনি সওয়ারী না দেবার জন্য কসম খেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে মালে গণীমাতের উট এসে গেলো। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি উট দেবার হুকুম দিলেন। উট নিজেদের হস্তগত করার পর বললাম, নবী (সঃ) তাঁর কসম ভুলে গেছেন, এ অবস্থায় আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে সওয়ারী না দেবার জন্য কসম খেয়েছিলেন, অথচ আপনি আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। জবাবে তিনি বললেন: অবশ্যই কসম খেয়েছিলাম, তবে আমি যদি কখনো কোনো কসম খাই এবং তার বিপরীতটাকে ভালো পাই তাহলে যার মধ্যে ভালো আছে, সেটিই গ্রহণ করি।

٤٠٣٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪০৩৭. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: বনু তামীম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তিনি বললেন: হে বনু তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো: আপনি সুসংবাদ তো দিয়ে দিলেন এখন আমাদেরকে কিছু (আর্থিক) দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। এমন সময় ইয়ামনের কি-

লোক আসলো। নবী (সঃ) বললেন : বনু তামীম যখন সুসংবাদ গ্রহণ করলো না তখন তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা অবশ্যই গ্রহণ করে নিলাম।

٤٠٣٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ هَهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ.

৪০৩৮ আবু মাস'উদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) নিজের হাতের সাহায্যে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন : ঈমান ওখানে আছে।১৬২ আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা মুসার ও রাবীয়ার এক চেটিয়া, যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দেয়, যেখান থেকে সূর্য ওঠে।১৬৩

٤٠٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

৪০৩৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : ইয়ামনবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাদের মন সংবেদনশীল ও হৃদয় কোমল। ঈমান হচ্ছে ইয়ামনী এবং হিকমাতও ইয়ামনী। আর গর্ব ও অহংকার উটওয়ালাদের একচেটিয়া। অন্য দিকে শান্তি ও স্থৈর্য-গাম্ভীর্য মেষপালকদের (সম্পত্তি)।

٤٠٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِتْنَةُ هَهُنَا هَهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৪০৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : ঈমান হচ্ছে ইয়ামনী আর ফিত্না সেখানে আছে১৬৪ যেখান থেকে উদিত হয় সূর্য।

٤٠٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

---

১৬২. ইয়ামনের দিকে ইংগিত করার কোনো গভীর অর্থও থাকতে পারে। তবে আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়, এখানে ইয়ামনবাসীদের দ্রুত ও সুন্দরভাবে ঈমান কবুল করার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অইয়ামনবাসীদের ঈমানের প্রতি কোনো নেতিবাচক ইংগিত নেই, এ কথা ও সুস্পষ্ট।

১৬৩. মূল হাদীসে শয়তানের দু শিং-এর মাঝখান থেকে সূর্যোদয়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ সূর্যোদয়ের সময় শয়তান গিয়ে সূর্যের সামনে দাঁড়ায়। যেখান থেকে সূর্য ওঠে বলে আসলে ইয়ামনের পূর্ব দিকে অবস্থানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১৬৪. বিভিন্ন হাদীসে ইয়ামন থেকে ফিতনার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে।

৪০৪১. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : তোমাদের কাছে এসেছে ইয়ামনবাসীরা। তারা নরম দিল ও সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী। **ফিকাহ্ হচ্ছে ইয়ামনী এবং হিকমত ও ইয়ামনী।**১৬৫

٤٠٤٢ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَيَسْتَطِيْعُ هٰؤُلَاءِ الشَّبَابُ اَنْ يَقْرَءُوْا كَمَا تَقْرَأُ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ شِئْتَ اَمَرْتَ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ اَجَلْ قَالَ اِقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ اَخُوْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ اَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ اَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ بِاَقْرَئِنَا قَالَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَأْتُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً مِّنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى قَالَ قَدْ اَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَا اَقْرَأُ شَيْئًا اِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى خَبَّابٍ وَّعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَلَمْ يَاْنِ لِهٰذَا الْخَاتَمِ اَنْ يُّلْقٰى قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَلْقَاهُ۔

৪০৪২. আলকামাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইবনে মাস'উদের সাথে বসে-ছিলাম এমন সময় খাব্বাব আসলেন। তিনি বললেন : হে আবু আবদুর রহমান (অর্থাৎ ইবনে মাস'উদ)! এ যুবকরা কি আপনার মতো কোরআন পড়তে পারে?১৬৬ তিনি জবাব দিলেন : যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের কাউকে আদেশ করি আপনাকে কোরআন পড়ে শুনাতে। খাব্বাব বললেন : অবশ্যি শুনবার ব্যবস্থা করুন। ইবনে মাস'উদ বললেন : হে আলকামাহ! পড়ো। যিয়াদ ইবনে জুদাইরের ভাই যায়েদ ইবনে জুদাইর বললেন : আপনি আলকামাকে পড়তে বলছেন? অথচ সে আমাদের চেয়ে ভালো পড়ে না। ইবনে মাসউদ জবাবে বললেন : যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার কওম ও তার কওম সম্পর্কে নবী (সঃ) যা বলেছেন তা শুনিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন :) আমি সূরা মরিয়ম থেকে পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলাম। আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ) বললেন : (হে খাব্বাব!) কেমন মনে হলো? খাব্বাব জবাব দিলেন : বেশ ভালোই পড়েছে। আবদুল্লাহ বললেন : আমি যেমন পড়ি আলকামাহ্ ঠিক তেমনিই পড়ে। তারপর তিনি খাব্বাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, যার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং বললেন : আচ্ছা, এ আংটিটা খুলে ফেলার সময় কি এখনো আসেনি? খাব্বাব জবাবে বললেন : আজকের পর থেকে এটা আর আমার হাতে দেখবেন না। তারপর তিনি সেটা ফেলে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : দাওস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর কাহিনী।১৬৭

---

১৬৫. ফিকাহ হচ্ছে দ্বীনের গভীর জ্ঞান আর হিকমত হচ্ছে এ জ্ঞানের সূক্ষ্ম প্রয়োগ পদ্ধতি।

১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে কোরআন পড়তেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে গুটিকয়েক সাহাবা থেকে কোরআন শিখতে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাদের অন্যতম।

১৬৭. দাওস ইয়ামনের একটি প্রভাবশালী গোত্র। এ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তুফাইল দাওসী

٤٠٤٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ ـ

৪০৪৩. আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফাইল ইবনে আমর দাওসী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন : দাওস গোত্র তো ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা নাফরমানী করেছে ও ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত করো এবং তাদেরকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসো।

٤٠٤٤ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيْقِ يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ وَأَبَقَ غُلَامٌ لِيْ فِي الطَّرِيْقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَأَعْتَقْتُهُ

৪০৪৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নবী (সঃ)-এর খেদমতে এসেছিলাম তখন পথে বলেছিলাম :

"যত দীর্ঘ পরিশ্রমে কাটুক এ রাতটুকু
দারুল কুফর থেকে মুক্তি পেয়েছি
এতটুকু সান্ত্বনা আমার।

আর আমার একটি গোলাম ছিল। গোলামটি মাঝপথে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি এসে পৌঁছলাম নবী (সঃ)-এর কাছে। তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলাম। এক সময় আমি তাঁর কাছে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার গোলামটি সেখানে এসে হাযির। নবী (সঃ) বললেন : হে আবু হুরাইরা! এই যে তোমার গোলামটি এসে গেছে। আমি বললাম, তাকে আমি আযাদ করে দিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

অনুচ্ছেদ : তায়ী গোত্রের প্রতিনিধিদল ও আদী ইবনে হাতেমের কথা।১৬৮

٤٠٤٥ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِيْ وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُوْ رَجُلًا رَجُلًا يُسَمِّيْهِمْ فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِيْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ بَلَى أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوْا وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوْا وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوْا وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوْا فَقَالَ عَدِيٌّ فَلَا أُبَالِيْ إِذًا

মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নিজের দেশে ফিরে যান এবং তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। সেখান থেকে খায়বার বিজয়ের বছরে নিজের গোত্রের লোকজনসহ মদীনায় হিজরত করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেন।

১৬৮. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) ইয়ামনের বিখ্যাত তায়ী গোত্রের শাসক দাতাপ্রধান হাতেম

৪০৪৫. আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে উমরের কাছে আসলাম। তিনি এক একজনকে নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন : কেন চিনতে পারবো না? যখন লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। যখন লোকেরা পেছনে সরে গিয়েছিল, তুমি সামনে এগিয়ে এসেছিলে। যখন লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তুমি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছিলে। যখন লোকেরা (ইসলামের সত্যতা) অস্বীকার করেছিল, তুমি তা চিনেছিলে। এ জবাব শুনার পর আদী বললেন : এখন আমার আর কোনো চিন্তা নেই।

অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জ।

٤٠٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَأَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا-

৪০৪৬ আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিদায় হজ্জের জন্য আমরা রওয়ানা দিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে। আমরা উমরাহ্র এহরাম বাঁধলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগে করে এনেছে, তাকে একসাথে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের এহরাম বাঁধতে হবে। তারপর এ দু'টি কাজ পুরোপুরি সম্পাদন না করা পর্যন্ত এহরাম খুলতে পারবে না। তাঁর সাথে মক্কায় পৌছেই আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। কাজেই আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলাম না এবং সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ও দিলাম না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন : মাথার চুলগুলো খুলে চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে নাও এবং হজ্জের নিয়েত করে এহরাম বাঁধো আর উমরাহ বাদ দাও। আমি তাই করলাম। তারপর যখন হজ্জ শেষ করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের সাথে আমাকে তানঈমে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেখান থেকে উমরাহ্র এহরাম বাঁধলাম। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে তোমার সেই পরিত্যক্ত উমরাহ। আয়েশা বলেন : যারা উমরাহর এহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও

তাঈর পুত্র। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের এলাকায় এক অভিযান চালালে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে পলায়ন করেন। পরে তিনি নিজে মদীনায় এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাফা-মারওয়ার সা'ঈর (দৌড়) পর এহরাম খুলে ফেলেছিল তারপর (হজ্জ শেষে) মিনা থেকে ফিরে আর একবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেছিল। আর যারা হজ্জ ও উমরাহ্‌র এহরাম একসাথে বেঁধেছিল তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করেছিল।

٤٠١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ۔

৪০১৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (উমরাহ্‌কারী) বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার পর হালাল হয়ে যায়। (বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ তাঁর উস্তাদ আতাকে)[১৬৯] জিজ্ঞেস করেন, ইবনে আব্বাস এটা কোথায় পেলেন? (আতা) জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র এ বাণী থেকে, যেখানে বলা হয়েছে : "তারপর বায়তুল আতীকের (বায়তুল্লাহ) কাছে তারা হালাল হয়।" এবং নবী (সঃ)-এর এ বাণী থেকে, যাতে তিনি নিজের সাহাবাদেরকে বিদায় হজ্জে এহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (জুরাইজ) বললেন : সেটা নিশ্চয়ই ছিল আরাফাতে দাঁড়াবার পর। (আতা) জবাব দিলেন : ইবনে আব্বাসের মতে আরাফাতে পৌঁছার আগে ও পরে (যখনই তাওয়াফ শেষ করবে এহরাম খুলতে পারবে)।

٤٠١٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي۔

৪০১৮. আবু মুসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে বাতহায় মিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি হজ্জের এহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম : জ্বি হাঁ, বেঁধেছি। তিনি বললেন : কিভাবে বেঁধেছো? বললাম : (আমি বলেছি:) আমি সেই এহরাম বাঁধলাম, যে এহরাম বেঁধেছেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। তখন তিনি বললেন : কা'বার তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'ঈর পর এহরাম খুলে ফেলো। কাজেই তাওয়াফ ও সা'ঈর পর এহরাম খুলে ফেললাম এবং কায়েস গোত্রের একটি মেয়ের সাহায্যে আমার মাথার উকুন বাছালাম।

٤٠١٩ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ

---

১৬৯. হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন আতা এবং তাঁর থেকে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন।

ثُمَّ يَنْحَلُّ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِيْ

৪০৪৯. নাফে' থেকে বর্ণিত।১৭০ ইবনে উমর তাঁকে জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসা তাঁকে বলেছেন : বিদায় হজ্জে নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদেরকে এহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। হাফসা বললেন, আপনি কেন এহরাম খুলছেন না? তিনি জবাবে বললেন, আমি মাথার চুল জমিয়ে ফেলেছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা১৭১ ঝুলিয়ে দিয়েছি, কাজেই আমি নিজের কোরবানীর পশু জবাই না করা পর্যন্ত এহরাম খুলতে পারছি না।

٤٠٥٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ -

৪০৫০. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে ফযল ইবনে আব্বাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে সওয়ারীর ওপর বসেছিলেন। এমন সময় খাস'আম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি প্রশ্ন করলেন। বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বার ওপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বড় বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এমনকি সওয়ারীর ওপর বসার ক্ষমতাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন : হাঁ (অবশ্যই পারো)।

٤٠٥١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ثُمَّ أَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيْلًا ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُوْلَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يَسْتَقْبِلُكَ حِيْنَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَالَ وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ

---

১৭০. হযরত নাফে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর গোলাম। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈদের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭১. কেলাদা, পশুর গলার এক বিশেষ ধরনের মালা পরানো, যা থেকে বুঝা যায় যে, পশুটাকে হজ্জে কোরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪০৫১. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) কাসওয়ার[১৭২] পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর পেছনে বসেছিলেন উসামা।[১৭৩] তাঁর সংগে ছিলেন বেলাল ও উসমান ইবনে তাল্‌হা। অবশেষে তিনি কা'বার কাছে এসে উষ্ট্রী বসিয়ে দিলেন। তারপর উসমানকে বললেন : (কা'বা শরীফের) চাবিটা আমাকে এনে দাও। তিনি তাঁর কাছে চাবি নিয়ে আসলেন। তাঁর জন্য (কা'বার) দরযা খোলা হলো। নবী (সঃ), উসামা, বেলাল ও উসমান ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরযা বন্ধ করে দিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার মধ্যে অবস্থান করলেন, তারপর তিনি বের হয়ে আসলে লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু আমি সবার আগে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি বেলালকে দরযার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় নামায পড়েছেন? (বেলাল) জবাব দিলেন, তিনি নামায পড়েছেন ওই সামনের দু'স্তম্ভের মাঝখানে। আর ঘরটি ছিল দু'সারিতে ছ'টি স্তম্ভের ওপর। তার মধ্যে প্রথম সারির দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে তিনি নামায পড়েন। ঘরের দরযা ছিল তাঁর পেছন দিকে এবং তাঁর মুখ ছিল সামনের দেয়ালের দিকে। ইবনে উমর বলেন, তিনি ক'রাক'আত নামায পড়েছিলেন এবং যেখানে তিনি নামায পড়েছিলেন সেখানে কোনো লাল মর্মর পাথর ছিল কি না, তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি।

٤٠٥٢- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَنْفِرْ.

৪০৫২. উরওয়া ইবনে যুবাইর ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা তাঁদেরকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিদায় হজ্জে ঋতুবতী হয়ে পড়েছিলেন। নবী (সঃ) বললেন : তার জন্য কি আমাদেরকে থেমে যেতে হবে? আমি (আয়েশা) বললাম : হে আল্লাহর রসূল! সে তো (মক্কায় এসে) তাওয়াফে যিয়ারত করেছিল। নবী (সঃ) বললেন : (তাহলে তো কোনো চিন্তা নেই,) সে আমাদের সাথে চলতে পারে (মদীনার দিকে)।

٤٠٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ أَلَا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ.

---

১৭২. কাসওয়া হচ্ছে নবী (সঃ)-এর উষ্ট্রীর নাম।

১৭৩. উসামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালিত পুত্র হযরত যায়েদ (রাঃ)এর ছেলে।

يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ انْظُرُوا، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪০৫৩. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। নবী (সঃ) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর বিদায় হজ্জ কি, তা তখন আমরা জানতাম না। নবী (সঃ) আল্লাহর প্রশংসা করার পর মসীহ দাজ্জালের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং বললেন : আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি তাঁর উম্মতকে (মসীহ দাজ্জালের) ভয় দেখাননি। (এমনকি) নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণও ভয় দেখিয়েছেন। আর সে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বের হবে। তাকে চিহ্নিত করার নিশানা তোমাদের কাছে মোটেই অপ্রকাশ থাকবে না। তোমাদের কারোর কাছে এ কথা অবিদিত নেই যে, তোমাদের রব (আল্লাহ) কানা নন। কিন্তু তার (দাজ্জাল) ডান চোখটি কানা। তা ঠিক আংগুরের দানার মতো ফুলে থাকবে। কাজেই ভালো করে শুনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের ওপর তোমাদের ভাইদের রক্ত ও সম্পদ হারাম করে দিয়েছেন (চিরকালের জন্য) যেমন হারাম আজকের দিনে, এ শহরে ও এ মাসে তোমাদের রক্ত ও সম্পদ। (তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন:) আচ্ছা আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহর সমস্ত হুকুম) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? (উপস্থিত) সবাই বললো : হাঁ, (অবশ্য আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন)। তিনি তিনবার বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। (তারপর তিনি বললেন:) দেখো, এ সর্বনাশা কাজ তোমরা করো না, আমার পরে তোমরা আবার কুফরীতে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ো না।

٤٠٥٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.

৪০৫৪. যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ১৯টি জিহাদে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। আর হিজরতের পর মাত্র একটিবার হজ্জ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক বলেন, আরেকটি হজ্জ তিনি করেছিলেন মক্কায় অবস্থানকালে।

٤٠٥٥- عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪০৫৫. জারীর থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বিদায় হজ্জে তাঁকে বলেছিলেন, লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও। তারপর বললেন : আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কেটো না।

٤٠٥٦- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى،

وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ
بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ
هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ
يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَ
سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ
أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ
ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ.

৪০৫৬. আবু বাকরাহ্ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (বিদায় হজ্জের দিন তাঁর ভাষণে) বলেন : আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন যামানা সেদিন যেখানে অবস্থান করছিল আজ আবর্তন করতে করতে আবার সেখানে এসে গেছে। বারো মাসে এক বছর হয়। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। তিনটি মাস পরস্পর : যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মহররম এবং চতুর্থ মাসটি রজব, এ মাসটি জমাদিউস্সানী ও শাবানের মাঝখানে আসে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূলে ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তো তিনি মাসটির নাম পালটে রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশ্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ শহর? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি শহরটির নাম বদলে অন্য নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম : অবশ্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমন কি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি দিনটির নাম বদলে দেবেন। তিনি বললেন : আজ কি 'ইয়াওমুন্নাহার' (কোরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম : অবশ্য। তিনি বললেন : জেনে রাখো, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ—বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, আমার মনে হয় আবু বাকরাহ এও বলেছিলেন যে, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু—তোমাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবে হারাম যেমন এ মাসটি, এ শহরটি ও এ দিনটি হারাম। তোমাদেরকে একদিন তোমাদের রবের সামনে যেতে হবে। তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কাজেই আমার পর তোমরা গোমরাহীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করো না। শোনো, তোমরা যারা এখানে হাযির আছো, তারা এ কথাগুলো যারা হাযির নেই তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ো। কখনো এমনও হয়, যাদের কাছে পৌঁছানো হয় তারা সেগুলো তাদের চাইতে বেশী হেফাযত করতে পারে যারা সেগুলো স্বকর্ণে শুনেছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলছিলেন, মুহাম্মদ (সঃ) যথার্থই বলেছেন। শেষে তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন : শুনো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ কথা তিনি দু'বার বলেন।

٤٠٥٧- عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَالُوْا لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوْا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ أُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ

৪০৫৭. তারেক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। কয়েকজন ইয়াহূদী একবার বললো : যদি এ আয়াতটি আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে আমরা আয়াতটি নাযিলের দিনটিতে ঈদ পালন করতাম। উমর জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আয়াতটি। তারা বললো : "আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহকেও পরিপূর্ণ করে দিলাম।"১৭৪ উমর বললেন : আমি ভালোভাবেই জানি আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল। আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাতে দাঁড়িয়েছিলেন।

٤٠٥٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى يَوْمَ النَّحْرِ-

৪০৫৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (বিদায় হজ্জ করার জন্য) বের হয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক উমরাহ্র এহরাম বেঁধেছিলেন, কিছু লোক বেঁধেছিলেন হজ্জের এহরাম আবার কিছু লোক হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়টির এহরাম বেঁধেছিলেন একসাথে। আর রসূ-লুল্লাহ (সঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন। কাজেই যারা কেবলমাত্র হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন অথবা হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের এহরাম একসাথে বেঁধেছিলেন, তারা ইয়াও-মুন্নাহার১৭৫ পর্যন্ত এহরাম বেঁধে থাকলো এবং ইয়াওমুন্নাহারের পর তারা হালাল হলো।

٤٠٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৪০৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (ইমাম) মালিক থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি উপ-রোক্ত হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : আমরা বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম।

٤٠٦٠- عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ مِثْلَهُ.

৪০৬০. ইসমাঈল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (ইমাম) মালিক আমাদের কাছেও ওপরে বর্ণিত হাদীসটির মতো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১৭৪. এটি সূরা মায়েদার ৩য় আয়াত।

১৭৫. ইওয়ামুন্নাহার হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ অর্থাৎ কোরবানীর দিন।

٤٠٦١ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرٰى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِيْ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ اللّٰهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثٰى لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ.

৪০৬১. আমের ইবনে সা'দ তাঁর পিতা১৭৬ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বিদায় হজ্জে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পেঁৗছে গিয়েছিলাম। নবী (সঃ) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি দেখছেন আমি কত রোগ-গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমার বেশ কিছু ধন-সম্পদ আছে। একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আমার আর কোনো ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি আমি অর্ধেক সাদকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন : হাঁ, তা করতে পারো। তবে নিজের ওয়ারিসদেরকে দরিদ্র করে রেখে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পাতবে তার চেয়ে তাদেরকে ধনী ও অমুখাপেক্ষী হিসেবে রেখে যাওয়াই ভালো। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে আহার্যটি তুলে দাও তারও প্রতিদান পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো (এবং তারা আপনার সাথে মদীনায় চলে যাবে)? তিনি জবাব দিলেন : না, তারা তোমাকে রেখে কখনোই চলে যাবে না। (আর তারা রেখে গেলেও) তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে যাবে। এতে তোমার মরতবা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আর হয়তো তুমি বেশী দিন জীবিত থাকবে এবং তোমার মাধ্যমে একদল (মুসলমানরা) উপকৃত হবে এবং আর একদল (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করো এবং তাদেরকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিয়ো না। তবে সা'দ ইবনে খাওলা মক্কায় মারা গিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এজন্য মনোকষ্ঠ পেয়েছিলেন।

٤٠٦٢ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

---

১৭৬. আমের ইবনে সা'দের পিতা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী।

৪০৬২. নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর তাঁদেরকে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) (হজ্জের সমস্ত আরকান আদায় করার পর) নিজের মাথা ন্যাড়া করে-ছিলেন।

٤٠٦٣ - عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

৪০৬৩. নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ) এবং আরো অনেক সাহাবা বিদায় হজ্জে তাঁদের মাথা ন্যাড়া করে ছিলেন আবার কিছু সাহাবা শুধুমাত্র চুল ছেঁটে ফেলেছিলেন।

٤٠٦٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

৪০৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে জানিয়েছেন : আমি গাধার পিঠে চড়ে আসছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বিদায় হজ্জ উপলক্ষে মিনায় অবস্থান করে লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। সবেমাত্র কয়েকটা সারির সামনে দিয়ে আমার গাধা অগ্রসর হয়েছিল এমন সময় আমি নীচে নেমে নামাযে শামিল হয়ে গিয়েছিলাম।

٤٠٦٥ - عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

৪০৬৫. হিশাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন : উসামাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং আমি তা স্বকর্ণে শুনেছিলাম। (তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল) বিদায় হজ্জে নবী (সঃ) কিভাবে সওয়ারী চালিয়েছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন : মাঝারী চালে, আর জায়গা প্রশস্ত হলে আবার জোরে চালাতেন।

٤٠٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

৪০৬৬. অবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু আইয়ুব তাঁকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছেন।[১৭৭]

---

১৭৭. মুযদালেফায় এসে এ দুটি নামায এক সাথে পড়তে হয়।

অনুচ্ছেদ : তাবুকের যুদ্ধ।১৭৮ একে 'উসরাতের বা কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়।

٤٠٦٧- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ أَرْسَلَنِيْ أَصْحَابِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِيْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ أَصْحَابِيْ أَرْسَلُوْنِيْ إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِيْنًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِيْ أَخْبَرْتُهُمُ الَّذِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِيْ أَيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللّٰهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰؤُلَاءِ فَارْكَبُوْهُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيْ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَظُنُّوْا أَنِّيْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لِيْ وَاللّٰهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُوْ مُوْسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوْهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُوْ مُوْسَى۔

৪০৬৭. আবু মূসা থেকে বর্ণিত। 'উসরাতের১৭৯ সেনাবাহিনী অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার সাথীরা তাদের সওয়ারী চাইবার জন্য আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠালো। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে তাদের জন্য সওয়ারী চাওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে কোনো সওয়ারী দেবো না। তখন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায়

---

১৭৮. তাবুক সিরিয়ায় অবস্থিত। বিদায় হজ্জের পূর্বে নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধটি হয়। যেসব যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন এটি তার মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ। রোম সম্রাট হিরাক্লেল সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে বিরাট আকারের অভিযান পরিচালনা করে মুসলমান-দেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, এ খবর শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) তিরিশ হাযার সাহাবী সুসজ্জিত করে তাবুকের দিকে অগ্রসর হন।

১৭৯. তাবুকের যুদ্ধকে কষ্টের যুদ্ধ বলার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে এ যুদ্ধের ডাক আসে। যখন ঘর থেকে বের হওয়াই ছিল মানুষের জন্য কষ্টকর তখন সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া কত বেশী কষ্টকর তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার ওপর ছিল সাহাবাগণের চরম দারিদ্রের মধ্যে এ বিরাট যুদ্ধের খরচ বহণ করার ব্যাপারটি।

ছিলেন। আমি ব্যাপারটি না বুঝে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসলাম। (দুঃখ এজন্য যে,) একদিকে তো নবী (সঃ) আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন না আবার অন্যদিকে আমার ভয় হচ্ছিল নবী (সঃ) আমার ওপরই না অসন্তুষ্ট হন। কাজেই আমি সাথীদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে নবী (সঃ)-এর জবাব জানিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বেলালের আওয়াজ শুনতে পেলাম : আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস কোথায়? আমি তার ডাকে জবাব দিলাম। তিনি বললেন, চলুন রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে ডাকছেন। আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন : এ দু'টি উট ও এ দু'টি উট[১৮০] এ ছ'টি উট এখনই সা'দের[১৮১] কাছ থেকে নিয়ে যাও। এগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বলো, এগুলো অবশ্যি আল্লাহ অথবা বলেন, এগুলো অবশ্যি রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের সওয়ারীর জন্য পাঠিয়েছেন, এগুলোর পিঠে সওয়ার হও। আমি উটগুলো তাদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদেরকে বললাম, এ উটগুলো নবী (সঃ) তোমাদের সওয়ারীর জন্য দিয়েছেন। তবে আল্লাহর কসম, তোমাদের কয়েকজন আমার সংগে এসো আমি তাদেরকে সেইসব লোকের কাছে নিয়ে যাই, যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রথমবারের কথা শুনেছিলেন, যাতে তোমরা এ কথা না মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে (ইতিপূর্বে) এমন কোনো কথা বলেছিলাম, যা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেননি। তারা বললো : না, আমরা তোমাকে সত্যবাদীই জানি। তবুও যদি তুমি বলো তাহলে আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। কাজেই তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবু মূসার সাথে তাদের কাছে আসলো যারা প্রথমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা শুনেছিলেন। তারা আমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়ে বললো, যথার্থই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এ কথা বলেছিলেন।

٤٠٦٨ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا قَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي۔

৪০৬৮. মুস'আব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক অভিযানে বের হলেন। আলীকে করলেন নিজের স্থলাভিষিক্ত। আলী বললেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন মূসার কাছে হারুনের মর্যাদা? তবে কথা হচ্ছে, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

٤٠٦٩ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَسِيتُهُ قَالَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ

---

১৮০. সম্ভবত তিনিএভাবে তিনবার বলে থাকবেন, যার ফলে মোট ছ'টি হয়। কিন্তু বাক্য সংক্ষেপ করার জন্য রাবী' দু'বার উল্লেখ করেই থেমে গেছেন।

১৮১. ইনি হযরত ইবনে ইবাদাহ, তদানীন্তন বায়তুলমালের নাজেম।

قَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا.

৪০৬৯. সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া তার পিতা (ইয়া'লা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়া'লা বলেন : নবী (সঃ)-এর সাথে আমি তাবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ইয়া'লা বলেন : আমার সমস্ত আমলের মধ্যে এ আমলটির ওপর আমি সবচেয়ে বেশী ভরসা করি। আতা (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, সাফওয়ান ইয়া'লা থেকে বলেছেন : ইয়া'লা এক ব্যক্তিকে নিজের কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। সে এক ব্যক্তির সাথে লড়াই করলো। তাদের একজন আর একজনের হাত কামড়ে ধরলো। আতা বলেন : সাফওয়ান আমাকে তাদের কে কার হাত কামড়ে ধরেছিল তা বলেছিলেন। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। ইয়া'লা বলেন : যার হাত কামড়ে ধরেছিল, সে অন্যের মুখ থেকে হাতটা টেনে বের করে নিয়েছিল। এতে তার একটা দাঁত ভেঙে বের হয়ে এসেছিল। তারা দু'জন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। কিন্তু তিনি দাঁতের কোনো দিয়াত দেবার ব্যবস্থা করলেন না। আতা বলেন : সম্ভবত সাফওয়ান এ কথাও বলেছিলেন যে, নবী (সঃ) (দাঁতওয়ালাকে) বলেছিলেন, সে কি তার হাতটা তোমার মুখের মধ্যে রেখে দিতো আর তুমি তা উটের মতো চিবাতে?

অনুচ্ছেদ : কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর হাদীস এবং মহান আল্লাহর বাণী :
وعلى الثلثة الذين خلفوا "আর পেছনে থেকে যাওয়া তিনজন লোকের ওপর।"১৮২

٤٠٧٠. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ
بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ
كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفْ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي
غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ
قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ
مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ
لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي
أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللهِ مَا
اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَلَمْ يَكُنْ
رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا
رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا

---

১৮২. তাবুক যুদ্ধে যে তিনজন সাহাবা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছতে পারেননি, তাদের ক্ষমার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي
يريد والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ
يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى
له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين
طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه فطفقت أغدو
لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه
فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله ﷺ
والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم
أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت
ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى
أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت
فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول
الله ﷺ فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه
النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله
ﷺ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب فقال رجل
من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه فقال معاذ بن جبل
بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله ﷺ قال
كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر
الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك
بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله ﷺ قد أظل قادما
زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب
فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ﷺ قادما وكان إذا قدم من سفر
بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه
المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة و
ثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم وبايعهم واستغفر

لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ
الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ
أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ
أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي
وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ
اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ
إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا
أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ
حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا
لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا
تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدْ
كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي
حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ قَالُوا
نَعَمْ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ
بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ
قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا
النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا
عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ
وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ
مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ
شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ
عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ
مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ

عَنِّيْ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ
يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ
لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ
فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ بِسُوْقِ
الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ
بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ
لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِيْ دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ
قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا
مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهٰذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ
التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِيْنَ إِذَا
رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ
امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ
مِثْلَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَتَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيْ هٰذَا
الْأَمْرِ قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا
رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ
قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبْكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللهِ مَا زَالَ
يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ لَوِ
اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَا
يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ
ذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهَى رَسُوْلُ
اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَأَنَا
عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللهُ قَدْ ضَاقَتْ
عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى

جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ
أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ
الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ
إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ
مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ
فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ
ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا
يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كَعْبٌ حَتَّى
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
غَيْرُهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ
أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ
فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي
صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ فَوَاللَّهِ
مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي وَمَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ
ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي
اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
إِلَى قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي

لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

৪০৭০. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর পিতা কা'ব অন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে চলতেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালেককে তাঁর তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে তাবুক ও বদর ছাড়া আর কোনোটাতেই আমি গর-হাযির থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন তাদের কারোর ওপর আল্লাহর আক্রোশ পতিত হয়নি। বদর যুদ্ধে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করা। হঠাৎ এক সময় আল্লাহ তাঁদেরকে শত্রুর মুখোমুখি করে দেন। (এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়)। আর আকাবার১৮২(ক). রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হাজির ছিলাম। তিনি ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধ লোকদের মধ্যে বেশী আলোচিত কিন্তু তার চাইতে লাইলাতুল আকাবা আমার কাছে বেশী প্রিয়। (আর তাবুক যুদ্ধে আমার পিছিয়ে থাকার কারণস্বরূপ বলা যায়) এ যুদ্ধের সময় আমি বেশী শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমার কাছে কখনো একসাথে দু'টো সওয়ারী ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে) আমি দু'টি সওয়ারীর মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখনই যুদ্ধের এরাদা করতেন কখনো পরিষ্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোনো নিশানা জানাতেন না (বরং কিছু অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক শব্দ বলে দিতেন)। কিন্তু এ যুদ্ধটার সময় যখন আসলো তখন ছিল ভীষণ গরম। পথ ছিল দীর্ঘ এবং পানি, গাছ-পালা ও লতাপাতাশূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কাজেই রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, যাতে তারা ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারে। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বিপুলসংখ্যক মুসলমান ছিলেন। তবে এমন কোনো কিতাব (অর্থাৎ রেজিস্ট্রি খাতা) ছিল না যাতে তাদের সবার নাম লিপিবদ্ধ থাকতো। কা'ব বলেন : এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, এমন একটি লোকও ছিল না। তবে সাথে সাথে তারা এও মনে করতো যে,

---

১৮২(ক). আকাবা মিনার কাছে অবস্থিত। হিজরতের আগে এখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াসরেব (পরবর্তীকালে মদীনা) থেকে আগত আনসারদেরকে বাই'আত করেন। আকাবায় এ বাই'আত দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। এ বাই'আত অনুষ্ঠিত হয় ইসলাম ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাহায্য করার ওপর। এ অনুষ্ঠানে সত্তরজন আনসার শামিল ছিলেন।

কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে আল্লাহর অহী না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) তা জানতে পারবেন না। এ যুদ্ধের প্রস্তুতি রসূলুল্লাহ (সঃ)) এমন এক সময় শুরু করেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হতো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাথে মুসলমানরা সবাই জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। অন্যদিকে আমি প্রতিদিন সকালে তাদের সাথে প্রস্তুতি নেবার কথা চিন্তা করতাম। সারাদিন চলে যেতো অথচ আমি কিছুই করতাম না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোনো সময় প্রস্তুত হবার ক্ষমতা রাখি, কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের? এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। একদিন সকালে তিনি মুসলমানদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন। অথচ তখনো আমি কোনো প্রকার প্রস্তুতি করিনি। আমি বললাম, আমি এই তো এক-দু'দিনে প্রস্তুতি নিয়ে নেবো তারপর পথে তাদেরকে ধরে ফেলবো। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি প্রস্তুতি নিতে চাইলাম। কিন্তু দিন গুজরে গেলো অথচ আমি কিছুই প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। তারপরের দিন সকালে আবার চাইলাম। কিন্তু এবারও নিতে পারলাম না। তারপর দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকলো। এখন তো সবাই অনেক দূরে চলে গিয়েছে। আমি কয়েকবার এরাদা করলাম বের হয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে। আহা, যদি আমি এমনটি করে ফেলতাম! কিন্তু তা আমার তকদীরে ছিল না। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চলে যাবার পর আমি যখন শহরে লোকদের মধ্যে বের হতাম তখন পথে-ঘাটে দেখতাম মুনাফিকদেরকে অথবা দুর্বল হবার কারণে আল্লাহ যাদেরকে 'মাযুর' বা অক্ষম করে দিয়েছেন তাদেরকে—এদের ছাড়া আর কাউকে পথে দেখতাম না। আমার ভীষণ দুঃখ হতো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না, তবে তাবুকে পৌঁছে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কা'বের কি হলো? বনী সালামার এক ব্যক্তি১৮৩ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ও অহংকার তাকে আটকে দিয়েছে। মু'আয ইবনে জাবাল বললেন, "তুমি তো ভালো কথা বললে না। আল্লাহর কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না"। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বলেন : যখন আমি জানতে পারলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে আসছেন, আমি চিন্তা করতে লাগলাম এমন কোনো মিথ্যা বাহানাবাজী করা যায় কি না যার ফলে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি ঘরের বুদ্ধিমান লোকদের কাছেও বুদ্ধি-পরামর্শ চাইলাম। কিন্তু যখন শুনলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছে গেছেন তখন আমার মন থেকে মিথ্যা বাহানাবাজী করার চিন্তা একেবারে উবে গেলো এবং আমি বিশ্বাস করলাম যে, মিথ্যা কথা আমাকে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলতে মনস্থ করলাম। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় পৌঁছে গেলেন।১৮৪ আর তাঁর নিয়ম ছিল যখনই তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দু'রাক'আত নামায পড়তেন তারপর লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসে যেতেন। যখন তিনি নামায শেষ করে (মসজিদে নববীতে) বসে গেলেন তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগলো। তারা নিজেদের ওজর পেশ করতে লাগলো।১৮৫ তারা কসম খেতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু বেশী। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের ওজর কবুল করে নিলেন। তাদের কাছ থেকে পুনর্বার বাই'আত নিলেন। তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং তাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন। (কা'ব বলেন:) আমিও আসলাম তাঁর কাছে। আমি সালাম দিতে তিনি মুচকি হেসে তার জবাব দিলেন, এমন মুচকি হাসি যাতে ক্রোধ মিশ্রিত ছিল। অরপর বললেন : এসো এসো। আমি গিয়ে সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে

---

১৮৩. বনী সালামার এ লোকটি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ)।

১৮৪. তাবাকাতে ইবনে সাদের বর্ণনা মতে তখন ছিল রমযান মাস।

১৮৫. এ ওজর পেশকারীদের সংখ্যা বিরাশী বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

বললেন : তোমাকে কিসে পেছনে আটকে রেখেছিল? তুমি না সওয়ারী কিনে নিয়েছিলে? আমি বললাম : অবশ্যি আমি সওয়ারী কিনে নিয়েছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! যদি ..া আপনার ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো লোকের সামনে বসতাম তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোনো (মিথ্যা) ওজর পেশ করে চলে যেতাম। কারণ কথা বলার ব্যাপারে আমি কম পারদর্শী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি আজ যদি আপনার কাছে মিথ্যা বলে আমি আপনাকে খুশী করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ আপনাকে আমার ওপর নাখোশ করে দেবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে আপনি নাখোশ হলেও তাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। না, আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনাদের থেকে পেছনে থেকে যাই তখনকার মতো আর কোনো সময় আমি অতটা শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিলাম না।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কা'ব সত্যি কথাই বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও, দেখো আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি ফায়সালা দেন।

আমি উঠে পড়লাম। বনী সালামার লোকেরাও আমার সাথে সাথে চলতে লাগলো। তারা আমাকে বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্যন্ত তোমার কোনো গুনার কথা জানি না। অন্যান্য পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মতো তুমিও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটা বাহানা পেশ করতে পারলে না? তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইসতিগফার তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম! তারা বরাবর আমাকে দোষারোপ করতে থাকলো। এমনকি এক পর্যায়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ফিরে আসতে এবং আমার প্রথম কথাটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : আচ্ছা, আমার মতো নিজের ভুল স্বীকার করেছে এমন আর কাউকেও কি তোমরা সেখানে দেখেছো? তারা জবাব দিলো : হাঁ, দু'জন লোককে আমরা দেখেছি, তারা তোমার মতো একই কথা বলেছে। আর তাদেরকেও সেই একই কথা বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? লোকেরা জবাব দিলো, তারা দু'জন হচ্ছেন : মুরারাহ ইবনুর রাবী' আল আমরাবী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আল ওয়াকিফী। তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা বললো, যারা ছিলেন সৎ, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাদের দু'জনের কথা যখন তারা আমাকে শুনালো (আমি মনে স্বস্তি অনুভব করলাম এবং) আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ) পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে আমাদের এ তিনজনের সাথে কথা বলা সমস্ত মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।১৮৬ কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আমাদেরকে যেন তারা একেবারে চেনেই না। অবশেষে আমার এমন মনে হতে লাগলো যেন দুনিয়ার চিরচেনা সবকিছু বদলে গেছে। এভাবে আমাদের ওপর দিয়ে পঞ্চাশটা রাত গড়িয়ে গেলো। আমার অন্য ভাই দু'টি তো ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তবে আমি ছিলাম যৌবন-দীপ্ত ও হিম্মতওয়ালা। তাই আমি বাইরে বের হতে থাকলাম। মুসলমানদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম ও বাজারে ঘুরাফিরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসতাম। তিনি তখন নামাযের পর মজলিসে বসতেন। আমি তাঁকে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়লো, কি নড়লো না? তারপর, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। কাজেই আমি দেখতাম আমি যখন নামাযে মশগুল থাকি তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন আবার আমি যখন

---

১৮৬. অন্য যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল তাদের জন্য এ সামাজিক বয়কটের হুকুম ছিল না। কারণ আসলে তারা ছিল মুনাফিক। তাই তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার কোনো দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেননি।

তাঁর দিকে চাইতাম তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলে গেলো। এভাবে লোকদের বিমুখতা আমাকে দিশেহারা করে তুললো। তাই একদিন আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদাহর বাগানের পাঁচিল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম। সে আমার সালামের জবাব দিলো না। আমি তাকে বললাম, হে আবু কাতাদাহ! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জানো না আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি? সে চুপ করে থাকলো। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। এবারও সে চুপ করে থাকলো। আমি তৃতীয় বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিল : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। (আর আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না) আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগলো। আমি পাঁচিল টপকে ফিরে এলাম। এ সময় একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। সিরিয়ার একজন খৃস্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল : কে আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা তাকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলো১৮৭ সে আমার কাছে এসে গাস্সানের রাজার১৮৮ একটি চিঠি আমার হাতে দিলো। চিঠিতে রাজা লিখেছেন : আমি জানতে পেরেছি আপনার নেতা আপনার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসেন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখবো। চিঠিটা পড়ে আমি বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা। কাজেই চিঠিটা আমি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্য থেকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। এমন সময় এলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন দূত১৮৯ আমার কাছে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাবার হুকুম করেছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেবো, না কি আর কিছু করবো? বললেন : না, তালাক দেবে না। তবে তার থেকে আলাদা থেকো এবং তার কাছে যেয়ো না। আর আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও এ মর্মে দূত পাঠানো হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি নিজের আত্মীয়-দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ আমার এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান করো। কা'ব বলেন : হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোনো খাদেম নেই। যদি আমি তার খেদমত করি, তার কাজ-কামগুলো করে দিই, তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে? জবাব দিলেন : না, কোনো ক্ষতি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী বললেন : আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এ ধরনের ব্যাপারের প্রতি কোনো আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষাই নেই। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকেই সে কেঁদে চলছে এবং আজো সে কাঁদছে। আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বললো, তুমিও যাও না রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে। তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি নিয়ে এসো, যাতে সে তোমার খিদমত করতে পারে, যেমন হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তার স্বামীর খিদমতের অনুমতি নিয়ে এসেছে। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে কোনো অনুমতি

---

১৮৭. অর্থাৎ মুখে কেউ কা'বের নাম উচ্চারণ করে বললো না যে, "ঐ তো কা'ব ইবনে মালেক।" যেহেতু তাঁর সাথে কথা বলা মানা, তাই তাঁর নাম উচ্চারণ করে কেউ নিজের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো না। তাই হাতের ইশারায় তাকে জানিয়ে দিলো। এ থেকে রসূলের হুকুম মেনে চলা এবং ইসলামী সমাজের শৃংখলা ও আইনানুগতোর পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৮. গাস্সান সিরিয়ার একটি এলাকা। এর রাজা ছিলেন খৃস্টান। এ সময় ইসলাম ও মুসল-মানদের সাথে তার বিরোধ চলছিল। এই বিরোধে তিনি আসলে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর সহায়তা চাচ্ছিলেন।

১৮৯. ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে এ দূত ছিলেন হযরত খুযাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ)।

আনতে যাবো না। জানি না আমি যখন এ ব্যাপারে অনুমতি চাইবো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কি বলবেন। কারণ আমি একজন যুবক।

এভাবে আরো দশটি রাত গড়িয়ে গেলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেবার পর পঞ্চাশতম রাতটিও অতিক্রম করে সকালে ফজরের নামায পড়লাম। নামাযের পর আমাদের ঘরের সামনে বসেছিলাম। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনে হচ্ছিল জীবনধারণ আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবী যেন তার সমস্ত বিস্তীর্ণতা সত্ত্বেও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সময় আমি একটা আওয়াজ শুনলাম সাল্‌'আ পাহাড়ের ওপর থেকে। কে একজন জোরে চীৎকার করে বললেন : হে কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।১৯০ কা'ব বলেন : আমি আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এবার আমার সঙ্কট কেটে গেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযের পর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। কাজেই লোকেরা আমার কাছে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেবার জন্য আসতে লাগলো এবং আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও তারা একইভাবে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেবার জন্য যেতে লাগলো। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন।১৯১ আর আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চাইতে দ্রুততর হলো।১৯২ তার সুসংবাদ শুনে আমি তখন এতই খুশী হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ পোশাক জোড়া ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না। তারপর আমি একজোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তা পরিধান করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হলাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে মোলাকাত করছিল এবং তওবা কবুল হবার জন্য আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল : তোমার তওবা কবুল করে আল্লাহ তোমাকে যে পুরস্কৃত করেছেন, এ জন্য তোমাকে মোবারকবাদ।

কা'ব বলেন : এভাবে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) বসেছিলেন। তাঁর চারদিকে লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাল্‌হা ইবনে উবাইদুল্লাহ আমাকে দেখে দৌড়ে আসলেন, মুসাফাহা করলেন এবং মোবারকবাদ দিলেন। মুহাজির-দের মধ্য থেকে কেউ এভাবে এসে আমাকে মোবারকবাদ দেননি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি কোনদিন তাঁর ইহ্‌সান ভুলবো না। কা'ব বলেন : তারপর আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলাম। তখন খুশীতে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : (হে কা'ব) আজকের দিনটি তোমার জন্য মোবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। কা'ব বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (এ ক্ষমা) আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে; তিনি বললেন : না, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খুশী হতেন, তাঁর চেহারা মোবারক চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশী বুঝতে পারতাম। তারপর আমি তাঁর সামনে বসে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ ও রসূলের পথে সাদকা করে দিতে চাই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার ভালো হবে। আমি বললাম : তাহলে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম (বাকি সব আল্লাহ ও রসূলের পথে দান করে দিলাম)। তারপর আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ এবার সত্য কথা বলার

---

১৯০. ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে এ চীৎকারকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি জোরে চীৎকার দিয়ে বলেন : قد تاب الله على كعب অর্থাৎ আল্লাহ কা'বের তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

১৯১. এ অশ্বারোহী ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)।

১৯২. ইনি হচ্ছেন হযরত হামযা ইবনে আমর আল আসলামী (রাঃ)।

কারণে আমাকে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার এ তওবা কবুল হবার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সত্য কথাই বলতে থাকবো। আল্লাহর কসম। আমি জানি না, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আমার প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন, তেমনটি আর কোনো মুসলমানের ওপর করেছেন কি না। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বলার পর থেকে আজ আমি আর কখনো সজ্ঞানে মিথ্যা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোর আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আমি আশা করি। আর আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন" —থেকে "তোমরা সত্যবাদীদের সহযোগী হয়ে যাও" পর্যন্ত। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চাইতে বড় আর কোনো অনুগ্রহ আমার ওপর হতে দেখিনি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে সত্য বলার তওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ অহী যখন নাযিল হচ্ছিল [অর্থাৎ রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায়] সে সময় যারা মিথ্যা বলেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে মারাত্মক কথা বলেছিলেন তা আর কারোর সম্পর্কে বলেননি। বরকতময় ও মহান আল্লাহ বলেছিলেন ঃ "এরা মিথ্যা হলফ করবে, যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। কিন্তু তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম"......থেকে......"কারণ আল্লাহ ফাসেকদের দলের প্রতি কখনো খুশী হতে পারেন না" পর্যন্ত। কা'ব বলেন ঃ আর আমরা তিনজন সেই সব লোকদের থেকে আলাদা যারা তাদের (যুদ্ধে) না যাবার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা হলফ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের কথা মেনে নিয়ে তাদেরকে বাই'আত করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন (আল্লাহর ওপর)। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেনঃ "সেই তিনজন, যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল।" (অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন)। যারা জেনে-বুঝে জিহাদ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে কেবল আমাদের (তিনজনের) কথা বলা হয়েছিল। আর যারা হলফ করেছিল ও ওজর পেশ করেছিল এবং তাদের ওজর [রসূল (সঃ)] মেনে নিয়েছিলেন তাদের থেকে আমাদের ব্যাপারের ফায়সালাটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ হিজ্‌র১১৩ নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর অবস্থান।

٤٠٧١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَاْسَهُ وَ اَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى جَازَ الْوَادِيْ

৪০৭১. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সঃ) 'হিজ্‌র' অতিক্রম করার সময়১১৪ বললেন, যারা নিজেদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছে তাদের আবাসস্থানে তোমরা প্রবেশ করো না, তাদের ওপর যা (আযাব) আপতিত হয়েছে, তা যেন তোমাদের ওপর আপতিত না হয়। তবে কান্নাকাটি করতে করতে এ স্থানটি অতিক্রম করো। তারপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নিলেন এবং অতি দ্রুত সেই উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন।১১৫

১১৩. হিজ্‌র মদীনা ও সিরিয়ার মাঝখানে 'ওয়াদিউল কুরার' কাছাকাছি একটি স্থান। সামুদ জাতি ও হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির আবাস এখানে ছিল।

১১৪. তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী (সঃ) সাহাবাদের নিয়ে এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১১৫. এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে কিতাবুল আম্বিয়ায় এ সম্পর্কিত আর একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

৪০৭২ - عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.

৪০৭২. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজ্‌রবাসীদের সম্পর্কে বলেন, এখানকার অধিবাসীদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল, তাদের আবাসে প্রবেশ করো না। তবে কান্নাকাটি করতে করতে এ জায়গাটি অতিক্রম করে যাও। তাদের ওপর যা (আযাব) নাযিল হয়েছে, তোমাদের ওপরও যেন তা নাযিল না হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ :

৪০৭৩ - عن مغيرة بن شعبة قال ذهب النبي ﷺ لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه قال إلا في غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه.

৪০৭৩. মুগীরাহ ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) একবার প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করতে গেলেন। (ফিরে আসার পর অযুর জন্য) আমি তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। বর্ণনাকারী (মুগীরার পুত্র উরওয়া) বলেন, এটা তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনাই তিনি বর্ণনা করেছিলেন বলে আমি জানি। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] মুখ ধুয়ে ফেললেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর জামার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। তাই হাত দু'টি আস্তিনের বাইরে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর সে দু'টি ধুয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর তিনি দু'পায়ের মোজার ওপর মসেহ করেছিলেন।

৪০৭৪ - عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي ﷺ من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه.

৪০৭৪. আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (সঃ)-এর সাথে ফিরে আসছিলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, এই 'তাবাহ'[১৯৬] এসে গেছে আর এ হচ্ছে ওহুদ পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরা তাকে ভালোবাসি।

৪০৭৫ - عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم

তাতে যে বাড়তি অংশটুকু আছে তা হচ্ছে : তাবুক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আল হিজ্‌রে পৌঁছে গেলেন, সাহাবাদেরকে হুকুম দিলেন এখানকার কুয়া থেকে কেউ পানি পান করো না এবং কেউ এখান থেকে পানি উঠাবেও না। এ দু'টি হাদীস থেকে আসলে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় তা হচ্ছে এখানকার কিছু ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করা নাজায়েয। প্রয়োজনে এখানে আসা ও এখান দিয়ে চলা নাজায়েয নয়।

১৯৬. মদীনার আর এক নাম। তাইয়্যেবা থেকেই এ তাবাহ এসেছে।

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ـ

৪০৭৫. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। (তাঁর সাথে) আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন : মদীনার মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, তোমরা যেখানে যেখানে সফর করেছো এবং যতগুলো উপত্যকা অতিক্রম করছো তারা সর্বত্র তোমাদের সাথে ছিল। লোকেরা (বিস্ময়সহকারে) জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রসূল! মদীনায় অবস্থান করেই কি তারা এ অবস্থায় ছিল? তিনি জবাব দিলেন : হাঁ, তারা মদীনায় থেকে গিয়েছিল নিজেদের যথার্থ ওজরের কারণে।

অনুচ্ছেদ : কিস্‌রা ও কাইসারের নামে লিখিত নবী (সঃ)-এর পত্র।

۴۰۷۶- عَنْ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ ـ

৪০৭৬. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা সাহমীকে পত্র দিয়ে কিসরার[১৯৭] কাছে পাঠালেন এবং তাঁকে বলে দিলেন পত্র বাহরাইনের গবর্ণরের[১৯৮] হাতে দিতে। বাহরাইনের গবর্ণর সেটা কিসরার হাতে পোঁছিয়ে দিলেন। কিস্‌রা পত্রখানি পড়েই তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। ইবনে শিহাব বলেন, (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) ইবনুল মুসাইয়েব এ কথাও বলেছিলেন যে, (এ খবর শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বদ্‌দোয়া করে বলেছিলেন : (হে আল্লাহ!) তাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করো (যেমন তারা আমার পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে)।

۴۰۷۷- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ اَنْ اَلْحَقَ بِاَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمُ امْرَاَةً ـ

৪০৭৭ আবু বাক্‌রাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে আমি যে কথা শুনেছি, তা থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক ফায়দা দান করেছেন। অর্থাৎ জামাল যুদ্ধের সময়, আমি মনে করতাম যে হক জামাল ওয়ালাদের [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)]-এর পক্ষে রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে

---

১৯৭. কিস্‌রা ইরানের বাদশাহর উপাধি। এ কিসরার আসল নাম ছিল পারভেষ ইবনে হরমুয ইবনে নওশেরওয়া।

১৯৮. বাহরাইন ছিল কিসরার শাসনাধীন একটি প্রদেশ। এর গবর্ণর ছিলেন মানযার ইবনে সাওয়া।

যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই কথা, যা তিনি বলেছিলেন কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে। তিনি বলেছিলেন : সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যে তার (রাষ্ট্রীয়) কাজকারবার সোপর্দ করে দেয় একজন মহিলার হাতে।

٤٠٧٨ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُوْلُ اُذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ۔

৪০৭৮. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে আছে আমি কয়েকটি ছেলের সাথে 'সানিয়াতুল ওয়াদায়' এসেছিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আর (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান কখনো ছেলের জায়গায় বলেছেন বালক।

٤٠٧٩ - عَنِ السَّائِبِ اُذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ ﷺ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ۔

৪০৭৯. সায়েব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন :) আমার মনে আছে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমি কতিপয় বালককে সংগে নিয়ে সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর রোগভোগ ও ওফাত আর আল্লাহর বাণী :

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

"(হে রসূল!) অবশ্যি তোমাকে একদিন মরতে হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে। তারপর কিয়ামতের দিন সবাই তোমাদের রবের সামনে বিরোধে লিপ্ত হবে।" আর ইউনুস যুহরী থেকে এবং তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যে রোগে ইনতেকাল করেছিলেন সেই রোগে আক্রান্ত হবার পর বলেছিলেন, হে আয়েশা, খায়বরে খাদ্যের সাথে আমাকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো, আমি সব সময় পেটে তার ব্যথা অনুভব করি। আর (এখন) মনে হচ্ছে এ ব্যথা আমার শিরাগুলো কেটে ফেলছে।

٤٠٨٠ - عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ثُمَّ مَا صَلّٰى لَنَا بَعْدَهَا حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ۔

৪০৮০. উম্মে ফযল বিনতে হারেস[১১৯] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাগরিবের নামাযে নবী (সঃ)-কে আলমুরসালাতে 'উরফান সূরাটি পড়তে শুনেছি। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে আর কোনো নামায পড়াননি।

٤٠٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُدْنِيْ اِبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

---

১১৯. হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী।

بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلمون فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم ـ

৪০৮১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে নিজের কাছে বসাতেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ওর মতো ছেলেপিলে আছে।২০০ তিনি (উমর) বললেন: এর জ্ঞানের কারণে আমি একে কাছে বসাই। এরপর উমর ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন "যখন এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়"—আয়াতটি সম্পর্কে। ইবনে আব্বাস বললেন, এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কিত আয়াত। এভাবে তাঁকে তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। উমর বললেন: এ আয়াতটি সম্পর্কে তুমি যা বললে তার বাইরে আমি এ সম্পর্কে আর অন্য কিছু জানি না।২০১

٤٠٨٢ـ عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عنه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها ـ

৪০৮২. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছিলেন: বৃহস্পতিবার! হাঁ বৃহস্পতিবার! এ দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যথা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন: লেখার (উপকরণ) নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন একটা লিখন লিখে দিয়ে যাবো, সেই অনুযায়ী চললে তোমরা কোনো দিন গোমরাহ হবে না। লোকেরা কলহে লিপ্ত হলো। আর নবীর সামনে কলহ করা উচিত নয়। তারা বললো, রোগের প্রাবল্যে তিনি বলছেন। কাজেই তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। তিনি বললেন: বাদ দাও, আমি যে স্থানে অবস্থান করছি তা ঐ স্থান থেকে অনেক ভালো, যেদিকে তোমরা আমাকে ডাকছো। তিনি তাদেরকে তিনটি (মৌখিক) অসিয়ত করলেন। মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ২০২ থেকে বহিষ্কার করো। আমি যেভাবে প্রতিনিধিদলকে দান করতাম (আমার পরে) সেভাবে তাদেরকে দান করো। আর ইবনে, আব্বাস তৃতীয়টি বলেননি অথবা তিনি বলেন, (তৃতীয়টি) আমি ভুলে গেছি।

---

২০০. অর্থাৎ তাদেরকে কাছে বসান না কেন? তারাও তো এর সমবয়স্ক।

২০১. অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ) অল্প বয়স্ক যুবক হওয়া সত্বেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞানের গভীরতা এভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন।

২০২ আরব উপদ্বীপ একদিকে এডেন থেকে ইরাক পর্যন্ত অন্যদিকে জেদ্দা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

٤٠٨٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوْا اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَمَّا اَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلَافَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ -

৪০৮৩. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর ঘরে কিছু লোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, এসো আমি তোমাদের জন্য একটি অসিয়ত লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা পরবর্তীকালে গোমরাহ না হয়ে যাও। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, "রসূলুল্লাহ (সঃ) এখন খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন (কাজেই অসিয়ত লেখার প্রয়োজন নেই)। আর তোমাদের কাছে কুরআন আছে। আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট।" কাজেই আহলে বায়েতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। তারা বিরোধে লিপ্ত হলেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ বলছিলেন, কাগজ কলম এনে লিখিয়ে নাও, তাহলে তাঁর পরে তোমরা গোমরাহ হবে না। আর কেউ বলছিলেন অন্য কথা। যখন আজে বাজে কথা ও মতবিরোধ বেশী হয়ে গেলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমরা চলে যাও। উবাইদুল্লাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, ইবনে আব্বাস (দুঃখের সাথে) বললেনঃ লোকেরা নিজেদের মতবিরোধ ও চেঁচামেচির কারণে এ কেমন বিপদ ডেকে আনলো, যা রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর অসিয়ত লিখে দেবার মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করলো।

٤٠٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنِّيْ اَوَّلُ اَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৪০৮৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ফাতেমাকে ডেকে নেন। তিনি ফাতেমার কানে কানে কিছু বলেন। ফাতেমা কাঁদতে থাকেন। তখন তিনি তাকে ডেকে নিয়ে আবার কানে কানে কিছু বলেন। এবার ফাতেমা হাসতে থাকেন। আমরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করি (ইন্তেকালের পরে)। তিনি বলেনঃ নবী (সঃ) (প্রথমে) তাঁর কানে কানে বলেন, এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। কাজেই এ কথা শুনে আমি কাঁদতে থাকি। তারপর তিনি আবার আমার কানে কানে বলেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্ব প্রথম আমিই তাঁর সাথে মিলবো। এ কথায় আমি (আনন্দে) হাসতে থাকি।

٤٠٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

৪০৮৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শুনেছিলাম২০৩ নবীকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়।২০৪ আমি শুনলাম নবী (সঃ) ইন্তেকালের পূর্বে রোগগ্রস্ত অবস্থায় "সেইসব লোকের সংগে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছিলেন........................" আয়াতটির শেষ পর্যন্ত পড়ছেন। আমি বুঝলাম, তিনি আখেরাতকে পসন্দ করেছেন।

٤٠٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

৪০৮৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) রোগগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে বলতে থাকেন : উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুদের সাথে (আমাকে রেখো)।

٤٠٨٧- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ.

৪০৮৭. যুহরী উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার সুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন, কোনো নবী জান্নাতে নিজের জায়গা না দেখা পর্যন্ত কখনো ইন্তেকাল করেন না। তারপর তাঁকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বা আখেরাতের জীবন গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোগাক্রান্ত হলেন এবং তাঁর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি আয়েশার রাণের ওপর মাথা রেখে শায়িত ছিলেন। তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ খুলে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাশালী বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)। আমি বলতে লাগলাম : আর আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে পসন্দ করছেন না। আমি বুঝতে পারলাম তিনি (সুস্থ অবস্থায়) আমাদের যা বলেছিলেন, তা এবার সত্যে পরিণত হয়েছে।

---

২০৩. অর্থাৎ নবী (সঃ) থেকে শুনেছিলাম।

২০৪. অর্থাৎ তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় জীবন-যাপন করতে পারেন আবার চাইলে আখেরাতের জীবন গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করতে পারেন।

٤٠٨٨- عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِيْ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضِمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضٰى وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ

৪০৮৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (রোগগ্রস্ত অবস্থায়) আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সেখানে আসলেন। আবদুর রহমানের হাতে ছিল একটা কাঁচা মিসওয়াক। সেটা দিয়ে সে মিসওয়াক করছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম। দাঁত দিয়ে ভালো করে চিবিয়ে সেটাকে নরম করলাম। তারপর সেটা দিলাম নবী (সঃ)-কে। তিনি সেটা দিয়ে মিসওয়াক করলেন। ইতিপূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কখনো এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিসওয়াক শেষ করে হাত বা আঙুল উঠিয়ে (ইশারা করে) বললেন, 'ফীর রাফীকিল আ'লা'—অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন। আর আয়েশা বলতেন, যখন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] ইন্তেকাল করেন, তাঁর মাথা আমার থুতনী ও কন্ঠনালীরমধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

٤٠٨٩- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكٰى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ طَفِقْتُ أَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ

৪০৮৯. ইবনে শিহাব উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোগাক্রান্ত হতেন, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে নিজের গায়ে ফুঁক দিতেন এবং ঐ সূরা দুটি পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সেই হাত সারা শরীরে বুলাতেন। তারপর যখন তিনি রোগাক্রান্ত হলেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করলেন, আমি ঐ সূরা দুটি পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাতে ফুঁক দিয়ে সেই হাত তাঁর সারা শরীরে বুলিয়ে দিতাম।

٤٠٩٠- عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ۔

৪০৯০. আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ) ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়েছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন—"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, আমার প্রতি করুণা করো এবং আমাকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।"

٤٠٩١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَالِكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِيَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا۔

৪০৯১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (সঃ) তাঁর যে রোগ থেকে আর মুক্তি লাভ করেননি, সেই রোগ শয্যায় বলেনঃ "আল্লাহ ইহুদিদের ওপর লানত বর্ষন করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদাগাহ বানিয়েছে।" আয়েশা বলেনঃ লোকেরা তাঁর কবরকে সিজদাগাহ বানাবে—এ আশংকা যদি না থাকতো, তাহলে তাঁর কবর খুলে দেয়া হতো।

٤٠٩٢- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَاْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِالَّذِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّيْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ فَاَجْلَسْنَاهُ فِيْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتّٰى طَفِقَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا بِيَدِهِ اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلّٰى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ وَاَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ يَقُوْلُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ.

اللهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلٰى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ مُوسٰى وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪০১২. ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্‌বাহ ইবনে মাসউদ থেকে। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী, আয়েশা বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোগ বেড়ে গেলে২০৫ তিনি আমার ঘরে অবস্থান করার জন্য অন্য সকল স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন। সবাই অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও অন্য এক ব্যক্তির সহায়তায় বের হয়ে আসলেন। তাঁর পা মাটিতে ঘসে ঘসে যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে আয়েশা যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কথা বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন জানো, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে, যার কথা আয়েশা বলেছেন? আমি বললাম : না, আমি জানি না। ইবনে আব্বাস বললেন : তিনি হলেন আলী। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা বলেছেন : আমার ঘরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোগ আরো বেড়ে গেলো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন, সাত মশক পানি ভরে এনে আমার ওপর ঢেলে দাও২০৬ হয়তো আমি লোকদের জন্য কিছু অসিয়ত করার ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবো। আমরা তাঁকে নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসার একটি পাত্রের মধ্যে বসালাম। তারপর ঐ মশকগুলো থেকে তাঁর ওপর পানি ঢালা শুরু করলাম। তারপর তিনি পানি ঢালা বন্ধ করার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আয়েশা বলেছেন, তারপর তিনি (মসজিদে) লোকদের কাছে আসলেন। তাদের সাথে নামায পড়লেন এবং তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। (ইবনে শিহাব যুহরী বলেন :) উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ আমাকে জানিয়েছেন, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগ শয্যায় চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন। অত্যধিক জ্বরে যখন খুব বেশী খারাপ লাগতো তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিতেন। তখন তিনি বলতেন : ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে। তারা যা করেছে, তা করতে তিনি লোকদেরকে নিষেধ করতেন। (ইবনে শিহাব বলেন :) আমাকে উবায়দুল্লাহ জানিয়েছেন, আয়েশা বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আবু বকরকে ইমামতি করার হুকুম দিলেন, তখন আমি তাঁর সামনে কয়েকবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলাম। কারণ আমি ধারণা করেছিলাম যে ব্যক্তি তাঁর স্থলে ইমামতি করবে, লোকেরা কখনো তাকে ভালোবাসবে না বরং তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। তাই আমি কামনা করছিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকরকে ইমামতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন। (ইমাম বুখারী বলেন :) এ হাদীসটি ইবনে উমর, আবু মূসা ও ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٠١٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .

২০৫. প্রথমে তিনি হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে রোগাক্রান্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন।

২০৬. সম্ভবত বিষের জ্বালা প্রশমনের জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪০৯৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আমার থুতনী ও কণ্ঠনালীর মাঝামাঝি জায়গায় মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন। আর নবী (সঃ)-এর (মৃত্যু-কষ্ট দেখার) পর আর কারোর মৃত্যু-কষ্টকে আমি খারাপ মনে করি না।

٤٠٩٤ - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيُّ وَ
كَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ اَحَدَ الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ
عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجَعِهِ
الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا حَسَنٍ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ
اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا فَاَخَذَ بِيَدِهٖ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهٗ اَنْتَ
وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلٰثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَوْفَ
يُتَوَفّٰى مِنْ وَجَعِهٖ هٰذَا اِنِّيْ لَاَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ·
اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْنَسْاَلْهُ فِيْمَنْ هٰذَا الْاَمْرُ اِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا
ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَاَوْصٰى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ اِنَّا وَاللّٰهِ لَئِنْ سَاَلْنَاهَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهٗ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا اَسْاَلُهَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

৪০৯৪. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আনসারী তাঁকে জানিয়েছেন : আর কা'ব হচ্ছেন যে তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হয়েছিল, তাদের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে কা'বকে জানিয়েছেন : যে রোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেন সেই রোগে আক্রান্ত হবার পর আলী ইবনে আবু তালেব তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে আবুল হাসান! রসূলুল্লাহ (সঃ) কেমন আছেন? তিনি বললেন : আল হামদুলিল্লাহ, তিনি ভালো আছেন। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর হাত ধরে বললেন : আল্লাহর কসম, তিন দিন পরে তুমি হবে লাঠির দাস। আমি মনে করি এ রোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করবেন। কারণ আমি ভালোভাবেই জানি আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকদের চেহারা মৃত্যুর পূর্বে কেমন হয়ে যায়। কাজেই এসো আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যাই। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি তাঁর পরে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে? যদি তা আমাদের মধ্যে থাকে তা হলে তো আমরা তা জেনে গেলাম। (তাহলে আর কোনো সমস্যাই নেই) আর যদি সে দায়িত্ব আমাদের বাইরে আর কারোর ওপর আসে তাহলেও আমরা তা জেনে গেলাম এবং আমাদের জন্য তাকে অসিয়ত করে যাবেন। কিন্তু আলী বললেন : আল্লাহর কসম, যদি আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখি এবং তিনি না করে দেন তাহলে এর অর্থ হবে লোকেরা আর কোনো দিন আমাদেরকে এ দায়িত্ব (খিলাফত) প্রদান করবে না। কাজেই আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখবো না।

٤٠٩٥ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَا هُمْ

فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ فِيْ صُفُوْفِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ اَنْ يَّخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَنَسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَّفْتَتِنُوْا فِيْ صَلٰوتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتِمُّوْا صَلٰوتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَاَرْخَى السِّتْرَ۔

৪০৯৫. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক তাঁকে জানিয়েছেন: আমরা মুসলমানরা সোমবার দিন ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ছিলাম। আবু বকর ছিলেন আমাদের ইমাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশার হুজরার পর্দা উঠিয়ে আমাদেরকে দেখলেন। দেখলেন আমরা নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে আছি। তখন তিনি মুচকি হাসলেন। আবু বকর মনে করলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জন্য বের হয়েছেন। তাই তিনি পেছনের লাইনের সাথে মিলে যাবার জন্য পেছন দিকে হটতে শুরু করলেন। আনাস বলেন: মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো এই মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে তাদেরকে নামায পড়াবেন। এই ভেবে তারা প্রায় নিয়েত ভাংতে প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ে যাবার জন্য তাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। তারপর তিনি হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং পর্দা ছেড়ে দিলেন।

٤٠٩٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ اَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ عَلَيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَاَنَّ اللّٰهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهٖ عِنْدَ مَوْتِهٖ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَاَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ اٰخُذُهُ لَكَ فَاَشَارَ بِرَاْسِهٖ اَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اُلَيِّنُهُ لَكَ فَاَشَارَ بِرَاْسِهٖ اَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَاَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُّ عُمَرُ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ

يَقُوْلُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهٗ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهٗ ـ

৪০৯৬. উমর ইবনে সাঈদ ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন: আয়েশার আযাদকৃত গোলাম আবু আমর যাকওয়ান তাঁকে জানিয়েছেন, আয়েশা বলতেন : আমার ওপর আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুকের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। আর ইন্তিকালের পূর্বে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি হয়েছিল এই :) আবদুর রহমান[২০৭] হাতে মিসওয়াক নিয়ে আমার কাছে আসলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি ঐ মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক ভালোবাসেন। আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াকটি আপনার জন্য চেয়ে নেবো? তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইংগিত করলেন। কাজেই আমি তার কাছ থেকে মিসওয়াকটি নিলাম। তা তাঁর জন্য শক্ত প্রমাণিত হলো। আমি বললাম, আমি কি এটা আপনার জন্য নরম করে দেবো! তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইংগিত করলেন। কাজেই আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তাঁকে দিলে তিনি তা দিয়ে ভালো করে মিসওয়াক করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একটি মাটির পাত্র বা পেয়ালা[২০৮]—উমর এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন। তাতে পানি ছিল। তিনি দু'হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তারপর সেই হাত দু'টি দিয়ে চেহারা মুছতেন। এ সময় তিনি বলতেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্না লিল মাউতে সাকারাতে—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অবশ্য মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেন : ফির রফীকিল আ'লা—উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে (আমাকে অবস্থান করাও)।[২০৯] এ কথা বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর হাত নীচে নেমে আসলো।

٤٠٩٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْاَلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ يَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لَهٗ اَزْوَاجُهٗ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَىَّ فِيْهِ فِىْ بَيْتِىْ فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَاِنَّ رَاْسَهٗ لَبَيْنَ نَحْرِىْ وَسَحْرِىْ وَخَالَطَ رِيْقُهٗ رِيْقِىْ ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَهٗ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهٖ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهٗ اَعْطِنِىْ هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْطَانِيْهِ فَقَضِمْتُهٗ ثُمَّ مَضَغْتُهٗ فَاَعْطَيْتُهٗ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهٖ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى صَدْرِىْ ـ

---

২০৭. হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই।

২০৮. মাটির পাত্র ছিল না পেয়ালা ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবার কারণে বর্ণনাকারী দুটোই বলে দিয়েছেন।

২০৯. খাত্তাবীর মতে রফীক (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধু) বলতে এখানে ফিরিশতাদের কথা বলা

৪০৯৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামী কাল আমি কোথায় থাকবো? আগামী কাল আমি কোথায় থাকবো? তিনি জানতে চাচ্ছিলেন আগামী কাল আয়েশার পালা কিনা। এ অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে যেখানে ইচ্ছা থাকার জন্য অনুমতি দেন। কাজেই তিনি আয়েশার ঘরে ছিলেন এবং তাঁর কাছে ইন্তেকাল করেন। আয়েশা বলেন : তিনি যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন আমার ঘরে তাঁর পালা ছিল। আল্লাহ যখন তাঁকে (এ মর জগত থেকে) উঠিয়ে নেন তখন তাঁর মাথা ছিল আমার বুকে এবং তাঁর মুখের লালা আমার মুখের লালায় সাথে মিশে যায়। ঘটনাটা ছিল এই : আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আসে। তার কাছে ছিল মিসওয়াক। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান, তোমার এ মিসওয়াকটি আমাকে দাও। সে মিসওয়াকটি আমাকে দিলো। আমি সেটি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম তারপর সেটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন।

٤٠٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ اِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ اُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَفِيْ يَدِهِ جَرِيْدَةٌ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَظَنَنْتُ اَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَاَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَاْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَاَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا ثُمَّ نَاوَلَنِيْهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ اَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ.

৪০৯৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেন আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বুকের ওপর। আর আমাদের নিয়ম ছিল যখন তাঁর কোনো অসুখ করতো, আমাদের একজন দোয়া পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতো। কাজেই আমি দোয়া পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতে থাকি। তিনি মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন : উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে রাখো)। এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সেখানে আসলো। তার হাতে ছিল একটি কাঁচা দাঁতন। নবী (সঃ) সেদিকে তাকালেন। আমি বুঝলাম, তিনি দাঁতন চান। কাজেই আমি দাঁতনটি তার কাছ থেকে নিলাম। দাঁতনের মাথাটি চিবিয়ে নরম করে সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিসওয়াক করলেন। তারপর দাঁতনটি তিনি আমাকে দিতে চাইলেন। তাঁর হাত পড়ে গেলো বা দাঁতনটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। এভাবে তাঁর দুনিয়ার শেষ দিনে বা আখেরাতের প্রথম দিনে তাঁর মুখের লালা ও আমার মুখের লালা একসাথে মিশে গেলো।

٤٠٩٩- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ

হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এ সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস এ পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলোতে রফীক শব্দটি একবচনে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে একবচন বলে এখানে বহুবচনের অর্থ নেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে জান্নাতে নবী, সিদ্দীক ও সালেহীনদের সাথে আমাকে স্থান দাও। কুরআনে বলা হয়েছে وحسن اولئك رفيقا —আর তারা ভালো রফীক—বন্ধু।

أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ
فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُغَشًّى
بِثَوْبِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِأَبِي
وَأُمِّي وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا
قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ
وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ
وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ
مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ»
وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى تَلاَهَا
أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلاَّ يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَنِي
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاَهَا
فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلاَيَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَدْ مَاتَ -

৪০৯৯. ইবনে শিহাব আবু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন : [রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকালের পর] আবু বকর ঘোড়ায় চড়ে তাঁর বাড়ী সুনাহ থেকে মদীনায় আসলেন। মদীনায় এসে তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। তিনি কারোর সাথে কোনো কথা না বলে আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে ইয়ামনী চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আবু বকর তাঁর চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর মুখে চুমো খেলেন এবং কাঁদলেন। তারপর বললেন : আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক, আল্লাহর কসম অবশ্যি আল্লাহ আপনাকে দু'বার মৃত্যু দান করেন না।২১০ একবার মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং তা সংঘটিত হয়ে গেছে। যুহরী বলেন, আর সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আমাকে জানিয়েছেন : আবু বকর বাইরে বের হয়ে দেখলেন উমর লোকদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন।২১১ তিনি বললেন : হে উমর! বসে পড়ো। কিন্তু উমর বসতে

---

২১০. দু'বার মৃত্যু বলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্ভবত এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর দৈহিক মৃত্যু এবং সেই সাথে তার দ্বীন ও শরিয়তের মৃত্যু। তার দৈহিক মৃত্যু হলেও তার দ্বীন ও শরীয়তের মৃত্যু হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত ও কায়েম থাকবে।

২১১. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতে হযরত উমর (রাঃ) মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেননি। মুনাফিকদেরকে খতম না করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারেন না।

অস্বীকার করলেন। ফলে লোকেরা উমরকে ত্যাগ করে আবু বকরের চারদিকে জমায়েত হয়ে গেলো। আবু বকর বক্তৃতা শুরু করলেন: হে লোকেরা শুনো! তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করতো, তার জেনে রাখা উচিত মুহাম্মদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতো। তার জানা দরকার যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরেণ না। মহান আল্লাহ বলছেন: মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? মনে রেখো যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অবস্থান করবে তাদেরকে তিনি তার প্রতিদান দেবেন।২১২ ইবনে আব্বাস বলেন: আল্লাহর কসম, আবু বকর এ আয়াতটি পাঠ করার পর লোকেরা মনে করতে লাগলো যেন আল্লাহ এ আয়াতটি আগে নাযিল করে-ছিলেন তা তারা কেউ জানতো না। তারপর লোকেরা এ আয়াতটি পড়তে লাগলো। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তখন এ আয়াত পাঠ করছিল না। ইবনে শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব জানিয়েছেন, উমর বলেন: আল্লাহর কসম, আবু বকরের মুখে এ আয়াতটি শুনার পর আমার মনে হলো ইতিপূর্বে যেন আমি আয়াতটি কখনো শুনিনি। (এ আয়াতটি শুনার পর) আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী (সঃ) সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন, তখন আমার পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

٤١٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ .

৪১০০. আয়েশা ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর তাঁকে চুম্বন করেন।

٤١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১০১. আয়েশা বলেন: [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] অসুখের সময় আমরা তাঁকে ওষুধ খাওয়ালাম। তিনি ইশারায় মানা করতে লাগলেন। আমরা মনে করলাম, রুগীরা তো এমনি মানাই করতে থাকে। সুস্থ হবার পর তিনি বললেন: আমি না তোমাদেরকে ওষুধ খাওয়াতে মানা করছিলাম। আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম, আপনি অন্যান্য রুগীদের মতো ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তিনি বললেন: এখন ঘরে যারা আছে তাদের সবার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, শুধু আব্বাসকে বাদ দাও, কারণ সে এখানে নেই। এ হাদীসটি ইবনে আবীয যানাদ হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

২১২. সূরা আলে ইমরান ১৪৪ আয়াত।

۴۱۰۲- عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ -

৪১০২. আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার সামনে এ কথা উত্থাপন করা হলো যে, নবী (সঃ) আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন। এ কথা শুনে আয়েশা বললেন, কে বলেছে এ কথা? আমিতো নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নবী (সঃ) আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি কুল্লি করার জন্য গামলা চাইলেন এবং কুল্লি করলেন। তারপর তিনি ইন্তিকাল করলেন। আর আলীকে তিনি নিজের অছি বানিয়ে এবং স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন, তা আমি জানতেই পারলাম না, এ কেমন কথা?

۴۱۰۳- عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ -

৪১০৩. তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ) কি কাউকে অসিয়ত করে গেছেন? তিনি জবাব দিলেন: না, কাউকে কোনো অসিয়ত করে যাননি। তাহলে লোকদেরকে কিভাবে অসিয়ত করা বা অসি-য়তের হুকুম দেয়া উচিত। জবাব দিলেন, যা কিছু কুরআনে লেখা আছে সেই মোতাবিক আমল করার অসিয়ত করা উচিত।

۴۱۰۴- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً -

৪১০৪. আমর ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) দিরহাম-দীনার, গোলাম-বাঁদি কিছুই রেখে যাননি। রেখে গেছেন শুধুমাত্র একটি সাদা খচ্চর। এই খচ্চরটিতে তিনি চড়তেন। আর রেখে গেছেন তাঁর যুদ্ধাস্ত্র। আর এক ফালি জমীন। এ জমীনটি তিনি (নিজের জীবদ্দশায়) মুসাফিরদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

۴۱۰۵- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التُّرَابَ -

৪১০৫. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, ফাতিমা বললেন : আহা, আমার আব্বাজান কত কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন : তোমার আব্বাজানের ওপর আজকের পরে আর কোনো কষ্ট হবে না। তারপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, ফাতিমা এ বলে কাঁদতে লাগলেন : "ওগো আমার আব্বাজান, আপনার দো'য়া আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। ওগো আমার আব্বাজান, জান্নাতুল ফিরদাউস আপনার স্থান! হায়! আমার আব্বাজান, জিবরাঈলকে আমি শুনাই আপনার মৃত্যু সংবাদ!" তাঁকে দাফন করার পর ফাতিমা আনাসকে বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসাকে তোমরা কেমন করে বরদাশত করতে পারলে?

অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ কথা।

৪১০৬- عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِيْ رِجَالٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ وَكَانَتْ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى -

৪১০৬. যুহরী বলেন : অন্যতম আলেম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়েশা বলেন : নবী (সঃ) সুস্থ অবস্থায় বলতেন, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়া হয় তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয় (তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারেন আবার চাইলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন)। রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁর মথাটি আমার রানের ওপর রেখে তিনি শুয়েছিলেন। তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। তারপর চৈতন্য ফিরে পেযে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি রাখলেন এবং বললেন হে আল্লাহ! শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে। আমি বুঝতে পারলাম, (তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল কিন্তু) তিনি আমাদের কাছে থাকা পসন্দ করলেন না। আর আমি এটাও বুঝতে পারলাম, সুস্থ অবস্থায় তিনি যে কথাটি বলতেন, এটা সেই কথারই প্রতিধ্বনি। আর আয়েশা বলেন: তাঁর শেষ কথা ছিল, "আল্লাহুম্মার রফীকাল 'আলা"—হে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর ইন্তেকাল।

৪১০৭- عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا -

৪১০৭. আয়েশা ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তাঁরা বলেন:) নবী (সঃ) মক্কায় অবস্থান করেন দশ বছর। এ সময় তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হতে থাকে। আর তিনি দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন।[২১৩]

---

২১৩. এখানে হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসলে নুযূলে অহীর সময়কাল বর্ণনা করতে চেয়েছেন। এ জন্য তাঁরা মক্কায় যে তিন বছরকে 'ফাতরাতুল অহী' বা অহী বন্ধের সময়

٤١٠٨- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّأَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

৪১০৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবনে শিহাব বলেন : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব[২১৪] আমাকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ :

٤١٠٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلٰثِيْنَ صَاعًا.

৪১০৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর চাদরটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল তিরিশ সা'য়ের বিনিময়ে। কিন্তু তিনি (তা ছাড়িয়ে নেবার আগেই) ইন্তেকাল করেন।[২১৫]

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে সেনাপতি বানিয়ে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন।

٤١١٠- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ فَقَالُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِيْ أُسَامَةَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

৪১১০. সালেম তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) উসামাকে সেনাপতি বানিয়ে জিহাদে পাঠালেন।[২১৬] লোকেরা তার ব্যাপারে নানান কথা বলাবলি করতে লাগলো।[২১৭] নবী (সঃ) বললেন : তোমরা উসামার ব্যাপারে যা কিছু বলাবলি করছো, তা সব আমি শুনেছি। অথচ উসামা লোকদের মধ্যে আমার কাছে সব চাইতে প্রিয়।

বলা হয়, তা এর থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন। তাই নবুওয়াতের পর তাঁর মক্কায় অবস্থান কাল হয় দশ বছর। অন্যথায় পরবর্তী হাদীসটিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজস্ব বর্ণনায় বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ৬৩ বছর বেঁচেছিলেন। এখানে তাঁর মক্কার ১৩ বছরের স্বীকৃতি রয়েছে।

২১৪. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব একজন শ্রেষ্ঠ তাবেঈ আলেম ও ফকীহ। তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৫. অন্য লিপিতে صاعا من شعير ও উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তিরিশ সা' যবের বিনিময়ে। বায়হাকীর বর্ণনা মতে ঐ ইয়াহুদীর নাম ছিল আবুশ শাহাম। আবার নাসায়ী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন বিশ সা'।

২১৬. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালিত পুত্র যায়েদের পুত্র উসামাকে তিনি সিরিয়ার দিকে এক জিহাদে পাঠান। এ জিহাদে হযরত উসামা (রাঃ)-এর সেনাদলে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ)-এর মত বড় বড় ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণও ছিলেন।

২১৭. হযরত উসামা (রাঃ)-এর যোগ্যতার সাথে সাথে বংশ মর্যাদার প্রশ্নও উঠছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে উসামার পিতা হযরত যায়েদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। লোকদের এ উভয় বিরূপ মনোভাবের নিন্দা করাই ছিল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য।

৪১১১ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا وَّ اَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهٗ -

৪১১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) উসামা ইবনে যায়েদের সেনাপতিত্বে একটি সেনাদল পাঠান। উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে লোকেরা নানান কথা বলাবলি করতে থাকে। (এসব কথা কানে পেঁাছার পর) রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে বলেন : তোমরা এখন উসামার নেতৃত্ব নিয়ে নানান কথা বলছো, তোমরা এর আগে তার বাপের নেতৃত্ব নিয়েও নানান কথা বলেছ। আল্লাহর কসম, সে নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল। আর সে ছিল লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তেমনি এও (অর্থাৎ উসামা) তার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।২১৮

৪১১২ - عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّهٗ قَالَ لَهٗ مَتٰى هَاجَرْتَ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِيْنَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَاَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ دَفَنَّا النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ خَمْسٍ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ اَخْبَرَنِيْ بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ

৪১১২. আবুল খায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সানাবিহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কবে (নিজের দেশ থেকে) হিজরত করে (মদীনায়) আসেন? জবাবে সানাবিহী বলেন : আমরা ইয়ামন থেকে হিজরত করে পথে যখন জুহ্ফার কাছে পেঁাছে গেলাম, তখন দেখলাম একজন অশ্বারোহীকে (মদীনার দিক থেকে আসতে)। আমি তার কাছে (মদীনার) খবর জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, [নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং] আজ পাঁচ দিন হলো তাঁকে আমরা কবরস্থ করেছি। আবুল খায়ের এও বলেন : আমি সানাবিহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে কি কিছু শুনেছেন? জবাব দিলেন : হাঁ, শুনেছি। আমি নবী (সঃ)-এর মুয়াযযিন বিলালকে বলতে শুনেছি যে, লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমযানের শেষ দশ রাতের সপ্তম রাতে।

---

২১৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে নববীর মিম্বারে উঠে সমবেত সাহাবাগণের সামনে হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত উসামা (রাঃ) সম্পর্কে এ বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে নিজ গৃহে চলে যান। সেদিনটি ছিল শনিবার, একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস। পরের দিন রবিবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উসামা (রাঃ) যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে তাঁর সাথে দেখা করতে আসলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আকাশের দিকে হাত তুলে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তারপর হাত দুটি তাঁর মাথায় রাখলেন। উসামা বলেন : আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। পরের দিন সোমবার উসামা (রাঃ) সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই শুনলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের খবর। তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে এ সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মতো এতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল সাতশো।

অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (সঃ) কতগুলো জিহাদ পরিচালনা করেন।

٤١١٣- عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ

৪১১৩. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যায়েদ ইবনে আরকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ক'টা যুদ্ধে শরীক ছিলেন? বললেন : সতেরটি যুদ্ধে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম নবী (সঃ) মোট ক'টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন? তিনি বললেন, মোট উনিশটি।

٤١١٤- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ -

৪১১৪. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারা' আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি (বারা') নবী (সঃ)-এর সাথে পনেরটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

٤١١٥- عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً -

৪১১৫. ইবনে বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তিনি (আবু বুরাইদাহ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যোলটি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিতাবুত তাফসীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'রহমান' (رحمن) এবং 'রহীম' (رحيم) শব্দ দু'টির উৎপত্তি হয়েছে মূল শব্দ 'রাহমাতুন' (رحمة) থেকে এবং 'আলীম' ও 'আলেম' (জ্ঞানের অধিকারী) এর মত 'রাহীম' ও 'রাহেম' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দ দু'টির অর্থ হলো, দয়াময় বা দয়াশীল।

অনুচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা। এর নাম 'উম্মুল কিতাব'ও বলা হয়। কেননা, মুসহাফের সব সূরার আগে এ সূরাটি লিখিত হয় এবং নামাযের শুরুতেও এটি পড়া হয়। "দ্বীন"(دين) শব্দের অর্থ ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় দান করা। যেমন বলা হয়ে থাকে كما تدين تدان অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। মুজাহিদ বলেছেন: 'দ্বীন' (دين) শব্দের অর্থ হলো হিসেব-নিকেশ। এ জন্য 'মাদীনীন' (مدينين) শব্দের অর্থ যার হিসেব করা হয়েছে।

৪১১৬ - عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ اُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اُصَلِّيْ فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِيْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ اَلَمْ تَقُلْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ اُوْتِيْتُهُ -

৪১১৬. আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) আমি মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলাম। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাকলেন। কিন্তু আমি তাঁকে কোন জবাব দিলাম না। পরে গিয়ে আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! (আপনি যে সময় আমাকে ডেকেছিলেন) আমি তখন নামায পড়ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে তাকে বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।" তারপর আমাকে বললেন: তুমি এ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে কোরআনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দেবো যা গুরুত্বের দিক দিয়ে সবচাইতে বড়। তারপর তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি বলেননি যে, কোরআনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা আমাকে শিখিয়ে দেবেন? তিনি বললেন : সেই সূরাটি হলো আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আমাকে 'সাবউল মাসানী'[১] বা বার বার পঠিত এ সাতটি আয়াত ও মহান কোরআন দান করা হয়েছে।

---

১. সূরা ফাতিহাকে "সাবউল মাসানী" বলা হয় এ জন্য যে সূরাটিতে মোট সাতটি আয়াত আছে এবং নামাযে বা অন্য সময়ে তা বার বার পঠিত হয়।

অনুচ্ছেদ : গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন। অর্থাৎ তাদের পথে পরিচালিত করো যাদের ওপর তোমার গযব আসেনি বা যারা গোমরাহ হয়নি—এর তাফসীর।

٤١١٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ
الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

৪১১৭. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : নামাযে ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলো। (কেননা যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে উচ্চারিত হবে তার আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-বাকারা

অনুচ্ছেদ : وعلم ادم الاسماء كلها (আর আদমকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন)-এর তাফসীর।

٤١١٨- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلٰى رَبِّنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ
خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلٰئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ
فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ
وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِيْ اِئْتُوْا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلٰى
أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا
لَيْسَ لَهُ بِهٖ عِلْمٌ فَيَسْتَحِيْ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ
هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرٰةَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ
لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِيْ مِنْ رَبِّهٖ فَيَقُوْلُ
اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ
اِئْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ
فَيَأْتُوْنِيْ فَأَنْطَلِقُ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ

سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَارْفَعُ رَأْسِيْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ اِلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّيْ مِثْلَهُ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ يَعْنِيْ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِدِيْنَ فِيْهَا۔

৪১১৮. আনাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন একত্রিত হয়ে বলবে ঃ আমরা আমাদের রবের কাছে কাউকে সুপারিশকারী নিয়োগ করছি না কেন? তাই তারা আদমের কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সমগ্র মানব জাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতা দিয়ে সিজদা করিয়েছেন আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছেন। এ মসিবত থেকে রক্ষা পেয়ে যাতে আমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারি সেজন্য আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করুন। তিনি [আদম (আঃ)] বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর গোনাহর কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন এবং বলবেন ঃ তোমরা নূহের কাছে যাও। আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বপ্রথম রসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তাই সব ঈমানদার তখন তাঁর [নূহ (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি এখন আল্লাহর কাছে তাঁর সেই প্রার্থনা করার কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন, যে প্রার্থনা করার ব্যাপারে তাঁর কোন "ইল্ম" বা জ্ঞান ছিলো না। তাই তিনি বলবেন, তোমরা বরং 'খলীলুর রহমান' [ইবরাহীম (আঃ)-এর] কাছে যাও। সবাই তখন তাঁর [খলীলুর রহমান হযরত ইবরাহীম (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক সম্মানিত বান্দা, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং 'তাওরাত' কিতাব দান করেছেন। এবার সবাই তাঁর [হযরত মূসা (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি এক ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করার কারণে (শাফা'আতের জন্য) তার রবের সামনে যেতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি [হযরত মূসা (আঃ)] বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর "কালিমাহ" ও রূহ ঈসার কাছে যাও। (সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলে) তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন বান্দা, আল্লাহ যার আগের ও পরের সব গোনাহ (অগ্রিম) মাফ করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তখন সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সবাইকে নিয়ে আমার রবের কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমার রবকে দেখামাত্র আমি সিজদায় পড়ে যাবো। যতক্ষণ তিনি চাইবেন ততক্ষণ আমি সিজদায় থাকবো। তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি মাথা উঠান। আপনি প্রার্থনা করুন। যা প্রার্থনা করবেন তা দেয়া হবে। আর যা বলতে চান বলুন, শোনা হবে। আর শাফা'আত করুন। আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবো, যা আমাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন। তারপর শাফা'আত করবো। শফা'আতের ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (যারা সীমার মধ্যে পড়ে) তাদের সবাইকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে আমি ফিরে আসবো। আমি

আমার রবকে দেখামাত্র পূর্বের মত সিজদায় পড়ে যাবো। এবার পুনরায় আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। ঐ সীমার মধ্যে পড়ে এমন সবার জন্য আমি শাফা'আত করবো এবং তাদেরকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবো। (এভাবে তৃতীয়বারও করবো)। তারপর চতুর্থবার ফিরে এসে বলবো : "কোরআন যাদের আটকিয়ে রেখেছে এবং যাদের জন্য স্থায়ীভাবে দোযখবাস নির্ধারিত, এখন শুধু তারা ছাড়া আর কেউ দোযখে নাই।"২

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : 'কোরআন যাদের আটকিয়ে রেখেছে' (তারা ছাড়া আর কেউ দোযখে নাই)—এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তারা স্থায়ীভাবে দোযখে শাস্তি ভোগ করবে।"

অনুচ্ছেদ : فلا تجعلو الله انداد اوانتم تعلمون "জেনে-শুনে তোমরা কাউকে তাঁর সমান বলে গণ্য করো না।"—(আল-বাকারাহ—২২)-এর তাফসীর।

৪১১৯ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

৪১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহর কাছে কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করো, অথচ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো অত্যন্ত মারাত্মক কথা। তারপর বললাম, এরপর কোন্ গোনাহটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : তোমার সাথে খাবার খাবে এ আশংকায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর বড় গোনাহ কোন্‌টি? তিনি বললেন : তোমার নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

"আমি তোমাদের ওপরে মেঘমালা দ্বারা ছায়া করে দিয়েছিলাম, খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য 'মান' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছিলাম আর আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে আমি যেসব পাক-পবিত্র জিনিস দিয়েছি তাই তোমরা খাও। তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং

২. এ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের কাছে শাফা'আতের জন্য যাবেন। তাদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) নিজ নিজ গোনাহর কথা স্মরণ করে শাফা'আতে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। এসব আম্বিয়া কেরাম কর্তৃক যেসব গোনাহর কাজ হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করবেন তা হলো : হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া, প্লাবনের সময় সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য নূহ (আঃ)-এর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং মূসা (আঃ)-এর কিবতীকে হত্যা করা। এসব আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের এসব গোনাহর কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে নিজেদের শাফা'আতকারী হিসেবে অনুপযুক্ত মনে করবেন এবং লজ্জাবোধ করবেন। অন্য হাদীস থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরও এরূপ ছোটখাটো গোনাহর কথা জানা যায়।

নিজেই নিজের ওপর জুলুম করেছে। (আল-বাকারা—৫৭) মুজাহিদ বলেছেন : মান এক প্রকার আঠা জাতীয় খাদ্য আর সালওয়া হলো এক প্রকার পাখী।

٤١٢٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

৪১২০. সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : ব্যাঙের ছাতা মান জাতীয় বস্তু। এর পানি চক্ষু রোগের জন্য শেফা (স্বরূপ)।

অনুচ্ছেদ :

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ - (البقرة' ايت-)

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে বললাম : তোমাদের সামনে যে জনপদ দেখছো তাতে প্রবেশ করো। এর উৎপন্ন দ্রব্য যেভাবে ইচ্ছা মজা করে খাও। আর দরজা দিয়ে সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করবে আর বলবে, 'হিত্তাতুন'—মাফ করুন। তাহলে আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবো। আর নেককারদেরকে বেশী পরিমাণ দেবো।" (আল-বাকারা—৫৮) رغدا অর্থ ব্যাপক ও প্রচুর পরিমাণ।

٤١٢١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوْا وَقَالُوْا حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ.

৪১২১. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : বনী ইসরাইলদেরকে বলা হয়েছিলো, দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো এবং বলো 'হিত্তাতুন'—মাফ করে দাও। কিন্তু তারা নিতম্বে ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং 'হিত্তাতুন'—মাফ করো—না বলে "হাব্বাতুন ফি শা'রাতিন"—যবের শীষে দানা দাও—বলে প্রবেশ করলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ.

"জিবরাইলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাইল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এ কোরআন মজীদ তোমার অন্তরে নাযিল করেছে।"

ইকরামা বলেছেন : (جبر) জাবরুল, (ميك) মীকুল এবং (سراف) সারাফুন এ তিনটি শব্দেরই অর্থ হলো, দাস বা বান্দা। আর (ايل) ঈলুন শব্দের অর্থ হলো : আল্লাহ। (অর্থাৎ জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফীল তিনটি শব্দেরই অর্থ হলো আল্লাহর বান্দা)।

٤١٢٢- عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ﷺ وهو في أرض يخترف فأتى النبي ﷺ فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهن جبرائيل آنفا قال جبرائيل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال النبي ﷺ أي رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.

৪১২২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (ইয়াহুদ আলেম ও নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তার ফলের বাগানে ফল চয়ন করছিলেন এ সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের খবর পেলেন এবং তখনই নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো—যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রশ্নগুলো হলো ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত বা শর্ত কি? বেহেশতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি দিয়ে হবে ? এবং সন্তান পিতা বা মাতার মত হয় কি কারণে। জবাবে নবী (সঃ) বললেন ঃ জিবরাইল এইমাত্র আমাকে এগুলো জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ জিবরাইল জানিয়ে গেলেন? নবী (সঃ) বললেন ঃ হাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাইলই ইয়াহুদীদের দুশমন। এ কথা শুনে নবী (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "কেউ যদি জিবরাইলের সাথে শত্রুতা করে তবে তার কারণ এই যে, সে তো আল্লাহর হুকুমে আপনার কলবে কোরআন নাযিল করেছে।" (আল-বাকারা—৯৭) কিয়ামতের প্রথম শর্ত বা আলামত হলো পূর্ব দিক থেকে একটি আগুন উত্থিত হয়ে সব মানুষকে হাঁকিয়ে পশ্চিমে নিয়ে একত্রিত করবে। বেহেশতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হলো মাছের কলিজা। আর পুরুষের বীর্য প্রভাব বিস্তার করলে সন্তান পিতার আকৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে নারীর বীর্য প্রভাব বিস্তার করলে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ

করে। এসব কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলে উঠলেন : আমি ঘোষণা করছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদরা মিথ্যাবাদী ও চরম অপবাদ রটনাকারী কওম। তাদেরকে আপনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার আগেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে তাহলে তারা আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে। তাই এরপর ইয়াহুদরা আসলে নবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের মধ্যকার আবদুল্লাহ নামক লোকটি কেমন? তারা বললো : তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম, উত্তম ব্যক্তির সন্তান এবং আমাদের নেতা। নবী (সঃ) পুনরায় তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তোমরা কি মনে করবে? তারা বললো : আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। এ সময় আবদুল্লাহ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন : আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তখন তখনই ইয়াহুদরা আবার বলে উঠলো : সে (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) আমাদের মধ্যকার মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। এভাবে তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন ও বদনাম করলো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের থেকে এ আশঙ্কাই করছিলাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا -

"আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই (তখন আবার তার চাইতে উত্তম বা সমমানের আরেকটি হুকুম নাযিল করি)।"

٤١٢٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَقْرَأُنَا اُبَيٌّ وَاَقْضَانَا عَلِيٌّ وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ اُبَيٍّ وَذَاكَ اَنَّ اُبَيًّا يَقُوْلُ لَا اَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ قَالَ اللهُ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا -

৪১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর বলেছেন : আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কোরআন পাঠকারী হলেন উবাই (ইবনে কা'ব)। আর দ্বীনি আহকামের ব্যাপারে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী হলেন আলী। (অর্থাৎ দ্বীনি আহকামের ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী)। তবে আমি উবাই-এর এ কথাটি অবশ্যই পরিত্যাগ করে চলবো। অর্থাৎ উবাই বলে থাকেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি এমন কোন কিছুই বাদ দেবো না। অথচ আল্লাহ তা'আলা (কোরআন মজীদে) বলেছেন : আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই (তখন আবার তার চাইতে উত্তম বা সমমানের আরেকটি আয়াত নাযিল করি)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেছেন : وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ "তারা বলে যে, আল্লাহ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। অথচ এসব বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র।"

٤١٢٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّايَ فَزَعَمَ

أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا۔

৪১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন, আল্লাহ বলেন : মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তাদের জন্য এটা উচিত নয়। আর মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। তাদের আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার অর্থ হলো, তারা বলে আমি তাদেরকে (মৃত্যুর পরে) জীবিত করে আগের মত করতে সক্ষম নই। আর তাদের আমাকে গালি দেয়া হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান রাখার মত বিষয় থেকে আমি পবিত্র।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"নামায পড়ার জন্য ইবরাহীম যেখানে দাঁড়াতো তোমরা সে জায়গাকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও।" مثابة শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা বা ফিরে আসার জায়গা।

٤١٢٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللّٰهَ فِي ثَلاَثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللّٰهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔

৪১২৫. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, উমর বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার অহীর সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন, (রাবীর সন্দেহ) আমার রব আমার তিনটি সিদ্ধান্তের (সাথে একমত পোষণ করে) অনুরূপ (হুকুমসহ) অহী নাযিল করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি 'মাকামে ইবরাহীমে' [ইবরাহীম (আঃ) যেখানে নামায পড়েছিলেন] নামায পড়তেন (তাহলে তা কতই না ভালো হতো)। আর এ কথার পর আল্লাহ তা'আলা "মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও" এ আয়াতটি নাযিল করেন। আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে (উম্মুল মু'মিনীনদের ঘরে) নেক্কার ও পাপী সব রকমের লোক আসা-যাওয়া করে। তাই আপনি যদি উম্মুল মু'মিনীনদের পর্দা করার আদেশ করতেন (তাহলে কতই না উত্তম হতো)। এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করে অহী প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি জানতে পারলাম নবী (সঃ) তাঁর কোন স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমি তাঁদের (উম্মুল মু'মিনীনদের) কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা এসব [নবী (সঃ)-কে

নারাজ করা] থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে আপনাদের পরিবর্তে আপনাদের চাইতেও উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে পারেন। এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করে জানালেন, এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তিনি [নবী (সঃ)] যদি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম মুসলমান, মু'মিন, অনুগত, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

"আর ঐ সময়ের কথা স্মরণযোগ্য, যে সময় ইবরাহীম ও ইসমাইল বায়তুল্লাহর ভিত গেঁথে তুলছিলেন (এবং ফরিয়াদ করছিলেন), হে আমাদের রব! আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং ভালো করে জানেন।

قواعد বহুবচন। এর একবচন হলো, قاعد. অর্থাৎ ভিত্তি।

٤١٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ -

৪১২৬. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলেছিলেন : তুমি কি জানো যে, তোমার কওম (কুরাইশরা) কা'বা নির্মাণের সময় ইবরাহীমের গাঁথা ভিতের চাইতে ছোট করে নির্মাণ করেছে? (আয়েশা বলেন,) আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তা ইবরাহীমের গাঁথা ভিতের অনুরূপ করে নির্মাণ করবেন না? (অর্থাৎ পুনরায় অনুরূপ করে নির্মাণ করুন)। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, তোমার কওমের কুফরীর যুগ যদি নিকট অতীত না হতো, (অর্থাৎ অল্পকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতো) তাহলে আমি তাই করতাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, আয়েশা যদি এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছেই শুনে থাকে তাহলে আমার মনে হয় এ কারণেই তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' সংলগ্ন দু'রুকনকে চুমু খেতেন না। কারণ বায়তুল্লাহ ইবরাহীমের গাঁথা ভিত অনুযায়ী তৈরী হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"

٤١٢٧ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

৪১২৭. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আহলে কিতাবরা (ইয়াহুদ) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তাওরাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বুঝাতো। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবে না। বরং বলবে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর ঐসব হেদায়াতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যা কিছু মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাঁদের রবের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহর অনুগত বান্দা—মুসলমান।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"নির্বোধ লোকগুলো অবশ্যই বলবে : কি ব্যাপার যে, এরা প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো এখন তারা সেদিক থেকে কেন ঘুরে গেলো? তাদেরকে বলুন। পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান সরল-সঠিক পথের সন্ধান দান করেন।"

٤١٢٨ - عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى إِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلّٰى أَوْ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلّٰى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلّٰى مَعَهُ فَمَرَّ عَلٰى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِيْ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوْا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

৪১২৮. বারা' (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, মদীনায় হিজরত করার পর) নবী (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল অথবা সতের মাস যাবত নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি চাইতেন যে, বায়তুল্লাহ তাঁর কিবলা নির্দিষ্ট হোক। তিনি (একদিন) কোন এক ওয়াক্তের নামায অথবা (রাবীর সন্দেহ) আসরের নামায (কা'বার দিকে মুখ করে) পড়লেন। একদল লোকও তাঁর সাথে এ নামায পড়লো। যারা তাঁর সাথে এ নামায পড়লো তাদেরই এক ব্যক্তি মদীনার একটি মসজিদে (মসজিদে কুবা নয়) উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন মসজিদের মুসল্লীগণ (পূর্বের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে) নামাযের রুকু'তে আছে। তিনি তখন বললেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি (এইমাত্র) নবী (সঃ)-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে আসলাম। এ কথা শুনে তারা ঐ অবস্থায়ই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলো। বায়তুল্লাহর দিকে ঘোরার পূর্বে আগের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়াকালে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন অনেকেই ছিলেন এবং অনেক লোক ঐ সময় শহীদও হয়েছিলেন। (তাদের সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অনেকেই ভাবতে থাকলেন যে,) আমরা তো বুঝতে পারছি না তাদের ব্যাপারে আমরা কি বলবো? (অর্থাৎ তাদের কি হবে?) তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করবেন। বরং নিশ্চয়ই তিনি মানুষের জন্য করুণাময় ও দয়ালু।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'উম্মতে ওয়াসাত'—(মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার আর রসূল থাকেন তোমাদের সাক্ষী।"

٤١٢٩ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِاُمَّتِهٖ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَّذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَّاُمَّتُهٗ فَيَشْهَدُوْنَ اَنَّهٗ قَدْ بَلَّغَ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ جَلَّ ذِكْرُهٗ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

৪১২৯. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন (নবী) নূহকে ডাকা হবে তিনি বলবেন হে রব তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। (আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার হুকুম আহকাম মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে ছিলে? তিনি বলবেন, হাঁ, পৌঁছিয়েছিলাম। তখন তাঁর উম্মতকে ডেকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হুকুম আহকাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনার সাক্ষী কে আছে? নূহ বলবেন, মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মত

আমার সাক্ষী। তাই তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) সাক্ষী দেবে যে, তিনি আল্লাহর সব আদেশ নিষেধ তাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তাদের কথা সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেছেনঃ "আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'উম্মতে ওয়াসাত' (মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পার। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তোমাদের সাক্ষী হন।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ -

"আগে তোমরা যে কিবলার দিকে মুখ করতে সেটিকে তো আমি এজন্য কিবলা মনোনীত করেছিলাম যে, দেখবো কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। প্রকৃত কথা হলো—আল্লাহ যাদেরকে সোজা পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে ছাড়া আর সবার জন্য এটি খুবই কঠিন কাজ। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বরবাদ করার নন। বরং আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু।"

٤١٣٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ -

৪১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কিছু লোক কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলো। ইতিমধ্যে একজন আগমনকারী এসে বললো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে কোরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁকে কাবার দিকে মুখ ফিরে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। সুতরাং তোমরাও সেদিকে মুখ করো। এ কথা শুনে নামাযরত সবাই কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

"আসমানের দিকে বার বার তোমার চেয়ে দেখা আমি লক্ষ্য করেছি। তাই আমি অবশ্যই তোমাকে ঐ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ করো। তাই আপনি আপনার মুখ মহান মসজিদে ঘুরিয়ে নিন। আর হে ঈমানদারগণ, তোমরা যে যেখানেই থাকো না কেন

তোমরাও তোমাদের মুখ ঐ মসজিদের দিকে ঘুরিয়ে নেও। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এ নির্দেশ সত্যই তাদের রবের তরফ থেকে এবং ন্যায়তঃ এতদসত্ত্বেও তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।

٤١٣١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

৪১৩১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যারা উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই বর্তমানে বে'চে আছি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

"আর তুমি এ আহলে কিতাবদের কাছে যে কোন নিদর্শনই হাজির করো না কেন তারা কখনো তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না। আর তোমার জন্যও সম্ভব নয় যে, তাদের কিবলার অনুসরণ করবে। খোদ তাদের একদল আরেক দলের কিবলার অনুসরণ করবে না। তোমার কাছে জ্ঞান পৌছার পরেও তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশী মেনে নেও তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"

٤١٣٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلاَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ

৪১৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকজন ফজর নামাযের সময় কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই তোমরাও কা'বার দিকে মুখ করো। এ সময় লোকজনের মুখ ছিলো শামের (সিরিয়া) দিকে। তাই তারা তাদের মুখ ঘুরিয়ে কা'বার দিকে করে নিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.

"যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এ (স্থানটিকে) (যে স্থানকে কিবলা বানানো হয়েছে) ততখানি চিনে, যতখানি তাদের সন্তানদেরকে চিনে। তাদের একদল অবশ্যই জেনেশুনে

সত্যকে গোপন করছে। হক তো তোমার রবের তরফ থেকে। সুতরাং সন্দেহ পোষণকারী-দের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

٤١٣٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلوٰةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ ـ

৪১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকজন (ফজরের নামাযের সময়) কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়েছিলো। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বললো, আজ রাতে নবী (সঃ)-এর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ো। তাদের মুখ ছিলো শামের (সিরিয়া) দিকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবাই কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ـ

"সবার জন্য একটি দিক আছে—যেদিকে মুখ ফিরায়। সুতরাং তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকেই নাগাল পাবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

٤١٣٤ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ـ

৪১৩৪. বারা ইবনে 'আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল অথবা সতর মাস নামায পড়েছি। এরপর তিনি তাঁর মুখ কা'বার দিকে ঘুরিয়েছেন (অর্থাৎ এরপর থেকে কা'বাকে কিবলা করে নামায পড়েছেন)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ـ

"যেখান থেকেই তুমি বের হবে (যেখানেই তুমি অবস্থান করো না কেন) তোমরা পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখো। কারণ এটি তোমার রবের তরফ থেকে একটি ন্যায়তঃ ও যথাযথ ফয়সালা। আর তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।"

شطر শব্দের অর্থ হলো দিক।

٤١٣٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَاسْتَدَارُوْا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ -

৪১৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকজন কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি এসে (তাদেরকে) বললো : আজ রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাতে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মুখ করো। (এ কথা শুনে) তারা সবাই ঐ অবস্থায়ই ঘুরে কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। অথচ সবাই শাম (সিরিয়া) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ - إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

"আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন (নামাযে) তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাবে। আর হে ঈমানদারগণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন (নামাযে) তোমরা তোমাদের মুখ সেই দিকে ফিরাবে। যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের তর্কের সুযোগ না থাকে। তবে যারা জালেম তারা সব সময়ই বলবে। তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না বরং আমাকে ভয় করবে। যেন তোমাদের জন্য আমার নে'য়ামাতকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। আর তোমরা যেন সোজা পথে চলে সফল হতে পার।"

٤١٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْقِبْلَةِ

৪১৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কুবা মসজিদে লোকজন ফজরের নামায পড়ছিলো। এ সময় তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো : আজ রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোরআন নাযিল হয় এবং তাতে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা সবাই কা'বার দিক মুখ ঘুরাও। সবাই তখন শাম (সিরিয়া) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে (নামায পড়তেছিলো)। এ কথা শুনে তারা ঘুরে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ -

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা পালন করছে, তার জন্য এ দু'টির তাওয়াফ করায় কোন গোনাহ হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নেকীর কাজ করবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার কাজের কদরকারী এবং তিনি সব কিছুই জানেন।"

شعائر শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো— شعرة অর্থাৎ আলামত বা নিদর্শন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : পাথরকে "সাফওয়ান" (صفوان) বলা হয়। যেমন (الحجارة الملس) হিজরাতুল মুলস্ অর্থ এমন পাথর যেখানে কিছু উৎপন্ন হয় না। (صفا) 'সাফা' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো (صفوانة) "সাফওয়ানাহ"।

٤١٣٧ - عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا -

৪১৩৭. উরওয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি (উরওয়া ইবনে যুবাইর) বলেছেন : আমি সে সময় অল্পবয়স্ক ছিলাম। সেই সময় একদিন আমি নবী (স:)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বললাম, আল্লাহ যে বলেছেন : সাফা ও মারওয়া আমার নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হজ্জের সময় কেউ যদি এ দু'টির "তাওয়াফ" করে তবে এ জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। তাহলে আমার মনে হয় এ (আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ এ দুয়ের 'তাওয়াফ' না করলেও তার কোন গোনাহ হবে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? আয়েশা বললেন : তুমি যা বললে এর অর্থ তা কখনো নয়। তাই যদি এর অর্থ হতো, তাহলে আয়াতটি এরূপ হতো—"কেউ এ দু'টির 'তাওয়াফ' যদি নাও করে তবুও তার গোনাহ হবে না।" এ আয়াতটি তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। কেননা, জাহেলী যুগে ইহরাম বাঁধার পর তারা উচ্চস্বরে 'মানাত' দেবতার নাম উচ্চারণ করতো। আর কাদীদ নামক স্থানে মানাত দেবতার মূর্তি স্থাপিত ছিলো। এ কারণেই আনসাররা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতে দ্বিধা করতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর তারা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স:)-কে জিজ্ঞেস করলে

আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে অথবা উমরা করবে এ দু'টির তাওয়াফ করায় তার কোন গোনাহ হবে না।

৪১৩৮ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

৪১৩৮. আসেম ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, (ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দু'টির মধ্যে 'তাওয়াফ' করা জাহেলী রেওয়াজ মাত্র। এ কারণে ইসলামের প্রথম দিকে আমরা এর "তাওয়াফ" করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর "হজ্জ" অথবা উমরা করবে সে যদি এ দু'টির 'তাওয়াফ' করে তাহলে তাতে তার গোনাহ হবে না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.

"কিছু লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়াও আরো অন্যদেরকে তার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসে।"

انداد এর একবচন ند - এর অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী, সমকক্ষ বা শরীক।

৪১৩৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪১৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন নবী (সঃ) একটি কথা বললেন। আমি (তার বিপরীত) আরেকটি কথা বললাম। নবী (সঃ) বললেন: কেউ যদি এমন অবস্থায় মরে যায় যে, সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে বা সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার দাবী করে তবে সে দোজখে যাবে। আমি বললাম, আর কেউ যদি এমন অবস্থায় মরে যায় যে, সে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলো না তাহলে? (তিনি বললেন:) সে জান্নাতে যাবে।

অনুচ্ছেদ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

"হে ঈমানদারগণ! হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে—স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকেরই কিসাস নেয়া হবে। হাঁ, যদি কোন হত্যাকারীর সাথে তার (মুসলমান) ভাই নম্রতা দেখাতে চায় তাহলে উত্তম পন্থায় রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমাদের রবের তরফ থেকে রহমত ও বিনম্রতা। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

عُفِيَ শব্দটির অর্থ হলো تُرِكَ অর্থাৎ মাফ করা হয়েছে বা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

٤١٤٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ -

৪১৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাইলদের মধ্যে শুধু কিসাসের বিধান চালু ছিলো। রক্তপণ দেয়ার কোন নিয়ম-কানুন বা বিধান ছিলো না। তাই এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে এ আয়াত নাযিল করে বললেন : হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হাঁ কোন হত্যাকারীর সাথে তার কোন (মুসলমান) ভাই নম্রতা দেখাতে চায় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হয় তাহলে উত্তম পন্থায় তা (রক্তপণের অর্থ) যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে। তোমাদের পূর্ব-বর্তীদের জন্য যা ফরয করা হয়েছিল, তার চাইতে এটা কিছু লঘু ও হালকা ব্যবস্থা। আর তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে রহমত। এরপরও অর্থাৎ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে হত্যা করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٤١٤١ - عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ -

৪১৪১. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) আনাস নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে তাদের

কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো প্রকৃত-পক্ষে কিসাস বা খুনের বদলে খুন।

٤١٤٢ ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوْا اِلَيْهَا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَعَرَضُوا الْاَرْشَ فَاَبَوْا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاَبَوْا اِلَّا الْقِصَاصَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ.

৪১৪২. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) তাঁর ফুফু রুবাইয়ে বিনতে নযর কোন এক বালিকার সম্মুখের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলো। রুবাইয়ের কওমের লোকজন তাদের কাছে ক্ষমা চাইলে তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করলো। তারা পুনরায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চাইলে তারা তাও নিতে অস্বীকার করলো। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো এবং কিসাস ছাড়া আর সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি রুবাইয়ের দাঁতই ভেঙে দেয়া হবে? যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ, রুবাইয়ের দাত ভাঙতে দেয়া যেতে পারে না। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ হে আনাস, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো কিসাস গ্রহণ করা। এরপর বালিকার কওম রাজি হয়ে রুবায়েকে ক্ষমা করে দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দা এমন আছেন, যারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বললে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য ফরয করা হয়েছিলো। যাতে করে তোমরা গোনাহ থেকে রক্ষা পাও বা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।"

٤١٤٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ـ

৪১৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জাহেলী যুগে লোকেরা আশুরার রোযা রাখতো। (এ সময় আশুরার রোযা ফরয ছিলো) রমযানের রোযা ফরয হলে নবী (সঃ) বললেন ঃ এখন তোমরা ইচ্ছা করলে আশুরার রোযা রাখতে পার আবার নাও রাখতে পার।

٤١٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ۔

৪১৪৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে আশূরার রোযা রাখা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর নবী (সঃ) বললেন : এখন কেউ ইচ্ছা করলে আশূরার রোযা রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

٤١٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْاَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ اَلْيَوْمُ عَاشُوْرَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ

৪১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তাঁর কাছে আশ'আস ইবনে কায়েস কিনদী আসলেন। তখন আবদুল্লাহ খাবার খাচ্ছিলেন। আশ'আস বললেন : আজকে তো আশূরা, আর আপনি খাবার খাচ্ছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বললেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশূরার রোযা রাখা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ায় তা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। তাই তুমিও এসে কিছু খাও।

٤١٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ۔

৪১৪৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশরা আশূরার দিনে রোযা রাখতো। নবী (সঃ)-ও আশূরার রোযা রাখতেন। তিনি মদীনায় হিজরত করে আসার পর (আশূরার) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রাখতে আদেশ করেছেন: কিন্তু রমযানের ফরয রোযা রাখার আদেশ হলে আশূরার রোযা পরিত্যাগ করা হয়। এ সময় থেকে কেউ ইচ্ছা করলে আশূরার রোযা রাখতো আবার কেউ ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করতো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

"(যে রোযা তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে, তা) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মাত্র। কিন্তু তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে তবে অন্য দিনগুলোতে সেই সংখ্যা

পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম (কিন্তু যদি না রাখে) তাহলে ফিদ্‌ইয়া দিবে। একটা রোযার ফিদইয়া একজন "মিসকীন"কে খাওয়ানো। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশী করে নেকীর কাজ করে, তাহলে তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিষয়টা বুঝতে সক্ষম হও তাহলে রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

আতা বলেছেন, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সব রকম রোগেই রোযা পরিত্যাগ করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীলোক ও গর্ভবতীদের সম্পর্কে হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন যদি তারা নিজেদের কিংবা সন্তানদের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে তাহলে রোযা রাখবে না এবং পরে কোন এক সময় কাযা করবে। আর অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে কেউ যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে মিসকীনকে খাওয়াবে। আনাস অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গোশ্‌ত এবং রুটি খাওয়াতেন। অধিকাংশ লোকই এ আয়াতের শব্দটিকে يُطِيقُونَ পড়ে থাকে। এটাই সাধারণভাবে প্রচলিত কিরায়াত।

٤١٤٧ - عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

৪১৪৭. আতা (ইবনে আবু রাবাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আয়াতটি এভাবে পড়তে শুনেছেন "ওয়া 'আলাল্লাযীনা ইউতাউওয়াকুনাহু"—যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয় তাদেরকে ফিদ্‌ইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াত "মনসুখ" বা রহিত হয়নি। বরং অত্যন্ত বৃদ্ধ নারী-ও পুরুষের জন্য প্রযোজ্য—যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। সুতরাং (এ আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক) তারা প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ মাসটিকে (রমযান মাস) পায় তা হলে (সে পুরা মাস ধরে) রোযা রাখবে।"

٤١٤٨ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ.

৪১৪৮. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর এ আয়াতটি অর্থাৎ فدية طعام مسكين পাঠ করে বললেন যে, এটি মনসুখ হয়ে গিয়েছে।

٤١٤٩ - عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

৪১৪৯. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওয়া আলাল্লাযীনা ইয়ুতিকুনাহু ফিদইয়াতুন ত্বায়ামু মিসকীন" আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কেউ চাইলে রোযা না রেখে ফিদইয়া দিয়ে দিতো। তাই পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং এটি মনসুখ হয়ে যায়।

٤١٥٠ - عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يَقُوْلُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُحَمَّلُوْنَهُ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ الَّذِيْ لَا يُطِيْقُ الصَّوْمَ أَمَرَاتٌ يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا قَالَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يَقُوْلُ وَمَنْ زَادَ وَأَطْعَمَ أَكْثَرَ مِنْ مِسْكِيْنٍ فَهُوَ خَيْرٌ.

৪১৫০. মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) আয়াতটির يطوقونه শব্দটিকে يطيقونه "যারা সক্ষম নয়" পড়তেন। তিনি বলতেন, যাদের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য, তারা হলেন রোযা রাখতে অক্ষম অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক। এ আয়াতে তাদেরকে প্রতিদিন একজন করে মিসকীন খাওয়াতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, "আর যে এর অধিক নেক কাজ করলো তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর" এ আয়াতের অর্থ হলো যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একের অধিক মিসকীনকে খেতে দিলো তা আরো উত্তম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ.

"রোজার দিনে রাতের বেলায় তোমাদের জন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়া হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে। তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন, এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পার। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু জায়েয করে দিয়েছেন, তা লাভ করতে পার।"

٤١٥١ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوْا لَا يَقْرَبُوْنَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُوْنُوْنَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ.

৪১৫১. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার অহী নাযেল হওয়ার পর কেউই পুরো রমযান মাসে স্ত্রীদের কাছেও যেতো না। তবে কিছু সংখ্যক লোক নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে জানালেন : আল্লাহ জানেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে তবে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পার। আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা অর্জন করতে পার।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ·

"তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না (রাতের) কালো রেখার পরে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর (পানাহার ও স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বাদ দিয়ে) রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়ো না যখন তোমরা ই'তেকাফ করে মসজিদে অবস্থান করবে। এগুলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখা। তোমরা এর ধারে কাছেও যাবে না। এভাবেই আল্লাহ তার হুকুমগুলোকে মানুষের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেন—যাতে তারা ভ্রান্ত পথ থেকে রক্ষা পায়। (عاكف) শব্দের অর্থ অবস্থানকারী)।"

٤١٥٢ - عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِينَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي قَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ

৪১৫২. আমের শা'বী আদী ইবনে হাতেম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আদী ইবনে হাতেম (এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রমযান মাসে রাতের বেলা) একটি কাল সুতা ও একটি সাদা সুতা নিয়ে (বালিশের নীচে) রাখলেন। রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তিনি সে দুটোকে বার বার দেখতে লাগলেন। কিন্তু কাল ও সাদার পার্থক্য ধরা পড়লো না। সকাল হলে তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে] বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কাল ও সাদা দুটি সুতা আমার বালিশের নীচে রেখেছিলাম। (এরপর সব ঘটনা বর্ণনা করলেন) রসূলুল্লাহ (সঃ) সব শুনে বললেন। তাহলে তো তোমার বালিশ খুবই বড় দেখছি। কারণ রাতের কালপ্রান্ত রেখা ও ভোরের সাদা প্রান্তরেখার জন্য তোমার বালিশের নীচে স্থান সংকুলান হয়েছে।

٤١٥٣ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ أَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

৪১৫৩. আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সাদা সুতা এবং কাল সুতা কি? এ দু'টির অর্থ কি সত্যিই সুতা? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি এক আজব বোকা দেখছি যে, সুতা দু'টি দেখে ফেলেছো! তারপর তিনি বললেন : না, এ দু'টি সুতা নয়, বরং রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো।

٤١٥٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُنْزِلَتْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ تَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ وَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِىْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهٗ رُؤْيَتُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَهٗ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اَنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

৪১৫৪. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "রাতের কাল রেখার পরে সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো" প্রথমে এ আয়াত নাযিল হলো। কিন্তু من الفجر 'ভোরের' কথাটা তখনো নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা রোযা রাখতে চাইলে তাদের দু' পায়ে সাদা ও কাল সুতা বে'ধে নিতো এবং যতক্ষণ না সাদা ও কাল সুতা স্পষ্ট দেখা যেতো ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা পরে من الفجر ভোরের কথাটা নাযিল করলে সবাই বুঝতে পারলেন যে, এর দ্বারা রাত ও দিনের সীমারেখা বুঝানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۰

"এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা নিজেদের ঘরে পিছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরং নেকীর কাজ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সুতরাং তোমরা নিজেদের ঘরে দরজা দিয়েই প্রবেশ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সফলতা লাভ করতে পারবে।"

٤١٥٥ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوْا اِذَا اَحْرَمُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهٖ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا.

৪১৫৫. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আরবরা) জাহেলী যুগে (হজ্জ বা উমরার জন্য) ইহরাম বাঁধার পর বাড়ী আসলে দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছন দিক থেকে প্রবেশ করতো। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে (দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে) পেছন দিক দিয়ে

প্রবেশ করবে। বরং নেকীর কাজ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানো। তাই তোমরা দরজা দিয়েই বাড়ীতে প্রবেশ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ -

যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা নির্মূল না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে মনে রেখো, জালেম ছাড়া আর কারো প্রতি হাত বাড়ানো মোটেই ঠিক নয়।"

٤١٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي قَالَا أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَقَالَ قَاتَلْنَا هُمْ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ

৪১৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের যুগে সৃষ্ট ফিতনার[৩] সময় দু' ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, লোকজনের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আর আপনি উমর (ইবনে খাত্তাব)-এর পুত্র ও নবী (সঃ)-এর সাহাবা হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করছেন না। কি কারণে আপনি এ ফিতনা থামাতে এগিয়ে আসছেন না? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন। এ বিষয়টিই আমাকে বাধা দিচ্ছে। তখন লোক দু'টি বললো, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো? এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, [নবী (সঃ)-এর যামানায়] আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ফিতনাকে নির্মূল করেছি এবং তখন একমাত্র আল্লাহর দ্বীনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর আজ তোমরা লড়াই করতে চাও যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং (গায়রুল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

٤١٥٧ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ

---

৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সময়ের ফিতনা বলতে বুঝানো হয়েছে ৭৩ হিজরী সনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মক্কায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক মক্কার অবরোধকালীন যুদ্ধ ও হাংগামা।

قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ
فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ
يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ
تَكُنْ فِتْنَةٌ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ
عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ
رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ هٰذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪১৫৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এসে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা, আপনি তো জানেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কত উৎসাহিত করেছেন। আর আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করা পরিহার করে চলছেন এবং শুধু এক বছর হজ্জ ও এক বছর উমরা পালন করেছেন। আপনার এরূপ করার কারণ কি? সবশুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, হে ভাতিজা পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ: আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা, যাকাত আদায় করা এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করা। এ কথা শুনে লোকটি বললো, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি জানেন না আল্লাহ তাঁর কিতাবে কি বলেছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: যদি মুসলমানদের দুটি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা ও সংশোধন করে দাও। এর পরেও যদি তাদের মধ্যকার কোন দল অন্যটির ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে যারা বিদ্রোহ বা বাড়াবাড়ি করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। (আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, নবী (সঃ)-এর যুগে আমরা এ কাজ করেছি। সেই সময় মুসলমানরা ছিলো সংখ্যায় খুবই কম। তাই মুসলমান ব্যক্তিকে তার দ্বীনের জন্য কঠোর পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হতো। হয় তাকে তারা (কাফেররা) হত্যা করতো না হয় শাস্তি দিতো। অবশেষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং ফিতনা অবশিষ্ট থাকলো না। তখন লোকটি বললো, উসমান আলী সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, উসমানকে তো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এখনো তাকে মাফ করা খারাব মনে করে থাকো। আর আলী? তিনি তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা। তারপর তিনি ইশারা করে তার বাড়ী দেখিয়ে বললেন এই তো তোমরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘরের পাশে] তার ঘর দেখতে পাচ্ছ।

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

"আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান করার নীতি গ্রহণ করো। আল্লাহ মুহসেনদেরকে (ইহসানকারী) ভালবাসেন।"

تهلكة এবং هلاك শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ধ্বংস।

٤١٥٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ .

৪১৫৮. হুযায়ফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না—এই আয়াতটি (আল্লাহর পথে) খরচ করার বিষয়ে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

"কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় যদি কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হয়।"

٤١٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هٰذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً .

৪১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি কুফার এই মসজিদে কা'ব ইবনে উজরার সাথে বসেছিলাম। এই সময় তাকে ফিদ্ইয়া হিসেবে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমাকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমার মাথার চুল থেকে উকুন আমার চেহারার ওপর ঝরে ঝরে পড়ছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সঃ) বললেন : আমি যা দেখেছি তাতে মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা তুমি কি একটা বকরী যোগাড় করতে পার? কা'ব ইবনে উজরা বলেন, আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন : তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দান করো। আর তোমার মাথার চুল মুড়ে ফেলো। তারপর তিনি (কা'ব ইবনে উজরা) বললেন : এ আয়াতটি বিশেষ ভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর হুকুম তোমাদের সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .

"তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসার পূর্বে উমরা পালন করবে সে যেন সাধ্যমত কোরবানী করে।"

٤١٦٠ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

৪১৬০. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের হুকুম নাযিল হলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তামাত্তু আদায় করলাম। কিন্তু পরে হজ্জে তামাত্তু'কে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং এ অবস্থায়ই তিনি [নবী (সঃ)] ইন্তেকাল করেছেন। তবে একজন মাত্র লোক৪ এ ব্যাপারে নিজের মত পেশ করে যা বলার বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

"হজ্জ আদায়ের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের প্রভুর করুণা (হালাল রিয্ক) অন্বেষণ কর তা হলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।" অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে।

٤١٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقَ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

৪১৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'উকায, মাজান্না ও যুল-মাজায এ তিনটি ছিলো জাহেলী যুগে আরবদের বাজার। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর হজ্জের মওসুমে এসব জায়গাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কেনা-বেচা করাকে লোকেরা গোনাহর কাজ মনে করতে থাকলে এ আয়াত নাযিল হলো : "হজ্জ পালনের সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের করুণা (রিয্ক) অনুসন্ধান কর তাহলে এতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.

"(হে কুরাইশগণ,) অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা শুরু করো। (আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান)।"

٤١٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

---

৪. কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তামাত্তু' সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তিনি হযরত উসমান (রাঃ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি হযরত উমর (রাঃ)।

وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔

৪১৬২ আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) কুরাইশ এবং তাদের দ্বীন অনুসরণ-কারীরা হজ্জের মওসুমে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। এদেরকে “হুমুস” বলা হতো। পক্ষান্তরে আরবের অন্যান্য লোকজন আরাফাতে অবস্থান করতো। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ)-কে লোকদের সাথে আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করতে এবং লোকদের সাথেই আবার সেখান থেকে যাত্রা করতে আদেশ করলেন। এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

٤١٦٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَالِكَ أَيَّ ذَالِكَ شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَالِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلٰثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يَتَبَرَّرُ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا أَوْ أَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ وَقَالَ اللّٰهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ

৪১৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ‘তামাত্তু’ করবে, সে উমরা আদায় করার পর ইহরাম খুলবে এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর ‘তাওয়াফ’ করতে থাকবে এবং পরে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে আরাফাতে যাবে এবং হজ্জের পরে উট, গরু বা বকরী যেটি ইচ্ছা কোরবানী করবে। আর যদি কেউ কোরবানী করতে সমর্থ না হয় তাহলে হজ্জের ইহরাম অবস্থায় আরাফাতে অবস্থানের আগেই তিনদিন রোযা রাখবে। এ তিন দিনের শেষ দিন যদি আরাফাতে অবস্থানের দিনও হয় তাহলেও এতে কোন গোনাহ হবে না। আরাফাতে পৌঁছে আসরের সময় থেকে অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এরপর সব লোক যখন সেখান থেকে রওয়ানা হবে তখন তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে সবাই মুযদালিফায় উপনীত হবে এবং আল্লাহর কাছে নেক কাজ ও সওয়াব প্রার্থনা করবে। আর সেখানে আল্লাহকে বেশী অথবা (রাবীর

সন্দেহ) সবচেয়ে বেশী করে স্মরণ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর তাহলীল করতে থাকবে। তারপর ভোরে সব লোকের সাথে মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আসবে। আর এ কথাটিই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো। আর আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনিই নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। অবশেষে কংকর নিক্ষেপ করবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণদান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।"

٤١٦٤ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

৪১৬৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) এই বলে দো'আ করতেন : হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো। আর দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. **"প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সত্যের জঘণ্য দুশমন।"**

আতা বলেছেন : النسل **শব্দের অর্থ জীবজন্তু।**

٤١٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ

৪১৬৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (মারফু' হাদীস) তিনি বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জঘণ্য হলো ঝগড়াটে লোকগুলো—যারা ন্যায় ও হকের দুশমন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ওপর যেসব কঠিন অবস্থা আপতিত হয়েছিলো তোমাদের জন্য তা এখনো আসেনি। তাদের সামনে কঠিন অবস্থা এসেছে, বিপদাপদ তাদেরকে ঘিরে ধরেছে।"

٤١٦٦- عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا خَفِيْفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ فَلَقِيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللهِ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُوْلَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَايَا بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوْا أَنْ يَكُوْنَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُوْنَهُمْ فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا مُثَقَّلَةً-

৪১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন: "এমনকি যখন রসূলগণ হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ভেবে বসলেন যে, তাঁরা (যে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন সে ব্যাপারে) হয়তো মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবেন" একমাত্র তখনই আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এটিই এ আয়াতের তাফসীর। এর সমর্থনে তিনি (কোর'আন মজীদের) এ আয়াত পাঠ করলেন: এমনকি রসূল ও তাঁর সংগী ঈমানদারগণ অস্থির হয়ে বলে উঠেছেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখনই আল্লাহর তরফ থেকে জওয়াব এসেছে) হাঁ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, এরপর আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন: আয়েশা বলেছেন: আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা'আলা যখনই তাঁর (কোন) রসূলকে কোন ওয়াদা করেছেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সংঘটিত হবে। তবে রসূলদের ওপর সব সময় বালা-মুসিবত অবশ্যই এসেছে। এমনকি এমন বিপদাপদও এসেছে যার কারণে তাঁরা আশংকা করেছেন যে, তাদের সংগী মু'মিনগণ তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলবেন। আয়েশা এ আয়াতের كُذِّبُوا যা হরফটি মুশাদ্দাদ বা তাশদীদযুক্ত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে চাও সেভাবে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যাওয়ার এখতিয়ার আছে। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো। আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, তাঁর দরবারে একদিন তোমাদেরকে হাজির হতেই হবে। আর হে নবী, যারা তোমার দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করবে (তাদেরকে সফলতা ও সৌভাগ্যের) সুখবর পেঁাছিয়ে দিন।"

٤١٦٧- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ

قَالَ تَدْرِى فِيْمَا أُنْزِلَتْ قُلْتُ لَا قَالَ نَزَلَتْ فِىْ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى۔

৪১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমরের আযাদকৃত ক্রীতদাস নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করতেন তখন শেষ না করা পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতেন না। আমি একদিন তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখন সূরা বাকারা পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি এ আয়াতটি পর্যন্ত (নিসায়ুকুম হারসুল লাকুম) পৌঁছে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো কি বিষয়ে আয়াতটি নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, (বিষয়গুলো উল্লেখ করে) অমুক অমুক বিষয় নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন।

(অন্য একটি সনদে আবদুস সামাদ তার পিতা আবদুল ওয়ারেসের মাধ্যমে, তিনি আইয়ুব ও নাফে'র মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, فأتوا حرثكم আয়াতটি স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক থেকে সংগম করার বিষয় নাযিল হয়েছে। কারণ কেউ কেউ এ কাজ করতো)।

৪১৬৮ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَّرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ۔

৪১৬৮. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইয়াহুদীরা বলতো যে, স্ত্রীর সাথে পেছনের দিক থেকে সংগম করলে সন্তান বক্রদৃষ্টি বা বিকলাংগ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে এ আয়াত নাযিল করেন—তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্য-ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষি ভূমিতে যাও।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তারাও 'ইদ্দত' পূরণ করে নেবে তাহলে বিয়ে করে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে তাদেরকে বাধা দেবে না।"

৪১৬৯ - عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَرَكَهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبٰى مَعْقِلٌ فَنَزَلَتْ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

৪১৬৯. হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মা'কেল ইয়াসারের বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলো। এরপর তার "ইদ্দত" পূরা হলে সে (মা'কেল ইবনে ইয়াসারের বোনের স্বামী) আবার তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলে মা'কেল এ বিয়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালে এ আয়াত নাযিল হয় : তাদের স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী রেখে মারা যায় তাহলে সেই স্ত্রী চার মাস দশদিন নিজেকে সামলে রাখবে। এরপর ইদ্দত পূর্ণ হলে সে নিজের বেলায় সঠিক ও উত্তম পন্থায় যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। তাতে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল।" يعفون অর্থ يهبن মাফ করা বা দান করা।"

٤١٧٠ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.

৪১৭০. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে বললাম, ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফ্‌ফাউনা...........আয়াতটি তো অন্য একটি আয়াত দ্বারা 'মনসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও আপনি 'মুসহাফে' (কোরআন মজীদে) এ আয়াতটি লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন কেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) বাদ দিচ্ছেন না কেন? (এসব শুনে) উসমান বললেন, হে ভাতিজা, আমি এর কোন কিছুই পরিবর্তন করবো না। বরং যেখানে যা আছে তা হুবহু সেখানেই থাকবে।

٤١٧١ - عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.

৪১৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফ্‌ফাউনা মিনকুম ....আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে জাহেলী যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে স্বামীর পরিবারের লোকজনের কাছে থেকে এক বছর 'ইদ্দত' পালন করতে হতো। এটা ছিলো জরুরী। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন "আর তোমাদের কেউ স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করলে তাদের উচিত স্ত্রীদেরকে এক বছরের খোরপোশ দেয়ার এবং বাড়ী হতে বের না করে দেয়ার অছিয়ত করে যাবে। কিন্তু তারা নিজেই যদি বেরিয়ে যায় তাহলে নিজেদের জন্য উত্তম পন্থায় তারা যাই করবে তার কোন দায়দায়িত্ব তোমাদের ওপর বর্তাবে না।" মুজাহিদ বলেছেন : এ আয়াতে এক বছর পূর্ণ করার জন্য (চার মাস দশ দিনের বাইরের) অতিরিক্ত সাত মাস বিশ দিন স্বামীর ঘরে অবস্থান করা অছিয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে অবস্থান করা না করার ব্যাপারে স্ত্রীর অধিকার আছে।

সে ইচ্ছা করলে স্বামীর অছিয়ত মোতাবেক তার বাড়ীতে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে 'ইদ্দত' পূরণ করে অন্যত্র চলেও যেতে পারে।

(মহান আল্লাহর বাণী, "তাকে বের করে দেবে না। তবে সে নিজেই চলে গেলে তোমাদের কোন দায়দায়িত্ব নাই" দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। স্বামীর ঘরে স্ত্রীর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব. ইবনে আব্বাসের মতে এ আয়াত দ্বারা "মনসূখ" হয়ে গিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানে থেকেই 'ইদ্দত' পালন করতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী غير اخراج দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। 'আতা বলেছেন, স্ত্রী চাইলে স্বামীর পরিবার-পরিজনের ঘরে 'ইদ্দত' পালন করতে পারে এবং অছিয়ত অনুযায়ী সেখানে অবস্থান করতে পারে। আবার চাইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে 'ইদ্দত' পালনের জন্য অবস্থান করতে পারে। কারণ মহান আল্লাহর বাণী হলো, তারা নিজে যা করবে সে ব্যাপারে তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই। আতা বলেছেন, এরপর "মীরাস" বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলে ইদ্দতের স্থান ও খোরপোশদানের হুকুম মনসূখ হয়ে যায় এবং স্ত্রীকে যেখানে ইচ্ছা 'ইদ্দত' পালনের এখতিয়ার দেয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ওয়াকা ও ইবনে আবু নাজীহ্‌র মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আবু নাজীহ্ আতার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বলেছেন, এ আয়াত স্ত্রীর স্বামীর পরিবার পরিজনের কাছে থেকে 'ইদ্দত' পালন করার হুকুম মনসূখ করে দিয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী : غير اخراج এর মর্ম অনুসারে স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে 'ইদ্দত' পালন করতে পারবে।

٤١٧٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى مَجْلِسٍ فِيْهِ عُظْمٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى فَذَكَرْتُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ فِىْ شَاْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَلٰكِنَّ عَمَّهٗ كَانَ لَا يَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَجَرِىْءٌ اِنْ كَذَبْتُ عَلٰى رَجُلٍ فِىْ جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهٗ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ اَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلَا تَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى-

৪১৭২. মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এমন একটি মজলিশে অংশ গ্রহণ করেছি যেখানে আনসারদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা উপস্থিত ছিলেন। আমি সেখানে সুবাই'আ বিনতে হারেস সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উতবার বর্ণিত হাদীস আলোচনা করলে তা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বললেন : তার (আবদুল্লাহ ইবনে উতবা) চাচা তো এরূপ কথা বলেন না। আমি তখন বললাম, তাহলে তো আমি খুবই দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। কারণ, কুফার এক প্রান্তে অবস্থানকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা বলছি। এ কথা তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন) খুব উচ্চস্বরে বলে উঠলেন। পরে বললেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মালেক ইবনে আমের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মালেক ইবনে আওফের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, গর্ভবতী স্ত্রী রেখে স্বামী মৃত্যু বরণ করলে তার স্ত্রীর 'ইদ্দত'

সম্পর্কে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ কি মতামত পোষণ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, যে, ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা তো সন্তান প্রসবের সময়কাল চার মাস দশদিনের বেশী হলে সেটিকেই বিধবা স্ত্রীর 'ইদ্দত' গণ্য করে থাকো কিন্তু সন্তান প্রসবের সময়কাল চার মাস দশদিনের কম হলে সেটিকে তার জন্য ইদ্দত হিসেবে গণ্য করো না। বরং চার মাস দশ দিনই পালন করতে বলো (এটা ঠিক নয়)। কারণ সূরা তালাক (সূরাতুন নিসায়ে কুসরা) সূরা বাকারার (তুউলা) পরে নাযিল হয়েছে।

সূরা বাকারার যে আয়াতটিতে (والذين يتوفون) বিধবা স্ত্রীর ইদ্দত কাল চার মাস দশদিন পালন করার নির্দেশ আছে সূরা তালাকের গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আয়াতটি (واولات الاحمال) তার পরে নাযিল হয়েছে। তাই ইবনে মাসউদের মতে শেষোক্ত আয়াতটি দ্বারা প্রথমোক্ত আয়াতটি 'মনসূখ' হয়ে গিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

"নামাযসমূহ বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখো ও যত্নবান হও।"

৪১৭৩- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَاَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ اَوْ اَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيٰى نَارًا-

৪১৭৩. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খন্দক যুদ্ধকালে (একদিন) নবী (সঃ) বলেছিলেন ঃ তারা (মুশরিকরা) আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখায় আমরা সালাতে উস্‌তা অর্থাৎ আসরের নামায সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে পড়তে পারি নাই। আল্লাহ্‌ তাদের কবর ও ঘর বাড়ী অথবা (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়ার সন্দেহ) পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وقوموا لله قانتين - **"আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াও।**

৪১৭৪- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا اَخَاهُ فِيْ حَاجَتِهٖ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ

৪১৭৪. যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নামায পড়ার সময় কথা বলতাম। এমনকি আমরা একজন অন্যজনের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কথাবার্তা বলতাম। তাই এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো ঃ নামায সমূহ বিশেষ করে উত্তমরূপে নামায পড়ার প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাহর সামনে (তাঁর) একান্ত অনুগত (বান্দা) হয়ে দাঁড়াও। এভাবে আমাদেরকে নামায পড়ার সময় চুপ থাকতে আদেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ-

"অবস্থা নিরাপদ না হলে পায়ে হেঁটে বা আরোহণ করে যেভাবেই হোক না কেন (নামায পড়ে নাও)। আর যখন আশংকামুক্ত হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো (নামায পড়ো) যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। অথচ আগে তোমরা তা জানতে না।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন : وسع كرسيه - كرسيه এর মধ্যে যে শব্দ আছে তার অর্থ আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান। بسطة অর্থ অধিক, মর্যাদা, افرغ। অর্থ নাযিল করো, يؤده অর্থ তার জন্য কঠিন হয় না। যেমন বলা হয়ে থাকে ادنى। অর্থাৎ সে আমার ওপর গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছে। اد এবং ايد। শব্দ দুটির অর্থ হলো শক্তি। فبهت অর্থ সে হতভম্ব হয়ে গেলো, তার যুক্তি প্রমাণ শেষ হয়ে গেলো, خاوية অর্থ বিরান, জনশূন্য, عروشها অর্থ বুনিয়াদ ও ভিত্তি سنة অর্থ তন্দ্রা, ঝিমুনি, ننشزها অর্থ আমি খাড়া করছি বা উঠাচ্ছি। اعصار। বড়ো বাতাস বা ঘূর্ণি বায়ু যা ভূমি থেকে আকাশের দিকে প্রলম্বিত হয় এবং এর মধ্যে আগুন বা লু থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : صلدا অর্থ মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন পাথর যার ওপরে কিছুই থাকে না। ইকরামা বলেছেন : وابل অর্থ মুষলধারে বৃষ্টি। আর الطل। অর্থ শিশির। এ দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তির আমলের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। لم يتسنه বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়নি।

٤١٧٥ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُصَلِّيْ بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُصَلُّوْا فَإِذَا صَلَّى الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً اِسْتَأْخَرُوْا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَلَا يُسَلِّمُوْنَ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَيَقُوْمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلُّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلٰى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُّسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لَا أُرٰى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ إِلَّا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ -

৪১৭৫. নাফে' থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে 'সালাতুল খওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইমাম সামনে দাঁড়াবে। লোকেরাও (যুদ্ধরত সৈনিকরা) একদল তাঁর সাথে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করবেন। এ সময় অন্য দলটি শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা ঐ সময় নামায পড়বে না। ইমামের সাথে যারা নামায পড়বে তাদের এক রাক'আত হয়ে গেলে পেছনে সরে যারা নামায পড়েনি, তাদের জায়গায় গিয়ে (শত্রুর মুকাবিলায়)

দাঁড়াবে। তবে তারা সালাম ফিরাবে না। এবার যারা নামায পড়েনি তারা এগিয়ে আসবে এবং ইমামের সাথে এক রাকু'আত নামায পড়বে। এখন ইমাম সালাম ফিরাবে। কারণ তার দু'রাক'আত পূর্ণ হয়েছে। এখন ইমামের সালাম ফিরানোর পর সবাই যার যার মতো এক রাক'আত করে পড়ে নেবে। এভাবে উভয় দলের প্রত্যেকের দু'রাক'আত করে পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে এর চাইতেও ভীতিজনক অবস্থা হলে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় অথবা পায়ে হেঁটে চলতে চলতে কিবলামুখী হয়ে কিংবা (অবস্থাভেদে) ভিন্ন দিকে মুখ করে নামায পড়বে।

হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মালেক নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, নাফে' বলেছেন : আমি মনে করি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ 'সালাতুল খওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে এ হাদীসে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয় বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শোনা কথা)।

অনুচ্ছেদ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় ...."

٤١٧٦ - عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَدْ نَسَخَتْهَا الْاُخْرٰى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ نَدَعُهَا يَا ابْنَ اَخِىْ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنْهُ مِنْ مَّكَانِهٖ قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ نَحْوَ هٰذَا.

৪১৭৬. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেছেন : আমি উসমানকে বললাম যে, সূরা বাকারার আয়াত والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়" পরবর্তী আয়াত দ্বারা 'মনসূখ' হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও এটিকে আপনি মুসহাফে (কোরআন মজীদে) লিপিবদ্ধ করছেন কেন? উসমান বললেন, ভাতিজা, তাহলে কি আমি এ আয়াতটি পরিত্যাগ করবো? আমি কোন আয়াতকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করতে পারি না। হাদীসের বর্ণনাকারী হুমাইদ বলেন অথবা (সন্দেহ) উসমান (রাঃ) এ ধরনের কথাই বলেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى.

"তখনকার কথা স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বলেছিলো, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।"

٤١٧٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ فَصُرْهُنَّ قَطِّعْهُنَّ.

৪১৭৭. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ (আল্লাহর কুদরতে সন্দেহ করতে হলে) আমরাই (আমি অর্থে) সন্দেহ করার ব্যাপারে ইবরাহীমের চাইতে বেশী হকদার। তিনি বলেছিলেন ঃ হে রব। আমাকে দেখাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করো। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না (যে আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি?) ইবরাহীম বললেন ঃ হাঁ, বিশ্বাস করি। কিন্তু (চাক্ষুষ) দেখে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে চাই।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۔

"একটি লোকের একটি সুন্দর ফলের বাগান আছে, যার নীচ দিয়ে পানি প্রবাহিত বাগানটি আঙুর, খেজুর এবং সব রকমের ফলে ঠাসা। লোকটি খুব বুড়ো হয়ে পড়লো কিন্তু তার সন্তানগুলোর সবই এখনও দুর্বল অর্থাৎ ছোট ছোট। এমন সময় ঘূর্ণিবায়ু ও লু হাওয়ায় যদি তার বাগানটি পুড়ে যায়, তাহলে তোমাদের কেউ কি এ অবস্থা পসন্দ করবে? আল্লাহ এভাবে তাঁর কথাগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করো।"

۴۱۷۸ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَ تَرَوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ . قَالُوْا اَللّٰهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُوْلُوْا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ نَفْسِيْ مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ أَخِيْ قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيْ حَتّٰى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ ۔

৪১৭৮. উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমর একদিন নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আইয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম আন তাকুনা লাহু জান্নাতুন" আয়াতটি কোন্ বিষয়ে নাযিল হয়েছে? সবাই বললেন ঃ আল্লাহই সবচাইতে ভালো জানেন। এ কথা শুনে উমর রাগান্বিত হয়ে বললেন, (পরিষ্কার করে) জানি অথবা জানি না—বলুন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ ব্যাপারে আমি একটি ধারণা পোষণ করি। উমর বললেন, ভাতিজা, তুমি নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করো না। তোমার ধারণা ব্যক্ত করো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, এটিকে (আয়াতটি) আমলের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। উমর বললেন, কি ধরনের বা প্রকৃতির আমলের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন ঃ শুধুমাত্র আমলের

উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর বললেন : এমন একজন সম্পদ-শালী লোকের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে আমল করে। এরপর আল্লাহ তার কাছে শয়তানকে পাঠিয়ে দেন (শয়তান আসে) আর সে গোনাহর কাজ করে তার সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا يسئلون الناس الحافا

"তারা এমন লোক নয় যে, মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চাবে।" الحاف والحاح ও احفاء এ তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ জড়িয়ে ধরা, চেষ্টা করা।

৪১৭৯ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِيْ قَوْلَهُ لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

৪১৭৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : সেই লোকটি মিসকীন নয়, যাকে একটি বা দুটি খেজুর অথবা দু-এক গ্রাস খাদ্যের লোভ দ্বারে দ্বারে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। বরং মিসকীন তো সেই লোকটি, যে কারো কাছে চায় না। (মিসকীন সম্পর্কে জানতে হলে) তোমরা কোরআনের আয়াত অর্থাৎ "লা ইয়াস্‌আলুনান্‌নাসা ইল্‌হাফা"—"তারা মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চায় না"—পাঠ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : واحل الله البيع وحرم الربوا

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" مس অর্থ পাগলামি।

৪১৮০ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبٰوا قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

৪১৮০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সুদ সম্পর্কে সূরা বাকারার শেষ আয়াত-গুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সবাইকে তা পড়ে শুনালেন। (অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার কথা সবাইকে জানিয়ে দিলেন) এরপর তিনি মদের ব্যবসাও হারাম করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يمحق الله الربوا "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।" يمحق অর্থ ধ্বংস করে দেন।

৪১৮১ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

৪১৮১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে গেলেন এবং সেখানে সবাইকে আয়াতগুলো পড়ে শোনালেন। (অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন) আর মদের ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ (হারাম) করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔

"(হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের সুদের যে অবশিষ্ট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও) তা যদি না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা জেনে রাখো।"

٤١٨٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ۔

৪১৮২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) মসজিদে গিয়ে সেগুলো সবাইকে পড়ে শোনালেন এবং মদের ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) হারাম ঘোষণা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

"(ঋণী ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। আর মাফ করে দেয়াই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"

٤١٨٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ۔

৪১৮৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতসমূহ নাযিল করা হলে নবী (সঃ) সেগুলো আমাদেরকে পড়ে শোনালেন। পরে তিনি মদের ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله
"তোমরা সেই দিনটি সম্পর্কে সাবধান হও, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।"

٤١٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اٰيَةُ الرِّبٰوا

৪১৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বশেষে নবী (সঃ)-এর প্রতি যে আয়াত নাযিল হয়েছিলো, তা হলো সুদ সম্পর্কিত আয়াত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

"তোমার অন্তরের কথা তুমি প্রকাশ করো আর গোপন করো, তার হিসেব আল্লাহ তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন। এরপর তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন এবং যাকে চাইবেন শাস্তি দিবেন। তিনি সব কিছুতেই ক্ষমতাবান।"

٤١٨٥- عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ.

৪১৮৫. মারওয়ানুল আসফার নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেছেন ঃ "ইন তুবদু মা ফী আনফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহাসিবকুম বিহিল্লাহ"—"তোমাদের অন্তরের কথা প্রকাশ করো আর গোপন করো, তার হিসেবে আল্লাহ তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন"—আয়াতটি মনসুখ হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"রসূল সেই বিধানের প্রতি ঈমান এনেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন । اصرا । শব্দের অর্থ হলো প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা। غفرانك অর্থ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

٤١٨٦- عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

৪১৮৬. মারওয়ানুল আসফার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন একজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা] বলেছেন, "ইন্ তুবদু মা ফী আন-ফুসিকুম আও তুখফুহু"—"তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ করো আর গোপন করো'—এ আয়াতটি পরবর্তী আয়াত দ্বারা 'মনসুখ' (রহিত) হয়ে গিয়েছে।

[বর্ণনাকারী মারওয়ানুল আসফার বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্ত সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেই আমার মনে হয়]।

সূরা আলে ইমরান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ ঃ سنداءات محكمات এ কিতাবের কিছু আয়াত 'মুহকাম'। মুজাহিদ বলেছেন,

"মুহ্কাম" অর্থ হালাল ও হারাম। আর কিছু আয়াত 'মুতাশাবিহ্' অর্থাৎ যার একটি অন্য-টির সত্যতা প্রতিপাদন করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: 'وما يضل به الا الفاسقون' এবং 'ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون' 'والذين اهتدوا زادهم هدى' এসবগুলো আয়াতই 'মুতাশাবিহ্' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। زيغ অর্থ সন্দেহ। ابتغاء الفتنة এর "ফিত্না" শব্দের অর্থ "মুতাশাবিহ"। অর্থাৎ যারা 'মুতাশাবিহ' আয়াত থেকে বাঁকা অর্থ তালাশ করে। الراسخون في العلم। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণ বলেন, আমরা এর (কিতাবের) সবকিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

৪১৮৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هُوَ الَّذِىْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُوْلُوا الْاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَاَيْتِ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ ـ

৪১৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি পাঠ করলেন: "সেই মহান আল্লাহ যিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবের কিছু আয়াত 'মুহ্কাম' এ গুলোই কিতাবের মূল। আর অপর কিছু আয়াত হচ্ছে 'মুতাশাবিহ' বা রূপক ও বিভিন্ন অর্থবোধক। সুতরাং যাদের মনে কুটিলতা ও বক্রতা আছে তারাই সব সময় ফিতনার অনুসন্ধানে বিভিন্ন অর্থবোধক 'মুতাশাবিহ্' আয়াতগুলো ঘেঁটে বেড়ায়। অথচ ওগুলোর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে জ্ঞানের দিক দিয়ে যারা অত্যন্ত পরিপক্ক তারা বলে এগুলোর প্রতি আমরা ঈমান পোষণ করি। এর সবই আমাদের রবের তরফ থেকে আসা। সত্য কথা হলো, কোন কিছু থেকে শিক্ষা শুধু জ্ঞানীরাই লাভ করে থাকে।" আয়েশা বর্ণনা করেছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: যাদেরকে তুমি দেখবে কিতাবের ওই 'মুতাশাবিহ্' আয়াতগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে (ফিতনার উদ্দেশ্যে) তখন বুঝবে যে, আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ওদের কথাই বলেছেন। সুতরাং তাদের থেকে সাবধান থাকো।

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم "আর আমি তাকে (মরিয়মকে) ও তার সন্তানকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম"।

৪১৮৮- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا

وَالشَّيْطَانَ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

৪১৮৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করে না এমন কোন নবজাতক শিশুই জন্মগ্রহণ করে না। শয়তানের স্পর্শ করার কারণে নবজাতক শিশু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। তবে মরিয়ম ও তাঁর সন্তান [হযরত ঈসা (আঃ)-কে] শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এ হাদীস বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে হাদীসের সমর্থনে কোরআনের আয়াত "ওয়া ইন্নী উই'যুহা বিকা ও যুররিআতাহা মিনাশ্ শাইতানির রাজীম"—আর আমি তাকে (মরিয়ম) ও তার সন্তানকে [ঈসা (আঃ)] বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম"—পাঠ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ۔

"যারা (আল্লাহর দেয়া) প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে (সামান্য কিছু পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বেঁচে দেয় আখিরাতে তাদের ভাগে কিছুই থাকলো না لا خلاق অর্থ কোন কল্যাণ নয়। اليم অর্থ কঠিন শাস্তিদায়ক।"

٤١٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِيْ بِئْرٌ فِيْ أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِيْنُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ۔

৪১৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য ঠান্ডা মাথায় মিথ্যা

শপথ করে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর কাছে হাজির হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন—"যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে আখিরাতে তাদের ভাগে কিছুই রইলো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য প্রস্তুত আছে কষ্টদায়ক আযাব।" হাদীসের বর্ণনাকারী আবু ওয়ায়েল বলেন, আশ'আম ইবনে কায়েস আমাদের কাছে এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে কি (কোন হাদীস) বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এই সব কথা বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি (আশ'আম ইবনে কায়েস) বললেন, আয়াতটি তো আমার বিষয়ে নাযিল হয়েছিলো। আমার চাচাতো ভাইয়ের (মা'দান) জমিতে আমার একটা কূপ ছিলো। (আমি সেটির যত্ন নিতে পয়সা খরচ করতাম। এক সময় সে অস্বীকার করে বসলে নবী (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি সাক্ষী হাজির করো, তা না হলে তাকে কসম করাতে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে সে কসম করে ফেলবে? এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।

৪১৯০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى اَنَّ رَجُلًا اَقَامَ سِلْعَةً فِى السُّوْقِ فَحَلَفَ بِهَا لَقَدْ اُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَهُ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

৪১৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য বাজারে কিছু জিনিস আনলো এবং কসম করে বলতে শুরু করলো যে, লোকে এ জিনিসের এতো এতো মূল্য দিচ্ছে। অথচ কেউ তা দেয়নি। এ মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যাতে তার এ কথা বিশ্বাস করে তার নিকট থেকে জিনিসটা ক্রয় করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো : যারা আল্লাহর প্রতিকৃত প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের অংশে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তি।

৪১৯১- عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِى الْبَيْتِ اَوْ فِى الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ اِحْدَاهُمَا وَقَدْ اُنْفِذَ بِاِشْفَى فِى كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْاُخْرٰى فَرُفِعَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَاَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوْهَا بِاللّٰهِ وَاقْرَءُوْا عَلَيْهَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ فَذَكَّرُوْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ-

৪১৯১. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) দু'জন স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে অথবা (রাবীর সন্দেহ) কক্ষের মধ্যে বসে একসাথে মোজা সেলাই করছিলো। ইতিমধ্যে তাদের একজন বেরিয়ে আসলো। তার হাতের তালুতে তখন একটা সূঁচ ফুটেছিলো। সে অপর মহিলার বিরুদ্ধে বাদী হলো (যে, সে তার হাতে সূঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে)। বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে (অভিযোগ আকারে) উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যদি দাবী করলেই তা পূরণ করা হতো তাহলে অনেকেরই অর্থ-সম্পদ অযথা হাতছাড়া হতো এবং রক্ত অযথা প্রবাহিত হতো। তাই এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন। অপর স্ত্রীলোকটিকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে ভয় দেখাও এবং "ইন্নাল্লাযীনা ইয়াশ্‌তারূনা বি আহ্‌দিল্লাহি........."—"যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে..........."—আয়াতটি পাঠ করে শুনাও। তাই সবাই তাকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে ভয় দেখালে স্ত্রীলোকটি অপরাধ স্বীকার করলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, নবী (সঃ) বলেছেন : বিবাদীকেই শপথ করাতে হয়।

অনুচ্ছেদ :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

"আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো, এমন একটা ন্যায়ভিত্তিক কথা আমরা গ্রহণ করি, যা আমাদের ও তোমাদের সবার জন্য সমান। আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত বা দাসত্ব করবো না...........।" سواء অর্থ ন্যায়সংগত।

৪১৯২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سُفْيَانَ مِنْ فِيْهِ إِلَىٰ فِيَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيْءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيْمِ بُصْرَىٰ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرَىٰ إِلَىٰ هِرَقْلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هٰهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيْتُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَىٰ هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُوْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوْا أَصْحَابِيْ خَلْفِيْ ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوْا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ

بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ
ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ
لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ
فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ
كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا
وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ
لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا
شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ
لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ
ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ
كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ
رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ
فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ
هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ
فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ
هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ
تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ
وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ
أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ
قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ
أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ
لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ
مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُ
فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى
هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ
بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ
تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ
وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ
أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا
بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ
فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ
فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ قَالَ
فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَقَالَ عَلَيَّ
بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ
فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

৪১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবু সুফিয়ান আমার সামনে (উপস্থিত থেকে) বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় আমার ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে (হুদাইবিয়ার) চুক্তি ছিলো সেই সময় আমি শামে (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে থাকা অবস্থায়ই নবী (সঃ)-এর একখানা পত্র হিরাকলের নামে তার কাছে পৌঁছানো হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, দিহ্ইয়া কালবী পত্রখানা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি পত্রখানা বুসরার শাসনকর্তার কাছে পৌঁছিয়ে দিলে বুসরার শাসনকর্তা আবার তা হিরাকলের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তখন (পত্র পাওয়ার পর) হিরাকল (তার সভাসদদের) বললেন : যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে তার কওমের কেউ

এখানে আছে কি? তারা বললো, হাঁ, আছে। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাকে ও আমার কুরাইশ গোত্রীয় কয়েকজন সঙ্গীকে হিরাকলের দরবারে ডাকা হলো। আমরা হিরাকলের দরবারে পৌঁছলে আমাদেরকে তাঁর সামনে বসতে দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন : যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ আছে কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশগত দিক থেকে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ লোক। তখন দরবারের লোকজন আমাকে তাঁর (হিরাকল) সামনে বসিয়ে দিলো এবং আমার সঙ্গীদেরকে আমার পেছনে বসালো। এরপর তাঁর দোভাষীকে ডাকা হলো। তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে (পেছনের লোকদেরকে) বলো, আমি একে (আবু সুফিয়ান) নবুয়াত দাবীকারী লোকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করবো। যদি সে মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা তার মিথ্যা ধরিয়ে দেবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বললে আমার সাথীরা প্রতিবাদ করে ধরিয়ে দেবে—এই ভয় না থাকলে আমি অবশ্যই কিছু মিথ্যা কথা বলতাম। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন : তাকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবুয়াতের দাবীদার লোকটির) বংশমর্যাদা কিরূপ? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি (হিরাকল) বললেন : তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কি? আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম—না। তিনি বললেন : তিনি এখন যা বলছেন তার পূর্বে কি তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিতে? আমি বললাম—না। তিনি বললেন, নেতৃস্থানীয় ও উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা। আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, দুর্বল লোকেরাই বরং তার অনুসরণ করছে। তিনি (হিরাকল) বললেন, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উক্ত দ্বীনে প্রবেশ করার পর তাদের মধ্যে কেউ কি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা কি কোন সময় তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মাঝে যুদ্ধের ফলাফল হলো পালাক্রমে বালতি ভরে পানি উঠানোর মতো। কখনো তিনি আমাদের থেকে পান আবার কখনো আমরা তার নিকট থেকে পাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না এ সময় তিনি কি করেন। আবু সুফিয়ান বলেন, এ একটা কথা ছাড়া তার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, তাঁর আগে এরূপ কথা আর কেউ কি বলেছে? আমি বললাম, না। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাকে বলো, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কিরূপ? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। এভাবে রসূলদেরকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলো? তুমি বললে, না। (তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ যদি বাদশাহ থাকতো) তাহলে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি যে, তাঁর পিতৃপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি তোমাকে তাঁর অনুসরণকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তারা সমাজের দুর্বল লোক না সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় লোক? তুমি বললে যে, সমাজের দুর্বল লোক। এসব লোকই তো রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে এখন যা কিছু বলছে তা বলার আগে তোমরা কি কখনো তার প্রতি মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে পেরেছো? তুমি বললে, না। তাতে আমি বুঝলাম যে, তিনি মানুষের বেলায় মিথ্যা পরিত্যাগ করেন আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন—এরূপ কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কেউ কি তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করার পর অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করে? তুমি বললে, না। ঈমানের ব্যাপারটা এরূপই হয়ে থাকে যখন তার সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর দ্বীন গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বললে, বাড়ছে।

পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো? তুমি বললে যে, তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছো। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল হয়েছে বালতিতে করে পালাক্রমে পানি উঠানোর মতো। তিনি কখনো তোমাদের নিকট থেকে পান। আবার তোমরা কখনো তাঁর নিকট থেকে পেয়ে থাকো। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল কখনো তোমাদের অনুকূলে আবার কখনো তাঁর অনুকূলে। এভাবেই রসূলদের পরীক্ষা করা হয়। তবে পরিণামে তারাই বিজয়ী হন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কখনো ওয়াদা খেলাফ বা চুক্তি ভংগ করেন? তুমি বললে, না, তিনি কখনো চুক্তি ভংগ করেন না। রসূলগণ কখনো চুক্তি ভংগ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরূপ কথা এর আগে আর কেউ কি কখনো বলেছে? তুমি বললে, না, বলে নাই। তাঁর আগে এরূপ কথা আর কেউ বলে থাকলে আমি বলতাম, সে পূর্বের বলা কথারই অনুসরণ করছে। আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাদেরকে কি কি আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে, যাকাত দিতে, আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃভাব বজায় রাখতে এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে চলতে আদেশ করেন। তিনি বললেন, তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নবী। আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু আমি এ ধারণা করিনি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। যদি আমি বুঝতাম যে, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম তাহলে তাঁর পা দু'খানি ধুয়ে দিতাম। আর তাঁর রাজত্ব আমার পায়ের নীচের জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। আবু সুফিয়ান বলেন ঃ এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লিখিত পত্রখানা আনালেন এবং পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলো ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাকলের নামে। যারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে চলছে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন—শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন পুরস্কার দান করবেন। আর যদি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে কৃষক অর্থাৎ সকল প্রজার গোনাহের দায়দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তাবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন একটি কথার দিকে এগিয়ে আস যা আমাদের, তোমাদের সবার জন্য সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো 'ইবাদত' বা দাসত্ব করবো না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না, আমাদের একজন অন্যজনকে প্রভু বলে গ্রহণ করবে না। এর পরেও তারা যদি ফিরে যায় তাহলে তাদেরকে বলো যে, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা ইসলামকে গ্রহণ করেছি।" পত্র পাঠ শেষ হলে তার দরবারে হৈ চৈ শুরু হলো এবং নানা রকম কথা হতে থাকলো এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন আমার সংগীদেরকে বললাম ঃ আবু কাবশার পুত্রের ব্যাপারটা তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাকে এখন বনী আসফারদের (রোম-বাসী) বাদশাহও ভয় করছে। এরপর থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে এ দৃঢ় মত পোষণ করতাম যে, তিনি খুব শীঘ্রই বিজয় লাভ করবেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকেই ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন, এরপর হিরাকল তার একটি কক্ষে রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে ডেকে একত্রিত করে বললেন ঃ হে রোমবাসীগণ! তোমরা কি স্থায়ী সফলতা ও হিদায়াত চাও? তোমরা কি তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কামনা করো? (তাহলে সেদিকে এগিয়ে আস) এ কথা শোনামাত্র সবাই পলায়নপর বন্য গাধার মতো প্রাণপণে দরবার দিকে ছুটে চললো। কিন্তু দরবার গোড়ায় পৌঁছে দেখলো তা আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন হিরাকল তাঁর দরবারের লোকদের বললেন ঃ তাদেরকে ফিরিয়ে আন। তাদেরকে ডেকে নেয়া হলে তিনি বললেন ঃ আমি আমার কথা দ্বারা তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাস কতখানি মজবুত তা পরীক্ষা করলাম। তোমাদের নিকট আমি যা আশা করেছিলাম তা এইমাত্র দেখলাম। এ কথা শুনে সবাই তাকে সিজদা (কুর্ণিশ) করলো এবং সন্তুষ্ট হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

"কখনো তোমরা নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের পসন্দনীয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভাল করে জানেন।"

৪১৯৩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخْلًا وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهٖ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَايِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَايِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهٖ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهٖ.

৪১৯৩. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহাই সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের অধিকারী ছিলেন। আর তার সম্পদের মধ্যে তার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিলো 'বিরেহা' কূপটি। এটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে যেতেন এবং এর মিষ্টি ও উত্তম পানি পান করতেন। যখন "লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন"—"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে খরচ করবে"—আয়াতটি নাযিল হলো আবু তালহা গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা বলছেন : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে খরচ করবে। 'বিরেহা' আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তা আমি আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই এর কল্যাণ ও সঞ্চয় লাভের আশা করি। সুতরাং হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক যেভাবে ইচ্ছা আপনি এটিকে ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : বেশ! বেশ! এ তো অস্থায়ী সম্পদ৫, এতো অস্থায়ী সম্পদ। (সুতরাং এ সম্পদকে ভাল কাজে ব্যয় করাই উত্তম)। তোমার কথা আমি শুনেছি। অর্থাৎ তোমার

---

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ এবং রাওহাহ ইবনে উবাদা হাদীসটিতে উল্লেখিত مال رائح শব্দের স্থানে مال رابح শব্দ বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো লাভজনক সম্পদ বা তার মালিককে আখেরাতে সফল ও কামিয়াব করবে। ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম মালেকের কাছে শব্দটি مال رائح পড়েছি।

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। সুতরাং আমি চাই এটিকে তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তখন আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করবো। অতঃপর আবু তালহা সেটিকে তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

৪১৯৪ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَجَعَلَهَا لِحَسَّانٍ وَأُبَيٍّ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْهَا شَيْئًا

৪১৯৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সেই কূপটিকে তিনি (আবু তালহা) হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও উবাই ইবনে কা'বকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আমি তার নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কিছুই দেননি।৬

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين "আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমরা তাওরাত আনো এবং তার কোন ছত্র পাঠ করে শোনাও।"

৪১৯৫ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِّنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوْا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوْا لَا نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِيْ يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُوْنَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ وَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذٰلِكَ قَالُوْا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنِيْ عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

৪১৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) কিছুসংখ্যক ইয়াহুদ একজন ইয়াহুদ ব্যাভিচারী পুরুষ ও একজন ব্যাভিচারিণী নারীকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে এলো। নবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ ব্যাভিচার করলে তোমরা তাকে কি শাস্তি প্রদান করো? তারা বললো ঃ আমরা তার মুখে কালি লেপন করে দেই এবং মারি। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন ঃ তাওরাতে যে 'রজমের' (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া) হুকুম আছে তা জানো না? তারা বললো ঃ আমরা এরূপ কোন কিছু তাওরাতে দেখি না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাদেরকে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত এনে পড়ে শোনাও। (তখন তাওরাত আনা

৬. এ হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশবিশেষ। দীর্ঘ হাদীসটিতে পূর্বোক্ত হাদীসটির মতো সব ঘটনা বর্ণিত হওয়ার পর এ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে।

হলো)। যে তাদেরকে তাওরাতের শিক্ষা দিতো সেই পণ্ডিত রজমের হুকুম যে আয়াতে রয়েছে সেই আয়াতের ওপর হাতের তালু রেখে তার নীচে-ওপরে (আশেপাশে) পড়তে শুরু করলো। কিন্তু রজমের আয়াত পড়ছিলো না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 'রজমে'র আয়াতের ওপর থেকে তার হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বললেন : এটি কি? তখন সে তা দেখে বললো, এটি 'রজমে'র আয়াত। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) 'রজমে'র আদেশ দিলে তাদের উভয়কে (ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষ) মসজিদে নববীর পাশেই 'রজম' করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : (রজম করার সময়) আমি দেখলাম পুরুষটা পাথরের আঘাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করার জন্য তার দিকে বার বার ঝুঁকে পড়ছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : كنتم خير امة اخرجت للناس
"তোমরাই উত্তম উম্মত। মানব জাতির (হেদায়াত ও সংস্কারের) জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে।"

৪১৯৬. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِى السَّلَاسِلِ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْا فِى الْاِسْلَامِ.

৪১৯৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস"—তোমরাই উত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে—এ আয়াতের অর্থ হলো, মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানব গোষ্ঠি তারাই, যারা মানুষের গলায় আল্লাহর আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয় এবং অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا
"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের দু'টি দল ভীরুতা দেখাতে অগ্রসর হয়েছিলো।"

৪১৯৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ فِيْنَا نَزَلَتْ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُوْ حَارِثَةَ وَبَنُوْ سَلِمَةَ وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِىْ اَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ اللهِ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا.

৪১৯৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের দু'টি দল ভীরুতা প্রদর্শনে অগ্রসর হচ্ছিলো—আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আমরা দুটি গোত্র অর্থাৎ বনু হারিসা এবং বনু সালামা ভীরুতার ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। আয়াতটির নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য মোটেই পসন্দনীয় বা খুশীর বিষয় হতো না। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভৎসনা করার সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, বন্ধু ও রক্ষক।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ليس لك من الامر شيء
"হে নবী, ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।"

৪১৯৮. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا

وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

৪১৯৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন—হে আল্লাহ তুমি অমুক অমুক ও অমুকের ওপর লা'নত বর্ষণ করো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (হে নবী), ফয়সালার ব্যাপারে তোমার হাত নেই। তাদেরকে মাফ করা বা শাস্তি দেয়া আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালেম।

٤١٩٩ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلٰوتِهٖ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا لِاَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

৪১৯৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কারো জন্য বদ দো'আ করতে চাইতেন অথবা কারো জন্য দো'আ করতে চাইতেন তখন নামাযে রুকু'র পরে দো'আ কুনুত পাঠ করে তা করতেন। কখনো তিনি "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ" বলার পর বলতেন : হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম ও 'আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আকে নাযাত দান করো। হে আল্লাহ, মুযার গোত্রকে তোমার কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করো এবং তাদেরকে ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দাও। এসব কথা তিনি জোরে জোরে বলতেন। আর ফজরের কোন কোন নামাযে তিনি কিছু সংখ্যক আরব গোত্রের জন্য এ বলে বদ দো'আ করতেন যে, হে আল্লাহ, অমুক গোত্র এবং অমুক গোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন "ফয়সালা করার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। তাদেরকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালেম।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : والرسول يدعوكم فى اخراكم "আর রসূল পেছনে থেকে তোমাদেরকে ডাকছিলেন"। এখানে اخراكم শব্দ ব্যবহার না করে তার (স্ত্রী লিঙ্গ) اخركم ব্যবহার করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : احدى الحسنين দু'টি কল্যাণের যে কোন একটি অর্থ বিজয় অথবা শাহাদত লাভ।"

٤٢٠٠ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ

أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا۔

৪২০০. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে কিছু সংখ্যক পদাতিক সৈনিকের নেতৃত্বে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাস্ত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। "রসূল তাদেরকে পেছনে থেকে ডাকছিলেন" এ কথার অর্থ এটাই। সেই সময় মাত্র বার ব্যক্তি ছাড়া নবী (সঃ)-এর সাথে আর কেউ-ই ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : امنة نعاسا "প্রশান্তিদায়ক তন্দ্রা।"

۴۲۰۱۔ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ

৪২০১. আবু তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের ময়দানে ব্যূহে অবস্থানকালেই আমাদেরকে তন্দ্রায় পেয়ে বসলো। আবু তালহা বলেন : এমতাবস্থায় আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি তা আবার সামলে নিচ্ছিলাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে ও আল্লাহকে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বড় রকমের পুরস্কার"। قرح শব্দের অর্থ যখম; আঘাত এবং استجابوا শব্দের অর্থ হলো সাড়া দিয়েছে।"

অনুচ্ছেদ : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا - "(লোকজন তাদেরকে বললো :) তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো।"

۴۲۰۲۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

৪২০২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল"—আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিম্মাদার"—ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সঃ) এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাঁকে এসে খবর দিলো

যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো। তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার।

٤٢٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ
حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

৪২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তাঁর শেষ কথাটি ছিলো—"হাসবি আল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" অর্থাৎ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ
شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণা ও মেহেরবাণী করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কৃপণতা করে তারা যা জমা করছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার শৃংখল হয়ে যাবে। سيطوقون অর্থ খুব শীঘ্রই তাদের গলায় শৃংখল পরানো হবে।"

٤٢٠٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ
يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا
هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

৪২০৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সেই ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে, যা'র মাথায় চুল থাকবে এবং (দুই) চোখের ওপর কালো দুটি দাগ থাকবে। আর এটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে সেটি তার মুখের দুই পাশে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে—আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমিই তোমার গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন : "যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণা ও মেহেরবানী করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কৃপণতা করে তারা যা জমা করে, তা কিয়ামতের দিন তার গলার শৃংখল হয়ে যাবে। পৃথিবী ও আসমানের মালিকানা আল্লাহর। তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا-

"আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।"

٤٢٠٥- عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُّسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّٰهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِيْنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا ارْجِعْ إِلٰى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَنُوْا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَالَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلٰى أَنْ يُّتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا أَبَى اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ اللّٰهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

وَأَهْلَ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ اللَّهُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ وَقَالَ اللَّهُ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَهُمُ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ
مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ
اللَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ سَلُولٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا

৪২০৫. উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি গাধার পিঠে 'ফাদাকে' তৈরী চাদরের ওপর বসেছিলেন এবং উসামা ইবনে যায়েদকে পেছনে বসিয়ে খাজরায গোত্রের বনী হারেস শাখার সা'দ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য যাচ্ছিলেন। ঘটনাটি ছিলো বদর যুদ্ধের পূর্বের। উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, পথিমধ্যে তিনি এমন একদল লোকের নিকট পেঁছিলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল উপস্থিত ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সালুল) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এইসব লোকের মধ্যে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ইয়াহুদরা ছিলো। মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও উপস্থিত ছিলেন। সওয়ারীর পায়ের ধূলা মজলিসকে আচ্ছন্ন করে ফেললে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কাপড় দ্বারা তার নাক ঢেকে বলে উঠলো, আরে ধুলা-বালি উড়িয়ো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সালাম দিয়ে সওয়ারী থেকে নামলেন তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলে উঠলো ওহে লোক, আপনি যা বলছেন, তার চেয়ে উত্তম কথা আর নেই। তবে এগুলো হক কথা হয়ে থাকলে এ মজলিসে আর আপনি আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। বাড়ীতে যান। সেখানে কেউ আপনার কাছে গেলে তাকে এসব কথা শোনান। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! ঠিক আছে। আপনি আমাদের মজলিসে (বাড়ীতে) আসবেন। কেননা, আমরা এসব কথা পসন্দ করি। তখন মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহুদদের মধ্যে কিছু কথা ও তীব্র বাদানুবাদ শুরু হলো। এমনকি তারা পরস্পরের প্রতি আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠলো। নবী (সঃ) তাদের সবাইকে নিরস্ত করতে থাকলেন। অবশেষে সবাই নিরস্ত হলো। এরপর নবী (সঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে সেখান থেকে চললেন এবং সা'দ ইবনে উবাদার কাছে গেলেন। তাকে লক্ষ্য করে নবী (সঃ) বললেন ঃ হে সা'দ, তুমি কি শোননি আবু হাবাব কি বলেছে? তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সালুল)-এর কথা বলছিলেন। তিনি বললেন ঃ সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাকে ক্ষমা করুন আর তার কথাই বাদ দিন। যে মহান সত্তা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তার শপথ করে বলছি, আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা অবশ্যই হক। এ স্থানের (মদীনার) অধিবাসীরা তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে) রাজমুকুট ও পাগড়ী পরিয়ে নেতা ও শাসক হিসেবে অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। আপনাকে প্রদত্ত হকের মাধ্যমে আল্লাহ এটিকে (বানচাল করে) অস্বীকার

করলে সে আপনার প্রতি খুবই রুষ্ট হয়ে আছে। আর যা আপনি দেখলেন তার এ আচরণ উক্ত কারণেই। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী (সঃ) এবং তাঁর সহাবাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক সব সময়ই মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কাজের জন্য ধৈর্য-ধারণ করতেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন : আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে। এসব পরিস্থিতিতে যদি তোমরা ধৈর্য-ধারণ এবং খোদাভীরুতার পথ অনুসরণ করো তাহলে এটা হবে বড় হিম্মত ও সাহসিকতা পূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন : অধিকাংশ আহলে কিতাব চায় কোন প্রকার তোমাদেরকে ঈমানচ্যুত করে কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও হক কোনটি তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তবুও নিজেদের মনের হিংসার কারণে তারা এরূপ চায়। তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো ও এড়িয়ে চলো, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবী (সঃ) সব সময় তাদেরকে ক্ষমা করতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। (অর্থাৎ যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে ক্ষমার নীতি পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করলেন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে বদরে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁর দ্বারা আল্লাহ কাফের কুরাইশ গোত্রের বড় বড় নেতাকে হত্যা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার মুশরিক ও মূর্তিপূজক সংগী-সাথীরা বললো : এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি না হক তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে) তাই তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ইসলামের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
"তোমরা তাদেরকে (আযাব থেকে রক্ষা প্রাপ্ত) মনে করো না—যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত।"

٤٢٠٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ وَتَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

৪২০৬. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় কিছু সংখ্যক মুনাফিক ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন যুদ্ধে রওয়ানা হতেন তখন তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে থেকে যেতো। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে থেকে যেতে পারার কারণে আনন্দিত হতো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) (সহি সালামতে) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে তারা তাঁর কাছে গিয়ে নানা রকম ওজর আপত্তি পেশ করতো এবং (যুদ্ধে না যাওয়ার সমর্থনে) কসম করতো। উপরন্তু তারা চাইতো যেকাজ তারা করেনি তার জন্য তাদের প্রশংসা করা হোক। এ কারণে নাযিল হয়েছিলো—"যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে রক্ষা প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

٤٢٠٧ - عَنْ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ

كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَيُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُوْدًا فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوْا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوْهُ عَنْهُ فِيْمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَوْلِهِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُوْتُوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا۔

৪২০৭. মারওয়ান তার দ্বাররক্ষী রাফে'কে বললেন, হে রাফে' তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে তাকে বলো, যারা আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে আগ্রহী এমন সব লোকই যদি আযাবের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে সবাইকে আযাব ভোগ করতে হবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন ঃ এসব কথায় তোমার কি প্রয়োজন? যে আয়াত থেকে তোমার এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সেটি নাযিলের প্রকৃত ঘটনা হলো নবী (সঃ) কিছু ইয়াহুদীকে ডেকে কোন একটি বিষয়ে তাদের নিকট থেকে জানতে চাইলেন। কিন্তু তারা সে কথাটি গোপন করে তার বদলে অন্য একটি কথা তাকে বললো। তারা মনে করলো, নবী (সঃ) তাদেরকে যা জিজ্ঞেস করেছেন এবং তার যে জবাব তারা দিয়েছে, সেজন্য তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সত্য গোপন করে তার বিনিময়ে যা বলেছে সেজন্য তারা আনন্দিত হলো। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কোরআনের আয়াত পাঠ করেন ঃ "(সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আল্লাহ আহলি কিতাবদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমরা (কিতাবের শিক্ষা) লোকদের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করবে না, কিন্তু তারা তা পেছনে ছুঁড়ে মারলো এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করলো। তারা যা বিক্রয় করছে তা কতইনা খারাব কাজ। তোমরা সেসব লোককে (আযাব থেকে সুরক্ষিত) মনে করো না, যারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য আনন্দিত এবং যা তারা করেনি, তার জন্য প্রশংসিত হতে তারা ভালোবাসে।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ.

"আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

٤٢٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلّٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

৪২০৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে ছিলাম। রাতের বেলা রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর (মায়মুনা) সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে তিনি (ঘুম থেকে জেগে) উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পড়লেন: "আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" এরপর তিনি উঠে অযু ও মিসওয়াক করলেন এবং এগার রাক'আত নামায পড়লেন। পরে বেলাল আযান দিলে দু'রাক'আত নামায পড়ে (মসজিদে) চলে গেলেন এবং ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

("আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তের মধ্যে এমন সব জ্ঞানী-দের জন্য নিদর্শন রয়েছে) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে আর আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে।"

٤٢٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَطُرِحَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وِسَادَةٌ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْ طُوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهٖ ثُمَّ قَرَاَ الْاٰيَاتِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ حَتّٰى خَتَمَ ثُمَّ اَتٰى شَنًّا مُعَلَّقًا فَاَخَذَهٗ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ فَوَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى رَاْسِيْ ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِيْ فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ۔

৪২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে ছিলাম। আমি মনে মনে স্থির করলাম, আজ (রাতে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পড়া দেখবো। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য বিছানা পাতা হলে তিনি তার লম্বা দিকে নিদ্রা গেলেন (আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আড়াআড়ি শুয়ে নিদ্রা গেলেন)। রাতে উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'হাতে মুখমন্ডল ঘসে ঘুমের আমেজ দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত (প্রথম দিক থেকে) পড়তে থাকলেন এবং পড়ে শেষ করলেন। তারপর ঘরে লটকানো একটি পুরানো মশকের কাছে গেলেন এবং সেটি নিয়ে তার পানি দিয়ে অযু করলেন এবং নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এরপর আমিও উঠলাম এবং তিনি যা যা করেছিলেন তা করে (নামায পড়ার জন্য) তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার মাথার ওপর তাঁর হাত রাখলেন এবং তারপর আমার কান ধরে মোড়ান দিতে থাকলেন। তারপর তিনি

দু'রাকআত নামায পড়ে আবার দু'রাক'আত পড়লেন। তারপর আবার দু'রাক'আত পড়ে আরো দু'রাক'আত পড়লেন। এরপরও আরো দু'রাক'আত নামায পড়ার পর পুনরায় দু'-রাক'আত পড়লেন এবং সবশেষে "বিতর" নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ .

"হে আমাদের পরোয়ারদেগার! তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছো প্রকৃতপক্ষে তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছো। এ ধরনের জালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"

٤٢١٠ - عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

৪২১০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর খালা নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে একদিন রাত্রিযাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি বিছনার এক প্রান্তে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুয়েছিলেন। মধ্যরাতের কিছু পূর্ব বা পর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুমালেন এবং এরপর ঘুম থেকে জেগে উঠে মুখমণ্ডলে হাত দু'খানি রগড়িয়ে ঘুমের ভাব দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করে ঘরে লটকানো একটি পানিভর্তি মশকের কাছে উঠে গেলেন এবং তার পানি দিয়ে উত্তমরূপে অযু করলেন। তারপর নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন সেসব কাজ করে তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোড়াতে থাকলেন (যাতে আমার ঘুম ভাব পুরোপুরি দূর হয়ে যায়) এবং দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'-রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত এবং তারপর আরো দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এরপর 'বিতর' পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠলেন এবং

সংক্ষিপ্ত কিরায়াত করে (ফজরের) দু'রাক'আত (সুন্নত) নামায পড়লেন এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ـ

"হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছি, যিনি আমাদেরকে (এই বলে) ঈমানের প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন,—তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। আমরা এ আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি।"

৪২১১ - عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

৪২১১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর খালা নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে একদিন রাত্রিযাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার একপ্রান্তে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুয়ে পড়লেন। মধ্যরাতের কিছু পূর্ব বা পর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুমালেন এবং এরপর ঘুম থেকে জেগে উঠে মুখমন্ডলে হাত রগড়িয়ে ঘুমের ভাব দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করে ঘরে লটকানো একটি পানিভর্তি মশকের কাছে গেলেন এবং তার পানি দিয়ে উত্তমরূপে অযু করলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমিও উঠে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন, সেসব কাজ করে তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোড়াতে থাকলেন (যাতে আমার ঘুমভাব পুরোপুরি দূর হয়ে যায়) এবং দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাকআত এবং তারপর আরো দুরাক'আত নামায পড়লেন। এরপর 'বিতর' পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠলেন এবং সংক্ষিপ্ত কিরায়াত করে (ফজরের) দু'রাক'আত (সুন্নত) নামায পড়লেন। এরপর মসজিদে গিয়ে ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

সূরা আন-নিসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى اَنْ تَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে মেয়েদের মধ্যে যাদেরকে পসন্দ হয় এমন দুজন, তিনজন বা চারজন পর্যন্ত বিয়ে করো।"

٤٢١٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيْمَةٌ فَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيْهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى اَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيْكَتَهُ فِىْ ذٰلِكَ الْعَذْقِ وَفِىْ مَالِهِ

৪২১২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে প্রতিপালিত হচ্ছিলো। মেয়েটির একটি খেজুর বাগান ছিলো। সে তাকে বিয়ে করেছিলো। তার অন্তরে মেয়েটির জন্য কোন ভালবাসা বা আকর্ষণ ছিলো না। সে ওই খেজুর বাগানের জন্যই তাকে কাছে রেখেছিলো। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই এ আয়াতটি নাযিল হয় : "যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একটিমাত্র স্ত্রীলোককে বিয়ে করো।" বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, আমার মনে হয় হিশাম ওই ইয়াতীম স্ত্রীলোকটির পুরুষটির সাথে খেজুর বাগান ধন-সম্পদে অংশীদার হওয়ার কথা বলেছিলেন।

٤٢١٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِىْ مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِىْ صِدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا عَنْ اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيُبَلِّغُوْا لَهُنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ فِى الصَّدَاقِ فَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاِنَّ النَّاسَ اِسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِىْ

اٰيَةٍ اُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهٖ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا عَنْ مَنْ رَغِبُوْا فِيْ مَالِهٖ وَجَمَالِهٖ فِيْ يَتَامٰى النِّسَاۤءِ اِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ اِذَا كُنَّ قَلِيْلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ۔

৪২১৩. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী : "ওয়া ইন খিফ্তুম আল্লা-তুকসিতু ফিল্ ইয়াতামা"—"যদি তোমরা ভয় করো যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ ঠিক রাখতে পারবে না"—এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : হে ভাগ্নে, যেসব 'ইয়াতীম, মেয়েরা তাদের তত্ত্বাবধানকারী গার্জিয়ানদের (ওয়ালী) সম্পদের অংশীদার হতো, তার সম্পদের লোভ ও রূপ-যৌবনের আকর্ষণ হেতু উক্ত গার্জিয়ান তাকে অন্যরা যে পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ইনসাফের দাবী অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াত তাদেরকে (উক্ত গার্জিয়ানদেরকে) ঐসব "ইয়াতীম"দের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতিনীতি অনুসরণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাদের পসন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া বলেন, আয়েশা বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলে আল্লাহ "ওয়া ইয়াস্তাফ্তুনাকা ফিন্-নিসায়ে—"লোকেরা তোমাকে মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে"—আয়াতটি নাযিল করেন। আয়েশা বলেছেন, পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহর বাণী : وترغبون ان تنكحوهن (যাদেরকে বিয়ে করা তোমরা অপসন্দ করো)-এর অর্থ হলো, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন কম থাকার কারণে তোমাদের কেউ "ইয়াতীম" মেয়েদেরকে বিয়ে করতে অপসন্দ করলে তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবনবতী ইয়াতীম স্ত্রীলোকদেরকে পসন্দ হলেও বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন না থাকার কারণে অপসন্দনীয় হলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মোহরানা দেয়া হয় তাহলে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا۔

"(ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারীদের মধ্যে) কেউ গরীব হলে উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক তা থেকে খেতে পারবে। আর যখন তাদের সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেবে—তখন যেন সাক্ষী রেখে ফেরত দেবে। হিসেবের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" بدارا অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করা। اعتدنا মূল শব্দ عتاد থেকে উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি।'

٤٢١٤۔ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ اِذَا كَانَ فَقِيْرًا اَنَّهٗ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهٖ عَلَيْهِ بِمَعْرُوْفٍ۔

৪২১৪. হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইরের মাধ্যমে আয়েশা থেকে মহান আল্লাহর বাণী : "ওয়ামান কানা গানিয়ান ফাল্ ইয়াসতা'ফিফ্ ওয়ামান কানা ফাকীরান ফাল্-ইয়া'কুল বিল-মা'রূফ"—ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী যদি সম্পদশালী হয় তাহলে ঐ অর্থ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। তবে কেউ গরীব হলে তা থেকে উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক খেতে পারবে"—সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি "ইয়াতীম"দের সম্পদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। "ইয়াতীমের" ও তার অর্থ-সম্পদের তত্ত্বাবধানকারী যদি গরীব হয় তাহলে "ইয়াতীম"কে প্রতিপালন করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা প্রতিপালনকারী গ্রহণ করবে। তবে তা উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

"মিরাস (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ) বণ্টনের সময় কোন নিকটাত্মীয় কিংবা ইয়াতীম ও মিসকীন কেউ এসে উপস্থিত হলে উক্ত সম্পদ থেকে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদেরকে উত্তম ও মহতভাবে সম্বোধন করো।"

٤٢١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ

৪২১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) "ওয়া ইযা হাদারাল কিস্মাতা উলুল্ কুরবা ওয়াল্ ইয়াতামা ওয়াল্ মাসাকীনু —"মিরাস বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, কোন ইয়াতীম বা মিসকীন এসে উপস্থিত হলে—" আয়াতটি মুহকাম বা স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক। এটি মনসূখ হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يوصيكم الله في اولادكم

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন।"

٤٢١٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ.

৪২১৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) ও আবু বকর বনী সালেমা গোত্রের একটি স্থানে পায়ে হেঁটে আমাকে রোগশয্যায় দেখতে আসলেন। নবী (সঃ) আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন আমার কোন বোধ ছিলো না। তিনি পানি চেয়ে নিয়ে অযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুঁশ ফিরে পেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদেশ করছেন? এরপরই "ইউসীকুমুল্লাহু ফী আওলাদেকুম" আয়াতটি নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ولكم نصف ما ترك ازواجكم

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেক লাভ করবে।"

৪২১৭- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَ لِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

৪২১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত) সমস্ত অর্থ-সম্পদ সন্তানরা লাভ করতো। আর পিতা-মাতা সম্পদ লাভ করতো অছিয়ত অনুসারে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এ ব্যবস্থার যতটুকু ইচ্ছা মনসুখ করে পুরুষদের জন্য মেয়েদের পরিমাণের দ্বিগুণ ব্যবস্থা করলেন। পিতা-মাতার জন্য অবস্থাভেদে (ছেলের সম্পদে) এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। স্ত্রীর জন্য অবস্থাভেদে নির্দিষ্ট করে দিলেন এক-অষ্টমাংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য অবস্থাভেদে অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها
"জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী সেজে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, لا تعضلوهن 'অর্থ' তাদের প্রতি কঠোরতা করো না। حوبا অর্থ গোনাহ। تعولوا অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া, আর نحلة অর্থ মোহরানা।"

৪২১৮- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ قَالَ كَانُوْا اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقَّ بِامْرَاَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَاِنْ شَاءُوْا زَوَّجُوْهَا وَاِنْ شَاءَ لَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ.

৪২১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি "ইয়া আই ইউহাল্লাযীনা আমানু.................."—"হে ঈমানদারগণ! জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর (মোহরানা হিসেবে) তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো তার কিছু হস্তগত করা বা মেরে দেয়ার জন্য তাদেরকে জ্বালাতন ও অতিষ্ঠ করো না।"—আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশরা সে ব্যক্তির স্ত্রীরও মালিক মোখতার হয়ে বসতো। তাদের কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করতো। ইচ্ছা করলে তারা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিত আবার ইচ্ছা করলে বিয়ে দিত না। তার বংশের লোকদের চাইতে এরাই তখন তার বড় হকদার হয়ে বসতো। এ আয়াত এ বিষয়টি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ.
"আর আমি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।"

مولى শব্দের অর্থ হকদার বা উত্তরাধিকারী। যাদেরকে কসম বা শপথের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, অর্থাৎ বন্ধু, مولى অর্থ চাচাতো ভাই। আযাদ-কারী প্রভু যে ইহসান করে আযাদ করে দেয়। مولى অর্থ আযাদকৃত ক্রীতদাস, ক্রীতদাসের মালিক এবং দ্বীনিবন্ধু।"

٤٢١٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْاَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصِيْ لَهُ.

৪২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ওয়া লিকুল্লিন জা'আলনা মাওয়ালিয়া" আয়াত খণ্ডে উল্লেখিত موالى শব্দের অর্থ ওয়ারিশ বা উত্তরাধি-কারী। আর "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আয়মানুকুম" আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, মদীনায় হিজরত করে আসার পর পরস্পর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও নবী (সঃ)-এর পাতানো ভ্রাতৃ-সম্পর্কের মুহাজিররা আনসারদের সম্পদেব উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু "ওয়া লিকুল্লিন জা'আলনা মাওয়ালিয়া" আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা মনসুখ বা বাতিল হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আয়মানুকুম" অর্থাৎ যারা শপথ বা কসমের মাধ্যমে পরস্পর সাহায্য, সহযোগিতা ও ভাল কাজের সহযোগিতা দানের ওয়াদা ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে পরিত্যক্ত সম্পদে তাদেরও আর কোন হক থাকলো না। বরং তারা পরস্পরের জন্য অছিয়ত করতে পারে (সে সুযোগ অবশিষ্ট রাখা হলো)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ان الله لا يظلم مثقال ذرة

"আল্লাহ তা'আলা অণুপরিমাণ যুলুমও করেন না। অর্থাৎ একটি অণুর যে পরিমাণ ওজন হয় ততখানি যুলুমও আল্লাহ তা'আলা করেন না।"

٤٢٢٠ - عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اُنَاسًا فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَتْبَعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ اِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرٌّ اَوْ فَاجِرٌ وَغُبَّرَاتُ اَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ

ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ
قَالُوا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا
سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى
فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ
فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا تَبْغُونَ
فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ
أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ
وَيَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا
إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا
رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

৪২২০. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ)-এর , সময়ে কিছু লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো। নবী (সঃ) বললেন ঃ হাঁ, দেখতে পাবে। মেঘমুক্ত আকাশে দিনের আলোতে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? সবাই জবাব দিলো, না। তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? সবাই জবাব দিলো, না। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ এভাবে চাঁদ ও সূর্যের কোন একটিকে দেখতে তোমরা যতখানি অসুবিধা মনে করো কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে ততটুকু অসুবিধা মাত্র হবে। কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে যার ইবাদত করতে, সে তার সাথে দলভুক্ত হয়ে যাও। সুতরাং যারা আল্লাহ ছাড়া মূর্তি বা পাথরের পূজা করতো তারা সবাই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে—একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। অবশেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী নেককার, গোনাহগার ও দু'-চারজন আহলে কিতাব ছাড়া আর কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ইয়াহুদদের ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহর বেটা উযায়েরের ইবাদত করতাম। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ কাউকে স্ত্রী বা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে মরীচিকার মতো একটি প্রান্তর দেখিয়ে বলা হবে সেখানে যাও। এভাবে তাদের সবাইকে এমন আগুনের মধ্যে একত্রিত করা হবে, যার এক অংশ আর এক অংশকে আক্রমন করেছে এভাবে তারা সবাই দোযখে পতিত হবে। তারপর নাসারা (খৃষ্টান)-দেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত ও দাসত্ব করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা ঈসা মসীহর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা কাউকে স্ত্রী বা সন্তান-রূপে গ্রহণ করেননি। তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি চাও? জবাবে তারাও পূর্বের লোক-দের অনুরূপ বলবে। (অর্থাৎ ইয়াহুদদের মতো তারাও বলবে, আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি, আমাদেরকে পানি পান করান।) অবশেষে আল্লাহর ইবাদতকারী নেককার ও

গোনাগার লোক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন গোটা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এমন সাধারণ আকৃতিতে আগমন করবেন, যে আকৃতিতে তারা ইতিপূর্বে তাকে দেখেছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো? প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ উপাস্যের দলভুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা (আল্লাহর ইবাদতকারী) বলবে, দুনিয়ায় যখন আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ছিলো তখন আমরা লোকদেরকে বর্জন করেছিলাম। এমনকি তাদের সাহচর্যই আমরা পরিত্যাগ করেছিলাম। আমরা যে রবের ইবাদত ও দাসত্ব করতাম, এখন তার জন্য অপেক্ষা করছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ আমিই তোমাদের রব বা প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না। এ কথা তারা দু' অথবা তিনবার বলবে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

"তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো?"

المختال ও- الختال শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অহংকারী। نطمس অর্থ আমি তাদেরকে বিলীন করে দেবো। سعرا অর্থ ইন্ধন।

٤٢٢١ - عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

৪২২১. আমর ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) আমাকে বললেন ঃ আমাকে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাব? কোরআন তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। নবী (সঃ) বললেন ঃ আমি অন্যের নিকট থেকে কোরআন শুনতে পসন্দ করি। আমি তখন তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। "ফাকাইফা ইযাজিনা মিন কুল্লি উম্মাতিম বি শাহীদিন ওয়া জি'না বিকা আলা হাউলায়ে শাহীদা"—"তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো। আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো?" পর্যন্ত পেঁছিলে তিনি বললেন, থামো। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔

"তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে অথবা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করো আর তখন যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" صعيدا অর্থ মাটি। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ

طاغوت "তাগুত" বা খোদাদ্রোহী তারা যাদের কাছে লোকজন বিচার-ফয়সালার জন্য যেতো। জুহাইনা গোত্রে একজন, আসলাম গোত্রে একজন—এরূপ প্রত্যেক গোত্রেই একজন করে গণক থাকতো। আর তাদের প্রত্যেকের কাছে শয়তান আসতো। উমর বলেছেন, جبت অর্থ যাদু এবং طاغوت অর্থ শয়তান। ইকরামা বলেছেন : হাবশীদের ভাষায় جبت অর্থ শয়তান এবং طاغوت অর্থ গণক।

٤٢٢٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ التَّيَمُّمَ-

৪২২২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আমার নিকট থেকে) আসমার একটি হার হারিয়ে গেলে তা তালাশ করতে নবী (সঃ) কয়েকজন লোককে পাঠালেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের কারোরই অযু ছিলো না। কোথাও পানি না পেয়ে তারা অযু ছাড়াই নামায পড়লে মহান আল্লাহ তায়াম্মুম সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : واولی الامر منکم
"আর তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দানের অধিকারী (তাদেরও আনুগত্য করো)।"
اولی الامر অর্থ হুকুম করার অধিকারী।

٤٢٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ-

৪২২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আতীয়ুল্লাহা ওয়া আতীয়ুর রাসূলা ওয়া উলীল্ আমরি মিনকুম"—"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দানের অধিকারী তাদের আনুগত্য করো।" এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ইবনে কাইস ইবনে আদীকে রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠালে তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ-

"আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পর মতভেদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে"।

٤٢٢٤- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ شَرِيْجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ وَاسْتَوْعٰى

النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ
كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ قَالَ الزُّبَيْرُ فَمَا أَحْسِبُ هٰذِهِ
الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

৪২২৪. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যুবাইর ইবনুল আওয়াম মদীনার কংকরময় ভূমিতে (হাররা) পানি সেচ নিয়ে এক আনসারীর সাথে বিবাদ করলেন। [বিষয়টি নবী (সঃ)-এর কাছে উত্থাপিত হলে] নবী (সঃ) বললেন : হে যুবাইর, প্রথমে তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর তোমার প্রতিবেশীকে দাও। এ কথা শুনে আনসারী লোকটি বললো : হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই বলেই হয়তো আপনি এভাবে ফয়সালা করলেন। তখন নবী (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি পুনরায় বললেন : হে যুবাইর! প্রথমে তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর সেচ নালা ভর্তি করে পানি রাখো এবং এরপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি দাও। আনসারী লোকটি নবী (সঃ)-কে রাগান্বিত করার কারণে তিনি যুবাইরের হক পুরোপুরি আদায় করার ব্যবস্থা করলেন। অন্যথায় উভয়কে প্রথমে যে হুকুম প্রদান করেছিলেন তাতে উভয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছিলো। যুবাইর বলেন : এ আয়াতটি অর্থাৎ "তোমার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পর মতভেদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে" ঐ ঘটনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে করি না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ
الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقًا

"যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোক, অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেক্কারদের সাথে থাকবে। আর এরূপ বন্ধু লাভ করা কতই না উত্তম।"

٤٢٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ
يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ
أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

৪২২৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন নবী রোগাক্রান্ত হয় নাই, অথচ তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য হতে একটিকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয় নাই (যেটি ইচ্ছা তা গ্রহণ করতে পারেন)। যে রোগে তিনি ইন্তিকাল করেন সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কথা কড়া হয়ে গিয়েছিল।

সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "মায়াল্লাযিনা আন্ আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবী-য়ীনা ওয়াস্ সিদ্দিকীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ে ওয়াস্সালেহীন"—"যাঁদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তাদের সাথে অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্দের সাথে।" আমি মনে করলাম তাঁকে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا۔

"কেন তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, দুর্বল পেয়ে যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে তারা ফরিয়াদ করছে—হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জালেম জনপদ থেকে উদ্ধার করো

٤٢٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ۔

৪২২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং আমার মা "মুসতাদ্'আফীনা" (অসহায় ও দুর্বল)-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٤٢٢٧ - عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلَا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ۔

৪২২৭. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস "ইল্লাল মুসতাদ'আফীনা মিনার্ রিজালি ওয়ান্ নিসায়ে ওয়াল বিলদান" এ আয়াত খন্ড তিলাওয়াত করে বললেন : আল্লাহ যাদের ওজর গ্রহণ করেছেন আমি এবং আমার মা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا۔

"তোমাদের এ কি হলো? মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে। অথচ তাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন।

٤٢٢٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ يَقُوْلُ اُقْتُلْهُمْ وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ لَا فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ۔

৪২২৮. যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। "ফামা লাকুম ফিল্ মুনাফিকীনা ফিয়াতাইনে" আয়াতখন্ডের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : নবী (স:)-এর সঙ্গীদের কিছু লোক ওহুদ থেকে

ফিরে আসলে অন্য সবাই দু'রকমের মতামত পোষণ করে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল বলছিলো, তাদেরকে হত্যা করা হোক। অন্যদল বলছিলো, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো : তোমাদের এ কি হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে? নবী (সঃ) বলেছেন : মদীনার নাম হলো "তায়বা" বা পবিত্রস্থান। এ নোংরা ও অপবিত্রতা এমনভাবে বিদূরিত করে, যেমনভাবে আগুনে গলিয়ে রৌপ্যের খাদ দূর করা হয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : و اذا جاء هم امر من الا من اوالخوف اذاعوا به "তাদের কাছে যখন শান্তি বা অশান্তিজনক কোন খবর পৌছায়, তখন তারা সে খবর প্রচার করে দেয়।" يستنبطونه তারা সেটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে حسبا অর্থ যথেষ্ট। اناثا বলা হয় প্রাণহীন ও অচেতন পদার্থকে যেমন : পাথর বা অনুরূপ পদার্থ। مريدا অর্থ বিদ্রোহী। فليبتكن মূল بتكه থেকে উৎপন্ন। অর্থ কাটা। قيلا ও قولا একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। طبع অর্থ সীলমোহরকৃত।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম।"

٤٢٢٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ فِيْهَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَرَحَلْتُ فِيْهَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ

৪২২৯. সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে কুফাবাসীদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিলে আমি এ বিষয়ে জানার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : "ওয়ামাই ইয়াকতুল্ মু'মিনান্ মুতাআম্মিদান ফাজাযাউহু জাহান্নাম"—"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঈমানদারদের হত্যা করবে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম।"—এ আয়াতটি হত্যার হুকুম সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। এটি অন্য কোন কিছু দিয়ে মনসুখ হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا "আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে, তাকে বলো না; তুমি মু'মিন নও।" السلم ও السلام একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

٤٢٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

৪২৩০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি—"ওয়ালা তাকূলু লিমান আল্‌কা ইলাকুমুস্ সালামা লাসতা মু'মিনান্"— "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে বলো না : তুমি মু'মিন নও"—আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : এক ব্যক্তি ক্ষুদ্র একটি বকরীর পাল চরাচ্ছিলো। (যুদ্ধ ব্যপদেশে) কিছুসংখ্যক মুসলমান তার কাছে পৌঁছলে সে

তাদেরকে আস্-সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে তারা সন্দেহবশতঃ লোকটিকে হত্যা করে তার বকরীর পাল গণীমাত হিসেবে নিয়ে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনা সম্পর্কেই উপরোল্লিখিত আয়াতটি "আরাদাল হায়াতিদ্দুনিয়া" পর্যন্ত নাযিল করলেন। এখানে "আরাদাল হায়াতিদ্দুনিয়া" বলতে উক্ত বকরীর পাল বুঝানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন রকম ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে (জান ও মাল দ্বারা) জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।"

٤٢٣١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

৪২৩১. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদের মধ্যে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে যায়েদ ইবনে সাবেতের বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দিয়ে কোর'আনের আয়াত "লা ইয়াসতাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবীলিল্লাহ" লিখালেন। তিনি তখনও আমাকে দিয়ে আয়াতটি লিখাচ্ছেন এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ মানুষ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন ভাবে বসে ছিলেন যে, তাঁর উরু আমার উরুর ওপর ভর দেয়া ছিলো। (হঠাৎ) আমার কাছে তা ভারী বলে বোধ হলো। এমনকি আমি আমার উরু ভেঙে যাওয়ার আশংকা করলাম। এরপর তাঁর এ অবস্থা কেটে গেলো। আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "ওজর ও অসুবিধা ছাড়াই যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে বসে থাকে।"

٤٢٣٢- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

৪২৩২. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "লা ইয়াস তাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা" আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ ইবনে সাবেতকে ডেকে তা লিখালেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এসে তার অসুবিধা ও অক্ষমতার কথা বললে আল্লাহ তা'আলা আয়াতখন্ড নাযিল করলেন।

٤٢٣٣ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ادْعُوْا فُلاَنًا فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ وَالْكَتِفُ
فَقَالَ اكْتُبْ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ
وَخَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا ضَرِيْرٌ فَنَزَلَتْ
مَكَانَهَا لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ
فِي سَبِيْلِ اللهِ -

৪২৩৩. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লা ইয়াসতাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা" আয়াতাংশ নাযিল হলে নবী (সঃ) বললেন : অমুক (যায়েদ ইবনে সাবেত)-কে ডেকে আন। তিনি দোয়াত, কাষ্ঠফলক ও হাড় নিয়ে আসলে নবী (সঃ) তাকে বললেন, "লা ইয়াস্‌তাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবীলিল্লাহ" —"যারা বাড়ীতে বসে থাকে তারাএবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না" লিখ। নবী (সঃ)-এর পেছনেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম বসেছিলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অক্ষম ব্যক্তি। তখনই আবার নাযিল হলো : "যারা কোন প্রকার অক্ষমতা ও ওজর ছাড়া বাড়ীতে বসে থাকে তারা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান হতে পারে না।"

٤٢٣٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ مِنْ بَدْرٍ

৪২৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) "লা ইয়াস্‌তাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা" আয়াত খন্ড যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا
فَأُولٰٓئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا -

"যারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে তাদের জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলো?তারা বলে : এই পৃথিবীতে আমরা অসহায় ও দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে : আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা তো হিজরত করতে পারতে। ঐসব লোকের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর তা খুবই খারাব জায়গা।"

٤٢٣٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِيْ عَنْ ذٰلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهْمُ يُرْمٰى بِهٖ فَيُصِيْبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ فَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ-

৪২৩৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য) মদীনাবাসীদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করার ব্যবস্থা করা হলে তাতে আমার নামও তালিকাভুক্ত করা হলো। আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরামার কাছে গিয়ে তাকে সব কিছু বললাম। তিনি আমাকে এ সেনাদলে যোগদান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তারপর বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছিলেন : মুসলমানদের কিছু লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের দল ভারী করেছিলো। নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাদের কারো শরীরে বিদ্ধ হলে সে নিহত হতো কিংবা আহত হয়ে পরে মারা যেতো। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "যারা নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তাদের জান কবয করার সময় ফেরেশতারা বলে (তোমরা কি অবস্থায় ছিলে)?"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا

"তবে যে সব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় ছিল এবং বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় যাদের নাই, তাদের কথা স্বতন্ত্র।"

٤٢٣٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ قَالَ كَانَتْ أُمِّيْ مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ

৪২৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। "ইল্লাল মুসতাদ'আফীনা"র ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাদের অক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, আমার মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَعَسَى اللهُ أَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"হয়তো বা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

٤٢٣٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَّسْجُدَ اللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ

اَللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ.

৪২৩৭. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন নবী (সঃ) এশার নামাযে "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর এবং সিজদায় যাওয়ার পূর্বে এইভাবে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ, আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আকে (কাফেরদের যুলুম থেকে) নাজাত দাও, হে আল্লাহ, সালামা ইবনে হিশামকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ, দুর্বল ও অসহনীয় মুসলমানদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ, মুযার গোত্রকে তোমার পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি দাও। হে আল্লাহ, ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত তাদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ

"অবশ্য বৃষ্টির কারণে কোন কষ্ট অনুভব করলে অথবা রোগাক্রান্ত হলে এমতাবস্থায় অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।"

٤٢٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا.

৪২৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুর রহমান ইবনে আওফ আহত হয়ে পড়লে "যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো অথবা রোগাক্রান্ত হও" আয়াতটি তাঁর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ.

"হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যেসব নির্দেশ তোমাদের শুনিয়ে আসা হচ্ছে, তাও আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।"

وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَاَشْرَكَتْهُ فِىْ مَالِهٖ حَتّٰى فِى الْعِذْقِ فَيَرْغَبُ اَنْ يَّنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يُّزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِىْ مَالِهٖ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ.

৪২৩৯- عَنْ عَائِشَةَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ

৪২৩৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন : তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যেসব নির্দেশ তোমাদেরকে শুনিয়ে আসা হচ্ছে, তাও আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। (অর্থাৎ তোমরা যেসব ইয়াতীম মেয়েদের তাদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যায্য পাওনা দিচ্ছ না। আর তাদেরকে বিয়ে করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেছো কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে) বিয়ে করতে চাচ্ছ"-এ আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোন ইয়াতীম মেয়ের অভিভাবক এবং তার সম্পদের এমনকি খেজুরের বাগানেও উক্ত নারী একজন অংশীদার। সে (অভিভাবক ব্যক্তি) তাকে বিয়ে করতেও আগ্রহী নয়, আবার অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতেও ইচ্ছুক নয়। কারণ, তাহলে সে (উক্ত পুরুষ) তার সম্পদে অংশীদার বা আগ্রহী হবে এবং সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

"যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা তার প্রতি অমনোযোগিতার আশংকা করে, এমতাবস্থায় তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বুঝাপড়া করে নিলে কোন দোষ নাই।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : شقاق অর্থ পরস্পর ঝগড়া ফাসাদ করা। احضرت الانفس الشح আয়াতাংশের মধ্যে যে شح শব্দ আছে, তার অর্থ কোন জিনিসের জন্য অত্যধিক আকাংখা বা লোভ করা। كالمعلقة অর্থ যে (স্ত্রীলোক) বিধবাও নয়, আবার স্বামীধারিণীও নয়। نشوزا অর্থ অসন্তুষ্টি, অমনোযোগিতা।"

৪২৪০- عَنْ عَائِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي ذٰلِكَ.

৪২৪০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। "যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা অমনোযোগিতার আশঙ্কা করে। তাহলে তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বুঝাপড়া করে নিলে কোন দোষ নাই"—এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আয়েশা বলেছেন : লোকটির স্ত্রী আছে কিন্তু সে তার প্রতি বড় একটা ভালবাসা বা সাহচর্যের আকর্ষণ অনুভব করে না বরং তাকে তালাক দিতে চায়। তখন উক্ত মহিলা তাকে বলে আমি আমার কিছু হক পরিত্যাগ করছি। তখন ঐ বিষয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

"মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, (الدرك الاسفل) দোজখের সর্বনিম্নের আগুন। نفقا অর্থ মাটির নীচের সুড়ংগ পথ।

٤٢٤١- عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِيْ حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلٰى قَوْمٍ خَيْرٍ مِّنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِيْ بِالْحَصَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلٰى قَوْمٍ كَانُوْا خَيْرًا مِّنْكُمْ ثُمَّ تَابُوْا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

৪২৪১. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা কিছু সংখ্যক লোক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (একজন সাহাবা) আমাদের কাছে পৌঁছলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন : তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যেও নেফাক (মুনাফেকী) সৃষ্টি হয়েছিলো। আসওয়াদ কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন : সুবহানাল্লাহ! একি কথা!! আল্লাহ তা'আলা বলছেন : "মুনাফিকরা অবশ্যই দোজখের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।" এ কথা শুনে "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মুচকি হাসলেন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উঠে পড়লেন এবং তাঁর সংগী-সাথীরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। এ সময় হুযাইফা (ইবনুল ইয়ামান) একটি কংকর উঠিয়ে আমাকে ছুঁড়ে মারলেন। (অর্থাৎ আমাকে উঠে তাঁর কাছে যেতে ইংগিত করলেন)। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হাসতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। অথচ, তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যেও নেফাক সৃষ্টি হয়েছিলো। আমার এ কথা তিনি ভাল করে বুঝতে পেরেছেন। অতঃপর তারা (যাদের মধ্যে নিফাক ঢুকছিলো) তওবা করলো এবং আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلٰى نُوحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَوْحَيْنَا إِلٰى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا.

"হে নবী, আমি আপনার কাছে অহী পাঠিয়েছি। যেমন নূহ ও তারপরে আরো অনেক নবীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি আরো অহী নাযিল করেছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানগণ ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি দাউদকে যাবুর কিতাব দিয়েছিলাম।"

٤٢٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى.

৪২৪২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : কারো এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম।৭

٤٢٤٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ.

৪২৪৩. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম সে মিথ্যাবাদী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ.

"হে নবী, লোকজন তোমার কাছে 'কালালা' অর্থাৎ নিঃসন্তান পিতা-মাতাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায়। তুমি বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালা' সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। (তা হলো) যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান মারা যায় (এবং তার পিতা-মাতাও বেঁচে না থাকে), শুধু বোন থাকে। তাহলে বোন তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেকের অধিকারী হবে। আর যদি বোন মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে।" 'কালালা' অর্থ পিতা বা পুত্র কেউ যার ওয়ারিস হিসেবে নেই। আরবীতে বলা হয় تكلله النسب অর্থাৎ বংশ যার উর্ধতন ও অধস্তন দুই দিকের উত্তরাধিকারীর কোনটিই রাখে নাই।

٤٢٤٤ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَاٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ.

৪২৪৪. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরা হলো 'বারাআত' এবং সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হলো : ইয়াস্তাফতুনাকা, কুলিল্লাহু ইউফতিকুম ফিল-কালালা।

---

৭. কোন নবীকে অন্য কোন নবীর চেয়ে উত্তম বলা ঠিক নয়। কারণ নবীগণ সকলেই আল্লাহর বাণী বাহক। কোরআন মজীদেও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। لا نفرق بين احد من رسله (তাঁর কোন রসূলের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

"আজ আমি তোমার দ্বীনকে তোমার জন্য পূর্ণাংগ করে দিলাম।"

৪২৪৫- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ اٰيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لاَ تَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لاَعْلَمُ حَيْثُ اُنْزِلَتْ وَاَيْنَ اُنْزِلَتْ وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاِنَّا وَاللّٰهِ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَاَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمْ لاَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

৪২৪৫. তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) ইয়াহূদরা উমরকে বললো : তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকো তা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হতো, তাহলে ঐদিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। উমর বললেন : আমি জানি ঐ আয়াতটি কখন কিভাবে নাযিল হয়েছিলো, এবং কোথায় নাযিল হয়েছিলো। আর যখন তা নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় অবস্থান করছিলেন। আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিলো। খোদার শপথ, আমরা তখন 'আরাফাতে অবস্থান করছিলাম। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন : "আল্ ইয়াওমা আক্মালতু লাকুমদবী-নাকুম" (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম) আয়াতটি যেদিন নাযিল হয়েছিলো সে দিনটি জুমআর দিন ছিলো কিনা আমার তা ভালো করে মনে নাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

"যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" تيمموا অর্থ সংকল্প করো। امين অর্থ সংকল্পকারী হয়ে امت এবং تيممت শব্দদ্বয়ের একই অর্থ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : لمستم ' تمسوهن ও دخلتم بهن والا تى দ্বারা دخلتم بهن এবং افضاء এ শব্দগুলি সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।"

৪২৪৬- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهٖ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَاْسَهٗ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ

عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي فقام رسول الله ﷺ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته.

৪২৪৬. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা বায়দা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাতুল জাইশ নামক জায়গায় উপনীত হলে আমার (গলার) হার ছিঁড়ে পড়লো। তা তালাশ করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে থামলেন। তাঁর সংগের অন্যান্য সব লোক-জনও থেমে পড়লো। সেখানে কোন পানি ছিল না এবং লোকজনের সাথেও কোন পানি ছিল না। কিছু লোক আবু বকর সিদ্দীকের কাছে এসে বললো : আপনি কি জানেন, আয়েশা কি কান্ড করেছেন? তিনিই (তার কারণেই) রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্যসব লোকজনকে থামিয়ে রেখেছেন। অথচ লোকজনের সাথে কিংবা সেখানে কোন পানি নাই। এ কথা শুনে আবু বকর আমার কাছে আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আবু বকর বললেন : তুমিই তো রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্যসব লোকজনকে এখানে আটকিয়ে ফেলেছো। অথচ এ স্থানে কোন পানির ব্যবস্থা নাই এবং লোকজনের সাথেও পানি নাই। আয়েশা বলেন : আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত যা বলার বললেন। তারপর হাত দ্বারা আমার পাঁজরে ধাক্কা দিতে থাকলেন। এতে আমার উরুর ওপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথা রাখার জায়গা ছাড়া সারা শরীর আন্দোলিত হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) উঠলেন। কিন্তু পানি ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি নাযিল করলেন। তখন সবাই তায়াম্মুম করলো। (এবং ফজরের নামায পড়লো)। এ অবস্থা দেখে উসাইদ ইবনে হুযাইর বললেন : হে আবু বকরের বংশধরগণ, এটা আপনাদের কারণে পাওয়া প্রথম বরকত নয়। (অর্থাৎ আপনাদের কারণে আমরা এরূপ আরো বরকত লাভ করেছি)। আয়েশা বলেন, আমি যে উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম, তার নীচেই হারটি পাওয়া গেল।

٤٢٤٧ - عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي ﷺ ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله ﷺ وقد أوجعني ثم إن النبي ﷺ استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم و

أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ.

৪২৪৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (এক সফর থেকে ফিরে) মদীনাতে প্রবেশের প্রাক্কালে 'বাইদা' নামক জায়গায় আমার হার পড়ে (হারিয়ে) গেল। নবী (সঃ) তখন তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবু বকর আসলেন এবং আমাকে সজোরে খোঁচা মেরে বললেন : একটি হারের জন্য তুমি সব লোককে আটকিয়ে রেখেছো আমি খুব কষ্ট পেলাম যেন মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কারণে তা সহ্য করলাম। এরপর নবী (সঃ) জেগে উঠলেন। ভোর হলো। পানি তালাশ করা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নামায পড়তে চাইলে নিজের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোও। মাথা মসেহ করো এবং দুই পা পায়ের গিরা পর্যন্ত। আর নাপাক থাকলে পবিত্র হও। আর যদি রোগাক্রান্ত হও, কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসলে, কিংবা যদি নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো আর পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" উসাইদ ইবনে হুযাইর বললেন : হে আবু বকরের বংশধরগণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে লোকদের জন্য কল্যাণ দান করেছেন। তোমরা তাদের জন্য কল্যাণ ছাড়া কিছুই নও।

অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী : فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.

"(হে মূসা,) তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকবো।"

٤٢٤٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪২৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ বললেন : হে আল্লাহর রসূল. বনী ইসরাইল যেমন মূসাকে বলেছিলো, আমরা আপনাকে তেমন কথা বলবো না। তারা (মূসাকে) বলেছিলো, তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকবো। বরং আপনি চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। এ কথায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুঃশ্চিন্তার ভাব দূরীভূত হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর দুনিয়ার বুকে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা করা, শূলে চড়ানো, বিপরীতভাবে হাত-পা কেটে ফেলা অথবা নির্বাসিত করা।" আল্লাহর সাথে লড়াই করার অর্থ কুফরী করা।

٤٢٤٩- عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَذَكَرُوْا وَذَكَرُوْا فَقَالُوْا وَقَالُوْا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِيْ قِلَابَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا قِلَابَةَ قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمُوْهُ فَقَالُوْا قَدِ اسْتَوْخَمْنَا هٰذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هٰذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوْا فِيْهَا فَاشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَخَرَجُوْا فِيْهَا فَشَرِبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوْا وَمَالُوْا عَلَى الرَّاعِيْ فَقَتَلُوْهُ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هٰؤُلَاءِ قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَخَوَّفُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَّهِمُنِيْ قَالَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا أَنَسٌ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِيَ هٰذَا فِيْكُمْ وَمِثْلُ هٰذَا.

৪২৪৯. আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযের দরবারে তাঁর পেছনে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে 'কাসামত' সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো এবং চলতে থাকলো। কিছু সংখ্যক লোক বললো 'কাসামতের' ব্যাপারে কিসাস জরুরী। কেননা পূর্ববর্তী খলীফাগণ কিসাস গ্রহণ করেছেন। তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর পেছনে বসা আবু কিলাবার দিকে ঘুরে দেখে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু কিলাবা, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আমি বললাম : বিবাহিতের ব্যভিচার করা, কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া কাউকে হত্যা করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া ইসলামে অন্য কারণে কাউকে হত্যা করা হালাল বলে আমার জানা নাই। এ কথা শুনে আম্বাস ইবনে সা'ঈদ আমুবী বললেন : অনাসও আমার কাছে এরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের কিসাস হওয়া দরকার। আনাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, (উক্ল কিংবা) উরাইনা গোত্রের একদল লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে (ইসলাম গ্রহণ করে) বললো : এ স্থানটির আবহাওয়া আমাদের অনুপযোগী। নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন : এই দেখ, আমাদের উট বকরীর পাল (মদীনার বাইরে চারণ ক্ষেত্রে) রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। তোমরা এর সাথে গিয়ে থাকো এবং এর দুধ ও পেশাব পান করো। তারা উট বকরীর পালের সাথে গিয়ে থাকলো এবং দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর একদিন রাখালকে আক্রমণ করে

হত্যা করলো এবং উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এখন তাদেরকে হত্যা না করার পক্ষে আর কোন যুক্তিই থাকলো না। তারা একজন লোককে হত্যা করলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করলো এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আতংকিত করলো। এ কথা শুনে আম্বাসা ইবনে সাঈদ বিস্মিত হয়ে বললো : সুবাহানাল্লাহ! আবু কিলাবা বলেন, আমি তাকে বললাম : আপনি কি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান? আম্বাসা বললেন : আনাস তো এ হাদীসই আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু কিলাবা বলেন, আম্বাসা বললেন : হে শাম বাসীগণ, এরকম বা তার মত (জ্ঞানী) লোক তোমাদের মধ্যে থাকা অবধি তোমাদের কল্যাণই হতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : والجروح قصاص "সব রকমের জখমের জন্য কিসাস হবে।"

৪২৫০- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لاَ وَاللَّهِ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ

৪২৫০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনাস ইবনে মালেকের ফুফু রুবাইয়ো বিনতে নযর এক আনসারী যুবতীর দাঁত ভেঙে দিলে যুবতীর কওম তার কিসাসের দাবী নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। নবী (সঃ) রুবায়ো' বিনতে নযর থেকে কিসাস গ্রহণের আদেশ দিলেন। আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ তার (রুবাইয়ো বিনতে নযর) দাঁত ভাঙতে দেয়া যেতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আনাস (ইবনে নযর) কিসাস তো আল্লাহর হুকুম। ইতিমধ্যে আনসারী যুবতীর কওম 'দিয়াত' গ্রহণে সম্মত হলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আল্লাহর এমন কিছু সংখ্যক বান্দা আছে, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك "হে আল্লাহর রসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন।"

৪২৫১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

৪২৫১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কেউ যদি বলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার কিছু তিনি গোপন করেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "হে রসূল! তোমার রবের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দাও। তা যদি না কর তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم
"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।"

٤٢٥٢- عَنْ عَائِشَةَ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ۔

৪২৫২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না"—যেসব লোক কথা প্রসংগে অনর্থক আল্লাহর কসম, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি বলে থাকে, এ আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٤٢٥٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِيْ يَمِيْنٍ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ لَا أَرٰى يَمِيْنًا أُرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللّٰهِ وَفَعَلْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ۔

৪২৫৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাঁর পিতা (আবু বকর) কখনও কোন কসম ভংগ করতেন না। পরবর্তী সময়ে কসম ভংগের কাফ্ফারার বিধান নাযিল হলে আবু বকর বলেছেন ঃ আমি যেসব কসম ভংগ করা কল্যাণকর মনে করতাম, সেসব ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া সুযোগ গ্রহণ করতাম এবং যেটি কল্যাণকর সেটিই করতাম।[৮]

অনুচ্ছেদ ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ۔

"হে ঈমানদারগণ, যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তা হারাম বানিয়ে নিও না।"

٤٢٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ۔

৪২৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (দূর দূরান্তে) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু আমাদের সাথে স্ত্রীলোক থাকতো না। (তাই অসুবিধা হতো)। এরূপ একটি যুদ্ধে (বাধ্য হয়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমরা বললাম ঃ আমরা কি খাসি হতে পারি না? তিনি আমাদেরকে খাসি হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পরে তিনি আমাদেরকে মেয়াদী বিয়ে[৯] করতে অনুমতি দিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কোর'আন মজীদের আয়াত "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যেসব পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম বানিয়ে নিও না" পাঠ করলেন।

---

৮. কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বললে তা পূরণ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে সে যদি উক্ত কসম ভংগ করে তাহলে সেজন্য তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। কসমের কাফ্ফারা হলো, দশজন মিসকীনকে একবেলা স্বাভাবিক খাবার খেতে দেয়া অথবা পরিধেয় বস্ত্র দান করা অথবা একজন ক্রীত দাসকে মুক্ত করে দেয়া।

৯. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় মুত'আ বিবাহ বলে। এই বিবাহে নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেলে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইসলামের প্রথম

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ-

"মদ, জুয়া, দেবদেবীর আস্তানা এবং (ভাল-মন্দ নির্ণয়ের) পাশার তীর এসবই অপবিত্র শয়তানী কাজ-কর্ম।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : ازلام। অর্থ ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য নিক্ষিপ্ত তীর, যা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয় করা হয়। انصاب। অর্থ দেব-দেবীর আস্তানা, যেখানে কাফেররা দেব-দেবীর সামনে পশু জবাই করতো। অন্যরা বলেছেন : الزلم। অর্থ এমন তীর, যার সাথে পর থাকে না। ازلام - زلم। এর বহু বচন। ভাগ্য পরীক্ষা করার নিয়ম ছিলো, তীর ঘুরানো হতো, যদি তা বেরিয়ে যেতো তাহলে তা দ্বারা নিষেধ বুঝাতো। অন্যথায় আদেশ বুঝাতো। মুশরিক ও কাফেররা ভাগ্য পরীক্ষার এসব তীরের ওপর বিভিন্ন প্রকার ছবি ও চিহ্ন অংকিত করতো। উত্তম পুরুষ এক বচনে ব্যবহার করলে শব্দটির রূপ হয় قسمت অর্থাৎ আমি ভাগ্য পরীক্ষা করলাম।

৪২৫৫- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ

৪২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে সময় মদ হারাম করে এ আয়াতটি (ইন্নামাল্ খাম্‌রু) নাযিল হয়েছিল সে সময় মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদ পাওয়া যেতো। কিন্তু কোনটিই আঙুরের তৈরী ছিল না।

৪২৫৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالُوا أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

৪২৫৬. আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন : একদিন আমার বাড়ীতে 'ফাদীখ' অর্থাৎ খেজুরের মদ ছাড়া আর কোন মদ ছিলো না। আমি আবু তাল্‌হা ও আরো[১০] অনেককে এই 'ফাদীখ' বা খেজুরজাত মদ পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললো, আপনারা খবর জানেন না? সবাই প্রশ্ন করলো : কি খবর? লোকটি বললো : মদ হারাম করা হয়েছে। তখন সবাই বলে উঠলো : হে আনাস, মদের এই বড় বড় মটকাগুলো থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস বলেছেন : লোকটির মুখে খবর জানার পর কেউ পুনরায় কিছু জানতে চায়নি বা বিরোধিতাও করেনি।

যুগে বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃত জন্তুর গোস্ত খাওয়ার মত মুতআ বিবাহের অনুমতি ছিল। পরে খায়বার যুদ্ধে তা হারাম করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাসকে বলেন : নবী (সঃ) খায়বার যুদ্ধকালে মুতআ' বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করেন। ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত রায় এই যে, মুতআ' বিবাহ একেবারেই হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিতাবুন নিকাহ এবং কিতাবুল মাগাযীর অন্যান্য হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০. সেই সময় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর ঘরে যারা মদ পান করছিলেন তারা হলেন : আবু তাল্‌হা, আবু দাজানা, সাহ্‌ল ইবনে বাইদা, আবু উবাইদা, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয ইবনে জাবাল এবং আবু আইয়ুব।

৪২৫৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيْعًا شُهَدَاءَ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا

৪২৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছু লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন সকাল বেলা মদ পান করেছিলো। তারা সবাই সেদিন শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এটা ছিলো মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

৪২৫৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلٰى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

৪২৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উমরকে (আবদুল্লাহর পিতা) তার খিলাফতকালে নবী (সঃ)-এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : হে লোকেরা, মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা (বর্তমানে) পাঁচটি জিনিস থেকে বানানো হয়—আঙুর, খেজুর, মধু, গম, ও যব থেকে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লুপ্ত করে দেয়, তাই মদ।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّآمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّآمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে কিছু খেয়ে বা পান করে থাকলে তাতে কোন দোষ নাই, যদি তারা ভবিষ্যতেও ঐসব হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকে, ঈমানের ওপরে স্থির থাকে, সৎকাজ করে, যেসব জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হবে তা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং খোদাভীরু,তার সাথে নেক পন্থা অনুসরণ করে চলে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদেরকে ভালো বাসেন।"

৪২৫৯- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِيْ أُهْرِيْقَتْ الْفَضِيْخُ وَزَادَنِيْ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِيْ مَنْزِلِ أَبِيْ طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هٰذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هٰذَا مُنَادٍ يُنَادِيْ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِيْ اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا قَالَ فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا.

৪২৫৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : মদ হারাম ঘোষিত

হওয়ার পর) যেসব মদ ঢেলে ফেলে দেয়া হয়েছিলো তা সবই ছিল 'ফাদীখ' অর্থাৎ খেজুরজাত মদ। ইমাম বুখারী বলেন : অন্য সনদে মুহাম্মাদ আবুন নু'মান থেকে এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, আনাস বর্ণনা করেছেন : আমি আবু তালহার বাড়ীতে কিছু লোককে মদ পরিবেশন করছিলাম। সেই মুহূর্তে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হলে নবী (সঃ) একজনকে তা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন। তাই সে ঘোষণা করছিলো। তখন আবু তালহা বললেন : বাইরে গিয়ে দেখে আস এ কিসের আওয়াজ শোনা যায়। আনাস বলেন : আমি গেলাম এবং শুনে এসে আবু তালহাকে বললাম, ঘোষণা করা হচ্ছে মদ হারাম করা হয়েছে। তখন তিনি (আবু তালহা) আমাকে বললেন : তুমি গিয়ে সব মদ ফেলে দাও। আনাস বলেন, সেদিন মদীনার অলিতে গলিতে মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো তিনি আরো বলেছেন : সেই সময়ের মদ খেজুর থেকে তৈরী করা হতো। এ ঘটনার পর একদল লোক বলা শুরু করলো, পেটে মদ নিয়েই তো পূর্বে অনেক লোক শহীদ হয়েছে। (তাদের কি হবে?) আনাস বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে কিছু খেয়ে থাকলে তাতে কোন গোনাহ নাই...............।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

"তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"

٤٢٦٠ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطّٰى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ حَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِيْ قَالَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

৪২৬০. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন ভাষণ দিলেন, যেমনটি ইতিপূর্বে আর কোন দিন আমি শুনিনি। (এই ভাষণে) তিনি বললেন : আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে পারতে তাহলে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী। আনাস বলেন, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তখন শুধু তাদের সজোরে কাঁদার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি [নবী (সঃ)-কে] জিজ্ঞেস করলো আমার পিতা কে? তিনি বললেন : অমুক তোমার পিতা। তখন এ আয়াত নাযিল হলো—"এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাব লাগবে।"

٤٢٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتِهْزَاءً فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِيْ وَيَقُوْلُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَتِيْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ كُلِّهَا.

৪২৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছু লোক ঠাট্টা তামাসা করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। কেউ বলতো আমার পিতা কে বলুন। কেউ বলতো, তার উট হারিয়ে গিয়েছে। সেটি এখন কোথায় আছে বলুন। তাই

"আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা' কিংবা 'হাম', নির্দিষ্ট করেননি।" তোমরা এমন বিষয়ে জানতে চেয়ো না, যা প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাব লাগবে।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ـ

"আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা' 'সায়েবা, ওয়াসীলা' কিংবা হাম, নির্দিষ্ট করেননি।" অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ مُتَوَفِّيكَ অর্থ আমি তোমাকে মৃত্যু দান করবো।

৪২৬২- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِيْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلَا يَحْلُبُهَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِيْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ ثُمَّ تُثَنِّيْ بَعْدُ بِاُنْثٰى وَكَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَلَتْ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامُ فَحْلُ الْاِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُوْدَ فَاِذَا قَضٰى ضِرَابَهُ وَدَعُوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَامِيَ وَقَالَ لِيْ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهٰذَا قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ـ

৪২৬২. সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "বাহীরা" বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। সেটিকে আর কেউ দোহনও করে না। 'সায়েবা বলা হয় এমন উটকে যা কাফেররা তাদের দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত। এভাবে ছেড়ে দেয়ার পর এর পিঠে কোন বোঝা বহন করা হতো না। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমি দোযখের মধ্যে আমর ইবনে 'আমের খুযায়ীকে দেখেছি। পেট থেকে তার সব নাড়ী-ভূঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে সেগুলো টেনে নিয়ে হাঁটছে। দেব-দেবীর নামে সর্ব প্রথম সে-ই উট ছেড়েছিলো। 'ওয়াসীলা' এমন উষ্ট্রীকে বলা হয়, যা প্রথম দু'বার পর পর মাদা বাচ্চা প্রসব করে। এ ধরনের উষ্ট্রীকে কাফেররা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিতো। আর 'হাম' বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়ার পর দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়ার মানত করা হতো। এরূপ উটের পিঠে কেউ আরোহণ করতো না কিংবা কোন কিছু বহনও করতো না। শুআইব ও যুহরীর মাধ্যমে আবুল ইয়ামান সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে এবং তিনি আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪২৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَرَاَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ـ

৪২৬৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি দেখেছি দোযখের এক অংশ অন্য অংশকে আক্রমণ করছে। আর দোযখের মধ্যে আমি আমরকে (ইবনে আমের খুযায়ী) দেখলাম। তার সব নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে ঐগুলো টেনে নিয়ে হাঁটছে। সেই প্রথম ব্যক্তি যে দেব-দেবীদের নামে উট ছেড়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি ও তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক।"

۴۲۶۴- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

৪২৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন খুতবা দিলেন। তিনি বললেন : হে লোকজন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠিয়ে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন : "আমি তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবো যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। এটা আমি অবশ্যই পূরণ করবো।" (এ আয়াত পাঠ করার পর) তিনি বললেন : গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে প্রথম যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে, তিনি হলেন (হযরত) ইবরাহীম (আঃ)। জেনে রাখো, আমার উম্মতের কিছু লোককে আনা হবে। তাদেরকে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নিতে শুরু করলে আমি বলবো, হে রব, এ দেখছি আমার উম্মতের কিছু লোক! তখন (আমাকে) বলা হবে, তুমি জানো না তোমার (পৃথিবী থেকে) বিদায় হয়ে আসার পর তারা কি কি (অন্যায়) কাজ করেছে। তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা [ঈসা (আঃ)]-এর অনুরূপ কথা বলবো : "আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি ও তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সব কিছুরই রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক"। এরপর আমাকে বলা হবে, যখন থেকে আপনি তাদের রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছেন তখন থেকেই তারা দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ـ

"যদি তুমি তাদের আযাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করো তাহলে তো তুমি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।"

٤٢٦٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ـ

৪২৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উঠিয়ে একত্রিত করা হবে। কিছু সংখ্যক লোককে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নেয়া হবে। আল্লাহর সংকর্মশীল বান্দা [ঈসা (আঃ)] যা বলেছিলেন আমিও তখন তাই বলবো। আমি বলবো : "আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক। আপনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

সূরা আল-আন'আম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

"তাঁরই কাছে অদৃশ্য ভান্ডারের চাবিসমূহ আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না।"

٤٢٦٦ ـ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ـ

৪২৬৬. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : অদৃশ্য বা গায়েবী ভান্ডার পাঁচটি আল্লাহই জানেন কিয়ামত কখন হবে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন মায়ের জরায়ুতে কি সন্তান আছে কোন্ ব্যক্তি আগামী কাল কি করবে,

কোন ব্যক্তি তা জানে না। কোন্ ব্যক্তির মৃত্যু কোন্ স্থানে বা কোন্ দেশে হবে তা সে জানে না। আল্লাহ্ সব চেয়ে বেশী জানেন এবং খবর রাখেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ.

"আপনি বলুন, তিনি ওপর থেকে অথবা পায়ের নীচে থেকে তোমাদের জন্য যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম কিংবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে একদলকে অন্য দলের শক্তির দাপট দেখিয়ে দিতেও সক্ষম। লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে তাদের কাছে বার বার আমার নিদর্শনগুলি পেশ করছি। যেন তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

٤٢٦٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا أَهْوَنُ أَوْ قَالَ هٰذَا أَيْسَرُ.

৪২৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে সময় আয়াতাংশ (হে নবী,) "আপনি বলুন, তিনি ওপর থেকে তোমাদের জন্য যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম" নাযিল হলো নবী (সঃ) বললেন : হে আল্লাহ, আমি তোমার মহান সত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি (যেন এরূপ আযাব না আসে)। তারপর আয়াতাংশ "আও মিন্ তাহ্‌তি আরজুলিকুম"—"অথবা তিনি তোমাদের পায়ের নীচে থেকে যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম"—নাযিল হলেও তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি (এ আযাব থেকেও) তোমার মহান সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর আয়াতাংশ "আউ ইয়াল্‌বিসাকুম শিয়াআঁও ও ইউজীকা বা'দাকুম বা'সা বা'দ"—"অথবা তিনি তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে একদলকে অন্যদলের শক্তির দাপট দিয়ে শাস্তি দিতেও সক্ষম"—নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এটা বরং (আগের দুটির চেয়ে) সহজতর।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ولم يلبسوا ايمانهم بظلم
"যারা নিজের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।"

٤٢٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَنَزَلَتْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

৪২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আয়াতাংশ "ওয়া লাম্ ইয়াল্‌বিসূ ঈমানাহুম্ বিযুল্‌মিন" অর্থাৎ যারা (ঈমান এনেছে এবং) নিজেদের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শির্কের সংমিশ্রণ ঘটায়নি"–নাযিল হলে নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ বলতে শুরু করলেন, যুলুম করেনি, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? তখন আয়াত "ইন্নাশ্ শির্কা লা-যুল্‌মুন্ আযীম" অর্থাৎ "শিরক সব চেয়ে বড় যুলুম"—নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العلمين
"আর ইউনুস ও লূতকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি)। তাদের (নবীদের) সবাইকে আমি সারা বিশ্বের ওপর মর্যাদা দিয়েছি।"

৪২৬৯- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى ـ

৪২৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দার এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তা [নবী ইউনুস (আঃ)] থেকে উত্তম।

৪২৭০- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى ـ

৪২৭০. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দার এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তা [নবী ইউনুস (আঃ)]-এর চেয়ে উত্তম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اولئك الذين هدى الله فبهدا هم اقتده
"(হে নবী,) ঐ সব লোকই আল্লাহর তরফ থেকে সুপথ প্রাপ্ত। তাই তাদের পথই অনুসরণ কর।"

৪২৭১- عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَفِيْ صٓ سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰۤؤُلَاۤءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ

نَبِيِّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

৪২৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সূরা 'সাদ'-এ কি কোন সিজদা আছে? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হাঁ। তারপর তিনি ওয়া ওয়াহাবনা লাহু থেকে ফাবি হুদাহুমুকতাদিহ্ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। অর্থাৎ তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মত সন্তান দান করেছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি। এ সত্যপথ ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশের দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে হিদায়াত দান করেছি। আমি নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের পুরস্কার এ ভাবেই দিয়ে থাকি। তার বংশের যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে আমি সুপথ প্রাপ্ত করেছি। তারা সবাই সৎ ও নেককার। তারই বংশের ইসমাঈল, ইল্ইয়াসা, ইউনুস ও লূত—তাঁদেরকে সারা জাহানের মধ্যে মর্যাদার অধিকারী করেছি। উপরন্তু তাদের কারো বাপ-দাদা, কারো সন্তান এবং কারো ভাই-বেরাদারকে খেদমতের জন্য বাছাই করেছি এবং সহজ সরল পথের হেদায়াত দান করেছি। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর দ্বারা সুপথ দেখান। তবে যদি কখনো তারা শিরকে লিপ্ত হতো। তাহলে তাদের সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতো। ঐসব লোকদেরকেই আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। এখন যদি এসব লোকেরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোন ক্ষতি নাই) অন্য কিছু লোককে আমি এ নিয়ামত অর্পণ করেছি, যারা এটিকে অস্বীকার করে না। হে নবী, ঐসব লোকেরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত। তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চলো।" এরপর তিনি বললেন : যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, দাউদও তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াযীদ ইবনে হারূন, মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ও সাহল্ ইবনে ইউসুফ আউয়াম ইবনে হাউশাবের মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (মুজাহিদ বলেছেন :) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : যাদেরকে তাঁদের (এসব নবীর) অনুসরণ করতে হয়েছে তাদের (অনুসরণ-কারীর) মধ্যে তোমাদের নবীও অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا.

"যারা ইয়াহূদ হয়ে গিয়েছে, আমি নখর বিশিষ্ট প্রাণী তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি। আর গরু ও বকরীর চর্বি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : নখর বিশিষ্ট বলতে উট ও উটপাখীকে বুঝানো হয়েছে। আর حوايا বলতে যে নাড়ীর মধ্যে বকরী ও গরুর গোবর থাকে, সেই নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। অন্যরা বলেছেন : هادوا অর্থ যারা ইয়াহূদ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাকের বাণী هدنا - র অর্থ হলো تبنا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি। যেমন هائد অর্থ تائب অর্থাৎ তওবাকারী।"

٤٢٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا

৪২৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদদের ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদের জন্য (মৃত্যু জন্তুর) চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করেছে।[১১]

---

১১. হাদীসটি অপর একটি সনদে আবু আসেম আবদুল হামিদ, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবিব, আতা

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ ولا تقربوا الفوا حش ما ظهر منها و ما بطن
"অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না—তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক।

٤٢٧٣ - عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ.

৪২৭৩. আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহর চাইতে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব রকম বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মত এত বেশী প্রিয় অন্য কিছুই নাই। এজন্য তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। বর্ণনাকারী আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? আবু ওয়ায়েল বললেন, হাঁ। তিনি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম) বুখারী বলেছেন ঃ وكيل অর্থ রক্ষক বা পরিবেষ্টনকারী। قبيل - قبلا এর বহুবচন। অর্থ সব রকমের আযাব। زخرف অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে সৌন্দর্যমন্ডিত করাকেই যুখরুফ বলে। حرث حجر এর حجر অর্থ হারাম ও নিষিদ্ধ। حجر ভিত রচনা করা বা ইমারত গড়া। মাদা ঘোড়াকেও حجر বলা হয়। আকল ও জ্ঞানবুদ্ধিকেও حجر বলা হয় আবার সামুদ জাতির এলাকার নাম ও حجر (হিজর)। নিষিদ্ধ এলাকাকেও হিজর বলা হয়। এ কারণে বায়তুল্লাহর হাতীমকেও حجر বলা হয়। এক্ষেত্রে হাতীম শব্দটি মাহতুম محطوم থেকে নির্গত। যেমন قتيل শব্দটি مقتول শব্দ থেকে নির্গত। আর حجر اليمامة 'হিজরুল ইয়ামামাহ' একটি স্থানের অথবা বাড়ীর নাম।)

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ هلم شهداء كم
"তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির কর هلم হিজাযবাসীদের পরিভাষা। এ শব্দটি এক বচন, দ্বি-বচন এবং বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী: لا ينفع نفسا ايما نها لم تكن امنت من قبل
"(যেদিন তোমার প্রভুর বিশেষ কিছু নিদর্শন আত্মপ্রকাশ করবে) সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যদি সে পূর্বেই ঈমান গ্রহণ না করে থাকে।"

٤٢٧٤ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

ইবনে আবু রাবাহ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৭৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। মানুষ যে সময় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হতে দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সেটি হবে এমন এক সময় যে, ইতিপূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে ঐ সময়ের ঈমান কারো কোন উপকারে আসবে না।

٤٢٧٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ وَذٰلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَةَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا۔

৪২৭৫. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সূর্য যখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু কেউ পূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে তখনকার ঈমান গ্রহণ তার কোন কাজে আসবে না। তারপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন: "পূর্বে যদি কেউ ঈমান গ্রহণ না করে থাকে অথবা ঈমানদার হয়ে নেকী অর্জন না করে থাকে তাহলে সেদিন কারোর ঈমান কোন উপকার দেবে না।"

সূরা আল আরাফ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن "হে নবী, আপনি বলুন, আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন।"

٤٢٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ فَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ فَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ۔

৪২৭৬. আমর ইবনে মুররা আবু ওয়ায়েল থেকে এবং আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আমার ইবনে মুররা) বলেছেন : আমি (আবু ওয়ায়েলকে) জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি এ কথাও বললেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মত এত বেশী প্রিয় আর কিছুই নাই। তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.

"আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসলো এবং তার পালনকর্তা তার সাথে কথা বললেন। মূসা তখন বললো : হে রব, আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখবো। রব বললেন : তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, তুমি বরং পাহাড়টির দিকে তাকাও। তা যদি স্ব-স্থানে টিকে থাকে তা হলে তুমি আমার দেখা পাবে। অতঃপর তার রব যখন পাহাড়টির ওপর নিজের জ্যোতি উদ্ভাসিত করলেন তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, আপনি অতিব পবিত্র। আমি আপনার কাছে তওবা করছি। আর আমি ঈমানদারদের মধ্যে প্রথম।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : ارنى অর্থ আমাকে (তোমার সাক্ষাত) দান করো।'

٤٢٧٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِيِّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ.

৪২৭৭. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ইয়াহূদ নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। তার মুখে চপেটাঘাত করা হয়েছিলো। সে বললো : হে মুহাম্মাদ, আপনার এক আনসারী সাহাবা আমার মুখে চপেটাঘাত করেছে। এ কথা শুনে তিনি [নবী (সঃ)] সাহাবাদেরকে বললেন : তাকে ডেকে আনো। তারা তাকে ডেকে আনলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তার মুখে চপেটাঘাত করেছো কেন? সে (আনসারী সাহাবা) বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমি ঐ ইয়াহূদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম, সে বলছে : সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি মূসাকে সমগ্র মানব জাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথা শুনে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তাহলে তো মুহাম্মাদের চেয়েও তাঁর মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে। আমাকে রাগে পেয়ে বসলো। তাই আমি তাকে চপেটাঘাত করেছি। (সব শুনে) নবী (সঃ) বললেন : নবীদের মধ্যে তোমরা আমাকে বেশী মর্যাদাবান মনে করো না। কারণ, কিয়ামতের দিন সব মানুষই বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

এরপর সর্ব প্রথম আমিই জ্ঞান ফিরে পাব। নবী (সঃ) বলেন ঃ তখন আমি দেখবো, মূসা আরশের একটি খুঁটি ধরে আছে। আমি জানি না তিনি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পাবেন, না তূর পাহাড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ার কারণে এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ المن و السلوى

"আমি তোমাদের (বনী ইসরাইল) জন্য 'মান্' ও 'সাল্ওয়া।' পাঠিয়েছি।"

٤٢٧٨ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ -

৪২৭৮. সাঈদ ইবনে যায়েদ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন ঃ ব্যাঙের ছাতা 'মান' শ্রেণীর সব্জি।১২ আর এর রস চক্ষু রোগনাশক।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔

"(হে নবী,) আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল (হিসেবে এসেছি)। আসমান ও যমীনের মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব যার, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নাই। তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্যুদান করেন। তোমরা সবাই আল্লাহ ও তাঁর উম্মি নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করো; যিনি আল্লাহ ও তাঁর কালিমা সমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করেন। তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যেন সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করো।"

٤٢٧٩ - عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ كَانَتْ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَاَغْضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْئَلُهٗ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهٗ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتّٰى اَغْلَقَ بَابَهٗ فِىْ وَجْهِهٖ فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا صَاحِبُكُمْ هٰذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلٰى مَا كَانَ مِنْهُ فَاَقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَجَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَصَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْخَبَرَ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنَا كُنْتُ اَظْلَمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْلِىْ صَاحِبِىْ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْلِىْ

১২. অর্থাৎ 'মান' যেমন বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যেতো। ব্যাঙের ছাতাও বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যায়।

صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقْتَ ـ

৪২৭৯. আবু দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একসময়ে আবু বকর ও উমরের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হলে আবু বকর উমরকে রাগ করলেন। তাই উমরও রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই উমর তাঁর মুখের ওপর দরযা বন্ধ করে দিলেন। তখন আবু বকর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন। আবু দারদা বর্ণনা করেন : আমরা তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। (আবু বকরকে আসতে দেখে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমাদের এ ভাই কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে বলে মনে হচ্ছে। আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, নিজের কৃতকর্ম ও আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে উমরও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বসে সব ঘটনা খুলে বললেন। আবু দারদা বলেন : সব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও রগান্বিত হলেন। তখন আবু বকর বার বার বলতে থাকলেন : আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! আমিই বেশী অপরাধী। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা কি আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে চাও? তোমরা কি আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে চাও? এমন একসময় ছিলো, যখন আমি ঘোষণা করেছিলাম : হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল (হিসেবে এসেছি)। তখন তোমরা বলেছিলে : আপনি মিথ্যা বলছেন। কিন্তু আবু বকর বলেছিলো : আপনি সত্য কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وخر موسى صعقا "আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।"
অবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : حطة মাফ করে দাও। و قولوا حطة তোমরা বলো, মাফ করে দাও।

٤٢٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ .

৪২৮০. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : বনী ইসরাইলদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা সিজদাবনত হয়ে দরযা দিয়ে প্রবেশ করো আর বলতে থাকো, ক্ষমা করে দাও। তাহলে আমি তোমাদের সব গোনাহ মাফ করে দেব। কিন্তু পরিবর্তে তারা নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং বললো : যবের দানা চাই। অর্থাৎ খাদ্য চাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين "(হে নবী,) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল কাজের আদেশ করো এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো।" عرف অর্থ ভাল কাজ।

٤٢٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ

فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلًا كَانُوْا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ۔

৪২৮১. আবদ্‌ল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হ্‌যাইফা তার ভাতিজা হ্‌র ইবনে কাইসের কাছে আগমন করলেন। যাদেরকে উমর তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠ হওয়ার স্‌যোগ দিতেন হ্‌র ইবনে কাইস ছিলেন তাদেরই একজন। কারী এবং আলেমগণই উমরের মজলিসে বসতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিতেন। এ ব্যাপারে য্‌বক ও ব্‌দ্ধের কোন ভেদাভেদ ছিল না। উয়াইনা তার ভাতিজা হ্‌র ইবনে কাইসকে বললেন : ভাতিজা, আমীর্‌ল ম্‌'মিনীন (উমর)-এর কাছে তোমার তো বেশ কদর আছে। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য অন্‌মতি নাও। হ্‌র ইবনে কাইস বললেন : ঠিক আছে, আমি অন্‌মতি চাইবো। আবদ্‌ল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, অতঃপর হ্‌র ইবনে কাইস উয়াইনার জন্য অন্‌মতি চাইলে উমর তাকে অন্‌মতি প্রদান করলেন। উয়াইনা উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো : আরে! ব্যাপার কি? আল্লাহর শপথ! আপনি না আমাদেরকে যথেষ্ট উপহার উপঢৌকন দিচ্ছেন, না ন্যায় ইনসাফ মত ব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন। এ কথা শ্‌নে উমর রাগান্বিত হয়ে উঠলেন. এমনকি তাকে এ জন্য মারতে উদ্যত হলেন। এ দেখে হ্‌র ইবনে কাইস বললেন : হে আমীর্‌ল ম্‌'মিনীন, মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন, "খ্‌যিল আফ্‌ওয়া ওয়া'ম্‌র বিল মা'র্‌ফে ওয়া'রিদ আনিল জাহেলীন"—(হে নবী,) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অন্‌সরণ করো, ভাল কাজের আদেশ দাও এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো।" আর এ লোকটিও একজন জাহেল। আবদ্‌ল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ! হ্‌র ইবনে কাইস এ আয়াতটি উল্লেখ করলে উমর তা মোটেই লংঘন করলেন না। তিনি তো আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক অন্‌গত ছিলেন।

٤٢٨٢۔ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَّا فِيْ أَخْلَاقِ النَّاسِ۔

৪২৮২. আবদ্‌ল্লাহ ইবনে য্‌বাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ এ আয়াত "খ্‌যিল আফওয়া ওয়া'ম্‌র বিল মা'র্‌ফে"—"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অন্‌সরণ করো, ভাল কাজের আদেশ দাও"—মান্‌যের নৈতিক চরিত্র গঠন সম্পর্কে নাযিল করেছেন। আরেকটি

সনদে আবদুল্লাহ ইবনে বারা' আবু উসামা, হিশাম ও হিশামের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মাধ্যমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন:

٤٢٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ اَخْلَاقِ النَّاسِ اَوْ كَمَا قَالَ۔

৪২৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের নিমিত্ত তার নবী (সঃ)-কে নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণের আদেশ করেছেন। অথবা বর্ণনাকারী হাদীসটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-আনফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী:

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔

"লোকেরা তোমাকে গণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, যুদ্ধলব্ধ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। তাই এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন: الانفال (আনফাল) অর্থ গণীমাত বা যুদ্ধ-লব্ধ অর্থ। কাতাদা বলেছেন: ريحكم (রীহুকুম) অর্থ যুদ্ধ আর نافل (নাফিল) অর্থ উপহার।"

٤٢٨٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةَ الْاَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ

৪২৮৪. সা'ঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: সূরা আনফাল বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী:

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

"নিশ্চিতভাবে বধির ও বোবা লোকগুলো—যারা বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না—আল্লাহর কাছে জঘন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত।"

٤٢٨٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ

الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ

৪২৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "যারা বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না, নিশ্চিতভাবে এরূপ বধির ও বোবা লোকগুলোই আল্লাহর কাছে জঘন্যতম জীব"—এ আয়াতটি বনী আবদুদ্দার গোত্রের কিছু লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে জীবনদানকারী বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষের মনের কথা জানেন। তোমাদেরকে তাঁরই সামনে একত্রিত করা হবে।" استجيبوا। অর্থ তোমরা সাড়া দাও। لما يحييكم অর্থ যা তোমাদেরকে সংশোধন করবে।

٤٢٨٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فَمَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِىْ فَلَمْ اٰتِهٖ حَتّٰى صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهٗ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِىَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُ لَهٗ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا وَقَالَ هِىَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ۔

৪২৮৬. আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশ দিয়ে যেতে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ না গিয়ে নামায শেষ করলাম এবং পরে গেলাম। তিনি বললেন : তোমার আসতে কি বাধা ছিল? আল্লাহ কি বলেননি—"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর রসূল যখন তোমাদেরকে ডাকেন তখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও?" তিনি তারপর বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে অবশ্যই কোরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব। এরপর একসময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদ থেকে চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাঁকে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। (অন্য একটি সনদে) মুআয ইবনে আবু মুআয শু'বা ইবনে হাজ্জাজ, খুবাইব খায়রাযী, হাফ্স ইবনে আসেম ও আবু সাঈদ নামে নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবার মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) এরপর বললেন : ঐ সূরাটি হলো বার বার পাঠ্য সাতটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"আর ঐ কথাও স্মরণযোগ্য, যা তারা বলেছিল অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ যদি সত্য এবং তোমাদের পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো।" ইবনে উয়াইনা বলেছেন : কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা مطر বা বৃষ্টি কথা উল্লেখ করে তা আযাব অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবরা বৃষ্টিকে غيث (গাইস) বলে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ينزل الغيث من بعد ما قنطوا "তারা নিরাশ হওয়ার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"

٤٢٨٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

৪২৮৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তিদান করো"—আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো : "আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন, আল্লাহ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে। তারা তো তার বৈধ ব্যবস্থাপকও নয়। মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ এর বৈধ ব্যবস্থাপক হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

"আপনি যে সময় তাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দিতে চাননি। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে আর আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন।"

٤٢٨٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

৪২৮৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো"—আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো : "আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন আল্লাহ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে। অথচ তারা এর বৈধ ব্যবস্থাপক নয়। একমাত্র মুত্তাকীরাই এর বৈধ ব্যবস্থা-পক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ

ফিতনা নির্মূল এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"

৪২৮৯- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ فَمَا يَمْنَعُكَ اَلَّا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَغْتَرُّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلَا اُقَاتِلُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّتِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اِلٰى اٰخِرِهَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ كَانَ الْاِسْلَامُ قَلِيْلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِيْ دِيْنِهِ اِمَّا يَقْتُلُوْهُ وَاِمَّا يُوْثِقُوْهُ حَتّٰى كَثُرَ الْاِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَاٰى اَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيْمَا يُرِيْدُ قَالَ

فَمَا قَوْلُكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِيْ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهٰذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪২৮৯. নাফে' তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এসে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বলেছেন, তা কি আপনি জানেন না? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "যদি মু'মিনদের দু'টি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। এরপরেও যদি তাদের মধ্যে একদল অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে তাহলে যারা বাড়াবাড়ি করছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়। যদি তারা আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়, তাহলে ন্যায় ও ইনসাফ মোতাবেক তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।" সুতরাং আল্লাহর কিতাবের হুকুম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে আপনার বাধা কোথায়? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : ভাতিজা, যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার পরিণাম হলো স্থায়ী জাহান্নাম......" সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করার চেয়ে এ আয়াতের (যা তুমি উল্লেখ করলে) ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে বেশী পসন্দনীয়। তখন লোকটি বললো, আল্লাহ বলেছেন : "ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।" জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ইসলামের অনুসারী সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে ইসলাম দুর্বল ছিল, তখনই তো আমরা এ কাজ করেছি। তখন দ্বীন ইসলামের জন্য মানুষ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতো। হয় তাকে হত্যা করা হতো অথবা বন্দী করা হতো। অবশেষে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং ফিতনা নির্মূল হয়ে গেলো। লোকটি যখন দেখলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার সাথে একমত হচ্ছেন না তখন সে প্রশ্ন করে বসলো, আলী ও উসমান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : আলী ও উসমান সম্পর্কে আমার নতুন কোন কথা নাই। উসমানের কথা বলছো, তাঁকে তো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে মাফ করা পসন্দ করো না। আর আলী সম্পর্কে বলছো, তিনি তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাত দিয়ে ইংগিত করে বললেন, আর দেখতেই পাচ্ছ তাঁর বাড়ী ছিলো এখানে।

٤٢٩٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرٰى فِيْ قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

৪২৯০. সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাদের কাছে আসলে এক ব্যক্তি বললো, (লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে) আপনি এ ফিতনা-মূলক লড়াই-ঝগড়া সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেন? তিনি বললেন : ফিতনা কি, তা

কি তুমি জানো? মুহাম্মদ (সঃ) মুশরিকদের সাথে লড়াই করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুশরিকদের লড়াই করাটাই ছিল ফিতনা। তাঁর লড়াই তোমাদের লড়াইয়ের মতো রাজত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

"হে নবী! মু'মিনদেরকে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিতে থাকুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ-জন ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অনুরূপ একশ' জন লোক থাকে তাহলে তারা এক হাজার লোককে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। কেননা তারা এমন জনগোষ্ঠী যারা সত্যিকার উপলব্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে না।"

৪২৯১- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتْ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فَكَتَبَ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأُرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا.

৪২৯১. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো—"যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে" তখন এটা আবশ্যকীয় করে দেয়া হলো যে, দশজনের মুকাবিলা থেকে একজন পালিয়ে যাবে না। সুফিয়ান (ইবনে উয়াইনা) একাধিকবার বলেছেন : দু'শ' জনের মুকাবিলায় বিশজন পিছপা হবে না। এরপর আবার এ আয়াতটি নাযিল হলো—"এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছেন কারণ তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অনুরূপ এক হাজার লোক থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু'

হাজার লোককে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।" এ আয়াত নাযিল হলে ঠিক করে দেয়া হলো যে, দু'শ' জনের মুকাবিলায় একশ' জন ঈমানদার পিছপা হবে না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা একবার মাত্র বেশী সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। পরে নাযিল হলো "হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে (তাহলে তারা দু'শ' জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে)।" সুফিয়ান ও ইবনে শুব্রুমা বলেছেন : "আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার"—"ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের"—বিষয়টিও আমি অনুরূপ মনে করি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। তাই এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি অনুরূপ এক হাজার লোক থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু' হাজার লোককে পরাস্ত করতে পারবে। আর আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।"

٤٢٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ اَلَّا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِّنْ عَشَرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيْفُ فَقَالَ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ-

৪২৯২. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জন (কাফের)-কে পরাস্ত করতে পারবে"—এ আয়াত যখন নাযিল হলো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দশজনের (কাফের) মুকাবিলায় একজন ঈমানদারের পলায়ন না করা ফরজ করা হলো, তখন তা মুসলমানদের জন্য কষ্টকর মনে হলো। তাই এ হুকুমে শিথিলতার নির্দেশ আসলো। আল্লাহ আদেশ করলেন : "এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ যেখানে সংখ্যা শিথিল করেছেন সেখানে সেই অনুপাতে মুসলমানদের ধৈর্যেও শিথিলতা এসেছে।

সূরা বারায়াত

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"তোমরা যেসব মুশরিকের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে তার অবসান ঘোষণা করা হলো।১৩

٣٩٣٣ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ. يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ

৪২৯৩. আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি বারা' ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, (কোরআনের) সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, সেটি হলো, يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة আর সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়েছিল, সেটি হলো সূরা 'বারাআত'।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ

"অতএব (হে মুশরিকদল!) তোমরা পৃথিবীতে চার মাস বেড়িয়ে যাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমান করেই ছাড়বেন।"

٣٩٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِىْ مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى اَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَمَرَهٗ اَنْ يُّؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ اَهْلِ مِنًى بِبَرَاءَةٍ وَاَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

১৩. 'বারাআত' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচ্ছেদ, প্রত্যাখ্যান, স্পষ্ট জবাব প্রভৃতি। তবে এ স্থলে সন্ধি-বিচ্ছেদ; দায়-মুক্ত বা সম্বন্ধ-ছেদন বুঝানো হয়েছে।

৪২৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবম হিজরীর) হজ্জে আবু বকর (রাঃ) আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, আমি যেন মিনায় কোরবানীর দিন এটা ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কা'বা শরীফে নগ্নদেহে কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় আলী (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তুমি গিয়ে সূরা 'বারাআতের' (বিধিবিধানগুলো) ঘোষণা করে দাও। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, সুতরাং আলী (রাঃ)-ও কোরবানীর দিন মিনায় আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সূরা বারাআতের (হুকুমগুলো) মিনায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন —কোন মুশরিকই এ বছরের পর আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে দেয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ـ

"এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে মহান হজ্জের দিনে (জনমণ্ডলীর প্রতি) ঘোষিত হচ্ছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুশরিকদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি ঘাড় ফিরে চলে যাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও। এবং (হে নবী,) আপনি কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর দান করুন! তবে সেই মুশরিকরা ভিন্ন—যাদের সাথে তোমরা সন্ধি স্থাপন করেছিলে, অতঃপর তারা তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি, নির্ধারিত মুদ্দত পর্যন্ত তাদের সাথে তাদের সন্ধি পরিপূর্ণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

٤٢٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى أَلَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ـ

৪২৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) সেই (নবম হিজরীর) হজ্জে আমাকে কোরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে পাঠালেন এবং বললেন, মিনায় ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক, হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতেও দেয়া হবে না। হুমাইদ বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) পরে আবার আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে পাঠালেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, গিয়ে (কাফেরদের সামনে) সূরা বারাআতের নির্দেশগুলো ঘোষণা করে দাও। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-ও আমাদের সাথে কোরবানীর দিন মিনায় এটা ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওরাফ করতেও দেয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

"তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সন্ধি-চুক্তি করে রেখেছে।"

٤٢٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৪২৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায়-হজ্জের আগের বছর অনুষ্ঠিত হজ্জে আবু বকর (রাঃ)-কে হজ্জ প্রতিনিধিদলের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমাকে এবং আরও কতিপয় লোককে (হজ্জে আগত) লোকদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক কিছুতেই হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকেই নগ্নদেহে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমাইদ বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিল-হজ্জ মাসের দশম দিবস হলো কোরবানীর দিন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ .

"অতএব, তোমরা (চুক্তিভঙ্গকারী ও ইসলামকে উপহাসকারী) কাফের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো। কেননা, তাদের জন্য এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই বা তাদের চুক্তির এমন কোন আস্থা ও ভরসা নেই—যাতে তাবা বিরত হতে পারে।"

٤٢٩٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ تُخْبِرُونَا لَا نَدْرِي فَمَا

بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَنْقُرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ .

৪২৯৭. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা হুযাইফা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেরেফ তিনজন মুসলমান এবং চারজন মুনাফিক জীবিত আছে। এমনি সময় একজন বেদুঈন বললো, আপনারা সবাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবী। আমাদেরকে এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন, যারা আমাদের ঘরে সিঁদকেটে ঘরের অতি দামী দামী জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা, তাদের হাল-অবস্থা আমরা জানি না। হুযাইফা (রাঃ) বললেন, তারা ফাসেক ও বদ্‌কার (কাফের ও মুনাফিক নয়) এবং তাদের চার ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। আমি তাদেরকে জানি। তাদের একজন তো এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, শীতল পানি পান করলেও এর শীতলতাটুকুও সে অনুভব করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

"যারা সোনা-রূপা কেবল জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর জানিয়ে দিন।"

٤٢٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ .

৪২৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের যে কোন লোকের ধন-ভাণ্ডার (যাকাত আদায় না করলে) বিষাক্ত কালসাপে পরিণত হবে।১৪

٤٢٩٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الأَرْضِ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فِينَا مَا هَذِهِ

---

১৪. অন্য হাদীসে আছে—এরপর সাপটি এই ধনের মালিককে জাপটে ধরবে এবং দংশন করতে থাকবে আর বলবে—আমি তোমার সেই জমা করা সোনা-রূপা ও ধন-সম্পদ।

إِلَّا فِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِيْنَا وَفِيْهِمْ -

৪২৯৯. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আমি একদা রাবা'যা' নামক স্থানে আবু যার (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। তাঁকে (সেখানে দেখে) জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গায় আপনার অবতরণ ও অবস্থানের কারণ কি? তিনি বললেন, আমরা সিরিয়ায় ছিলাম। অতঃপর আমি এ আয়াত পড়ে শুনালাম : "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।" তখন (সিরিয়ার গবর্ণর) মুয়াবিয়া (রাঃ) মন্তব্য করলেন, এ আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে নাযিল হয়নি। এটি একমাত্র আহ্‌লি কিতাবদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, এটা অবশ্যই আমাদের এবং তাদের সবার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে (এ ব্যাপারটিই আমাকে এখানে অবস্থানে বাধ্য করেছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"যেদিন (ওই সব) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা ওই পুঁজিপতিদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) এ হলো তা-ই; যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। সুতরাং যা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে এখন তার মজা ভোগ করো।"

৪٣٠٠ - عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلْاَمْوَالِ

৪৩০০. খালেদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সংগে বের হয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি হলো যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের কথা। পরে যখন (আল্লাহ তা'আলা) যাকাত ফরয ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন, তখন তিনি ওই যাকাতকে ধনমালের পরিশুদ্ধকারী করে দিয়েছেন।[১৫]

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

---

১৫. অর্থাৎ নির্ধারিত বিধি ও হার মতে যাকাত আদায় করার পর অবশিষ্ট ধন-মাল পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং তখন অবশিষ্ট ধন-মাল জমা রাখা জায়েয। আর যাকাত আদায় না করে ধন-সম্পদ জমা করে রাখলে উক্ত কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

"নিশ্চয় আল্লাহর কিতাবে আসমান-যমীনের সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হলো, বার। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য-সরল দ্বীন।"

৪৩০১- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

৪৩০১. আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন যমানা ও কাল যেরূপ ছিল, এখন চক্রাকারে ঘুরে তার সেই আসলরূপে আবার ফিরে এসেছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। তিন মাস পর পর যুল-কাদা, যুল-হাজ্জা, মুহাররাম ও মুদার গোত্রের রজব মাস—যা জুমাদাল আখের ও শা'বানের মধ্যে অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"যদি তোমরা তাঁর [অর্থাৎ নবী (সঃ)-এর] সাহায্য না করো (তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) মূলতঃ আল্লাহ্-ই তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করেছিল, যখন তাঁরা উভয়ে (পাহাড়ের) গুহায় ছিলেন, যখন তিনি দু'জনের একজন ছিলেন, যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সংগেই আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই তো ওপরে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।"

৪৩০২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا قَالَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا.

৪৩০২. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে (সওর) গুহায় ছিলাম। এমনি সময় মুশরিকদের (আসার) চিহ্ন দেখতে পেলাম।

আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! তাদের কেউ একটু পা উঠালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, (হে আবু বকর!) তুমি এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করো, যাদের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?

٤٣٠٣ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ أَبُوْهُ الزُّبَيْرُ وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُوْبَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ.

৪৩০৩. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মাঝে (বয়'আতের ব্যাপারে) মতভেদ ঘটলে আমি বললাম, তাঁর আব্বা (বেহেশতের সুখবরপ্রাপ্ত দশজনের একজন,) যুবাইর (রাঃ), তাঁর আম্মা আসমা (রাঃ), তাঁর খালা আয়েশা (রাঃ), তাঁর নানা আবু বকর (রাঃ), তাঁর দাদী [রসূল (সঃ)-এর ফুফু] সাফিয়া (রাঃ)।১৬

٤٣٠٤ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَتُرِيْدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِيْ أُمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهٰذَا الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوْهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ الزُّبَيْرَ وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيْدُ أَبَا بَكْرٍ وَأُمُّهُ فَذَاتُ

---

১৬. তাঁর নানা আবু বকর (রাঃ), যিনি রসূল (সঃ)-এর সাথে সওর গুহায় অবস্থান করেছিলেন। তরজমাতুল বাবের সাথে এ কথাটুকুই সম্পর্কিত। এখানে কারো কারো মতে قلت (আমি বললাম) ক্রিয়াপদের কর্তা হলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

হযরত মু'য়াবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে ইয়াযীদ অবৈধ উপায়ে খিলাফতের গদী দখল করে এবং জনগণ থেকে বয়'আত আদায়ের চেষ্টা চালায়। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁর বয়'আত করতে অস্বীকার করেন এবং ইয়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত নিজ মতে অটল থাকেন। পরে জনগণের দাবীতে তিনি খিলাফতের পদে আসীন হন এবং হিজায, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও সিরিয়ার অধিকাংশ লোক তাঁর হাতে বয়'আত করেন। অতঃপর মারোয়ান ইবনে হাকাম সিরিয়ায় নিজ আধিপত্য কায়েম করে এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিযুক্ত গবর্ণর যাহ্হাক্ ইবনে কয়েসকে হত্যা করে। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় কারবালায় হযরত হুসাইন (রাঃ) শহীদ হন। তখন ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁদের দু'জনকে তাঁর বয়'আত করার অনুরোধ জানান। তাঁরা তা করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, গোটা মুসলিম মিল্লাত একজন খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বয়'আত করবো না। একদল লোকও তাঁদের অনুসরণ করলো। তখন ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বন্দী করেন। ইয়াযীদের সেনাপতি মুখ্তার এ খবর পেয়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁদের দু'জনকে উদ্ধার করে। পরে ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাঁদের দু'জনের মত চাইলো। কিন্তু তাঁরা মত দিলেন না এবং দু'জনেই তায়েফের দিকে চলে গেলেন। ইবনে আবু মুলাইকা ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর পক্ষে বয়'আত আদায়ের জন্য ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট উক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেন। কিংবা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনে আবু মুলাইকাকে এ সকল কথা বলেন।

النِّطَاقِ يُرِيْدُ أَسْمَاءَ وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ خَدِيْجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فَجَدَّتُهُ يُرِيْدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفِيْفٌ فِي الْإِسْلَامِ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ وَاللهِ إِنْ وَصَلُوْنِيْ وَصَلُوْنِيْ مِنْ قَرِيْبٍ وَإِنْ رَبُّوْنِيْ رَبَّنِيْ أَكْفَاءٌ كِرَامٌ فَآثَرَ التُّوَيْتَاتِ وَالْأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ يُرِيْدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ بَنِيْ تُوَيْتٍ وَبَنِيْ أُسَامَةَ وَبَنِيْ أَسَدٍ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ يَعْنِيْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ.

৪৩০৪. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মধ্যে (খিলাফত ও বয়'আত সম্পর্কে) মতভেদ হলো, তখন আমি একদিন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সংগে দেখা করে বললাম, আপনি ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সংগে যুদ্ধ করা এবং এভাবে আল্লাহর হারামের অবমাননা করা কি ভাল মনে করেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, না'উযুবিল্লাহ, এ কাজ তো ইবনে যুবাইর ও বনী উমাইয়ার ভাগেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! আমি তা কখনও হালাল মনে করবো না। ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, লোকজন যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললো, আপনি ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর বয়'আত করুন! তখন তিনি বললেন, তাতে কি অসুবিধা আছে। তিনি এটার উপযুক্ত। কেননা, তাঁর আব্বা অর্থাৎ যুবাইর ইবনে 'আওয়াম (রাঃ) নবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর নানা আবু বকর (রাঃ) হুজুর (সঃ)-এর সওর গুহার সাথী ছিলেন। তাঁর আম্মা আসমা (রাঃ) যাতুন নিতাক ছিলেন। তাঁর খালা আয়েশা (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। তাঁর ফুফু খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-এর বিবি ছিলেন। নবী (সঃ)-এর ফুফু সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন তাঁর দাদী। এছাড়া ইসলামের মধ্যে তিনি নিজে সদাসর্বদা নিষ্কলুষ ও পাক-পবিত্র ছিলেন, কোরআনের কারী ছিলেন। আল্লাহর কসম! যদি বনী উমাইয়া আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে,—তাদের তা করাই উচিত, কেননা, তারা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—এবং যদি তারা আমাদের শাসক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা বংশের দিক দিয়ে আমাদের সমান। কিন্তু ইবনে যুবাইর (রাঃ) বনী আসাদ, বনী তুবাইত, বনী উসামা এসব গোত্রকে আমাদের তুলনায় অধিক আপন করে নিয়েছে। দেখ, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আপন চালে নিজ গৌরব সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ইবনে যুবাইর তারপরও ওসব লোককেই তাঁর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছেন। কাজটি কিন্তু তিনি ভাল করেননি।

٤٣٠٥ - عَنْ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَلَا تَعْجَبُوْنَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِيْ أَمْرِهِ هٰذَا فَقُلْتُ لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِيْ لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِيْ بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَابْنُ أَخِيْ خَدِيْجَةَ وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّيْ وَلَا يُرِيْدُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّيْ أَعْرِضُ هٰذَا مِنْ نَفْسِيْ فَيَدَعُهُ وَمَا أُرَاهُ يُرِيْدُ

خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لَابُدَّ لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ۔

৪৩০১. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গেলাম অতঃপর বললাম, আপনি কি দেখেননি যে, ইবনে যুবাইর (রাঃ) খিলাফতের জন্য দাঁড়িয়েছেন? তখন [ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,] আমি মনে মনে বললাম, আমি ভেবে দেখব, তিনি এ পদের উপযুক্ত কি না। হাঁ, আমি আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে কখনও কিছু চিন্তা করিনি। কারণ, তাঁরা সর্বদিক দিয়ে এর সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। পুনরায় আমি মনে মনে ভাবলাম, ইবনে যুবাইর তো নবী (সঃ)-এর ফুফুর সন্তান, যুবাইর (রাঃ)-এর পুত্র, আবু বকর (রাঃ)-এর নাতী, খাদীজা (রাঃ)-এর ভাই-পো, আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-এর ছেলে। আমার চেয়ে তিনি নিজকে মর্যাদাবান মনে করার এটাই কারণ। এ কারণেই তিনি আমাকে তাঁর আপনজন বানানোর কোনই চেষ্টা করছেন না। তবে আমি নিজের তরফ থেকে আমার মনের এ বিনয় ভাব প্রকাশ করবো না। আমার ধারণা, তিনি আমার প্রতি তত আগ্রহী নন। তবে আমি আপাততঃ তাঁর 'বয়আত' করে ফেলব। কেননা, অন্য কোন ব্যক্তি দেশের শাসক হওয়ার চেয়ে আমার চাচার ছেলে অর্থাৎ আমার আপনজন শাসক হওয়া আমার নিকট উত্তম।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: والمؤ لفة قلو بهم- "এবং অনুরাগী মনবিশিষ্ট যারা, (তাদের জন্যও খরচ করা উচিত)।"

٤٣٠٦۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ أَتَأَلَّفُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتَ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ۔

৪৩০৬. আবু সা'য়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট কিছু জিনিস আনা হলো। তিনি তা চারজন লোকের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে বললেন, আমি এদের মনে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য এমনটি করেছি। তখন এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো আপনি সুবিচার করেননি। নবী (সঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বংশে এমন সব লোক পয়দা হবে, যারা দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করে ভেগে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

"ঈমানদারদের মধ্যে দান-সদকা প্রদানে যারা অতি অনুরাগী, তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করে এবং যারা আপন চেষ্টা-শ্রমলব্ধ ভিন্ন আর কিছু পায় না, তাদেরকেও উপহাস করে থাকে, আল্লাহ শিগ্‌গীরই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

٤٣٠٧ - عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا اُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِاَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

৪৩০৭. আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন আমাদেরকে সদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা মজুরীর বিনিময়ে বোঝা টানতাম। একদিন আবু আকীল (রাঃ) (দানের জন্য) আধাসের খেজুর নিয়ে আসলেন এবং অপর এক ব্যক্তি [আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)] তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। তখন মুনাফিকরা মন্তব্য করতে লাগলো, আল্লাহ এই (তুচ্ছ) সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর এই দ্বিতীয় জন একমাত্র লোক-দেখানোর জন্যেই এত ধনমাল দান করেছে। এ সময় আয়াতটি নাযিল হয়।

٤٣٠٨ - عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ اَحَدُنَا حَتّٰى يَجِيْئَ بِالْمُدِّ وَاِنَّ لِاَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ اَلْفٍ كَاَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ -

৪৩০৮. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) দান-সদকা করার নির্দেশ দিতেন, তখন আমাদের কেউ কেউ অতি কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র এক মুদ্দ[১৭] পরিমাণ গম অথবা খেজুর আনতে সক্ষম হতো (অর্থাৎ অতি সামান্য মাত্র দান করতে পারতাম)। কিন্তু এখন (আল্লাহর মেহেরবানীতে) মুসলমানদের কেউ কেউ এক লাখ পরিমাণ দেয়ার ক্ষমতাও রাখে। (এ কথা বলে) আবু মাসউদ (রাঃ) নিজের প্রতি ইশারা করলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

"(হে নবী,) আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন (সমান কথা,) —আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও যদি মাগফিরাত কামনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না। এর কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস শিগগীরই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

---

১৭. খেজুর বা গমের পরিমাপ বিশেষ।

৪৩০৯ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ اَنْ يُّعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ثُمَّ سَاَلَهُ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللّٰهُ فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَسَاَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ.

৪৩০৯. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এলেন এবং তাঁর পিতার কাফন হিসেবে ব্যবহারের জন্য হুযুর (সঃ)-এর নিকট তাঁর জামাটি দেয়ার আবেদন জানালেন। নবী (সঃ) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। পুনরায় তিনি তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য হুযুর (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নামাযে-জানাযা পড়ানোর জন্য উঠতে চাইলেন। এমনি সময় উমর (রাঃ) উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাপড় টেনে ধরে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়তে এবং তার জন্য দো'আ করতে চাচ্ছেন, অথচ আপনার রব তো তা করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো বলেছেন : "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো বা না করো, যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো, তবুও আমি তাদেরকে মাফ করবো না।" সুতরাং আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করবো। উমর (রাঃ) বললেন, "সে তো মুনাফিক।" (যা হোক,) শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : "এবং তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তাদের (জানাযার) নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসেক হিসেবেই তারা মরেছে।"

৪৩১০ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ

فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٌ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔

৪৩১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য ডাকা হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এ জন্য) উঠতে চাইলে আমি তাঁর জামার পাশ টেনে ধরে আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়াবেন, যে লোক একদিন এমন এমন কথা বলেছে? যা হোক, আমি তার (কথা ও পদক্ষেপগুলো) রসূল (সঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, অপেক্ষা করো উমর, আমাকে যেতে দাও। কেননা, আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, আমি যদি বুঝতে পারি যে, সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে, তবে আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করবো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং (ওখান থেকে) ফিরে আসা মাত্র সূরা বারা'আতের এ আয়াত দু'টি নাযিল হলো ঃ "তাদের কেউ মারা গেলে কখনো তার জানাযার নামায পড়াবেন না এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং তারা ফাসেক হিসেবেই মরেছে।"

পরবর্তীকালে উমর (রাঃ) বলে থাকতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর নিজের এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি ভেবে অবাক হতাম! বস্তুতঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।১৮

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔

"যদি তাদের কেউ মারা যায়, আপনি কখনো তাদের জানাযার নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"

٤٣١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার মুনাফিকদের নেতৃত্ব দান করতো। এরা প্রকাশ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেও চিন্তা ও কর্মে ইসলামের বিপরীত চলতো এবং সুযোগ পেলেই ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রে দারুণ ক্ষতি করে ছাড়তো। কিন্তু তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ খাঁটি মুসলমান ও নবী (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে কিংবা দ্বীনের সাথে কিছুটা হলেও তার সম্পর্ক থাকার স্নেহবশতঃ নবী (সঃ) তার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন। কিন্তু তারা এত দুরাচারী ছিল যে, আল্লাহ এতেও নিষেধ বাণী নাযিল করেছেন।

يُكَفِّنَهُ فِيهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ أَوْ أَخْبَرَنِي اللهُ فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَقَالَ سَأَزِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ.

৪৩১১. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এলেন। নবী (সঃ) আপন জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং এটিতে তাঁর পিতার কাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়াতে যেতে লাগলেন। তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে আরয করলেন, ওতো মুনাফিক, আপনি মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াতে কিভাবে যাচ্ছেন? অথচ আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন (কিংবা বলেছেন, আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন) এবং বলেছেন ঃ "আপনি তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন বা না করেন, আপনি সত্তর বারও যদি তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন, তবুও আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।" (এখানে সত্তর বারের উল্লেখ আছে) কিন্তু আমি সত্তর বারের চেয়েও অধিক-বার মাগফিরাত কামনা করবো। রেওয়ায়েতকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নামাযে-জানাযা পড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে পড়লাম। তারপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার নামায পড়াবেন না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না। (কারণ) তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কসম করবে (এবং ওজর দেখাবে,) যেন তোমরা তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (এবং তাদেরকে ক্ষমার নযরে দেখ)। অতএব, তোমরা তাদের দিকটা উপেক্ষা করে যাও। (তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই থাকতে দাও)। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এ হলো তাদের কৃতকর্মেরই সাজা।"

٤٣١٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ وَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِّعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ

حَدَّثَنِي اللّٰهُ أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الْوَحْيُ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

৪৩১২. আবদুল্লাহ ইবনে কা'য়াব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, (আমার আব্বা) কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, যখন আমি (গড়িমসি করে) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পশ্চাতে রয়ে গেলাম [এবং নবী (সঃ) সদলবলে ফিরে আসলেন,] আল্লাহর কসম! তখন আল্লাহ আমাকে এমন এক নেয়ামত দান করেছেন, আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দানের পর থেকে এ পর্যন্ত এত বড় নেয়ামত আমি আর পাইনি। তা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার সত্য-কথন। আমি তাঁর সাথে মিথ্যা কথা বলিনি। যদি বলতাম, তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছে মিথ্যাবাদী মুনাফিকরা। এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন : "যখন তোমরা (মদীনায়) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখনই তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর (নামে) কসম করবে (এবং নানা ওযর দেখাবে,) যেন তোমরা তাদের দিক থেকে উপেক্ষা করে যাও। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এ হলো তাদের কৃতকর্মের সমুচিত সাজা। তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযি হলেও আল্লাহ কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি রাযি হবেন না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

"তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযি হলেও আল্লাহ কখনও এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি রাযি হবেন না।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"এবং অন্যান্যরা নিজেদের অপরাধ ও গুনাহসমূহ স্বীকার করেছে, তারা নেক আমল ও অন্যান্য বদ আমল মিশিয়ে ফেলেছে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়াবান।"

৪৩১৩- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا أَتَانِي اللَّيْلَةَ

آتِيَانِ فَابْتَعَثَانِي فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ
فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ
مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَا لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ
رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ
قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَاذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَا أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا
شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৪৩১৩. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রাত্রে দু'জন ফেরেশতা এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে এমন এক প্রাসাদে নিয়ে গেল, যা সোনা ও রূপার ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে আমি এমন কিছু লোকের দেখা পেয়েছি, যাদের দেহের একাংশ খুবই সুশ্রী এবং অপরাংশ অত্যন্ত বিশ্রী। এমনটি তোমরা আর কখনো দেখনি। ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললো, এই ঝর্ণায় গিয়ে তোমরা ডুব দাও। তারা ওতে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো এবং তারপর ফিরে আসলো। তখন তাদের কুৎসিৎ আকৃতি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। এখন তারা সুন্দর আকৃতি লাভ করলো। ফেরেশতারা আমাকে বললো, এটি 'আদন' বেহেশ্‌ত। এটাই হলো আপনার স্থায়ী ঠিকানা। তারপর ফেরেশতারা বুঝিয়ে বললো, আপনি যেসব লোকের শরীরের অর্ধেক সুশ্রী এবং অর্ধেক কুশ্রী দেখেছেন, তারা হলো এমন সব লোক, যারা দুনিয়াতে ভালো-মন্দ দু'ধরনের কাজই করেছে এবং নেক ও বদ্‌আমলকে মিশিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي
قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"মুশরিকরা সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামের অধিবাসী—এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা সাজে না। **তারা এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হলেও না।"**

٤٣١٤ - عَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ
ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْ
عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

৪৩১৪. মুসাইয়্যাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আবু তালিবের ওফাত আসন্ন হয়ে দেখা দিলে, নবী (সঃ) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় সেখানে আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াও বসা ছিল। নবী (সঃ) বললেন, হে চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলুন, আমি এটাকে আল্লাহর নিকট আপনার নাজাতের জন্য দলীল হিসেবে পেশ করব। এ কথা শুনে আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলে উঠলো, হে আবু তালিব, মৃত্যুকালে বুঝি তুমি তোমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? (ফলে আবু তালিব আর ঈমান আনল না) তখন নবী (সঃ) বললেন, (হে চাচা,) আমি আপনার জন্য নিষেধ বাণী না আসা পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। তখন (উপরোক্ত) আয়াত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

"অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজিরীন ও আনসারগণের ওপর মেহেরবানী করেছেন—যারা নিদারুণ সংকটকালেও নবীর অনুসরণ করেছিল, তাদের এক ভাগের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও (তারা ঠিক ছিল)। তারপর আল্লাহ তাদের ওপরও মেহেরবানী করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি কোমল ও দয়াবান।"

٤٣١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

৪৩১৫. কা'ব (রাঃ) যখন দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর ছেলেদের মধ্যে যার সহায়তায় তিনি চলতেন, সেই ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি (আমার আব্বা) কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট ওয়ালাস সালাসাতিল্লাযীনা খুল্লিফু এই আয়াত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার সর্বশেষে এ কথা বলতেন, আমি আমার তওবা কবুল হওয়ার আনন্দে আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে দান করে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবী (সঃ) (আমাকে বললেন, (সমস্ত ধন-মাল দান করো না) এর এক ভাগ দান করো এবং এক ভাগ নিজের জন্য রেখে দাও। সেটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

"এবং সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ্ মেহেরবানী করেছেন), যারা (গড়িমসি করে) পেছনে রয়ে গিয়েছিল। এমনকি পৃথিবী বিশাল ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর অতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের জীবনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিলো যে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোথাও আশ্রয় নেই। তারপর আল্লাহ্ তাদের ওপর মেহেরবানী করলেন—যেন তারা তাদের তওবার ওপর কায়েম থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্-ই হলো তওবা কবুলকারী, মেহেরবান।"

٤٣١٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ. قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِيْ وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ غَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا فَلَبِثْتُ كَذٰلِكَ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ فَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ يَمُوْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَكُوْنَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَوْبَتَنَا عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ حِيْنَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِيْ شَأْنِيْ مَعْنِيَّةً فِيْ أَمْرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلٰى كَعْبٍ قَالَتْ أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِّرَهُ قَالَ إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُوْنَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتّٰى إِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ

حَتّٰى كَاَنَّهٗ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا اَيُّهَا الثَّلٰثَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا خُلِّفْنَا عَنِ
الْاَمْرِ الَّذِيْ قُبِلَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اِعْتَذَرُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَنَا التَّوْبَةَ
فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ وَاعْتَذَرُوْا
بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوْا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهٖ اَحَدٌ قَالَ اللّٰهُ يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ
اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ
اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৪৩১৬. আবদুল্লাহ ইবনে কা'য়াব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, আমি আমার আব্বা কা'য়াব ইবনে মালেক থেকে শুনেছি। যে তিনজনের তওবা কবুল করা হয়েছিল, তিনি তাদের একজন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে দু'টি ভিন্ন আর কোন যুদ্ধেই অংশগ্রহণ হতে পশ্চাতে থাকিনি। সে দু'টি হলো বদরযুদ্ধ ও তাবুক অভিযান। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রাতঃকালে মদীনায় ফিরে এলে আমি মিথ্যা বাহানার পরিবর্তে সত্য কথা বলার পাকা সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি কোনও সফর হতে সাধারণতঃ প্রাতঃকালেই ফিরে আসতেন এবং সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়তেন। (তাবুক থেকে এসে) নবী (সঃ) আমার সাথে এবং আমার দু'জন সাথীর সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানে অন্য যারা বিরত ছিল, তাদের কারো সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের তিনজনকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আমাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। এভাবেই আমার দীর্ঘ-দিন কেটে গেল। আমার নিকট সবচেয়ে দুঃখজনক ও গুরুতর ব্যাপার এই ছিল যে, কোথাও এ হালেই আমার মরণ এসে না যায়, আর নবী (সঃ) আমার জানাযার নামায পড়াতে রাযি না হয়ে বসেন! অথবা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে ন্যা যান, আর মানুষের মাঝে আমার অবস্থা তদ্রূপই থেকে না যায়! কেউ আমার সাথে কথাও বলবে না, (মরলে) কেউ আমার জানাযার নামাযও পড়াবে না! (অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে তাঁর নবী (সঃ)-এর ওপর আয়াত নাযিল করলেন। তখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল। সে রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-এর ওখানে ছিলেন। উম্মে সালামা (রাঃ) আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতেন এবং আমার ব্যাপারে অনেক সুপারিশ করতেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, হে উম্মে সালামা, কা'য়াব-এর তওবা কবুল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তাঁকে সুখবর দানের জন্য আমি কি কাউকে তাঁর নিকট পাঠাবো? নবী (সঃ) বললেন, (খবর পেলে) এ সময় সব লোক (এখানে) জমা হয়ে যাবে। ফলে তারা তোমার গোটা রাতের ঘুম মাটি করে ছাড়বে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায়ের পর (লোকদের মধ্যে) আমাদের তওবা কবুলের কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ সময় হুজুর (সঃ)-এর চেহারা মুবারক আনন্দে চাঁদের মত চমকাচ্ছিল। বস্তুতঃ খুশীর সময় হুজুর (সঃ)-এর চেহারা অনুরূপভাবেই চমকাতো। যেসব মুনাফিক মিথ্যা ওযর-আপত্তি দর্শিয়ে রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আমরা তিনজন পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করেন। (তাবুক-অভিযানে) পশ্চাদবর্তীদের যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা কথা বলেছে এবং

যারা মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করেছে, আল্লাহ তাদের এত নিন্দাবাদ করেছেন যে, এতটা নিন্দা সহকারে আর কারও উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ বলেছেন : "(হে নবী,) আপনি (মদীনায়) তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আপনাদের সামনে এসে নানা ওযর-আপত্তি দর্শাতে থাকবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা অযথা ওযর পেশ করো না, তোমাদের ওযর কখনও আমরা বিশ্বাস করবো না। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সব খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল অচিরেই তোমাদের ক্রিয়াকান্ড দেখে নেবেন। অতঃপর গায়েব ও হাযির অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সর্বকিছু, যিনি জানেন, তাঁর নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে সে সবই জানিয়ে দেব, যা তোমরা করেছিলে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"

٤٣١٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَّكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكَ فَوَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَبْلَاهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلَانِيْ مَا تَعَمَّدْتُّ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا كَذِبًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

৪৩১৭. আবদুল্লাহ ইবনে কা'য়াব ইবনে মালেক (যিনি কা'য়াব ইবনে মালেককে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর ধরে চালাতেন) বর্ণনা করেছেন, কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) তাবুক অভিযানে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন,—তাঁদের ঘটনা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহর কসম! সম্ভবতঃ আল্লাহ সত্য কথা বলার কারণে আর কাউকে এত বড় নেয়ামত দান করেননি, যতটা অনুগ্রহ তিনি আমার ওপর করেছেন? যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাবুক অভিযানে পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঠিক ঠিক কারণ বর্ণনা করে দিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-এর ওপর 'লাকাদ তাবাল্লাহু থেকে কুনু মা'য়াস সাদিকীন" পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔

"নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন, তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য ও কষ্টকর। তিনি তোমাদের কল্যাণকামনায় আকুল, ঈমানদারদের প্রতি অতি স্নেহশীল ও দয়াপ্রবণ।"

৪৩১৮. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهِ الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

৪৩১৮. যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)—যিনি অহী লেখকদের একজন ছিলেন—বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) (তাঁর খিলাফতকালে) আমার নিকট একজন লোক পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। আমি আসলাম, উমর (রাঃ)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি বললেন, উমর আমার নিকট এসে বলেছেন : "ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, হাফেজগণ সবাই যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হয়ে যান নাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের বেশীর ভাগ এভাবে চলে যায় নাকি। এ জন্যে কোরআনকে একত্রে সন্নিবেশ ও সংকলন করাটা আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।" আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি উমর (রাঃ)-কে এ জবাব দিয়েছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ করেননি, আমি সেটা কিভাবে করতে পারি। তখন উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! তা করাই কল্যাণকর হবে। উমর (রাঃ) বার বার এ কথায় আমার ওপর জোর দিয়ে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এ জন্য আমার বক্ষকে প্রসারিত করে দেন (অর্থাৎ সমস্যাটি অনুধাবন করতে আমি সক্ষম হই) এবং এ ব্যাপারে আমার রায়ও উমরের রায়ের মতই হয়ে যায়। উমর (রাঃ) তখন তাঁর নিকট নিশ্চুপ হয়ে বসেই রইলেন, কোন কথাই বলছেন না। যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন : "দেখ, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। আমরা তোমার ওপর ভুল ও মিথ্যারোপ করি না (অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করি)। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য ওহী লিখে থাকতে। সুতরাং এ মহৎ কাজের আঞ্জাম তুমিই দিয়ে দাও। কোরআন তালাশ করে নাও এবং তা সংগ্রথিত ও সন্নিবেশিত করো।" আল্লাহর কসম! একটি পাহাড় স্থানান্তর করতে যদি আমাকে বাধ্য করা হতো, সেটা আমার নিকট এ কোরআন সংগ্রথনের নির্দেশের তুলনায় সহজতর ও হাল্কা বলে মনে হতো। আমি বললাম, নবী (সঃ) যে কাজ করেননি, সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন? তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন : "আল্লাহর কসম! এটা করাটাই কল্যাণকর হবে।" অতঃপর আমিও বার বার আমার কথার ওপর জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ যেটা অনুধাবনের জন্য আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন, সেটা বুঝার জন্য তিনি আমার বক্ষকেও প্রশস্ত করে দিলেন (অর্থাৎ ব্যাপারটি অনুধাবনে তাঁদের ন্যায় আমিও সক্ষম হলাম)। অতঃপর আমি উঠে গিয়ে কোরআন তালাশে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুরের ডালের বাকলে এবং মানুষের বক্ষ (অর্থাৎ স্মরণ) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। শেষে খুযাইমা আনসারীর নিকট সূরা তওবার দু'টি আয়াত (লিখিত) পেলাম। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে এ দু'টি আয়াত আমি পাইনি। (সে দু'টি আয়াতের একটি হলো)—"লাকাদ জা'আকুম থেকে রউফুর রাহীম" পর্যন্ত। (আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো)—তাওয়াল্লাও থেকে আরশিল আযীম" পর্যন্ত (এ আয়াতের মানে) "অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই হলেন আরশে আযীমের মালিক।"

অতঃপর এ সংগ্রথিত ও জমা করা কোরআন আবু বকর (রাঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল, তারপর উমর (রাঃ)-এর নিকট এলো। তাঁর ওফাত হওয়া পর্যন্ত এটি তাঁর কাছেই ছিল। তারপর এটি হাফসা বিনতে উমর (রাঃ)-এর নিকট এলো।

অন্য এক সনদে ইবনে শিহাব থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুযাইমার স্থলে আবু খুযাইমা আনসারী বলা রয়েছে।

আরেক সনদে ইবরাহীম হতেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ হাদীসে কেবল 'খুযাইমা' অথবা 'আবু খুযাইমা' নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সূরা ইউনুস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

"তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান ধারণ করেছেন তিনি (এ থেকে) পরম পবিত্র। তিনি মহা ধনবান। আসমান-যমীনে যা-কিছু আছে সবকিছু তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনই দলিল-প্রমাণ নেই। তোমরা যা জান না, তা-ই কি আল্লাহ্‌র ওপর আরোপ করে বর্ণনা করছ?"

যায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন : قدم صدق এর মর্ম হলো মুহাম্মদ (সঃ)-এর জাত বা সত্তা। মুজাহিদ বলেছেন, এর মর্ম কল্যাণ ও সফলতা। آيات। تلك এর মানে হলো, এ হচ্ছে কুরআনের নিদর্শনাবলী। যেমন— وجرين بهم মানে এই নৌযানগুলো তোমাদেরকে নিয়ে বয়ে চলে। دعواهم এর অর্থ তাদের দোয়া। أحيط بهم - এর মানে হলো, তাদেরকে ঘিরে ফেলল অর্থাৎ তারা ধ্বংসের নিকটবর্তী হলো যেমন وأحاطت به خطيئته এর মানে হলো, গুনাহগুলো তাদেরকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলেছে।

فأتبعهم - এর অর্থ সে তাদের অনুসরণ করলো। عدوا এর মানে, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। মুজাহিদ বলেছেন : يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير এর মানে, মানুষ ক্রোধাবস্থায় নিজের সন্তান-সন্ততি ও ধনমাল সম্পর্কে রাগ ঝাড়া ও বদদোয়া করা যে, আয় আল্লাহ্, বরকত দিও না এবং এর ওপর লা'নত কর। لقضي إليهم أجلهم। অর্থাৎ তাদের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। সে যাকে বদদোয়া করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। للذين أحسنوا الحسنى অর্থাৎ যারা ভাল কাজ করেছে, তাদের জন্য অধিক মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি রয়েছে। অন্যেরা বলেন, অধিক দ্বারা আল্লাহর দীদার ও দর্শন বুঝানো হয়েছে। الكبرياء। মানে বুজুর্গী ও বাদশাহী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيًا

وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

"এবং আমি বনী ইসরাইলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছিলাম। অতঃপর ফিরাউন ও তার সেনাদল শত্রুতা ও বিদ্রোহিতা বশতঃ তাদেরকে অনুসরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সে (সমুদ্রে) ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো, বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে আমিও তার প্রতি ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত।"

ننجيك ببدنك-এর মানে, আমি তোমার লাশকে সুউচ্চ স্থানে সুরক্ষিত রাখব। যেন লোকেরা তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।১১

৪৩১৯ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هٰذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا ۔

৪৩১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদিনা আগমন করলেন। তখন ইহুদী সম্প্রদায় আশুরার রোযা রাখতো এবং এর কারণ এই বর্ণনা করতো যে, এটা সেই দিন, যেদিন মূসা (আঃ) ফিরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং ফিরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমুদ্রে ডুবে মরেছিলো। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের তুলনায় তোমরাই অধিক হকদার। অতএব, তোমরাও (আশুরার) রোযা রাখ।

সূরা হূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১১. ফিরাউনের মৃতদেহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন : "আমি তোমার লাশকে সুউচ্চ স্থানে সুরক্ষিত করে রাখব যেন তোমার পরবর্তীকালের লোকদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।" প্রাচীনকালের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম মিসরের সুউচ্চ পিরামিডের অভ্যন্তরে ফিরাউনদের মৃত দেহগুলো আবিষ্কৃত হয়। এগুলো এমনভাবে 'মমি' করে রাখা হয় যে, হাজার হাজার বছর পরও এগুলো কোনরূপ নষ্ট হয়নি।

"সাবধান, তারা নির্জনিজ বক্ষ সংকুচিত করেছে, যেন আল্লাহ থেকে (গোপন কথাগুলো) লুকিয়ে রাখতে পারে। হুশিয়ার যখন তারা নিজদেরকে বস্ত্রে আবৃত করে, তখনও আল্লাহ সবই জানেন, যা তারা গোপনে করে আর যা প্রকাশ্যে করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ও অবগত আছেন।"

٤٣٢٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذٰلِكَ فِيهِمْ -

৪৩২০. মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্বাদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এভাবে পড়তে শুনেছেন ঃ الا انهم يثنو نى صدو ر هم। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কতিপয় লোক উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা জায়গায় পেশাব, পায়খানা বা স্ত্রী-সহবাস করার সময় ঘাবড়ে যেত এবং লজ্জাবোধ করতো। যদ্দরুন তারা ঝুঁকে ঝুঁকে এসব কাজ সারতো। তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়।

٤٣٢١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي فَنَزَلَتْ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ -

৪৩২১. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) الا انهم تثنو نى صدو ر هم পড়লেন, তখন আমি আরয করলাম, হে আবুল আব্বাস ঃ تثنو نى صدو ر هم-এর মর্মার্থটা কি? তিনি বললেন, কতিপয় ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করতে কিংবা পেশাব-পায়খানায় বসতে উলঙ্গ হতে লজ্জাবোধ করতো। (তারা মনে করতো, আল্লাহ্ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন)। তখন الا انهم تثنو نى صدو ر هم এই আয়াত নাযিল হলো।

٤٣٢٢ - عَنْ عَمْرٍو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنَوْنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغْشُونَ يُغَطُّونَ رُءُوسَهُمْ سِيءَ بِهِمْ سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا بِأَضْيَافِهِ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ وَقَالَ أُنِيبُ أَرْجِعُ

এ মমিগুলোর মধ্যেই ফিরাউন দ্বিতীয় রামিসিসের মমিই মূসা (আঃ)-এর সমকালীন সমুদ্রে ডুবে মরা ফিরাউনের মৃতদেহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪৩২২. আমর বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াত الا انهم يثنون صدور هم ليستخفوا منه - الا حين يستغشون ثيابهم এভাবে পড়লেন। অন্যেরা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) يستغشون এর মানে বলেছেন, তারা নিজ নিজ মাথা ঢাকত। سيء بهم মানে স্বজাতি সম্পর্কে কুধারণা হলো। ضاق بهم মানে, নিজের মেহমানকে দেখে দুঃখিত হলো। بقطع من الليل মানে রাতের অন্ধকারে। মুজাহিদ বলেছেনঃ انيب মানে আমি ফিরে আসছি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وكان عرشه على الماء "এবং তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।"

٤٣٢٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللّٰهِ مَلْأَى لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ -

৪৩২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলেছেন : (হে আমার বান্দাহ,) তুমি (আমাকে) দাও। তাহলে আমি তোমাকে দেব। কেননা আল্লাহর ভান্ডার পরিপূর্ণ ও অফুরন্ত। দিন-রাত একাধারে খরচ করলেও খালি হবার নয়। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কি পরিমাণ ব্যয় করেছেন? কিন্তু এত করেও তাঁর ভান্ডারে কোন নেয়ামতেই সামান্যতম কমতিও আসেনি এবং আল্লাহর আরশ পানির ওপর। তাঁর হাতে (রিযিকের) পাল্লা। তিনি যেদিকেই চান, ঝুঁকিয়ে দিয়ে থাকেন এবং যার জন্য ভাল মনে করেন, ওপরে তুলে দেন।[২০]

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

"এবং সাক্ষ্যদাতারা বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের পরোয়ারদিগারের ওপর মিথ্যারোপ করেছিলো। সাবধান! যালিমদের ওপর আল্লাহর লানত।"

٤٣٢٤ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوْفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّجْوٰى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُوْا الْمُؤْمِنُ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ

---

২০. অর্থাৎ যাকে চান বেহিসাব রিযিক দান করেন, আর যার জন্য চান, সংকুচিত করে দেন। আরশ রূপক শব্দ। তা হলো, মহিম, সাম্রাজ্য, সার্বভৌমত্ব আধিপত্য ও মালিকানার প্রতীক।

فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ -

৪৩২৪. সাফওয়ান ইবনে মুহ্‌রিয বর্ণনা করেছেন। একদিন আমি ইবনে উমর (রাঃ)-এর সংগে (কাবা শরীফ) তওয়াফ করছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি এসে হাযির হলো এবং ইবনে উমর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললো, হে আবু আবদুর রহমান, কিংবা বলেছে, হে ইবনে উমর (রাঃ), আপনি কি নবী (সঃ) থেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা এবং ঈমানদারদের মধ্যকার গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি শুনেছি, নবী (সঃ) বলেন, (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারকে রব্বুল আলামীনের এত নিকটে আনা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারের কাঁধে কুদরতী হাত রেখে তার গুনাহ সমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, অমুক গুনাহ জানা আছে কি? মনে আছে কি? ঈমানদার বলবে, হে আমার পরোয়ারদিগার, আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি, এমন এমন গুনাহ অবশ্যই আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এভাবে দু'বার ঈমানদার স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ্ ও অপরাধ গোপন রেখেছি। কিন্তু আজ তোমাকে মা'ফ করে দিচ্ছি। তারপর তাহার নেক কাজসমূহের আমলনামা ভাঁজ করে (তার হাতে) দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অপর দল তথা কাফেরদেরকে সাক্ষী-সমক্ষে ডেকে বলা হবে, এরাই ছিল সেসব লোক, যারা তাদের রবের ওপর মিথ্যারোপ করেছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"এবং এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন তিনি যালিমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।'

৪৩২৫ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.

৪৩২৫. আবু মূসা [আশ'য়ারী (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যালিমদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।[২১] এ কথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন।
"এবং এরূপই তোমার.........কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।"

২১. যালিম যদি কাফের ও মুশরিক হয় এবং যুলুমে বাড়াবাড়ি করে কখনো তাকে ছেড়ে দেয়া

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ ـ

"এবং তোমরা দিনের দু'ভাগে ও রাত্রের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নেক কাজসমূহ বদ আমলসমূহকে দূর করে। স্মরণকারীদের জন্য এটা উপদেশবাণী।২২

٤٣٢٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ ـ قَالَ الرَّجُلُ إِلَىَّ هٰذِهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِىْ ـ

৪৩২৬. ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিয়ে ফেলল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এই (অসংগত আচরণের) কথা উল্লেখ করলো (এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানালো)। তখন তার এ ঘটনা উপলক্ষে উক্ত আয়াত নাযিল করা হলো, "এবং তোমরা দিনের দু'ভাগে.........উপদেশ বাণী।" তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো (হে রসূল!) এ হুকুম কি কেবল আমার জন্য, না সকলের জন্য? তিনি বললেন, আমার উম্মতের যে কেউ নেক আমল করবে, এ হুকুম তারই জন্য।২৩

সূরা ইউসুফ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلٰى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

হয় না। আর যদি মু'মিন হয় তবে তাকে যুলুম থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হবে। তওবা না করলে তাকেও যথাসময় পাকড়াও করা হয়, আল্লাহ যখন পাকড়াও করেন, তখন আর রেহাই কেউ পায় না। তা যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনপদই হোক না কেন।

২২. আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্দেশ করা হয়েছে। দিনের দু'ভাগের প্রথম ভাগে হলো ফজরের নামায, দ্বিতীয়ভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাত্রের প্রথমাংশে হলো মাগরিব ও এশার নামায। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে বেতের নামায যে ওয়াজিব; এ আয়াত হলো তার প্রমাণ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আয়াতে 'হাসানাত' এর মর্মার্থ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা যাবতীয় সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৩. এ হাদীস অনুযায়ী উম্মতের যারা নেককার, তাঁদের নেক আমলগুলো হলো তাঁদের গুনাহ-

"এবং আল্লাহ তোমার ওপর ও (তোমার পিতা) ইয়া'কূবের বংশের ওপর তাঁর নেয়ামত-রাজি সম্পূর্ণ করতে চান, যেমনি তিনি এর আগে তা পরিপূর্ণ করেছেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর।২৪ নিশ্চয় তোমার রব মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী।"

٤٣٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ

৪৩২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র, সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হলেন ইউসুফ (আঃ), তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ), দাদা ইসহাক (আঃ), পরদাদা ইবরাহীম (আঃ) সবাই নবী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ اٰيٰتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ -

"নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

٤٣٢٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ بْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا

৪৩২৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো। (আল্লাহ তা'আলার কাছে) সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, লোকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী, সে-ই হলো সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। লোকজন বললো, আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তবে (খান্দানের দিক দিয়ে) সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আঃ), তিনি নবীর পুত্র, নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীলের প্রপৌত্র। লোকজন আরয করলো, আমরা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সম্ভবত তোমরা আরবের খান্দান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো। তারা জবাব দিল, জ্বি-হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে জাহেলিয়াতে যে সর্বাধিক উত্তম, ইসলামেও সে-ই সর্বাধিক উত্তম। তবে শর্ত হলো, যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

---

সমূহের কাফ্ফারা। তাই যে কোনো ঈমানদার নেক আমল করলে তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে কবীরা গুনাহ মাফ পেতে হলে তওবা করতে হবে।

২৪. আয়াতে নেয়ামত বলে নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।

"(ইয়াকুব) বললেন, বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য এক বাহানা রচনা করেছে। অনন্তর সবরই উত্তম। এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।"

٤٣٢٩ - عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللهُ كُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ قُلْتُ إِنِّيْ وَاللهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ وَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ

৪৩২৯. যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলকামা ইবনে ওক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সঃ)-এর বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যা রটিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ যে তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন, এ সম্পর্কিত পুরো হাদীসটি আমি শুনিনি। বরং এ'দের প্রত্যেকের নিকট আলাদা আলাদাভাবে কিছু কিছু অংশ শুনেছি। এটাও হলো তার এক অংশ যে, যখন মিথ্যা কুৎসা সৃষ্টিকারীরা অপবাদ রটালো, তখন নবী (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অবিলম্বে আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি এ গুনাহটি তোমার থেকে ঘটে গিয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নিকট তুমি মাফ চাও এবং তওবা করো। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সময় আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর উদাহরণটি ছাড়া বলার মতো আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে (তিনি যা বলে-ছিলেন, আমিও তা-ই বলছি) ঃ "ফাসাবরুন জামীল থেকে আলা মা-তাসিফুন" পর্যন্ত। —অনন্তর ধৈর্যধারণই উত্তম এবং তোমরা যা বর্ণনা করেছ, সে সম্পর্কে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে "ইন্নাল্লাযীনা জায়ু বিল ইফকে" থেকে একাধারে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।

٤٣٣٠ - عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ فِيْ حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ قَالَتْ نَعَمْ وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ ـ

৪৩৩০. আয়েশা (রাঃ)-এর মাতা উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন, (অপবাদ রটনার ঘটনার সময়) আয়েশা (রাঃ) আমাদের ঘরে ছিল। সে জ্বরে আক্রান্ত হলো। তখন নবী (সঃ)

বললেন, সম্ভবতঃ এ অপবাদ রটনার দুঃখে জ্বর এসেছে। আয়েশা (রাঃ) বললো, হাঁ। এ কথা বলে আয়েশা উঠে বসলো এবং বললো, আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হলো বিলকুল ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর মতো। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা বাহানা বানালো—যা শুনে ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন : "বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য বাহানা বানিয়ে নিয়েছে। অনন্তর ধৈর্যধারণই উত্তম। তোমরা যা করছো, তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যই কাম্য।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ.

"এবং তিনি [ইউসুফ (আঃ)] যে নারীর গৃহে ছিলো, সে নারী তাঁকে নিজের অন্তর থেকে কামনা করেছিল এবং দরযাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, আমাতে এসো! ইউসুফ বলেছিলেন, না'উযুবিল্লাহ, নিশ্চয় তিনিই আমার পরোয়ারদিগার। তিনিই আমাকে অতি উত্তম স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। যালেমরা কখনো সফলকাম হয় না।"

٤٣٣١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَإِنَّمَا نَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْنَاهَا مَثْوَاهُ مُقَامُهُ وَأَلْفَيَا وَجَدَا أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ أَلْفَيْنَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُوْنَ.

৪৩৩১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা هيت لك ঠিক সেভাবে পড়তাম, যেভাবে আমাদেরকে শিখানো হয়েছিল। مثوى মানে স্থান, الفيفا মানে আমরা গেলাম। এখান থেকেই হয়েছে الفوا ا باءهم। ঠিক তেমনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে بل عجبت و يسخرون -এর মধ্যে ت পেশযুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এবং তিনি এরূপ পড়তেন।

٤٣٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَؤُا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْإِسْلَامِ قَالَ اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى أَكَلُوا الْعِظَامَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ قَالَ اللّٰهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ اللّٰهُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ - أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ -

৪৩৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন কুরাইশরা নবী (সঃ)-এর ইসলাম কবুল সম্পর্কিত কথা মানল না, তখন তিনি দো'আ করলেন : "আয় আল্লাহ! যেভাবে তুমি ইউসুফ (আঃ)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ পাঠিয়েছিলে, তদ্রূপ এদের ওপরও দুর্ভিক্ষ নাযিল করো।" সুতরাং (এ দো'আর ফলে) কুরাইশরা বছরকাল ধরে এমন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লো যে, সব জিনিস ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষ মৃত প্রাণীর হাড্ডি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হলো। ক্ষুধার জ্বালা মানুষকে এতটুকু দুর্বল করে ছাড়লো যে, তারা আকাশের দিকে তাকালে চোখে কেবল ধোঁয়াটে দেখতো। আল্লাহ বলেছেন : "সুতরাং তোমরা সেদিনের জন্য অপেক্ষা করো, যেদিন আসমান স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন : "আমরা আযাব কিছুটা সরিয়ে নেবো, নিশ্চয় তোমরা (পূর্বাবস্থায়) ফিরে আসবে।"

অতএব এখানে 'আযাব' দ্বারা দুর্ভিক্ষকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, কাফেরদের থেকে আখেরাতের আযাব কিছুতেই দূর করা হবে না। আর دخان ও بطشة -এর বর্ণনা পেছনে দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

"অতঃপর (বাদশাহর) দূত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে সকল মহিলা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের হাল-অবস্থা কি? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের চক্রান্ত সম্যক অবগত আছেন। সে (বাদশাহ) জিজ্ঞেস করলো, তোমরা যখন ইউসুফকে কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল। মহিলারা জবাব দিল, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমরা তার সম্বন্ধে কোন অসৎ-বিষয় অবগত নই। আযীয-পত্নী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হলো। আমিই তাকে কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয় সে সত্যবাদীগণের অন্তর্গত।"

٤٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.

৪৩৩৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ লূত (আঃ)-এর ওপর রহম করুন! তিনি জাতির চরম শত্রুতায় বাধ্য হয়ে কঠিন খুঁটি অর্থাৎ

আল্লাহর নিকট আশ্রয় লাভের দো'আ করেছিলেন। যতকাল যাবত ইউসুফ (আঃ) কয়েদ-খানায় ছিলেন, আমি যদি তদ্রূপ থাকতাম, তবে মুক্তির ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম। আর সন্দেহের ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) থেকে আমরা বেশী উপযোগী হতাম, যখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, (আমার মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে) তুমি কি বিশ্বাস করো না? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে মনের ইত্‌মিনান ও প্রশান্তির জন্য (আবেদন করেছি)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ .

"এমনকি যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, তাঁরা তো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবেন, ঠিক তখনি তাদের নিকট আমার সাহায্য (অর্থাৎ আযাব) এসে গেল। অতঃপর (সেই আযাব থেকে) আমি যাকে ইচ্ছা, নাজাত দিয়েছি। আমার আযাব অপরাধী ও পাপাচারী জাতি হতে টলে না।"

৪৩৩৪ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ قَالَتْ قُلْتُ أَكُذِبُوْا أَمْ كُذِّبُوْا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوْا قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ قَالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِيْ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ فَمَا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّٰهِ عِنْدَ ذٰلِكَ -

৪৩৩৪. উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলার কালাম—"হাত্তা ইযাস তাইয়াসার রসূল ওয়াযানু আন্নাহুম কাদকুযিবু" এ আয়াতে শব্দটা কি كذبوا না كذبوا? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, শব্দটি হলো كذبوا (তাশদীদসহ)। আমি বললাম, যখন নবীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, এখন জাতি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন ظنوا (অর্থাৎ তাঁরা ধারণা করলেন,) এটা ব্যবহারের অর্থ কি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, হাঁ, শপথ করে বলছি, তাঁরা একিনই করে নিয়েছিলেন (সন্দেহ করেননি কেননা, ظن একিনের অর্থও প্রকাশ করে)। আমি বললাম, كذبوا হলে অর্থ কি দাঁড়ায়? আয়েশা (রাঃ) বললেন, না'উযুবিল্লাহ। রসূলগণ

কখনো আল্লাহর পক্ষে মিথ্যার ধারণা করতে পারেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আকারে আয়াতের অর্থ কি হবে? তিনি বললেন, যারা রসূলগণের অনুসারী, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং রসূলগণের কথা সত্য বলে মেনেছে, তারপর দীর্ঘকাল তাদের ওপর (কাফেরদের) যুলুম-পীড়ন চলেছে, আল্লাহর সাহায্য আসতেও অনেক দেরী হয়েছে এবং রসূলগণ তাদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রসূলগণের এ ধারণা সৃষ্টি হতে লাগলো যে, এখন তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের কথা সত্য নয় বলে ধারণা করতে শুরু করবে। ঠিক এমনি সময় তাঁদের নিকট আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।

٤٣٣٥- عَنْ عُرْوَةَ فَقُلْتُ لَعَلَّهَا كُذِبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ نَحْوَهُ -

৪৩৩৫. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, সম্ভবতঃ ক্রিয়া পদটি হবে كُذِبُوا (তাখ্ফীফ সহ)। তিনি বললেন, মা'য়াযাল্লাহ, অনুরূপ নয়। বরং হবে كُذِّبُوا (তাশদীদ সহ)।২৫

সূরা আর-রা'দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ -

"প্রত্যেক নারী গর্ভে কি ধারণ করে আল্লাহ তা সবই জানেন এবং জানেন গর্ভে যা কম-বেশী হয় ও হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্ধারিত পরিমাণ আছে।"

٤٣٣٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى يَاْتِي الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ -

---

২৫. এখানে হযরত আয়েশা (রাঃ) كُذِبُوا এ কিরাত অস্বীকার করেননি। বরং এ কিরাতের মর্মার্থ অস্বীকার করে كُذِبُوا কিরাতের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অনেকের মতে তিনি এই كُذِبُوا কিরাতেরই বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে এখানে পড়তে হবে كُذِّبُوا এবং অর্থ হবে হাদীসে তিনি যে অর্থ করেছেন—তা।

৪৩৩৬. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গায়েবের চাবি-কাঠি পাঁচটি (অর্থাৎ পাঁচটি এমন গোপন বিষয় আছে,) যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই জানে না। (তা হলো,) আগামীকাল কি হবে—না হবে, তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানে না; নারীর গর্ভে কি আছে, (ছেলে না মেয়ে, না অন্য কিছু) তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না; বৃষ্টি কখন আসবে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়; কেউ বলতে পারে না, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কিয়ামত কবে ঘটবে, তা কেবল আল্লাহই জানেন।

সূরা ইবরাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِيْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ـ

"সেই পবিত্র বৃক্ষটির অনুরূপ—যার মূল সুদৃঢ় এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশে প্রসারিত এবং তা তার রবের নির্দেশ অনুযায়ী হর-হামেশা ফল দিয়ে যাচ্ছে।"

٤٣٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَخْبِرُوْنِيْ بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا تُؤْتِيْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا أَبَتَاهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُوْنَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَأَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৩৩৭. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে বসা-ছিলাম। তিনি বললেন, 'বলো তো, সেটি কোন্ বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না ফলও হর-হামেশা ধরে থাকে। কিংবা বলেছেন, মুসলমানের উদাহরণ হলো সেই বৃক্ষের অনুরূপ যা এটাও নয়, ওটাও নয়, সেটাও নয়। অর্থাৎ সদাসর্বদা ও নিয়মিত তার ফল উৎপাদন হয়ে থাকে।

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে জাগলো, সেটি খেজুর গাছ এ কথা বলে দেই। কিন্তু আমি দেখলাম, আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কথা বলছেন না। তখন কিছু বলা আমি ভালো মনে করিনি। অতঃপর যখন তাঁরা কিছুই বললেন না, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই বলে দিলেন, সেটি খেজুর গাছ। পরে (বৈঠক শেষে) আমরা সবাই যখন উঠে গেলাম, তখন আমি (আমার আব্বা) উমর (রাঃ)-কে বললাম, 'আব্বা, আল্লাহর কসম! আমার মনে জেগেছিল সেটি যে খেজুর গাছ, এ কথা বলে দেই। তিনি বললেন, তা বলতে তোমার কিসে বাধ সাধলো? আমি বললাম, আমি আপনাদের কাউকে কথা বলতে দেখলাম না, তখন কিছু বলাটা আমি ভাল মনে করলাম না (তাই চুপ করেই রইলাম)। উমর (রাঃ) বললেন, যদি তুমি তা বলতে, তবে সেটা আমার নিকট এত এত (ধন-সম্পদ) হওয়ার চেয়েও বেশী আনন্দদায়ক হতো।[২৬]

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : يثبت الله الذين امنوا بالقول الثا بت-
"আল্লাহ সেসব ঈমানদারকে অটল ও দৃঢ় রাখেন, যারা পাকা কথা বলে।"

৪৩৩৮- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

৪৩৩৮. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কবরে যখন একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লোহ"—অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।

সুতরাং এ আয়াতে القول الثابت -এর মর্ম হলো, আল্লাহ ঈমানদারদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ় ও অটল রাখবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে ফেলেছে?"

৪৩৩৯- عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا قَالَ هُمْ كُفَّارُ اَهْلِ مَكَّةَ.

৪৩৩৯. আতা হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, "আলামতারা ইলাল্লাযীনা বাদ্দালু নিয়ামাতাল্লাহি কুফরান"। এ আয়াত দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

---

২৬. এটি বাংলাদেশের সাধারণ খেজুর গাছের উদাহরণ নয়। বরং আরবের উৎকৃষ্ট জাতের এক ধরনের খেজুর গাছ, যা প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল দেয়।

সূরা আল-হিজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين
"তবে সেই শয়তান, যে কথা চুরি করে, তাকে আগুনের ফুলকি তাড়ায়।"

٤٣٤٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلٰى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هٰكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنٰى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلٰى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتّٰى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِيْ يَلِيْهِ إِلَى الَّذِيْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ حَتّٰى يُلْقُوْهَا إِلَى الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتّٰى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقٰى عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا

৪৩৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন ঊর্ধ্বাকাশে কোন ব্যাপারে আদেশ দেন, তখন ফেরেশতারা অত্যন্ত বিনয় সহকারে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। তখন শিকলের ঝংকারের অনুরূপ আওয়ায বেরোয়। (বর্ণনাকারী আলীর মতে এখানে শব্দ হলো صفوان আর অন্যদের মতে صفوان)। "যখন (আল্লাহর নির্দেশ সম্বন্ধে) ফেরেশতাকুলের মন ভয়মুক্ত হয়, তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, তোমার রব কি হুকুম করেছেন? যাকে জিজ্ঞেস করলো, সে জবাব দেয়, আল্লাহ যা বলেছেন, হক ও সত্য বলেছেন এবং তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ও মহান!"

আলী বলেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, অতঃপর ফেরেশতাদের এ কথাগুলোর কথা চোর শয়তানের দল শুনে নেয় এবং তা রটিয়ে দেয়। এ শয়তানের দল এভাবে একের ওপর এক থাকে। সুফিয়ান তাঁর হাতের ইশারায় বললেন এবং ডান হাতের এক আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল স্থাপন করে ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। তারপর কখনও খবর হওয়া মাত্র ফেরেশতারা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে, আর সেই আগুনের গোলা পরবর্তী শয়তানকে বলে দেয়ার আগেই যারা প্রথমে শুনেছে, সেই শয়তানদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। কখনও সেই আগুনের গোলা শ্রবণকারী শয়তানের গায়ে লাগার আগেই সে তার নীচের শয়তানের নিকট কথাটি বলে ফেলে। এভাবে এক থেকে এক হতে হতে কথাটি পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়। এরপর তা গণকের মুখে তুলে দেয়া হয় এবং সে তার সাথে শতাধিক মিথ্যা জুড়িয়ে মানুষের নিকট বর্ণনা করে। ফলে সেই যাদুকর বা গণকের কোন কোন কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে, দেখ, এই গণক একদিন আমাদের নিকট এমন এমন হবে বলে অমুক অমুক কথা বলেছিল। সুতরাং আমরা তার কথা একেবারে সত্য পেয়েছি। অথচ এটা সেই কথা—যা ঊর্ধ্বলোকে শুনে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

٤٣٤١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ وَزَادَ وَالْكَاهِنِ وَحَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ وَقَالَ عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسُفْيٰنَ اَنْتَ سَمِعْتَ عَمْرًا قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيٰنَ اِنَّ اِنْسَانًا رَوٰى عَنْكَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اَنَّهُ قَرَاَ فُرِّغَ قَالَ سُفْيٰنُ هٰكَذَا قَرَاَ عَمْرٌو فَلَا اَدْرِىْ سَمِعَهُ هٰكَذَا اَمْ لَا قَالَ سُفْيَانُ وَهِىَ قِرَاءَتُنَا ـ

৪৩৪১. আবু হুরাইরা (রাঃ) (পূর্ববর্তী হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনায় তিনি ساحر শব্দের পরে كاهن অর্থাৎ গণক শব্দ যোগ করেছেন। অপর এক সনদে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন ব্যাপারে ফয়সালা ঘোষণা করেছেন এবং এ বর্ণনায় على فم الساحر শব্দ উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমরকে "আমি ইকরামা থেকে শুনেছি"—"তিনি বলেছেন, আমি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে শুনেছি"—এ কথা বলতে শুনেছেন? সুফিয়ান বলেছেন, হাঁ। আলী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করলো: عن عمرو عن عكرمة عن ابى هريرة অর্থাৎ আমর ইকরামা হতে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) فرغ পড়েছেন। সুফিয়ান বলেছেন, আমি আমরকে এভাবেই পড়তে শুনেছি। আমার জানা নেই যে, তিনি ইকরামা থেকে শুনেছেন কি না, তবে আমরা এভাবেই পড়ে থাকি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : ولقد كذب اصحب الحجر المرسلين
"যাদের ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, তারা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।"

٤٣٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِ الْحِجْرِ

لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ -

৪৩৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাথর বর্ষিত জাতির (এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদের) সম্পর্কে সাহাবাগণকে বলেছেন, এ (অভিশপ্ত) জাতির এলাকার ওপর দিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তোমাদের পথ অতিক্রম করা উচিত। যদি তোমাদের কান্না না আসে, তবে তাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করবে না। কোথাও এমন না ঘটে যায় যে, তাদের ওপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল, অনুরূপ আযাব তোমাদের ওপরও নাযিল না হয়ে বসে।২৭

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و لقد اتينا ك سبعامن المثانى والقران العظيم
"আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত আয়াত ও মহান কোরআন দিয়েছি।"

٤٣٤٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ مُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ

৪৩৪৩. আবু সাঈদ ইবনে মু'আল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) নবী (সঃ) আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। তখন আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নামায পড়ে তাঁর কাছে গেলাম। এতে তিনি বললেন : যখন ডেকেছিলাম তখন আসনি কেন? বললাম : আমি তখন নামায পড়ছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন: আল্লাহ কি এ কথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও।" তারপর তিনি বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবার আগে তোমাকে কোরআনের শ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেবো। তারপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে লাগলেন, আমি তাঁকে (আগের কথাটি) স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন : সেটি হচ্ছে সূরা "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে, যা বার বার পাঠ করা হয় (সাবউল মাসানী) ও মহান কোরআন।২৮ এটি আমাকে দান করা হয়েছে।

---

২৭. এটা সামূদ জাতির এলাকা, মদীনা ও সিরিয়ার মাঝে অবস্থিত। এদের নবী ছিলেন হযরত সালেহ্ (আঃ)।

২৮. আলহামদুলিল্লাহকে সূরা ফাতিহা ও উম্মুল কোরআনও বলা হয়। এ সূরার মাধ্যমে কোরআন শুরু হয় বলে একে ফাতিহা বা উন্মুক্তকারী বলা হয়। আবার সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এর মধ্যে আছে বলে একে উম্মুল কোরআন বা কোরআনের মা বলা হয়। আর এখানে আবার একে 'আল-কোরআনুল আযীম' বা মহান কোরআনও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহাই যেন সমগ্র কোরআন।

৪৩৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ سَبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ.

৪৩৪৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, উম্মুল কোরআনই (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) হচ্ছে সাবউল মাসানী (সাতটি বার বার পঠিত আয়াত) ও কোরআনুল আযীম (মহান কোরআন)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : الذين جعلوا القران عضين

"যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।" 'মুকতাসিমীন' অর্থ হচ্ছে যারা হলফ করেছিল।২৯ আর এরি অন্তর্গত হচ্ছে لا قسم **'লা' শব্দটি এখানে বাড়তি। অর্থাৎ** اقسم **(অর্থাৎ আমি কসম খাচ্ছি) আর** لاقسم **-ও পড়া হয়েছে (অর্থাৎ অবশ্য আমি কসম খাচ্ছি)।** قاسمهما **অর্থাৎ কসম খেয়েছিল তাদের দুজনের জন্য আর এর অর্থ 'তারা দুজন তার জন্য কসম খেয়েছিল' নয়। আর মুজাহিদ বলেন :** مقتسمين **অর্থ হচ্ছে তারা সবাই হলফ করেছিল বা কসম খেয়েছিল।**

৪৩৪৫- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.

৪৩৪৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। "যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে"—এ আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ ইয়াহুদীদের) কথা বলা হয়েছে। তারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তার কিছু তারা মেনে নেয় আর কিছু অংশ মানতে অস্বীকার করে।৩০

৪৩৪৬- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

৪৩৪৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'কামা আনযালনা আলাল মুকতাসিমীন' (যেমন নাযিল করেছিলাম আমি হলফকারীদের ওপর) ইয়াহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারাই কোরআনের কিছু অংশ গ্রহণ করেছিল আর কিছু অংশ গ্রহণ করেনি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

"আর তোমার রবের ইবাদত করো ইয়াকীন পর্যন্ত।" সালেম (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেন, 'ইয়াকীন' বলতে এখানে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

---

২৯. 'মুকতাসিমীন' শব্দটি সেই কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করেছিল।

৩০. অর্থাৎ কোরআনের যে অংশটুকুকে তাওরাতের অনুরূপ পেয়েছে সেই অংশটুকু মেনে নিয়েছে। আর যে অংশটুকুকে তাওরাতের বিরোধী পেয়েছে তা মানতে অস্বীকার করেছে।

সূরা আন-নাহল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و منكم من يرد الى ارذل العمر
"আর তোমাদের কাউকে তিনি নিয়ে যান বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়ে।"

٤٣٤٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

৪৩৪৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দো'আ করতেন : (হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা, আলস্য, বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

সূরা বনী-ইসরাইল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
"তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে সফর করিয়েছিলেন।"

٤٣٤٨ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

৪৩৪৮. ইবনে শিহাব ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণনা করেছেন : আবু হুরাইরা বলেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মাকদাস সফর করেছিলেন, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং অন্যটিতে দুধ। তিনি পেয়ালা দু'টির দিকে দেখলেন। তারপর দুধের পেয়ালাটা তুলে নিলেন। (তা দেখে) জিবরাইল বলে উঠলেন : আলহামদুলিল্লাহ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ আপনাকে স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা তুলে নিতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহীর শিকার হতো।

٤٣٤٩ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ زَادَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ حِيْنَ أُسْرِيَ بِيْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحْوَهُ قَاصِفًا رِيْحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ.

৪৩৪৯. ইবনে শিহাব আবু সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি শুনেছেন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কুরাইশরা (মি'রাজের ব্যাপারে) আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে লাগলো, আমি (কা'বা শরীফের) হিজর নামক স্থানে গেলাম। আল্লাহ বায়তুল মাকদাসকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে সব নিশানী জানিয়ে দিতে থাকলাম। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম এর ওপর কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার ভাতিজা ইবনে শিহাব তাঁর চাচার কাছ থেকে ঃ "[রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,] যখন আমাকে বায়তুল মাকদাসে সফর করিয়ে আনার ব্যাপারটি কুরাইশরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে লাগলো।"

قاصفا (কাসেফান) হচ্ছে এমন একটি ঘূর্ণিঝড়, যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ولقد كرمنا بنى آدم "আর আমি মর্যাদা দান করেছি বনী আদমকে।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا.

"আর যখন আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তার সচ্ছল ও বিত্তশালী লোকদেরকে আদেশ করি, তারা তার মধ্যে নাফরমানীর কাজ করতে থাকে, তখন আযাবের ফয়সালা সেই জনপদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে ছাড়ি।"৩১

٤٣٥٠ - عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُوْ فُلَانٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمِرَ.

৩১. বনী ইসরাঈল ১৬ আয়াত।

৪৩৫০. আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ[৩২] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আইয়ামে জাহেলিয়াতে কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে আমরা বলতাম অমুক গোত্র আমীর হয়ে গেছে। আর অন্যদিকে হুমাইদি সুফিয়ান থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, আমীর করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا.

"নূহের সাথে নৌকায় আমি যাদেরকে সওয়ার করিয়েছিলাম, এরা হচ্ছে তাদের বংশধর। নিঃসন্দেহে তারা ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা।"[৩৩]

٤٣٥١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّا ذٰلِكَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوْ الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِاٰدَمَ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ وَأَمَرَ الْمَلٰٓئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ اٰدَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ

---

৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ। ৩৩. বনী ইসরাঈল ৩ আয়াত।

وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ
اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ
يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى
رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ
غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ
كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ
نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلَى مُوْسَى فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى
فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ
عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ
قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ
اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُوْنَ يَا
عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسَى
قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا
إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ
الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ
عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ
سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا
رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ

عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

৪৩৫১. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে গোশ্‌ত আনা হলো। তাঁকে সামনের দিকের একটা পা দেয়া হলো। কারণ তিনি সামনের পায়ের গোশ্‌ত খেতে ভালোবাসতেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন : কিয়ামতের দিন আমিই হবো মানব জাতির নেতা। তোমরা কি জানো, কিয়ামতের দিন আগের ও পরের সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে জমায়েত হয়ে যাবে? (সে ময়দানটি এমনই সমতল ও বিস্তৃত হবে যে,) সেখানে একজন আহ্‌বানকারীর আহ্বান সবাই শুনতে পারবে এবং একজন সবাইকে দেখতে পারবে। সূর্য অনেক কাছে এসে যাবে। লোকেরা এমন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, যা বরদাশত করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে : দেখো, সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ করো, যে রবের কাছে সুপারিশ করতে পারে। অনেকে বলাবলি করতে থাকবে, চলো আদমের কাছে যাই। কাজেই তারা আদমের কাছে আসবে। তাঁকে বলবে : আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্‌ নিজ হাতে আপনাকে তৈরী করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর রূহ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছিল। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি! আপনি দেখেন, আমরা কি যন্ত্রণায় ভুগছি! আদম বলবেন : আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি এবং পরেও হবেন না। আর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর হুকুম অমান্য করেছিলাম। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।

তারা সবাই নূহের কাছে আসবে। তারা বলবে : হে নূহ! আপনি দুনিয়াবাসীর প্রতি, আল্লাহ্‌ প্রেরিত প্রথম রসূল।৩৪ আর আল্লাহ্‌ আপনাকে শুকরগুজার বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কি কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে আছি। তিনি বলবেন : আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কোনোদিন হননি এবং এর পরেও আর কোনোদিন হবেন না। আর অবশ্যি তিনি আমাকে একটি দো'আ করার অধিকার দিয়েছিলেন। আমার কওমের জন্য সে দো'আটি আমি আগেই চেয়ে নিয়েছি। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারোর কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও।

---

৩৪. হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রথম রসূল বলা হয়েছে। অথচ তাঁর আগে আরো তিনজন রসূল ছিলেন : হযরত আদম, হযরত শীস ও হযরত ইদরীস (আঃ)। তাহলে তাঁকে প্রথম রসূল বলা হলো কিভাবে? এর জবাবে বলা যায় আসলে 'ইলা আহলিল আরদ'—'দুনিয়াবাসীর প্রতি' শব্দ থেকে,বুঝা যায় মানব বংশ তখন যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল এবং ঐসব বিক্ষিপ্ত মানব গোষ্ঠীর প্রতি তাঁকে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, যা পূর্বের তিনজন নবীর আমলে সম্ভব ছিল না। তবে এই অর্থে ইতিপূর্বে বুখারীর কিতাবুত তায়াম্মুমে হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি এর বিপরীত প্রমাণিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে : নবীকে বিশেষ করে তাঁর গোত্রের ও কওমের কাছে পাঠানো হয়। এর জবাবে বলা যায়, নূহ (আঃ)-এর সময় সমগ্র মানবগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার যখন নতুন করে মানব বংশের সূচনা হয়, তখন আসলে

তারা সবাই ইবরাহীমের কাছে আসবে। তারা বলবে ঃ হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কী ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি। তিনি তাদেরকে বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তিনি এমন ক্রুদ্ধ হননি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন হবেন না। আর ইতিপূর্বে আসলে আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (বর্ণনাকারী) আবু হাইয়ান ঐ তিনটি মিথ্যা কথার বর্ণনাও দিয়েছেন। (তারপর তিনি বলবেন:) হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।

তারা মূসার কাছে আসবে। বলবে ঃ হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে রিসালতের দায়িত্ব দান করে এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আপনাকে বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য আপনি সুপারিশ করুন। আপনি দেখুন, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। তিনি বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো হননি। এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। আর আসলে আমি তো (পৃথিবীতে) এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। অথচ তাকে হত্যা করার জন্য আমাকে কোনো হুকুম দেয়া হয়নি। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারোর কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।

তারা সবাই ঈসার কাছে আসবে। তারা বলবে ঃ হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মরিয়মের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ। আপনি (ভূমিষ্ঠ হবার পর) ছোটবেলায় মায়ের কোলে শুয়েই লোকদের সাথে কথা বলেছিলেন। কাজেই আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) শাফাআত করুন। আপনি দেখুন, আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি। ঈসা বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি দুনিয়ায় নিজের কোনো গুনাহর কথা বর্ণনা করবেন না। (তিনি বলতে থাকবেন:) হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দাও, আর কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে যাও।

তারা সবাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে আসবে। বলবে ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি শেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগের পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। কাজেই আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি দেখুন, আমরা কী যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। তখন আমি চলে যাবো এবং আমার রবের আরশের নীচে সিজদায় নত হয়ে যাবো। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুনগানের এমন সুন্দর সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন, যা ইতিপূর্বে আর কারোর জন্য উন্মুক্ত করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ হে মুহাম্মদ! মাথা তোলো।

তিনিই ছিলেন সবার জন্য রসূল। তবে আগের তিনজন রসূলের সাথে নূহ (আঃ)-এর পার্থক্য ছিল এখানে যে, তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল মু'মিনদের কাছে বা মু'মিন ও কাফেরদের কাছে। কিন্তু নূহ (আঃ)-কে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা সবাই ছিল কাফের। কেউ কেউ বলে থাকেন, নূহ (আঃ) রসূল ছিলেন আর আগের তিনজন ছিলেন নবী। আর নবী ও রসূলের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রসূলকে কিতাব ও সহীফা দেয়া হয়, নবীকে তা দেয়া হয় না। কিন্তু শীষ (আঃ)-কে সহীফা দেয়া হয়েছিল। কাজেই তিনিও রসূল ছিলেন। এদিক দিয়ে এ ব্যাখ্যাটি যথার্থ মনে হয় না। এখানে আর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও করা যায়। হাদীসটিতে পরবর্তী পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ রসূলদের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ তাঁদের তুলনায় হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রথম রসূল বলা হয়েছে।

চাও, কি চাইবে! যা চাইবে, তাই দেবো। সুপারিশ করো। যার জন্য সুপারিশ করবে, কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলবো : আমার উম্মতকে (বাঁচাও) হে আমার রব! আমার উম্মতকে (বাঁচাও,) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (বাঁচাও,) হে আমার রব! জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের মধ্য থেকে যাদের কোনো হিসেব-নিকেশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। তাদেরকেও এখতিয়ার দেয়া হবে, যে কোনো দরযা দিয়ে ইচ্ছা তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তারপর তিনি বলেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিহিত, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরযার বিস্তৃতি হচ্ছে মক্কা ও হামীরের৩৫ মাঝখানের দূরত্ব বা মক্কা ও বসরার মাঝখানের দূরত্বের সমান।৩৬

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : و آتينا داود زبورا "আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।"

٤٣٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِتُسْرَجَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ

৪৩৫২. আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: দাউদের ওপর আল্লাহ (তাওরাত) পড়া অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। তিনি খাদেমকে ঘোড়া বাঁধার হুকুম দিতেন। খাদেম তার কাজ শেষ করতে না করতে তিনি পড়া শেষ করে ফেলতেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.

"বলে দাও (হে মুহাম্মদ!) ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছো, তারা তোমাদের ওপর থেকে আযাব (যেমন : রোগ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) দূর করতে পারবে না এবং তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে না।"

٤٣٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِدِينِهِمْ زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ.

---

৩৫. হামীর হচ্ছে সান'আর অপর নাম।

৩৬. শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব বহন করেন, তাই তিনি কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর শাফা'আত করেন। তাঁর শাফা'আতের পর অন্য নবীদের শাফা'আতের পথও খুলে যায়। তারপর নিজেদের উম্মতের শাফা'আত করেন।

৪৩৫৩. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কিছু লোক জিনের পূজা করতো। 'ইলা রাব্বিহিমুল অসিলাতা' আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছিল। জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু এ লোকগুলো তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকলো। আর আশজায়ী সুফিয়ান থেকে এবং সুফিয়ান আমাশ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, এটিই হচ্ছে এ আয়াতটির 'শানে নুযুল' বা নাযিল হবার প্রেক্ষাপট।

অনুচ্ছেদ ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ .

"যাদেরকে মুশরিকরা ডাকে, তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে অছিলা সহায় ও মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

৪৩৫৪- عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْجِنِّ كَانُوْا يُعْبَدُوْنَ فَاَسْلَمُوْا

৪৩৫৪. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) 'আল্লাযীনা ইয়াদউনা ইয়াবতাগুনা ইলা রাব্বিহিমুল অসিলাতা' আয়াতটি সম্পর্কে বলেন ঃ লোকেরা একদল জিনের পূজা করতো। জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। (কিন্তু লোকেরা পূর্বের ন্যায় জিনদের পূজা করতে থাকে)। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ .

"(হে রসূল!) আমি তোমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম, তাকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করেছি।"

৪৩৫৫- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهٖ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ .

৪৩৫৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "ওয়া মা জা'আলনার রু'ইয়াল্লাতী আরাইনাকা ইল্লা ফিতনাতাল লিন্নাস"-এর মধ্যে রু'ইয়া—স্বপ্ন বলতে এখানে, স্বপ্নে দেখা নয় বরং চোখে দেখার কথা বলা হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মি'রাজের রাতে সজাগ অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। আর এখানে 'শাজারাতুল মালউনাতা' বা অভিশপ্ত গাছ বলতে যাক্কুম[৩৭] গাছ বুঝানো হয়েছে।

৩৭. এই যাক্কুম সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, তা জাহান্নামের নিম্ন এলাকায় জন্মাবে। জাহান্নামীরা তা খেতে বাধ্য হবে। এ গাছটি অভিশপ্ত হবার অর্থ হচ্ছে, এটি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এটা আল্লাহর রহমতের কোনো নিদর্শন নয় এবং আল্লাহ নিজের রহমতের নিদর্শনস্বরূপ মানুষের খাদ্যরূপে এটাকে সৃষ্টি করেননি। আসলে আল্লাহর অভিশাপের নিদর্শন এ গাছটির প্রতিটি পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। অভিশপ্ত লোকদের জনাই আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুধার তাড়নায় তারা তা খেতে থাকবে। ফলে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। তাদের শাস্তির ভয়াবহতা আরো মারাত্মক বিভীষিকার রূপ নেবে। সূরা আদদুখানে গাছটি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان قران الفجر كان مشهودا ।
"অবশ্যি ফজরে কোরআন পড়াকে হাযির করা হয়েছে।" মুজাহিদ বলেন : ফজরে কোরআন পড়া মানে ফজরের নামায।

٤٣٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ صَلٰوةِ الْجَمِيعِ عَلٰى صَلٰوةِ الْوَاحِدِ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَّتَجْتَمِعُ مَلٰٓئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلٰٓئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

৪৩৫৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) বলেছেন, একাকী নামায পড়ার চাইতে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশী। আর ফজরের নামাযে রাত্রের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হয়। আবু হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে কোরআনের এ আয়াতটি পড়ে নিতে পারো : "ওয়া কোরআনাল ফাজরি ইন্না কোরআনাল ফাজরি কানা মাশহুদা।"৩৭ক

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا
"তোমার রব তোমাকে শীঘ্রই মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।"

٤٣٥٧ - عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جُثًى كُلُّ اُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُوْلُوْنَ يَا فُلَانُ اِشْفَعْ يَا فُلَانُ اِشْفَعْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ ـ

৪৩৫৭. আদম ইবনে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে : হে অমুক (নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। হে অমুক (নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। (কিন্তু তারা কেউ শাফা'আত করতে রাযী হবেন না।)। শেষ পর্যন্ত শাফা'আতের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী (সঃ)-এর ওপর। আর এই দিনেই আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।৩৮

জাহান্নামীরা যখন তা খেতে থাকবে, তাদের পেটের আগুনের জ্বালা তাতে শতগুণে বেড়ে যাবে এবং তাদের পেটে উত্তপ্ত পানি টগবগ করে ফুটতে থাকবে। বায়যাবী বলেন: গাছটির পাতা হবে ছোট ছোট এবং ফল হবে তিতা।

৩৭ক. আর ফজরে কুরআন পড়া মাশহুদ হয়'—এর অর্থ হলো ফজরের নামাযের সময় আল্লাহর ফেরেশতারা বেশী সংখ্যায় হাযির থাকে এবং তারা হয় এর শাহেদ বা সাক্ষী।

৩৮. মাকামে মাহমূদ' মানে প্রশংসার স্থান। অর্থাৎ এমন স্থান, যে স্থানে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। এ দিন তিনি শ্রেষ্ঠ শাফা'আতকারীর মর্যাদা লাভ করবেন, যা অন্য কোনো নবী লাভ করতে সক্ষম হবেন না। আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করে তিনি মানব জাতিকে কষ্ট ও শাস্তি থেকে বাঁচাবেন। তাঁর এ কার্যকলাপে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে আল্লাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। কিয়ামতের দিবস তাঁর প্রশংসার এই উচ্চতম স্থানে আরোহণকেই মাকামে মাহমূদ বলা হয়েছে।

٤٣٥٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -

৪৩৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে—'আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দাআওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস সলাতিল কাইমা, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব'আস্হু মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআত্তাহু" "হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বানের মালিক এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের রব! মুহাম্মদকে অছিলার (মাধ্যমে)ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাও যার ওয়াদা তুমি তাঁর কাছে করেছো।" তার জন্য আমার শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইবনে আবদুল্লাহ তার বাপের কাছ থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: و قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا **"(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, হক এসে গেছে এবং বাতিল সরে গেছে। বাতিল নিঃসন্দেহে সরে যাবারই বস্তু।"**

'যাহাকা' মানে ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

٤٣٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلٰثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهٖ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ -

৪৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: (মক্কা বিজয়ের সময়) নবী (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বা ঘরের চারদিকে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মূর্তিকে আঘাত করতেন এবং বলতেন: জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা (হক এসে গেছে এবং বাতিল হটে গেছে, অবশ্য বাতিল হটেই যায়)। আর এই সংগে এ আয়াতটিও পড়তেন: জায়াল হাক্কু, ওয়ামা ইউদিউল বাতিলু ওয়ামা ইউ'ঈদ (হক এসে গেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বাতিল আর ফিরে আসবে না)।

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: و يسألونك عن الروح **"আর তারা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে রূহ সম্পর্কে)।"**

٤٣٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى عَسِيْبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُوْدُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ مَا رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوْا سَلُوْهُ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوْحٰى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِيْ فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا۔

৪৩৬০. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে একটি ক্ষেতের মধ্যে ছিলাম। তিনি একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী সেখান দিয়ে যেতে ছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, রূহ সম্পর্কে তাকে [মুহাম্মদ (সঃ)] জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ কেউ বললো, কেন জিজ্ঞেস করছো? তিনি কি তোমাদের অনুকূল জবাব দেবেন? আবার কেউ কেউ বললো, তা না হোক, কিন্তু তিনি এমন জবাবও দেবেন না, যা তোমরা অপসন্দ করো। (অবশেষে) তারা বললো, ঠিক আছে, তাঁকে জিজ্ঞেসই করো। কাজেই তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো রূহ সম্পর্কে। নবী (সঃ) চুপ করে বসে থাকলেন। তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে। আমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন অহী নাযিল হওয়া শেষ হলো, তিনি বলতে থাকলেন : "ওয়া ইয়াস আলুনাকা আনির রূহ, কুলির রূহ মিন আমরি রব্বি।" অর্থাৎ—"তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলে দাও, রূহ হচ্ছে আমার রবের হুকুম। আর তোমাদেরকে 'ইল্‌মে'র সামান্য থেকে সামান্যতম অংশ দেয়া হয়েছে মাত্র।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
"তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়ো না আবার খুব নীচু স্বরেও পড়ো না (বরং মধ্যম স্বরে পড়ো)।"

٤٣٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلّٰى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا۔

৪৩৬১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'ওয়া লাতাজ্‌হার বি সালাতিকা ওয়া লা তুখাফিত বিহা'—আয়াতটি মক্কায় এমন সময় নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে নামাযের মধ্যে খুব উঁচু স্বরে কোরআন পড়তেন। মুশরিকরা তা

শুনে কোরআনকে এবং তা যিনি নাযিল করেছেন ও যার ওপর নাযিল করেছেন, তাদের সবাইকে গালি দিতো। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বললেন, "তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়ো না।" অর্থাৎ নামাযে খুব উঁচু স্বরে কোরআন পড়ো না। তাহলে মুশরিকরা কোরআনকে গালি দেয়া শুরু করবে। (মহান আল্লাহ এই সংগে এও বললেন ঃ) "আর খুব নীচু স্বরেও পড়ো না।" কারণ খুব নীচু স্বরে পড়লে তোমার সাথীরা তা শুনতে পারে না। বরং "মধ্যম স্বরে পড়ো।"

٤٣٦٢- عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ أُنْزِلَ ذٰلِكَ فِي الدُّعَاءِ

৪৩৬২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "নামায খুব জোরে পড়ো না এবং খুব আস্তেও পড়ো না—এ আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-কাহাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ وكان الانسان اكثر شيئ جدلا "মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে কলহকারী।"

٤٣٦٣- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ وَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِنْ فُرُطًا نَدَمًا سُرَادِقُهَا مِثْلُ السُّرَادِقِ وَالْحُجْرَةِ الَّتِيْ تُطِيْفُ بِالْفَسَاطِيْطِ يُحَاوِرُهُ مِنَ الْمُحَاوَرَةِ لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ أَيْ لٰكِنْ أَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّوْنَيْنِ فِي الْأُخْرٰى زَلَقًا لَا يَثْبُتُ فِيْهِ قَدَمٌ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ عُقْبًا عَاقِبَةً وَعُقْبٰى وَعُقْبَةٌ وَاحِدٌ وَهِيَ الْآخِرَةُ قِبَلًا وَقُبُلًا وَقَبَلًا اسْتِئْنَافًا لِيُدْحِضُوْا لِيُزِيْلُوْا الدَّحْضُ الزَّلَقُ-

৪৩৬৩. আলী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে তাঁর ও ফাতিমার কাছে আসলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি নামায পড়নি৩৯ রাজমাম্ বিল গাইব, মানে না দেখে শুনা কথা বলা। ফুরুতান মানে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। 'নাদমান' মানে আফসোস।

---

৩৯. এরপর যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে ঃ হযরত আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাদেরকে উঠাননি। অর্থাৎ এটা ছিল তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপার। এ কথা শুনে তিনি "ওয়া কানাল ইনসানু আকসারা শাইয়িন জাদালা।" আয়াতটি পড়তে পড়তে ফিরে গেলেন।

'সুরাদিকুহা' মানে তার পর্দা ও তাঁবু। অর্থাৎ আগুন যেন পর্দা ও তাঁবুর মতো জড়ানো থাকবে। ইউহাবিরুহু শব্দটি গঠিত হয়েছে মুহাবিরা থেকে। (আর মুহাবিরা মানে হচ্ছে কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা)। 'লাকিন্না হুয়াল্লাহু রব্বি'—(কিন্তু আমার রব হচ্ছেন তিনিই সেই আল্লাহ)। এখানে আসলে হচ্ছে 'আনা হুয়াল্লাহু রব্বী'। এক্ষেত্রে 'আলিফ'কে বিলুপ্ত করে একটা 'নুন'কে আরেকটা 'নুনে'র সাথে সন্ধি করে হয়ে গেছে লাকিন্না (لكنا) 'যালাকান' মানে হচ্ছে পিছলানো অর্থাৎ যার ওপর পা অবিচল থাকে না বরং পিছলিয়ে যায়। 'হুনালিকাল ওয়ালাইয়াতু' ওলী শব্দটি ওয়ালইয়াতু ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (এর অর্থ হচ্ছে ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী)। 'উকবান'—আকিবাতুন, উকবা ও উকবাতুন সবগুলির মানে হচ্ছে আখেরাত। কিবালান, কুবুলান ও কাবলান মানে হচ্ছে সামনে ও প্রথমে। 'লিইয়ুদহিদু' মানে যেন পিছলিয়ে দেয়। এর উৎপত্তি হয়েছে দাহাদা (دحض) শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে হক থেকে সরিয়ে দেয়া।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ـ

"আর যখন মূসা বললেন তার খাদেমকে, আমি এভাবেই চলতে থাকবো যতক্ষণ না দুই দরিয়ার সংগমে পৌঁছে যাই অথবা দীর্ঘকাল ধরে এভাবেই চলতে থাকবো।" হুকবান' মানে জামানা বা কাল আর এর বহুবচন হচ্ছে আহকাব।

٤٣٢٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ ابْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ

صَاحِبَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّى إِذَا
كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي
أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَقَالَ
مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ
آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى ثَوْبًا فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ قَالَ أَنَا مُوسَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ
لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ
فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَقَالَ
لَهُ الْخَضِرُ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ
فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأْ إِلاَّ وَ
الْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ قَدْ
حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ
شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا
نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتِ
الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ
فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلُ
مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا
يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ

رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهَذَا أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
قَالَ مَائِلٌ فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ
يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ
خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا
وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ.

৪৩৬৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফুল বিক্কালী বলে থাকে খিযিরের সাথে সাক্ষাতকারী মুসা বনী ইসরাইলের মুসা ছিলেন না। এ কথায় ইবনে আব্বাস বললেন : আল্লাহর শত্রু মিথ্যে কথা বলছে।৪০ উবাই ইবনে কা'ব আমাকে (ইবনে আব্বাস) বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন : মুসা বনী ইসরাইলদের মধ্যে বক্তৃতা করছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানে কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে বেশী জানি। আল্লাহ তাঁর ওপর রুষ্ট হলেন। যেহেতু তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয়নি।৪১ আল্লাহ তাঁকে অহীর মাধ্যমে বললেন : দুই সমুদ্রের সংগম স্থলে৪২ আমার এক বান্দা অবস্থান করছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জানে। মুসা বললেন : হে আমার রব! আমি তাঁর কাছে কেমন করে পৌঁছতে পারি? আল্লাহ বললেন : একটা মাছ সংগে নাও এবং সেটা থলির মধ্যে রাখো (তারপর রওয়ানা হয়ে যাও)।

---

৪০. নওফুল বিক্কালীকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহর শত্রু বলেছেন রাগের মাথায়। নয়তো তিনি কোনো কাফের ছিলেন না। বরং মুসলমান ছিলেন এবং ভালো মুসলমান ছিলেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

৪১. ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জ্ঞানের পরোয়া না করে হযরত মুসা (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে যে বলে দিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন, এটাই আল্লাহর ক্রোধের কারণ। কে সবচেয়ে বেশী জানে এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তাঁকে জানাননি। তাঁর বলা উচিত ছিল, কে সবচেয়ে বেশী জানে বা কে সবচেয়ে জ্ঞানী তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৪২. 'দুই সমুদ্রের সংগম স্থল' স্থানটি কোথায় সে সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোনো কথা বলা যায় না। তাফসীর গ্রন্থগুলি এ ব্যাপারে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। তবে এ সম্পর্কে সম্ভবত মওলানা মওদুদীই যথার্থ লিখেছেন যে, স্থানটি সুদানের রাজধানী খার্তুম শহরের কাছে হতে পারে। এখানে নীল নদের দু'টি বড় শাখা শ্বেতসাগর ও হরিৎ সাগর মিলিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন)

যেখানে সেটাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। কাজেই তিনি একটা মাছ নিলেন। সেটা থলিতে রাখলেন তারপর চলতে লাগলেন। তাঁর সংগে ইউশা' ইবনে নূন নামক এক যুবকও ছিলেন।৪৩ তারা সমুদ্র কিনারে একটি পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার ওপর মাথা রেখে দুজনে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলির মধ্যে লাফিয়ে উঠলো। থলি থেকে বের হয়ে সেটা সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেলো। 'ফাত্তাখাযা সাবীলাহু ফিল বাহরে সারাবা'—মাছটি সমুদ্রের মধ্যে নিজের পথে চলে গেলো। আর যেখান দিয়ে মাছটি চলে গিয়েছিল, আল্লাহ সেখানে সমুদ্রের পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি নালা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির কথা জানাতে ভুলে গেলেন। সেই দিনের অবশিষ্ট সময় ও সেই রাত তাঁরা চললেন। পরের দিন মূসা বললেন : "আ—তিনা গাদাআনা, লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হা-যা নাসাবা"—এ সফরে বেশ ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে, এখন আমাদের খাবার আনো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আসলে আল্লাহ যে স্থানে সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন (অর্থাৎ যেখানে মাছটি পালিয়ে গিয়েছিলো) সে স্থান ছেড়ে যাবার সময় থেকেই মূসা ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তখন তাঁর খাদেম তাঁকে বললেন : 'আরাআইতা ইয আওয়াইনা ইলাস্ সাখ্‌রাতি ফাইন্নী নাসীতুল হূতা ওয়ামা আনসানীহু ইল্লাশ্ শাইতানু আন আযকুরাহু ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহু ফিল বাহ্‌রি আজাবা'—আপনার মনে আছে যে পাথরটার পাশে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম, সেখানেই মাছটি অদ্ভুতভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি মাছটির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে শয়তান আমাকে এ কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনাকে তা জানাতে পারিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : মাছটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিলো তার পথ বানিয়ে। মূসা ও তাঁর খাদেমকে (ইউশা' ইবনে নূন) তা অবাক করে দিয়েছিলো। মূসা বললেন : 'যালিকা মা কুন্না নাবগি ফারতাদ্দা আলা আসারিহিমা কাসাসা"—এটিই তো আমরা খুঁজছিলাম। কাজেই তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে সেই জায়গায় এসে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তাঁরা দু'জন নিজেদের পদ রেখা অনুসরণ করতে করতে আগের পাথরটার কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখলেন। মূসা তাঁকে সালাম দিলেন। জবাবে খিযির৪৪ তাঁকে বললেন, তোমাদের এ দেশে সালামের প্রচলন হলো কেমন করে? মূসা বললেন, আমি মূসা।৪৫ (খিজির জিজ্ঞেস করলেন:) বনী ইসরাইলের (নবী) মূসা? বললেন : হাঁ, আমি বনী ইসরাইলের নবী মূসা। আমি এসেছি "লিতু-আল্লিমানী মিম্মা উল্লিমতা রুশ্‌দান কালা ইন্নাকা লান তাসতাতীআ মা'ঈআ সাব্‌রা"—এজন্যে যে আপনি আমাকে সেই জ্ঞানের শিক্ষা দিবেন যা আপনাকে শিখান হয়েছে। তিনি

---

৪৩. হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর খাদেম ছিলেন। পরে তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর খলীফা হন।

৪৪. এখানে খিযির (আঃ)-এর নাম সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'ইলিয়া' [হযরত ইলিয়াস (আঃ)] মনে করেছেন। কিন্তু হাদীসের এ সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর এ কথা মনে করার আর কোনো সংগত কারণ নেই। তাছাড়া হযরত ইলিয়াস (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর কয়েক শো বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই উভয়ের সাক্ষাতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

৪৫. খিযির আলাইহিস সালামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, এই এলাকার লোকেরা তো ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরা মুসলমান নয়। কাজেই এদের মধ্যে সালামের প্রচলন নেই। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই অন্য এলাকার লোক এখানে এসে পড়েছো এবং একজন মুসলমানও। কাজেই তুমি নিশ্চয়ই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তুমি কে? এর জবাবে মূসা আলাইহিস সালাম বললেন : আমি মূসা। তাই মূসা আলাইহিস সালামের 'এদেশে সালামের প্রচলন হলো কেমন করে' এর জবাবে 'আমি মূসা' বলাটা মোটেই খাপছাড়া ও অসংগতিপূর্ণ নয়।

(খিযির) জবাব দিলেন, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না। হে মূসা! আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করেছেনঃ এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান তুমি পাওনি। আল্লাহ তোমাকেও জ্ঞান দান করেছেনঃ এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান আমিও পাইনি। মূসা বললেনঃ "সাতাজিদুনী ইনশা আল্লাহু সাবেরাঁও ওয়ালা আ'সী লাকা আম্‌রা"—ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন এবং আমি আপনার কোনো হুকুমের বরখেলাফ করবো না। খিযির তাঁকে বললেনঃ "ফাইনিত্তাবা' অতানী ফালা তাস্‌আলনী আন শাইইন হাত্তা উহ্‌দিসা লাকা মিনহু যিকরান, ফানতালাকা"—যদি তুমি আমার সাথে চলতে চাও তাহলে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যতক্ষণ না আমি নিজেই তা তোমাকে জানাই। কাজেই তারা দুজন রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা সমুদ্র কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। তাদেরকে নৌকায় করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নৌকার মাঝিদের সাথে আলাপ করলেন। তারা খিযিরকে চিনতে পারলো। তাই তাদেরকে বসিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে গেলো কিন্তু এর বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিল না। "ফালাম্মা রাকিবা ফিস্‌ সাফীনাতে"—যখন তারা দুজন নৌকায় চড়লেন, খিযির কুড়াল দিয়ে নৌকার একটা তক্তা উপড়িয়ে ফেললেন। মূসা তাঁকে বললেনঃ এরা তো বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে বহন করলেন। অথচ আপনি এদের নৌকাটির ক্ষতি করলেন। "ফাখারাকতাহা লিতুগরিকা আহলাহা লাকাদ জি'তা শাইআন ইম্‌রান কালা আলাম আকুল ইন্নাকা লান তাস্‌তাতী'আ মাঈয়া সাবরা, কালা লা তুআখিযনী বিমা নাসীতু ওয়ালা তুরহিকনী মিন আমরী উসরা"—আপনি নৌকাটা ফাটিয়ে দিলেন আরোহীদের ডুবিয়ে দেবার জন্য। আপনি তো একটা খারাপ কাজ করলেন। খিযির বললেনঃ আমি কি আগেই তোমাকে বলিনি আমার সাথে চলার ব্যাপারে তুমি কোনো ক্ষেত্রে সবর করতে পারবে না? মূসা বললেনঃ আমি যেটা ভুলে গিয়েছিলাম সেটার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে খুব বেশী কড়াকড়ি করবেন না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মূসা প্রথমবার ভুলে গিয়ে এটাই করেছিলেন। এরপর আসলো একটা চড়ুই পাখি। পাখিটা বসলো নৌকার এক কিনারে। ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে এক বিন্দু পানি পান করলো। এ দৃশ্য দেখে খিযির মূসাকে বললেনঃ এই চড়ুইটা সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি খসালো, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতটুকুই। তারপর তাঁরা নৌকা ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলেন। সমুদ্রের তীর ধরে তাঁরা হাটতে লাগলেন। পথে খিযির দেখলেন একটি ছোট ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তিনি হাত দিয়ে ছেলেটিকে ধরলেন। দেহ থেকে তার মাথাটা আলাদা করে দিলেন। তাকে হত্যা করলেন। মূসা তাঁকে বললেনঃ "আকাতাল্‌তা নাফসান যাকীয়্যাতান বিগাইরি নাফ্‌সিন? লাকাদ জি'তা শাইয়ান নুকরা। কালা আলাম আকুল লাকা ইন্নাকা লান তাসতাতী'আ মা'ঈআ সাব্‌রা।" আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, অথচঃ সে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, আমার সাথে তুমি ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না। (বর্ণনাকারী) বলেনঃ এ কাজটি প্রথমটির চেয়ে মারাত্মক ছিলো। 'কালা ইন সাআল্‌তুকা আন শাইইন বা'দাহা ফালা তুসাহিবনী কাদ বালাগতা মিল্‌লাদুন্নী উয্‌রা। ফান্‌তালাকা হাত্তা ইযা আতায়া আহ্‌লা কার্‌ইয়াতিনিস্‌ তাত্‌'আমা আহ্‌লাহা, ফাআবাও আঁই ইউদাই্‌ইফু হুমা ফাওয়া-জাদা ফীহা জিদারাঁই ইউরীদু আঁই ইয়ানকায্‌যা"–(মূসা) বললেনঃ এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আর সংগে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওজর পেলেন। পরে তারা সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনবসতিতে গিয়ে পৌছলেন। সেখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটা দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (বর্ণনাকারী) বলেনঃ দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির দাঁড়ালেন। নিজের হাতে দেয়ালটি গেঁথে সোজা করে দিলেন। মূসা বললেনঃ এই বসতির লোকদের কাছে আমরা আসলাম, খাবার চাইলাম, তারা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। "লাউ শি'তা লাত্তাখাযতা

আলাইহি আজরা। কালা হাযা ফিরাকু বাইনী ওয়া বাইনিক"—আপনি চাইলে এ কাজের মজুরী নিতে পারতেন। (অথচ আপনি তা করলেন না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দিলেন)। খিযির বললেন : বাস, এখান থেকে তোমার ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। এখন আমি তোমাকে সেই বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবো যেগুলোর ব্যাপারে তুমি সবর করতে পারোনি। সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটির মালিক ছিল কয়েকটা গরীব লোক। সাগরে গতর খেটে তারা জীবন ধারণ করতো। আমি নৌকাটাকে দাগী করে দিতে চাইলাম। কারণ হচ্ছে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে যে প্রত্যেকটা নৌকা জোর পূর্বক কেড়ে নেয়। তারপর সেই ছেলেটির কথা। তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আমরা আশংকা করলাম ছেলেটি (পরবর্তীকালে) তার নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের সাহায্যে তাদেরকে কষ্ট দেবে। তাই আমরা চাইলাম, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে, চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক স্নেহ ও দয়ার ক্ষেত্রেও তার চেয়ে উন্নত হবে। আর এ দেয়ালটার ব্যাপার এই যে, এটা হচ্ছে দুটো এতিম ছেলের তারা এই শহরে বাস করে। এই দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো রয়েছে। তাদের পিতা ছিলেন নেককার ব্যক্তি। তাই তোমার রব চাইলেন, ছেলে দুটি বড় হয়ে তাদের জন্য রাখা সম্পদ লাভ করবে। তোমার রব মেহেরবানীর কারণে এটা করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করিনি। এই হচ্ছে সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি ধৈর্য-ধারণ করতে পারোনি।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : ভালো হতো যদি মূসা আরো একটু সবর করতেন। তাহলে আল্লাহ তাঁদের আরো কিছু কথা আমাদের জানাতেন।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন : ইবনে আব্বাস পড়তেন—"ওয়া কানা আমামাহুম মালিকুন ইয়াখুযু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবা"—আর তাদের সামনে ছিল এমন এক রাজার এলাকা, যে সব নিখুত ও ভালো নৌকা কেড়ে নিতো। অর্থাৎ তিনি 'ওয়ারা-'আহুম (وراءهم)- এর জায়গায় পড়তেন আমামাহুম (امامهم) আর সাফীনাতিন এর সাথে পড়তেন সাফীনাতিন সলিহাতিন (سفينة صالحة) আর ওয়া আম্মাল গুলামু-এর পরে পড়তেন 'ফাকানা কাফেরান'।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

"যখন তারা দুজন পৌঁছলো দুই সাগরের সংগম স্থলে, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো। আর মাছ সাগরে তার চলে যাবার পথ এমনভাবে তৈরী করে গেলো, যেন সেখানে সুড়ংগ লেগে গেছে।" 'সারাবা' মানে চলার নিশানী। 'ইয়াসরুবু' মানে সে পথ চলে। এ থেকেই এসেছে 'সারিবুম বিন্ নাহার' দিনের বেলা পথ অতিক্রমকারী।

٤٣٢٥. عَنْ سَعِيدٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَيْ أَبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ وَأَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُوسَى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَّى فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللّٰهِ

هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ
إِلَى اللّٰهِ قِيلَ بَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ وَأَيْنَ قَالَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَيْ رَبِّ اجْعَلْ
لِي عِلْمًا أَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ لِي عَمْرٌو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ
لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ
فِي مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ
قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَثِيرًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ . وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ يُوشَعَ
بْنِ نُونٍ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرْيَانَ إِذْ
تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسَى نَائِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا أُوقِظُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ
يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحُوتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ
حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ قَالَ لِي عَمْرٌو هٰكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ وَحَلَّقَ
بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا . لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا قَالَ قَدْ
قَطَعَ اللّٰهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيْسَتْ هٰذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا
خَضِرًا قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ
الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ
رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ
وَقَالَ هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا شَأْنُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ
أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ
تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ
وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللّٰهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هٰذَا الطَّائِرُ
بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ
هٰذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هٰذَا السَّاحِلِ الْآخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا عَبْدُ اللّٰهِ الصَّالِحُ قَالَ
قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمْ لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ فَخَرَقَهَا وَوَتَدَ فِيهَا وَتِدًا . قَالَ

مُوْسٰى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا قَالَ مُجَاهِدٌ مُنْكَرًا
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا كَانَتِ الْاُوْلٰى نِسْيَانًا وَالْوُسْطٰى
شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ـ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ
عُسْرًا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعْلٰى قَالَ سَعِيْدٌ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُوْنَ فَاَخَذَ
غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيْنِ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَاُهَا زَكِيَّةً زَاكِيَةً
مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ غُلَامًا زَكِيًّا فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ
فَاَقَامَهُ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهٖ هٰكَذَا ـ وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى
حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ اَمَامَهُمْ قَرَاَهَا اِبْنُ عَبَّاسٍ
اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَزْعُمُوْنَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدٍ وَالْغُلَامُ
الْمَقْتُوْلُ اِسْمُهُ يَزْعُمُوْنَ جَيْسُوْرٌ مَلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا
فَاَرَدْتُ اِذَا هِىَ مَرَّتْ بِهٖ اَنْ يَّدَعَهَا لِعَيْبِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْا اَصْلَحُوْهَا
وَانْتَفَعُوْا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ سَدُّوْهَا بِقَارُوْرَةٍ وَّمِنْهُمْ مَنْ
يَّقُوْلُ بِالْقَارِ كَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا اَنْ يَّحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلٰى اَنْ يُّتَابِعَاهُ عَلٰى دِيْنِهٖ ـ فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا هُمَا بِهٖ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ الَّذِىْ
قَتَلَ خَضِرٌ وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا اُبْدِلَا جَارِيَةً وَّاَمَّا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ عَاصِمٍ
فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّهَا جَارِيَةٌ ـ

৪৩৬৫. সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইবনে আব্বাসের সাথে তাঁর ঘরে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে প্রশ্ন করে কিছু জানতে চাইলে জেনে নাও। আমি বললাম, হে আবু আব্বাস![৪৬] আল্লাহ আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গ করুন, কুফায় নওফ নামক একজন বক্তা আছেন, তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের নবী মূসা ও খিযিরের সাথে দেখা হয়েছিল যে মূসার, তাঁরা দুজন এক ছিলেন না। তবে আমর (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী)

---

৪৬. আবু আব্বাস ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ডাকনাম।

আমাকে (সাঈদ) বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথা শুনে বললেন : "আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে।" কিন্তু ইয়া'লা (অপর একজন বর্ণকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথা শুনে বললেন : উবাই ইবনে কা'ব আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আল্লাহর রসূল মূসা (আঃ) লোকদের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রভাবে লোকদের চোখে অশ্রুর ঢল নামলো। তারা ভীষণ কান্নাকাটি করলো। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়ায় কি আপনার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ আছে? তিনি জবাব দিলেন : না, আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। আল্লাহ তাঁর এ জবাবে রুষ্ট হলেন। কারণ তিনি এ তথ্যটি (জ্ঞানটি) আল্লাহর কাছ থেকে নেননি (অর্থাৎ বলেননি যে, আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)। কাজেই আল্লাহ বললেন : হে মূসা! আমার কোন কোন বান্দাহ তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে। মূসা বললেন : হে আমার রব! তিনি কোথায় আছেন আমাকে জানান। আমি তার সাথে সাক্ষাত করবো এবং তার কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করবো। আল্লাহ বললেন : তাকে পাবে দুই সাগরের সংগম স্থলে। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেন, আমর (ইবনে দীনার) আমাকে এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, তাকে পাবে সেখানে যেখানে তোমার মাছটি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। অন্যদিকে ইয়া'লা আমাকে এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, একটি মরা মাছ সাথে নাও। যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে যাবে, সেখানেই তাকে পাবে। মূসা একটি মাছ নিয়ে থলির মধ্যে রাখলেন। তিনি সংগের যুবকটিকে (তাঁর খাদেম ইউশা, ইবনে নূন) বললেন, তোমাকে শুধু এতটুকু কষ্ট দেবো যে, মাছটা যেখানে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, সে জায়গাটার কথা আমাকে জানাবে। খাদেম বললেন, এটা আর কি এমন কষ্টের ব্যাপার। "ওয়া ইয কালা মূসা লিফাতাহু"—আর যখন মূসা বললেন তাঁর যুবক খাদেমকে। মূসার খাদেম ইউশা' ইবনে নূনের নাম সাঈদ (বর্ণনাকারী) তাঁর বর্ণনায় বলেননি।

[রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন, মূসা তাঁর সাথীকে নিয়ে সাগরের কিনারে পৌঁছে একটি পাথরের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। এমন সময় মাছটি লাফিয়ে উঠলো। মূসা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যুবক সংগী মনে করলো, মূসার ঘুম ভাংগানো ঠিক হবে না, তিনি ঘুম থেকে উঠলে জানিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু ঘুম ভাংগার পর তিনি মাছের কথা জানাতে ভুলে গেলেন। আর মাছটি তো লাফিয়ে সমুদ্রে পালিয়ে গিয়েছিল। যেখানে সে পানিতে লাফিয়ে পড়ছিলো সেখানে পানির প্রবাহ থেমে গিয়েছিল এবং তার চলে যাবার চিহ্ন স্বরূপ সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ংগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমর (ইবনে দীনার) আমাকে বলেছিলেন যে, মাছটি পানির মধ্যে তার চলে যাবার নিদর্শন স্বরূপ একটি গর্ত বানিয়ে রেখে গিয়েছিল। তারপর আমর তাঁর দুটি বৃদ্ধাংগুলি ও তার পাশের আঙুলগুলি এক সাথে মিলিয়ে গোল বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।

"লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হা-যা নাসাবা"—(কিছু দূর যাবার পর মূসা বললেন:) আমাদের এ সফরে আমি বেশ ক্লান্তি অনুভব করছি। (তাঁর সংগী ইউশা,) বললেন, আল্লাহ আপনার ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাঈদ (ইবনে জুবাইর) কিন্তু এ ধরনের বর্ণনা দেননি। তারপর ইউশা' তাকে মাছের পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। (অর্থাৎ সেই পাথরের কাছে মাছটি পালিয়ে গিয়েছিল)। কাজেই তাঁরা ফিরে আসলেন (পাথরটির কাছে,) সেখানে খিযিরের দেখা পেলেন। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেন, উসমান ইবনে আবু সুলাইমান বর্ণনা করেছেন যে, মূসা খিযিরকে দেখলেন সাগরের বুকে একটি সবুজ বিছানায়। সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, তিনি আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত ছিলেন। কাপড়ের একটি প্রান্ত ছিল তাঁর দু' পায়ের নীচে এবং অন্য প্রান্তটি ছিল মাথার ওপর। মূসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনি কাপড়ের মধ্য থেকে মুখ বের করে বললেন : আমার দেশে তো সালামের রেওয়াজ নেই। কে তুমি? জবাব দিলেন : আমি মূসা। খিযির জিজ্ঞেস করলেন : বনী ইসরাইলের মূসা? জবাব দিলেন, হাঁ। খিযির বললেন: কি ব্যাপার? মূসা বললেন : আমি এসেছি "লি তু'আল্লিমানী মিম্মা' উল্লিমতা রুশ্দা"—এজন্য যে, আপনি আমাকে

আপনার জ্ঞান থেকে কিছু শিখাবেন। খিযির বললেন : তোমাকে যে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে অহী আসে। (তাও কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?) হে মূসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার শেখার প্রয়োজন নেই। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে, তা আমার শেখার প্রয়োজন নেই। এমন সময় একটি পাখি এসে তার চঞ্চু দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি পান করলো। তা দেখে খিযির বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও তোমার জ্ঞান এই পাখিটি সাগর থেকে তার চঞ্চুতে যে পরিমাণ উঠালো, তার চেয়ে বেশী নয়।

তারপর তারা একটা ছোট নৌকায় আরোহণ করলেন। নৌকাটি এপারের লোকদেরকে ওপারে এবং ওপারের লোকদেরকে এপারে আনা-নেয়ার কাজ করতো। নৌকার মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা বললো, আল্লাহর নেক বান্দা। আমরা তার কাছ থেকে কোনো ভাড়া নেবো না। ইয়া'লা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কি তারা খিযির সম্পর্কে বললো? সাঈদ জবাব দিলেন, হাঁ। খিযির তাদের নৌকার একটি তখতা ভেঙে দিলেন এবং তাতে ছিদ্র করেদিলেন। "কালা মূসা, আখারাকতাহা লিতুগরিকা আহলাহা? লাকাদ জি'তা শাইয়ান ইমরা"—মূসা বললেন, আপনি কি এটা ভেঙে ফেলছেন? এর ফলে নৌকার আরোহীরা তো ডুবে যাবে। এটা আপনি বড় অন্যায় কাজ করলেন। মুজাহিদ বলেন, 'ইমরা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, খারাপ ও অন্যায় কাজ। "কালা আলাম আকুল লাকা ইন্নাকা লান তাসতাতী'আ মা'ঈয়া সাবরা"—খিযির বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, আমার সাথে চলতে গিয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না? আসলে এটি ছিল মূসার প্রথম আপত্তি। ভুলবশতঃ তিনি এ আপত্তিটি করেছিলেন। দ্বিতীয় আপত্তিটি তিনি করেছিলেন শর্ত হিসেবে। আর তৃতীয়টি করছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে।" "কালা লা তুআখিযনী বিমা নাসীতু ওয়ালাতুর হিকনী মিন আমরী উসরা"—মূসা জবাব দিলেন, আমি ভুলবশতঃ যে কাজটি করেছি, সেটার ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি করবেন না। "লাকিয়া গুলামান, ফাকাতালাহু"—তাঁরা একটা বাচ্চা দেখলেন এবং খিযির বাচ্চাটাকে হত্যা করলেন। ইয়া'লা সা'ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা অনেকগুলো ছেলেকে একসঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তার মধ্য থেকে তিনি একটি কাফের বাচ্চাকে ধরলেন, তাকে ছুরি দিয়ে জবাই করলেন। মূসা বললেন : "আকাতালতা নাফসান যাকিয়্যাতান বিগাইরি নাফসিন?"—আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, তাও কোনো হত্যার বদলে নয়? সে কোনো অপরাধ করেনি। ইবনে আব্বাস 'যাকিয়্যাতান' পড়তেন আবার 'যা-কিয়্যাতান'ও পড়তেন। 'যা-কিয়্যাতান' মানে ভালো ও নেকবখত মুসলমান। যেমন বলা হয় "গুলামান যা-কিয়্যান' অর্থাৎ ভালো ও নেকবখত ছেলে। তারপর তারা দু'জন চলতে লাগলেন। তারা একটি দেয়াল দেখলেন। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খিযির সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাতের ইশারা করে বলেন, এভাবে। অথবা হাত উঠিয়ে বলেন, এভাবে দেয়াল খাড়া করে দিলেন। ইয়া'লা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, খিযির দেয়ালের গায় দু'হাত ছুঁইলেন এবং এভাবে দেয়ালটাকে খাড়া করে দিলেন। "লাওশি'ৱতা লাত্তাখাযতা আলাইহি আজরা"—(মূসা বললেন:) আপনি চাইলে এর বিনিময়ে মজুরী নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন : মজুরী মানে যা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। আর "ওয়া কানা ওয়ারাআহুম" এর মানে "ওয়া কানা আমামাহুম"—অর্থাৎ তাঁদের সামনে ছিল। ইবনে আব্বাস এখানে "আমামাহুম মালিকুন" পড়েছেন। অর্থাৎ তাদের সামনে ছিল এক রাজা (রাজ্য)। (বর্ণনাকারী জুরাইজ বলেন:) সাঈদ ছাড়া অন্য সব বর্ণনাকারীরা ঐ রাজার নাম বলেছেন, হুদাদ ইবনে বুদাদ। আর খিযির যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন তার নাম ছিল জাইসুর। আর প্রত্যেকটি নৌকা সে কেড়ে নিতো। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, (সেই জালেম রাজা) দাগী নৌকা দেখলে তাকে ছেড়ে দেবে। (কারণ অক্ষত নৌকাই সে কেড়ে নেয়)। তারপর সেই রাজার রাজ্য পার হয়ে গেলে নৌকা আবার তারা মেরামত করে নিয়েছিলো এবং তাকে পারাপারের কাজে ব্যবহার করেছিলো। কেউ বলে,

নৌকার ছিদ্রটা তারা সীসা গালিয়ে তা দিয়ে মেরামত করেছিলো আবার কেউ বলে লাক্ষা ও তেল মিশিয়ে তাই দিয়ে মেরামত করেছিল। "কানা আবাওয়াহু মুমিনাইনে"—তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আর সে ছেলেটি ছিল কাফের। 'ফাখাশীনা আঁই ইউরহিকাহুমা তুগইয়ানাও ওয়া-কুফরা"—আমাদের ভয় হলো সে তার বাপ-মাকে কুফরী ও গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ তার প্রতি মহব্বত তার বাপ-মাকে তার ধর্মের অনুগত করে ফেলবে। 'ফাআরাদনা আই ইউব্দিলাহুমা রব্বুহুমা খাইরাম মিনহু যাকাতাও ওয়া আকরাবা রুহমা" —আমরা চাইলাম, আল্লাহ তার পরিবর্তে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক দয়া ও স্নেহের দিক থেকে হবে তার চেয়ে উন্নত। বাপ-মা আগেরটির চাইতে—যাকে খিযির হত্যা করেছিলেন—এই পরেরটির প্রতি বেশী স্নেহশীল হবে। আর (ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ) সাঈদ ছাড়া বাকি সকল বর্ণনাকারীই বলেছেন যে, সেই ছেলেটির বদলে আল্লাহ তাদেরকে একটি মেয়ে দেন। দাউদ ইবনে আসেম বলেনঃ আল্লাহ তাদেরকে একটি মেয়ে দেন, সে কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا إِلَى قَوْلِهِ عَجَبًا.

'যখন তারা সেস্থান অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আনো। আজকের সফরে তো আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাদেম বললো ঃ আমরা যখন সেই পাথরটার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করছিলেন? মাছের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বেখেয়াল করে দিয়েছিল যে, তার কথা আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি। মাছ তো বিস্ময়করভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গিয়েছে।" 'সুনা'আ' মানে হচ্ছে কাজ।৪৭ 'হিওয়ালা' মানে ফিরে যাওয়া, বদলে যাওয়া, হটে যাওয়া।৪৮ 'কালা যালিকা মা কুন্না নাব্গি ফারতাদ্দা আলা আ-সারিহিমা কাসাসা'—মূসা বললেন ঃ আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম। অতঃপর তাঁরা দু'জনই নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পুনরায় ফিরে আসলো। 'ইমরান' ও 'নুকরান' দুটো শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ খারাপ কাজ।...'ইয়ানকাদ্দু' শব্দের অর্থ হচ্ছে পড়ে যাবে। 'লাত্তাখাযতু' ও 'ইত্তাখাযতু' শব্দ দুটির অর্থ একই আমি গ্রহণ করছি। 'রুহুমা' শব্দ গঠিত হয়েছে 'রহীম' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে খুব বেশী করুণা ও সহানুভূতি। কেউ কেউ একে 'রহীম' থেকে গঠিত মনে করে। মক্কাকে বলা হয় 'উম্মুর রহম' অর্থাৎ উম্মুর রহমান'। কারণ সেখানে রহমত নাযিল হয়।

٤٣٤٧ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفَ الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسٰى الْخَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَامَ مُوْسٰى خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

---

৪৭. আল্লাহ বলেন ঃ وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا—'আর তারা মনে করে তারা ভালো কাজ করেছে।

৪৮. আল্লাহ বলেন ঃ لا يبغون عنها حولا 'তারা তার থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

فَقِيْلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ
وَأَوْحٰى إِلَيْهِ بَلٰى عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ
أَيْ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَّ
الْحُوْتَ فَاتَّبِعْهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوْسٰى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ وَمَعَهُمَا
الْحُوْتُ حَتّٰى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلَا عِنْدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوْسٰى رَأْسَهُ
فَنَامَ قَالَ سُفْيَانُ وَفِيْ حَدِيْثِ غَيْرِ عَمْرٍو قَالَ وَفِيْ أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ
يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ لَا يُصِيْبُ مِنْ مَّائِهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيِيَ فَأَصَابَ الْحُوْتَ مِنْ
مَّاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا
اسْتَيْقَظَ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا الْاٰيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتّٰى
جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا
إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ الْاٰيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّانِ فِيْ اٰثَارِهِمَا
فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوْتِ فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا وَلِلْحُوْتِ
سَرَبًا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجًّى بِثَوْبٍ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى قَالَ وَأَنّٰى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوْسٰى قَالَ
مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى إِنَّكَ عَلٰى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا أَعْلَمُهُ
وَأَنَا عَلٰى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلْ أَتَّبِعُكَ قَالَ فَإِنِ
اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ
عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمْ فِيْ سَفِيْنَتِهِمْ بِغَيْرِ
نَوْلٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَرَكِبَا السَّفِيْنَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُوْرٌ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ
فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوْسٰى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِيْ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ
فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنْقَارَهُ قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ
مُوْسٰى إِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ إِلٰى قَدُوْمٍ فَخَرَقَ السَّفِيْنَةَ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ

حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا
لَقَدْ جِئْتَ الْآيَةَ فَانْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ
الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ
نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقَضَّ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ
الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ
هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا قَالَ وَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ
غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا۔

৪৩৬৬. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফুল বাক্কালী বলে থাকে বনী ইসরাইলের মূসা ও খিযিরের সাথে সাক্ষাতকারী মূসা এক নয়। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস বললেন : আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মূসা বনী ইসরাইলদের মধ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী লোক কে? তিনি বললেনঃ আমি। আল্লাহ তাঁর এ জবাবে রুষ্ট হলেন। যেহেতু তিনি এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ এ কথা জানেন। আল্লাহ তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। আল্লাহ তাঁকে বললেন : দুই সাগরের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। মূসা বললেন : হে আমার রব! তাঁর কাছে আমি কেমন করে যেতে পারি? আল্লাহ বললেন : তোমার থলির মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তাকে পাবে। মূসা রওয়ানা দিলেন। তাঁর সহযোগী হলো তাঁর যুবক খাদেম ইউশা' ইবনে নূন। তাঁরা মাছ সংগে নিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সাগর কিনারে একটি বড় পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁরা থামলেন। পাথরের ওপর মাথা রেখে মূসা ঘুমিয়ে পড়লেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর ইবনে দীনার ছাড়া অন্য সকল বর্ণনাকারী বলেছেন : পাথরটির মূলে একটি ঝরণা ছিল, তাকে বলা হতো হায়াত (আবে হায়াত)। কোনো মৃতের গায় তার পানি পড়লে সে জীবিত হয়ে উঠতো। সেই মাছটির গায়েও ঐ ঝরণার পানি পড়লে সাথে সাথেই সে লাফিয়ে উঠলো এবং থলি থেকে বের হয়ে সাগরে পালিয়ে গেলো। তারপর মূসা যখন জেগে উঠলেন, (কিছু দূর চলার পর) "কালা লিফাতাহু আতিনাগাদাআনা লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হাযা নাবাসা"—মূসা বললেন তাঁর খাদেমকে, আমাদের নাশতা আনো, (আজকের) এ সফরে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে স্থানে খিযিরের দেখা পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই মূসা ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর খাদেম ইউশা'

ইবনে নূন তাকে বললেন ঃ "আমরা যখন সেই পাথরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম ঃ তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন? মাছের প্রতি আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমন বেখেয়াল করে দিয়েছিল যে, তা আপনাকে জানাতে আমি একেবারে ভুলেই গেছি। মাছটা তো বিস্ময়করভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে।" কাজেই তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসলো। তারা নদীতে মাছটির চলে যাবার জায়গায় গর্তের মতো নিশানী দেখলো, যা মূসার খাদেমের জন্য ছিল বিস্ময়কর। যাহোক পাথরের কাছে পৌঁছে তারা এক ব্যক্তির দেখা পেলেন। তিনি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলেন। মূসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এদেশে আবার সালাম এলো কোথা থেকে? (অর্থাৎ এদেশের লোকেরা তো সব কাফের ও মুশরিক)। মূসা বললেন ঃ আমি মূসা। জিজ্ঞেস করলেন, বনী ইসরাইলের মূসা? জবাব দিলেন হাঁ। তারপর মূসা বললেন ঃ "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি? তাহলে আপনি আমাকে নিজের যথার্থ ইল্‌ম শিখিয়ে দেবেন।" খিযির তাঁকে বললেন ঃ হে মূসা, তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইল্‌ম লাভ করেছো, তা আমি জানতে পারি না আর আমাকে আল্লাহ যে ইল্‌ম দান করেছেন, তা তুমি জানতে পারো না। মূসা বললেন ঃ ঠিক আছে, তবুও আমি অবশ্যি আপনার সাথে থাকবো। খিযির বললেন ঃ থাকতে পারো, তবে আমার সাথে থাকতে হলে আমি কোনো বিষয়ে না জানানো পর্যন্ত আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। এ কথার পর তারা চলতে লাগলেন। তারা নদীর কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তারা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। নৌকার মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা বিনা ভাড়ায় তাদেরকে নিজেদের নৌকায় বহন করলেন। অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে। তারা নৌকায় চড়লেন। এমন সময় নৌকার প্রান্তভাগে একটি চড়ুই এসে বসলো। পাখিটি নদীতে ঠোঁট ডুবালো। খিযির বললেন, মূসাকে ঃ আল্লাহর ইল্‌মের তুলনায় আমার তোমার ও সমগ্র সৃষ্টির ইল্‌ম এই চড়ুইটি একবার ঠোঁট ডুবিয়ে নদী থেকে বিন্দু পরিমাণ পানি উঠিয়েছে, তার সমান। তারপর খিযির যখন তার কুড়ালটি দিয়ে নৌকার একটি কাঠ ভেঙে ফেললেন তখন মূসা একটু অবাক হলেন। মূসা তাঁকে বললেন, এই লোকগুলো আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়ে আনলো 'আর আপনি তাদের নৌকা ছেঁদা করে দিলেন। ফলে নৌকায় আরোহীরা ডুবে যাবে। আপনি একটা খারাপ কাজ করলেন।" তারপর আবার তারা চলতে লগলেন। তারা অনেকগুলো ছেলের সাথে একটি ছেলেকে খেলতে দেখলেন। খিযির ছেলেটির মাথা কেটে ফেললেন, মূসা তাঁকে বললেন ঃ "আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন? অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি। আপনি একটা অন্যায় কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না? মূসা বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না। আমার দিক থেকে তো এখন আপনার কাছে ওজর পৌঁছে গেছে। পরে তারা আরো সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনপদে উপস্থিত হলেন। সেখানকার লোকদের কাছে তারা খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের দুজনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেলো। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।" বর্ণনাকারী তার হাতের ইশারা করে বলেন, এভাবে খিযির দেয়ালটি খাড়া করে দিলেন। মূসা তাঁকে বললেন ঃ আমরা যখন এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকেরা আমাদের মেহমানদারী করতে এবং আমাদেরকে আহার করাতে চায়নি। এক্ষেত্রে আপনি চাইলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, 'খিযির বললেন, এখান থেকেই তোমার ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। তবে যেসব বিষয়ের ওপর তুমি সবর করতে পারোনি, সেগুলোর তাৎপর্য আমি এবার তোমার কাছে বিশ্লেষণ করবো।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ ভালো হতো মূসা যদি আরো একটু সবর করতেন, তাহলে তাদের দুজনের আরো কিছু ঘটনাবলী আমাদের সামনে আসতো। সাঈদ বলেন ঃ ইবনে আব্বাস 'ওয়ারাআহুম মালিক- এর জায়গায় পড়তেন 'আমামাহুম মালিক।' আরো পড়তেন 'ইয়া'খযু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবান ওয়া আম্মাল গুলামু ফাকানা কাফিরা।'

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا
"(তাদেরকে) বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে এমন সব লোকের কথা বলবো, যারা আমলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত?"

৪৩৬৭. عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَهُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ.

৪৩৬৭. মুস'আব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম : "কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল আখসারীনা আ'আমালা"—আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কি হারূরী (গ্রামের লোক)? তিনি জবাব দিলেন : না, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান। কারণ ইয়াহূদীরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আর খৃষ্টানরা জান্নাতে বিশ্বাস করতো না এবং তারা বলতো, সেখানে কোন পানাহার দ্রব্য নেই। আর হারূরীরা হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহর সাথে পাকাপোক্ত অংগিকার করার পর ভংগ করে সা'দ তাদেরকে বলতেন ফাসেক।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ الْآيَةَ.

"এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনগুলো এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি অস্বীকার করেছিল। কাজেই তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছিল........।"

৪৩৬৮ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ.

৪৩৬৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন একজন বেশ মোটা তাজা লোক আসবে। কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ডানার চেয়েও বেশী নগণ্য হবে। এরপর তিনি বলেছেন : "ফালা নুকীমু লাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাতে ওয়াযনা"

আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মীযান কায়েম করবো না। আয়াতটির অর্থ এটিই।৪৯ আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর থেকে বর্ণিত। তিনি মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান থেকে এবং তিনি আবুয যানাদ থেকে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন।

সূরা মরিয়ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وانذرهم يوم الحسرة "আর তাদেরকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের।"

٤٣٦٩- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتٰى بِالْمَوْتِ كَهَيْاَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ ثُمَّ يُنَادِيْ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَاَ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَهٰؤُلَاءِ فِيْ غَفْلَةٍ اَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

৪৩৬৯. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে আনা হবে একটি মোটাসোটা মেষের আকারে। একজন ঘোষক ঘোষণা করবে : হে জান্নাতীরা! (এ আওয়াজ শুনে) তারা মাথা তুলে দেখবে। ঘোষক বলবে : তোমরা কি একে চেনো? তারা বলবে : হাঁ, এতো মৃত্যু। আসলে তাদের প্রত্যেকে (মৃত্যুর সময়) তাকে দেখেছিল। তারপর সে ডাক দেবে : হে জাহান্নামীরা! (এ ডাক শুনে) তারা মাথা

---

৪৯. মীযান এক ধরনের পরিমাপ যন্ত্র যার সাহায্যে কিয়ামতের দিন মানুষের নেকী ও বদী তথা সৎ ও অসৎ কাজে ওজন করা হবে। আসলে মীযান তাদের জন্য কায়েম করা হবে, যাদের সৎও অসৎ সংমিশ্রিত হয়ে আছে। তাদের এই ভালো ও মন্দ কাজের প্রত্যেকটির পরিমাণ জানার জন্যই মীযান ব্যবহার করা হবে। তারপর মন্দ কাজের পরিমাণ বেশী হলে জাহান্নামে এবং ভালো কাজের পরিমাণ বেশী হলে জান্নাতে স্থান পাবে। কিন্তু যাদের কোনো ভালো কাজই থাকবে না, জীবনটাই শুধু মন্দ ও অসৎ কাজে পরিপূর্ণ তাদের জন্য মীযানের কি প্রয়োজন?

তুলে দেখবে। ঘোষক বলবে : তোমরা কি একে চেনো? তারা জবাব দেবে : হাঁ, এতো মৃত্যু। আসলে তাদের প্রত্যেকে মৃত্যুর সময় তাকে দেখেছিল। তখন তাকে জবাই করা হবে। তারপর সেই ঘোষক বলবে : হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা নিশ্চিন্তে জান্নাতে বসবাস করো। আর কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামবাসীরা! তোমরা জাহান্নামে বসবাস করতে থাকো। তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) পড়েন। "ওয়া আনযিরহুম ইয়াউমাল হাসরাতি ইয্ কুদিয়াল আমরু ওয়া হুম ফী গাফলাহ"—"(হে রসূল!) তাদেরকে ভয় দেখাও সেই আক্ষেপের দিনের, যেদিনে ফয়সালা হয়ে যাবে। অথচ এরা তবুও গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।" দুনিয়াবাসীরা এখনো গাফলতির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা এখনো ঈমান আনছে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : و ما نتنزل الا بامر ربك "আর আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না।"

٤٣٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرَئِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ - وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا -

৪৩৭০. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) জিবরাইলকে বলেন, তুমি আমার কাছে যতবার আসো তার চেয়ে বেশী আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? এতে এ আয়াতটি নাযিল হলো : "ওয়া মা নাতানায্যালু ইল্লা বিআম্‌রি রব্বিকা, লাহু মা বাইনা আইদীনা ওয়ামা খালফানা।"—"আমি তোমার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না, আমাদের সামনে-পিছনে যা কিছু আছে, সব তাঁর।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : افرأيت الذى كفر بايتنا و قال لاو تين مالاو ولدا "তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো এবং বললো আমি (সেখানে) ধন-দৌলত ও সন্তান পাবো?"

٤٣٧١ - عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِيْ عِنْدَهٗ قَالَ لَا اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَاِنِّيْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ لِيْ هُنَاكَ مَالًا وَّوَلَدًا فَاَقْضِيْكَهٗ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا -

৪৩৭১. মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাবকে বলতে শুনেছি। খাব্বাব বলেছেন : আমি আস ইবনে ওয়ায়েল আসসাহমীর কাছে গেলাম। তার কাছে আমার পাওনা চাইলাম। সে জবাব দিলো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ তোমার পাওনা দেবো না। আমি বললাম : তা কখনোই হতে পারে না, তুমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হলেও (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) আমি কুফরী করতে পারবো না। এ কথা শুনে

সে বললো : কি বললে, আমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে উঠবো? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো : তাহলে ঠিক আছে, সেখানে তো আমার কাছে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি সব কিছুই থাকবে, সেখানেই আমি তোমার পাওনা আদায় করে দেবো। এ কথায় এ আয়াতটি নাযিল হয়: 'আফারাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া কালা লাউতাইয়ান্না মালাউ ওয়া ওয়ালাদা।"—"তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো এবং বললো, (সেখানেও) আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান মিলবে?"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا

'সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে? অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অংগীকার করেছে?" 'আহদান' মানে কঠোর অংগীকার।

٤٣٧٢ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيَكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا لَمْ يَقُلِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا وَلَا مَوْثِقًا

৪৩৭২. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আমি আস্ ইবনে ওয়ায়েলকে একটি তলোয়ার বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন তার কাছে গিয়ে আমার মজুরী চাইলাম। সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার মজুরী দেবো না। আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ তোমাকে মেরে আবার জীবিত করলেও আমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবো না। সে বললো, আল্লাহ যখন আমাকে মেরে আবার জীবিত করবেন, তখন সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। (তাহলে সেখানেই তোমার পাওনা চুকিয়ে দেবো) এর ওপর আল্লাহ নাযিল করলেন: "আফারাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা?"—"তুমি কি তাকে দেখছো না, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করলো?"—"ওয়া কালা লাউতাইয়ান্না মালাউ' ওয়া ওয়ালাদা"—"আর বললো : (সেখানে) আমাকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দান করা হবে।" "আত্তালা'আল গাইবা আমিত্তাখাযা ইনদার রহমানে আহদা?"—"সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অংগীকার করেছে?" বর্ণনাকারী বলেন : আশজা'ঈ সুফিয়ান থেকে যে রেওয়াত করেছেন, তাতে 'অংগীকার' ও 'তলোয়ারের' কথা নেই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا

"কখখনো নয়, সে যা বলছে আমি লিখে যাচ্ছি, আর তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দেবো।"

٤٣٧٣ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقَالَ وَاللَّهِ

اَكْفُرَ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَدَعْنِىْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ اُبْعَثَ فَسَوْفَ اُوْتٰى مَالًا وَّوَلَدًا فَاَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ - اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا -

৪৩৭৩. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে আমি কর্মকারের কাজ করতাম। সে সময় 'আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার একটা পাওনা ছিল। আমি তার কাছে এসে আমার পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা করলাম। সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমি তোমাকে একটা কানাকড়িও দেবো না। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে মেরে ফেলে আবার জীবিত করে তোলার পরও আমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবো না। জবাবে সে বললো ঃ তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মরে যাই, তারপর আবার জীবিত হয়ে উঠি, সেখানে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও দেয়া হবে, সে সময় আমি তোমার সব পাওনা চুকিয়ে দেবো। এ কথায় এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ "আফারাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া কালা লাউতায়ান্না মালাও' ওয়া ওয়ালাদা।" —"তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে এবং বলেছে তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে?

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ ونرثه مايقول و ما يا تينا فردا

"আর সে যা কিছুর কথা বলে আমি সেসব রেখে দিচ্ছি এবং আমার কাছে আসবে সে একাকী।" ইবনে আব্বাস বলেন ঃ 'আল জিবালু হাদ্দান' মানে হচ্ছে পাহাড় বিস্ফোরণে ধ্বসে পড়বে।

٤٣٧٤ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنْ اَكْفُرَ بِهٖ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَاِنِّىْ لَمَبْعُوْثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ اَقْضِيْكَ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى مَالٍ وَّوَلَدٍ قَالَ فَنَزَلَتْ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا -

৪৩৭৪. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কামারের কাজ করতাম। আর 'আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমার পাওনাটা আদায় করার জন্য আমি তার কাছে গেলাম। কিন্তু সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমি তোমার পাওনা দেবো না। জবাবে আমি বললাম, আমি কখ্খনো তাঁকে অস্বীকার করবো না, এমনকি তুমি মরে গেলে এবং তারপর পুনরুজ্জীবিত হলেও। এ কথা শুনে সে বললোঃ আচ্ছা, তাহলে মরার পরে আমাকে আবার জীবিত করা হবে। সে সময় তাহলে আমি ধন-

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও লাভ করবো। তোমার পাওনা তখনই চুকিয়ে দেবো। খাব্বাব বলেন : এ ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো : "তাকে কি দেখেছো, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে আর বলেছে, তাকে নাকি অবশ্যি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে? সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অংগীকার করেছে? কখ্খনো না, সে যা কিছু বলছে, সব আমরা লিখে রাখছি এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবো। (আর যে ধন-সম্পদ ও জনবলের কথা সে বলে, তা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাবে এবং) সে একাকীই আমার কাছে হাযির হবে।"

সূরা তা-হা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : واصطنعتك لنفسى "(হে মূসা!) আমি তোমাকে বানিয়েছি আমার নিজের জন্য।"

٤٣٧٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْتَقَى آدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى لِآدَمَ أَنْتَ الَّذِيْ أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِيْ اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيْ قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ آدَمُ مُوْسٰى الْيَمَّ الْبَحْرَ -

৪৩৭৫. আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আদম ও মূসার মোলাকাত হলো। মূসা আদমকে বললেন : ওহো, আপনিই সেই ব্যক্তি, যিনি সমস্ত মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন আর তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন। আদম তাঁকে বললেন : তুমি না সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং যাকে তিনি তাঁর নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন? তারপর আবার তোমার ওপর তাওরাতও নাযিল করেছিলেন। মূসা জবাবে বললেন : জী-হাঁ, এ কথা ঠিক। আদম বললেন : তাহলে আমার কথা তুমি নিশ্চয়ই তাওরাতে পড়ে থাকবে। জবাবে মূসা বললেন : হাঁ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এভাবে আদম মূসার ওপর জয়ী হলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوْسٰى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ

يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ـ

"আমি মূসার ওপর অহী নাযিল করলাম : তুমি আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি বের করে নিয়ে যাও। তারপর তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনো পথ তৈরী করো। কোনো ভয় ও আশংকা করো না। ফেরাউন তার সৈন্যসামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। তারপর সাগরের ঢেউ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিলো। আর ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে তাদেরকে হেদায়াত থেকে সরিয়ে দিলো।"

٤٣٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصُوْمُوْهُ ـ

৪৩৭৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আসার পর ইয়াহূদীদেরকে আশূরার[৫১] দিন রোযা রাখতে দেখলেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা এর জবাবে বললো : এদিন মূসা ফেরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেছিল। এ কথা শুনে নবী (সঃ) সাহাবাদেরকে বললেন, মূসার বিজয়ের জন্য তাদের চেয়ে আমাদের বেশী খুশী হওয়া উচিত। কাজেই মুসলমানদের এদিন রোযা রাখা উচিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى "শয়তান যেন তোমাদের দু'জনকে বেহেশত থেকে বের করার ব্যবস্থা না করে। তাহলে তোমরা হবে দুর্ভাগা।"

٤٣٧٧ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَاجَّ مُوْسٰى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِيْ أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يَا مُوْسٰى أَنْتَ الَّذِيْ اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ أَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيْ أَوْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوْسٰى ـ

৪৩৭৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মূসা আদমের সাথে ঝগড়া করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনিই তো মানুষকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন আপনার ত্রুটির জন্য এবং তাদেরকে পেরেশানীর মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। আদম বললেন : হে মূসা! তোমাকে না আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছিলেন রিসালত দান করার এবং তাঁর সাথে কথা বলার জন্য? তুমি কি এমন একটি বিষয়ের জন্য আমার প্রতি দোষা-

---

৫১ মহররম মাসের দশ তারিখকে আশুরা বলা হয়।

রোপ করছো, যা আল্লাহ্ আমার তকদীরে লিখে দিয়েছিলেন আমার সৃষ্টির আগেই? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এভাবে আদম মূসার ওপর জয়ী হলেন।

সূরা আল-আম্বিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٣٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفَ وَمَرْيَمَ وَطٰهٰ وَالْأَنْبِيَاءَ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِيْ وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّعَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيْ فَلَكٍ مِثْلِ فَلْكَةِ الْمِغْزَلِ يَسْبَحُوْنَ يَدُوْرُوْنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَفَشَتْ رَعَتْ يُصْحَبُوْنَ يُمْنَعُوْنَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً قَالَ دِيْنُكُمْ دِيْنٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ حَصَبُ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَحَسُّوْا تَوَقَّعُوْهُ مِنْ أَحْسَسْتُ خَامِدِيْنَ هَامِدِيْنَ حَصِيْدٌ مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ لَا يُعْيُوْنَ وَمِنْهُ حَسِيْرٌ وَحَسَرْتُ بَعِيْرِيْ عَمِيْقٌ بَعِيْدٌ نُكِسُوْا رُدُّوْا صَنْعَةَ لَبُوْسٍ الدُّرُوْعُ تَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ اخْتَلَفُوْا الْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ اٰذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ اٰذَنْتُكُمْ إِذَا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتَ وَهُوَ عَلٰى سَوَاءٍ لَمْ تَغْدِرْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُوْنَ تُفْهَمُوْنَ ارْتَضٰى رَضِيَ التَّمَاثِيْلُ الْأَصْنَامُ السِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ -

৪৩৭৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাইল, কাহাফ, মরিয়ম, ত্বা-হা ও আম্বিয়া—এগুলো হচ্ছে প্রথম দিকের সূরা। (অর্থাৎ এগুলো মক্কায় নাযিল হয়েছিল)। এগুলো আমার ভালোভাবে কণ্ঠস্থ আছে। কাতাদাহ বলেন: 'যুযাযান' মানে হচ্ছে টুকরো করা। হাসান[৫১] বলেন : 'ফী ফালাকিন'—প্রত্যেকটি তারা এক একটি আকাশে 'ইয়াসবাহূনা'—ঘুরছে ঠিক যেন চরকার মতো। ইবনে আব্বাস বলেন : 'নাফাশাত' মানে চড়েছিল। 'ইউসহাবূনা' মানে হটিয়ে দেয়া হবে বা নিষেধ করা হবে। 'উম্মাতুকুম উম্মাতাও' ওয়াহিদাতান' অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন হচ্ছে এক। আর

---

৫১. অর্থাৎ হাসান বসরী (রাঃ)।

ইকরামা বলেন : 'হাসাবু' মানে জ্বালানী কাঠ। অন্যেরা বলেন : 'আহাস্‌সূ' মানে হচ্ছে আশান্বিত হয়েছিলো। আসলে এ শব্দটি গঠিত হয়েছে আহসাসতু থেকে (আর আহসাসতু মানে হচ্ছে আমি সাড়া পেয়েছি)। 'খামেদীন' মানে বসে গিয়েছিল (যেমন আওয়ায) বা নীচু হয়ে গিয়েছিল। 'হাসীদ' মানে যা একেবারে শিকড় শুদ্ধ কেটে দেয়া হয়েছে। এ শব্দটা একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সব অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'লা ইয়াস্‌তাহ্‌সিরূনা' মানে বিরক্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না বা অরুচি ও অনভিলাষ সৃষ্টি হয় না। এ থেকে হাসীর শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন 'হাসারতু বা'ঈরী' অর্থাৎ আমি আমার উটকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছি। 'আমীক' মানে দূরে। 'নুকেসূ' মানে উল্টো করে দেয়া হয়েছে। 'সান'আতা লাবুসিন' মানে লেবাস-পোশাক শিল্প। 'তাকাত্তা'উ আমরাহুম' মানে তাদের কাজ কেটে দিয়েছিল অর্থাৎ তারা মতবিরোধ করেছিল। আর 'হাসীস', 'হিস্‌স', 'জারস' ও 'হাম্‌স' শব্দ চারটির অর্থ একই। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ হচ্ছে নীচু আওয়ায। 'আযান্নাকা' মানে হচ্ছে, তোমাকে জানিয়েছি। 'আযানতুকুম'—আমি তোমাদেরকে খবর দিয়েছি। 'ওয়া হুয়া আলা সাওয়াইন'—আর সে সমপর্যায়ে আছে। মুজাহিদ বলেন : 'লা'আল্লাকুম তুস্‌আলূন' —হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে। 'ইরতাদা' মানে রাযি হয়েছিল। 'তামাসীল' মানে —মূর্তিসমূহ। 'আসসিজিল্লু' মানে কাগজের বাণ্ডিল, সহীফা—ছোট আকারের বই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : كما بدأنا أول خلق "যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।"

٤٣٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ فَيُقَالُ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ إِلَى قَوْلِهِ شَهِيْدٌ فَيُقَالُ إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ .

৪৩৭৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ভাষণে বলেন : কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সামনে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে,—'যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো, এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পূরণ করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে পোশাক পরানো হবে। সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জানো না তোমার পরে এরা কত নতুন কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহর সৎ বান্দা ঈসার মতো বলবো : "ওয়া কুন্‌তু আলাইহিম শাহীদাম্‌ মাদুমতু" যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পর তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা (তোমার দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল।

সূরা আল-হজ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : وترى الناس سكارى "আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে (হাশরের ময়দানে) যেন তারা নেশাগ্রস্ত।"

٤٣٨٠ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَا اٰدَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِيْ بِصَوْتٍ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أُرَاهُ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيْبُ الْوَلِيْدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ تَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ سَكْرٰى وَمَا هُمْ بِسَكْرٰى -

৪৩৮০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন : "হে আদম!" আদম জবাব দেবেন : "আমি হাযির আছি, হে আমার রব! আমি হাযির আছি।" (আল্লাহর হুকুমে) ফেরেশতা চীৎকার করে বলবে : আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন তোমার আওলাদের মধ্য থেকে জাহান্নামের জন্য একদলকে

আনো। আদম বলবেন : হে আমার রব! কতজনকে আনবো। ফেরেশতা বলবে : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বুই জনকে আনো। এটা এমন এক সময় হবে, যখন গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এবং যুবকরা বুড়ো হয়ে যাবে। এর পর রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন "ওয়া তারান্ নাসা সুকারা ওয়া মাহুম বিসুকারা ওয়া লাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ"—"আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত হবে না বরং আল্লাহর কঠিন আযাবে তাদের এ দশা হবে।" এ কথা শুনে ভয়ে ও আতংকে সাহাবাগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। নবী (সঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : (তোমরা এত ভয় পাচ্ছো কেন?) হাজারে নয় শত নিরানব্বুই জন তো ইয়াজুজ-মাজুজদের থেকে নেয়া হবে আর তোমাদের থেকে নেয়া হবে মাত্র প্রতি হাজারে একজন। মানুষদের মধ্যে তোমরা হবে যেমন সাদা গরুর পালের মধ্যে একটা কালো গরু অথবা কালো গরুর পালের মধ্যে একটা সাদা গরু। আমি অবশ্যি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এ কথা শুনে আমরা সবাই "আল্লাহু আকবর" বলে উঠলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। এ কথা শুনে আমরা তকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবর) করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : না, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। এ কথা শুনে আমরা তকবীর ধ্বনি করলাম। আর আবু উসামা আ'মাশ থেকে "তারান নাসা সুকারা ওয়া মাহুম বিসুকারা" সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন যে, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বুই জন। জারীর, ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবু মু'আবিয়ার বর্ণনায় 'সুকারা'কে সাক্রা এবং 'বিসুকারা'কে বিসাক্রা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : و من الناس من يعبد الله على حرف

"আর লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর বন্দেগী করে সন্দেহের মধ্যে—"

فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ـ

"যদি সে লাভবান হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে দ্বীন থেকে সরে আসে। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে, যারা না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে আর না পারে তাদের কোনো উপকার করতে। এটা তো চরম গোমরাহী।"

٤٣٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِيْنَةَ فَاِنْ وَلَدَتْ امْرَاَتُهٗ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهٗ قَالَ هٰذَا دِيْنٌ صَالِحٌ وَاِنْ لَمْ تَلِدْ امْرَاَتُهٗ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهٗ قَالَ هٰذَا دِيْنُ سُوْءٍ ـ

৪৩৮১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি "ওয়া মিনান্ নাসে মাই ইয়া'বুদুল্লাহা 'আলা হারফিন' আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসংগে বলেন : এক ব্যক্তি মদীনায় বাস করতো। যদি তার স্ত্রীর গর্ভে কোনো পুত্রসন্তান জন্মলাভ করতো এবং তার পশুটি কোনো বাচ্চা প্রসব করতো তাহলে সে বলতো, দ্বীন ইসলাম বড় চমৎকার। আর যদি তার

স্বীয় গর্ভে পুত্রসন্তান না জন্মাতো এবং তার পশুটিরও বাচ্চা না হতো তাহলে সে বলতো দ্বীন ইসলাম খারাপ ও অপয়া।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا "এ দু'টি দল তাদের রবের ব্যাপারে ঝগড়া করে।"

٤٣٨٢ - عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيْهِمَا إِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِيْ حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُتْبَةَ وَ صَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوْا فِيْ يَوْمِ بَدْرٍ -

৪৩৮২. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম খেয়ে বলেন, "হাযানে খাসামানিখ তাসামু ফী রব্বিহিম" আয়াতটি নাযিল হয়েছিল হামযা ও তাঁর দু'সাথী এবং উতবা ও তার দু'সাথীর ব্যাপারে, যেদিন তারা বদর যুদ্ধের জন্য নেমেছিল।

٤٣٨٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْا بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ بَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৪৩৮৩. আলী ইবনে আবু তালেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম আল্লাহর সামনে বিতর্ক করবো (অর্থাৎ আমার মামলা পেশ করবো)। বর্ণনাকারী কায়েস বলেন, "হাযানে খাসামানিখ তাসামু ফী রব্বিহিম" আয়াতটি এদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। এরা বদরের দিন লড়াই করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল। এদের একদিকে ছিলেন আলী, হামযা ও উবাইদা আর অন্যদিকে (অর্থাৎ কাফেরদের দিকে) ছিল শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ এবং ওলীদ ইবনে উতবা।

সূরা আল মু'মিনুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইবনে উ'আইনাহ বলেন, 'সাব'আ তারাইক' মানে সাত আসমান। 'লাহা-সাবেকূন' অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য তাদের সামনে থাকে। 'ওয়াজিলাত' তাদের দিল ভীত সন্ত্রস্ত। ইবনে আব্বাস বলেন : 'হাইহাতা' 'হাইহাতা' মানে হচ্ছে দূরে আছে, দূরে আছে। 'ফাসআলিল আদ্দীন' মানে গণনাকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করো। 'লানাকেবূন—সোজা পথ থেকে যারা ফিরে যায়। 'কালেহূনা' মানে বিরক্তি প্রকাশকারীরা। 'মিন সুলালাতিন' মানে বাচ্চা ও বীর্য। 'জিন্নাতুন' ও 'জুনূন' শব্দ দু'টির অর্থ একই অর্থাৎ পাগলামি। 'গুসাউ' মানে ফেনা বা ফেনারাশি, যা পানির ওপর ভেসে বেড়ায়, যার জীবন ক্ষণিকের এবং মানুষ তা থেকে কোনোপ্রকারে উপকৃত হতে পারে না।

সূরা আন-নূর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে কিন্তু তারা নিজেরা ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তাদের সেই একজনের সাক্ষ্য এভাবে হতে হবে যে, তাকে আল্লাহর নামে কসম করে চারবার বলতে হবে—আমি সত্য বলছি।"

٤٣٨٤ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ

عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ .

৪৩৮৪. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। উয়াইমির বনী আজলান গোত্রের আসেম ইবনে আদীর নিকট আসল। সে ছিল আজলান গোত্রের সরদার। বলল, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল, যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষ পাবে, সে কি তাকে হত্যা করবে। এরপরে তোমরা তাকে হত্যা করবে (অর্থাৎ হত্যাকারী স্বামীকে) অথবা সে কি করবে? দয়া করে আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর আসেম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! (এবং সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন) কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করলেন। যখন উয়াইমির আসেমকে (রসূলুল্লাহর উত্তর সম্পর্কে) প্রশ্ন করল, আসেম উত্তর দিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করেছেন এবং এটাকে লজ্জার ব্যাপার বলে বিবেচনা করেছেন। তখন উয়াইমির বলল : আল্লাহর কসম! এটা জিজ্ঞেস করা থেকে আমি ততক্ষণ বিরত থাকব না, যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয় জিজ্ঞেস করব। উয়াইমির [নবী (সঃ)-এর নিকট] আসল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে পেল, সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে (হত্যার কিসাসের কারণে ঐ স্বামীকে) আপনারা হত্যা করবেন? অথবা সে (এ অবস্থায়) কি করবে?" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : "আল্লাহ তা'আলা তুমি এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে নির্দেশ নাযিল করেছেন।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উভয়কে 'মুলায়ানা' বা 'লেয়ান' করার নির্দেশ দিলেন। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উয়াইমির তার (স্ত্রীর) সাথে 'লেয়ান' করল এবং বলল : "হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাকে রাখি তবে তার ওপর যুলুম হবে। তাই উয়াইমির তাকে তালাক দিল এবং এভাবে তাদের পরে এটা ঐ সকল লোকদের যারা 'লেয়ানে'র ঘটনায় জড়িত তাদের জন্য নিয়মে পরিণত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : লক্ষ্য করো। সে (উয়াইমিরের স্ত্রী) যদি একটি কালো সন্তানের জন্ম দেয়, যার চোখ হবে ডাগর এবং কালো, যার পাছা এবং পা হবে বড় বড়। তাহলে আমার মত হলো উয়াইমির সত্য কথা বলেছে। কিন্তু সে (উয়াইমিরের স্ত্রী) যদি এমন একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে, যাকে ওয়াহারার মত (এক ধরনের ছোট লাল জন্তু) দেখায়, তখন আমি বিবেচনা করব যে, উয়াইমির তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে মিথ্যে বলেছে। পরবর্তীতে সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রসূল (সঃ) উয়াইমিরের সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং শিশুটিকে তার মা'র পরিচয়ে পরিচিত হতে হলো। (কেননা সন্তানটি উয়াইমিরের ঔরষজাত ছিল না, বরং ছিল মহিলার অন্য পুরুষের সাথে অবৈধ মিলনের ফসল)।

অনুচ্ছেদ :

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . (النور ٧)

"আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর লা'নত হোক, যদি সে (উত্থাপিত অভিযোগে) মি থ্যাবাদী হয়।"

৪৩৮৫ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

৪৩৮৫. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর কাছে আসল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! ধরে নিন যে, এক ব্যক্তি ভিন্ন এক ব্যক্তিকে তার নিজ স্ত্রীর সাথে দেখতে পেল। সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে (কিসাসের মাধ্যমে, হত্যাকারীকে) আপনারা হত্যা করতে পারেন অথবা তার (এ ক্ষেত্রে) কি করা উচিত? অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে 'লেয়ান' সম্পর্কীয় উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেন : "তুমি ও তোমার স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।" সুতরাং তারা (উভয়) 'লেয়ান' করল এবং আমি তখন উপস্থিত ছিলাম এবং লোকটি তখন তার (সেই) স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সুতরাং এরপরে যারাই এ ধরনের পারস্পরিক 'লেয়ানের' ঘটনায় জড়িত হলো তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া রেওয়াজে পরিণত হলো। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলো এবং লোকটি এ গর্ভের ব্যাপারে তার দায়িত্ব অস্বীকার করল। সুতরাং ভূমিষ্ট সন্তানটি (পরবর্তীকালে) মহিলার সন্তান হিসেবে নির্ধারিত ও পরিচিত হলো। এরপরে এটা রেওয়াজে পরিণত হলো যে, এ ধরনের সন্তানের দায়িত্ব তার মা'র ওপরেই বর্তাবে এবং সে তার মা'র উত্তরাধিকার হবে এবং তার সম্পত্তিতেই আল্লাহর নির্ধারিত অংশ পাবে, যা তার (মহিলার) জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ :

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

"আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।"

٤٣٨٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ

مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ
وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا
تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا
إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا
تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ
السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ.

৪৩৮৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হিলাল ইবনে উমাইয়া তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শুরাইক ইবনে সাহমার সাথে অবৈধ যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ আনেন এবং নবী (সঃ)-এর দরবারে অভিযোগ দায়ের করেন। নবী (সঃ) (হিলালকে) বললেন ঃ "হয়ত তুমি প্রমাণ (চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী) উপস্থিত করো অন্যথায় আইনগত শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে।" হিলাল বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর ওপরে অন্য একজন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে প্রমাণ তালাশ করবে?" নবী (সঃ) বলতে থাকলেন ঃ "হয়ত তুমি সাক্ষী হাযির করো অন্যথায় তুমি তোমার পিঠে আইনগত শাস্তি গ্রহণ করো।" তখন হিলাল বললেন ঃ "ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্য কথা বলছি এবং আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আপনার কাছে (অহী) নাযিল করবেন যা আমার পিঠকে আইনগত শাস্তি থেকে বাঁচাবে।" অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁর (নবীর) কাছে নাযিল করলেন ঃ "আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে, আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, আর পঞ্চমবার বলবে ঃ তার ওপর আল্লাহর লা'নত হোক, যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যা-বাদী হয়। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, এ দাসীর ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক, যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।"

নবী (সঃ) তিলাওয়াত করতে থাকলেন এবং যখন তিনি 'যদি (মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী) সে সত্যবাদী হয়।' পর্যন্ত পৌঁছলেন, নবী (সঃ) স্থানত্যাগ করলেন এবং মহিলাকে আনার জন্য পাঠালেন; হিলাল গেলেন এবং মহিলাকে নিয়ে আসলেন এবং (তার আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে) শপথ করলেন। নবী (সঃ) বলতে থাকলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কি তওবা করবে?" অতঃপর স্ত্রীলোকটি উঠল এবং কসম খেতে শুরু করল। পঞ্চমবারের কসমের পূর্বে লোকেরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ঃ এটা (পঞ্চমবারের শপথ) তোমার ওপর আযাব নাযিল হওয়া ওয়াযিব করে দেবে (যদি তুমি দোষী হও)। ইবনে আব্বাস বলেন, এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি কিছু সময় (শপথ নিতে) বিলম্ব করল ও ইতস্ততঃ

করতে থাকল। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, সে বুঝি তার অপরাধের অস্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে চায় (অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করতে চায়)। কিন্তু পরে সে বলল : 'আমি চিরকালের জন্য আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না।' এ কথা বলেই পঞ্চমবার কসম করে বসল। নবী (সঃ) অতঃপর বললেন : তার দিকে লক্ষ্য রাখ, যদি সে (নবজাতক) কালো চোখবিশিষ্ট এবং বড় পাছাওয়ালা এবং মোটা ঠ্যাং (পায়ের সম্মুখভাগ) বিশিষ্ট হয়, তবে সে শুরাইক ইবনে শাহামার সন্তান।" পরবর্তীকালে সে (মহিলা) ঐ বর্ণনা মোতাবেক একটি সন্তান প্রসব করল। তখন নবী (সঃ) বললেন : "যদি তার মোকদ্দমাটি আল্লাহর আইন দ্বারা নিষ্পত্তি না হতো, তাহলে আমি তাকে মারাত্মক শাস্তি দিতাম।"

অনুচ্ছেদ :

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে (অভিযোগ উত্থাপনকারী) সত্যবাদী হলে তার (মহিলার) ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক।"

٤٣٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمٰى امْرَأَتَهُ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللّٰهُ ثُمَّ قَضٰى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ۔

৪৩৮৭. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং মহিলার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে। রসূল (সঃ) তাদের উভয়কে 'লেয়ান' করার নির্দেশ দেন যেরূপ আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তারা উভয়ে লেয়ান করে। অতঃপর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, সন্তান হবে তার মায়ের এবং তিনি 'লেয়ান'-কারীদ্বয়ের মধ্যে তালাক বা বিচ্ছেদের ফয়সালা জারী করেন।

অনুচ্ছেদ :

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"যেসব লোক এ মিথ্যে অভিযোগ রচনা করে দিয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটাও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (এ ব্যাপারে) যে লোক যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বে বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে।" আফ্‌ফাকুন মানে মিথ্যাবাদী।

٤٣٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ

৪৩৮৮. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : "আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে" সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।

অনুবাদ :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ
هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ. لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

"তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই কেন বলে দিলে না, এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ অতি মহান ও পবিত্র। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।"

'সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে)চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক।'

٤٣٨٩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ
أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجِيْ وَأُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى إِذَا
فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ
قَافِلِيْنَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ
الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِيْ أَقْبَلْتُ إِلٰى رَحْلِيْ فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ
قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ وَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ
كَانُوْا يَرْحَلُوْنَ لِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِيَ الَّذِيْ كُنْتُ
رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ
اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ
الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ
وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ
بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِيَ الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ
سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ

عَيْنِيْ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ
وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِيْ
فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَآنِيْ وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ
حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ وَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِيْ كَلِمَةً
وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى
يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا
مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلَّى الْإِفْكَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ السَّلُوْلِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ
شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَ
هُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّيْ لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ
كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِيْنَ أَشْتَكِيْ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ
ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِيْ يَرِيْبُنِيْ وَلَا أَشْعُرُ
بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ فَخَرَجَتْ مَعِيْ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ
وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ
الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ
الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا فَانْطَلَقْتُ
أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِيْ رُهْمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ
عَامِرٍ خَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا
وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا
فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا
قَالَتْ أَيْ هَنْتَاهْ أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا
فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِيْ
وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ آتِيَ

أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن
لي رسول الله ﷺ فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس
قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها قالت فقلت سبحان
الله أو لقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى
أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا
رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث
الوحي يستأمرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار
على رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم
في نفسه من الود فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا وأما
علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها
كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله ﷺ
بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة لا و
الذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله
فقام رسول الله ﷺ فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي
ابن سلول قالت فقال رسول الله ﷺ وهو على المنبر يا معشر المسلمين
من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت
من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان
يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول
الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن
عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن

احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا
تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال
لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل
عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا
ورسول الله ﷺ قائم على المنبر فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم
حتى سكتوا وسكت قالت فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع
ولا أكتحل بنوم قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين
ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي
قالت فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة
من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبينا نحن على ذلك
دخل علينا رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي
منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني
قالت فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك
الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت
فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة
فقلت لأبي أجب رسول الله ﷺ فيما قال قال والله ما أدري ما أقول
لرسول الله ﷺ فقلت لأمي أجيبي رسول الله ﷺ قالت ما أدري
ما أقول لرسول الله ﷺ قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن
لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت
لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن

اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ
لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَأَنَا
حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ
أَظُنُّ أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ
مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ
اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي بِهَا قَالَتْ فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ
يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ
وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا
سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلُ
كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ فَقَالَتْ أُمِّي قُومِي
إِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَنْزَلَ اللهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْعَشْرَ الْآيَاتِ
كُلَّهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ
يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى
مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا
يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَ
الْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
بَلَى وَاللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي
كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي

فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ وَرَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحْمِيْ
سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ
مِنْ أَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ
لَهَا فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ.

৪৩৮৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'রসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি সফরে বের হতেন, তখন 'কোরয়ার' সাহায্যে ফয়সালা করতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবে। (বনী মুস্তালিক) যুদ্ধের সময় এ 'কোরয়া' ব্যবহারে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে গমন করি, এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পর-বর্তীকালের ঘটনা। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওয়ানা হবার সময় আমি আমার নিজের 'হাওদাজে' (পালকীর মতো) বসে যেতাম। (এবং তা উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হতো)। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে যখন আমরা মদীনার নিকট পেঁ ছি এবং কিছু সময় সেখানে অবস্থান করার পরে রাতেই সেখান থেকে রওয়ানা করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিলেন। যখন বাহিনীকে বাড়ী ফেরার সফরের নির্দেশ দেয়া হলো, আমি ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে সৈন্যদের (ছাউনি) ছেড়ে বাইরে গেলাম। আমি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে আমার 'হাওদাজে' ফিরে এলাম। কিন্তু এ কি আমার জাজ' আজফার নির্মিত গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমি তা খুঁজতে গেলাম এবং আমি পেছনে রয়ে গেলাম। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওয়ানা হবার সময় আমি আমার নিজের হাওদাজে বসে যেতাম এবং লোকেরা তা উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। তারা এসে আমার 'হাওদাজ' উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিল, যাতে আমি বসা থাকতাম, তারা মনে করল যে, আমি তাতে বসা আছি। এ সময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হাল্কা এবং কম ওজন-বিশিষ্ট। তখন এমনিতেই আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা এবং হাল্কা সুতরাং লোকেরা 'হাওদাজ' উঠাবার সময় আমি আছি কি না তা অনুভবই করতে পারেনি। তারা অজ্ঞাত স্থানে উট হাঁকিয়ে রওয়ানা করে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, সেখানে কাউকে পেলাম না। আমি চিন্তা করলাম, যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে পাবে না, তখন তারা আমাকে তালাশ করতে ফিরে আসবে। আমি নিজ জায়গায় বসে পড়লাম, আমাকে নিদ্রায় পেয়ে বসল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আস্-সুলাইমী আয্-যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিল। সে রাতের শেষভাগে রওয়ানা করে সকালবেলা আমার অবস্থানে এসে পেঁছিল এবং একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সে আমার নিকটে আসল এবং দেখে আমাকে চিনতে পারল, কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল। তার 'ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না-ইলাইহে রাজেউন', উচ্চারণ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, যা সে আমাকে চিনতে পেরে (বিস্ময়ের) সাথে বলেছিল। আমি আমার চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম, সে 'ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্নাইলাইহে রাজেউন' ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করল না এমনকি তার উষ্ট্রী এনে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল ও সামনের দু'পা নুইয়ে দিল এবং আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন ছাফওয়ান রওয়ানা করল এবং উটের লাগাম ধরে হেঁটে চলল। যে উট আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছিল, যতক্ষণ না আমরা সৈন্যদের নিকট গিয়ে পেঁছিলাম, যে সময় তারা মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড গরমের কারণে বিশ্রাম নিচ্ছিল। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হলো)। আর যারা এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে প্রস্তুত তারা লিপ্ত হলো। যারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিন সালুলই ছিল সকলের অপেক্ষা অগ্রসর। সে 'হুস,

ইফ্কের (মিথ্যা দোষারোপের) নেতা। এরপরে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং আমি (দীর্ঘ এক মাসের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম, এ সময় ইফ্কে অংশগ্রহণকারীরা মিথ্যা দোষারোপের খবর জনগণের কাছে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি এ সবের কিছুই জানতে পারিনি। একটা জিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল, তা হচ্ছে এই যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ রসূলে করীম (সঃ) যে রকম মমতা দেখাতেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন মমতা দেখাচ্ছেন না। রসূল (সঃ) আমার কাছে আসেতন, সালাম করতেন অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, "সে এখন কেমন আছে?" এরপরে চলে যেতেন। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়ত, কিন্তু আমি রোগ থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এ সমস্ত মিথ্যা দুর্নাম রটনার কিছুই জানতে পারিনি। একদা উম্মে মিসতাহর সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য 'আল-মানাসি' নামক স্থানে গেলাম। যেখানে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াসম্পন্ন করতাম। তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং এক রাতের বেলা থেকে পুনরায় রাত পর্যন্ত আমরা বাইরে বের হতাম না। এবং অভ্যাসটা ছিল অনেকটা প্রাচীন আরবদের ন্যায় (মরুভূমি বা তাঁবুর ভেতরে) পাত্রের মধ্যে মল ত্যাগ করা, কেননা আমরা এটাকে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে পাত্রে মলত্যাগ করাকে ঝামেলার এবং ক্ষতির ব্যাপার বলে মনে করতাম। সুতরাং আমি উম্মে মিসতাহর সাথে বাইরে গেলাম। সে ছিল আবি রুহম বিন আব্দে মানাফের কন্যা আর তার মা ছিল সাখর বিন আমিরের কন্যা এবং এ ব্যক্তি ছিল আবু বকরের খালু আর তার পুত্র ছিল মিসতাহ ইবনে উসাসাহ্। যখন আমরা আমাদের কাজ সমাধা করলাম, উম্মে মিসতাহ এবং আমি আমাদের ঘরের কাছে ফিরে এলাম। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ আঘাত পেলো এবং সহসা তার মুখ থেকে বেরুল ঃ মিসতাহ ধ্বংস হোক! আমি তাকে বললাম, তুমি কি ধরনের খারাপ কথা উচ্চারণ করলে! তুমি এমন একটি লোককে গালি দিচ্ছ যে, বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে! সে বলল, "হাঁ হতোস্মি তুমি কোথায়? তুমি শোননি সে কি বলছে?" আমি বললাম ঃ "সে কি বলেছে?" তখন সে ইফ্কের (মিথ্যা দুর্নাম রটনার) ঘটনা যা এর রটনা-কারীরা বলে বেড়াচ্ছে খুলে বলল, যা আমার অসুখ আরো বাড়িয়ে দিল। যখন আমি ঘরে ফিরে এলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন। এবং সালাম করার পরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে কেমন আছে?" আমি বললাম ঃ "আপনি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যেতে অনুমতি দিবেন?" তখন আমি তাদের কাছ থেকে এ খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে গেলাম এবং মাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আম্মা! লোকেরা এসব কি বলাবলি করছে?" আমার আম্মা বললেন ঃ "কন্যা, এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! এমন কোন সুন্দরী মহিলা নেই, যাকে তার স্বামী ভালবাসে এবং যার অন্য স্ত্রীরা তার খুঁত বের করার চেষ্টা করে না এমন ঘটনা খুবই কম।" আমি বললাম ঃ "সুবহানাল্লাহ! সত্যই কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে?" সে রাত আমি ভোর পর্যন্ত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। না কখনও আমি কান্না থামাতে পেরেছি, না ঘুমাতে পেরেছি। এমনকি ভোরের সূর্য উদয় হয়েছে এবং তখনও আমি কাঁদছি। যখন অহী বিলম্বিত হলো, রসূল (সঃ) আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডাকলেন। উসামা ইবনে যায়েদ রসূল (সঃ)-কে তাঁর স্ত্রীর নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে যা জানে তাই বলল এবং তার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে, তাও উল্লেখ করল। সে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার স্ত্রী এবং তার মধ্যে ভাল ছাড়া মন্দ কখনও কিছু দেখতে পাইনি।" কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব বললেন ঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি, এবং আমাদের সমাজে সে ছাড়া অসংখ্য মেয়েলোক রয়েছে। আর প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে (তার) দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।" আয়েশা (রাঃ) আরো বলেছেন ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বারীরাকে ডাকলেন, এবং বললেন ঃ "হে বারীরা, তুমি কি কখনও এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে?" বারীরা

বলল : আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ (নবী হিসেবে) পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। তবে দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, সে কখনও পরিবারের আটা অরক্ষিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ত আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলত। অতঃপর নবী (সঃ) উঠলেন এবং লোকদের সামনে (ভাষণ দিলেন) এবং কোন একজনকে বললেন যে, কে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের বিরুদ্ধে (এই মিথ্যা দুর্নাম রটানোর জন্য) প্রতিশোধ নিতে পারে? রসূল (সঃ) মিম্বারে বসা থাকাকালীন বললেন : "হে মুসলমানেরা! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে, আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে; তার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে? আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে ভাল ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি, এবং লোকেরা এমন একটি লোককে দোষী করেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে আসেনি।" এ কথা শুনে সায়াদ ইবনে মুয়ায আল আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন : "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! অভিযোগকারী যদি আওস গোত্রের লোক হয় তা থেকে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব, তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করব। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ কবীলার লোক হয়, তবে আপনি যা বলবেন তাই করব।" এ কথা শুনে সায়াদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রধান, তিনি এ ঘটনার পূর্বে একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এ সময় তিনি স্বীয় গোত্রের সার্থে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি সায়াদ (ইবনে মুয়ায)-কে বললেন, "অবিনশ্বর আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করবে না এবং তুমি কখনও তাকে হত্যা করতে পারবে না।" এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে উসাইদ ইবনে হুদাইর, সায়াদের চাচাতো ভাই দাঁড়াল এবং সায়াদ ইবনে উবাদাকে বলল : "তুমি একজন মিথ্যাবাদী! চিরন্তন আল্লাহর কসম! আমরা নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করব। তুমি মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষ সমর্থন করছ।" সুতরাং আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এমনকি তারা লড়াইতে পরস্পর লিপ্ত হওয়ার উপক্রম করল। অথচ আল্লাহর নবী তখনও মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকলেন এবং তারা শান্ত হলো ও চুপ করল। তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন যে, সেদিন আমি দিনভর কাঁদতেই থাকলাম, না আমার চোখের কান্না থামল না আমি নিদ্রা যেতে পারলাম। প্রত্যুষে আমার পিতামাতা আমার কাছে ছিলেন এবং আমি দু'রাত ও দু'দিন একনাগাড়ে কোন ঘুম-নিদ্রা ছাড়া কাঁদতেই ছিলাম, তারা ভাবলেন যে, অতিরিক্ত কান্নার ফলে আমার কলজে ফেটে যাবে। যখন তারা আমার সাথে ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, জনৈকা আনসারী মহিলা আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম, এবং সে বসেই আমার সাথে কান্না জুড়ে দিল। যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং ছালাম করে আসনগ্রহণ করলেন। এ সমস্ত অপবাদ যখন রটাচ্ছিলো তখন থেকে তিনি কখনও আমার নিকট বসেন নাই। এ দীর্ঘ এক মাস তিনি অপেক্ষা করেছেন অথচ আমার ব্যাপারে কোন অহী নাযিল হয়নি। রসূল (সঃ) আমার নিকট বসার পরে তাশাহুদ পাঠ করলেন (কলেমায়ে শাহাদৎ) তারপর বললেন : "আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার নিকট পৌঁছেছে, তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, তওবা করো। কেননা বান্দা যখন নিজের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।" যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যেন একফোঁটা পানিও সেখানে নেই। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিন, যা কিছু তিনি বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝি না, রসূল (সঃ)-কে কি জবাব দেব। তখন আমি আমার

মাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন ঃ আমি বুঝি না রসূলে (সঃ)-কে কি জবাব দেব। তখনও আমি বয়সে বালিকা মাত্র এবং আমার কোরআনের জ্ঞানও ছিল অল্প, তবুও আমি বললাম ঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি আপনারা এ কাহিনী (ইফ্‌ক বা মিথ্যা দুর্নাম) শুনেছেন, অমনি তা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে এবং বিশ্বাস করে বসেছেন। সুতরাং এখন আমি যদি বলি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা স্বীকার করে নেই, যা আমি আদৌ করিনি—এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি দোষের কোন কাজ করিনি এবং আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার [ইয়াকুব (আঃ)] উদাহরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমার জন্য একমাত্র সবর-এখতিয়ার করাই উপযুক্ত, যা তোমরা আমাকে বলছ এ ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা উচিত।" এ কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং সে সময় আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! তখন এ ধারণা আমার মনে কখনও আসেনি যে, আল্লাহ আমার সপক্ষে 'অহী' নাযিল করবেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে। কেননা আমি নিজেকে কখনও এতো সৌভাগ্যবতী মনে করিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কিছু বলবেন এবং তা তিলাওয়াত হতে থাকবে। বরং আমি মনে করেছিলাম যে, হয়ত রসূল (সঃ) কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! নবী (সঃ) তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি এবং আর কেউ তখনও ঘর ছেড়ে বের হন নাই; এমন সময় রসূল (সঃ)-এর কাছে 'অহী' নাযিল হলো। এবং রসূল (সঃ) অহী নাযিলকালীন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন, যা সর্বদা অহী নাযিলের সময় হতো। এমনকি যদিও এ সময়টা ছিল কঠিন শীতকাল, তবুও তাঁর দেহ থেকে মুক্তার মতো ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছিল। এবং এটা ছিল আল্লাহর বাণীর কঠিন বোঝা, যা তাঁর ওপরে নাযিল হচ্ছিল তার ফল। যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে অহীকালীন অবস্থা শেষ হলো তাঁকে উৎফুল্লচিত্ত দেখা গেল। হাসি সহকারে সর্বপ্রথম যে বাক্যটি তিনি বললেন, তা ছিল এই ঃ "হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়েছেন।" আমার মা আমাকে বললেন ঃ ওঠ এবং দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। আমি বললাম ঃ "না, আমি দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করব না। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করলেনঃ "যে সকল লোক এ মিথ্যা অপবাদ রচনা করে নিয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে! যে লোক ঐ ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে। তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না কেন? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ হচ্ছে সুস্পষ্ট রূপে মিথ্যা অপবাদ? সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিসেবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত। (একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কতো বড় ভুলই না করেছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা ওটাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অনেক বড় কথা। এটা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, "এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না।

আল্লাহ্ মহান ও পাক-পবিত্র। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।" আল্লাহ তোমাদেরকে নছিহত করেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী। যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ-ই জানেন, তোমরা জানো না। আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা খুবই নিকৃষ্ট দেখাতো) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও করুণাময়।"

যখন আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ (আয়াতসমূহ) নাযিল করলেন। আবু বকর সিদ্দীক, যিনি মিসতাহ্ ইবনে উসামাকে ভরণপোষণ সরবরাহ করতেন। উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয়তার খাতিরে এবং তার দারিদ্র্যের কারণে, বললেন: আল্লাহর কসম! মিসতাহ্ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, তার কারণে তাকে ভবিষ্যতে কিছুই দেব না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আবু বকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বললেন: "আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।"

এ অনুযায়ী তিনি আবার মিসতাহ্‌র সাহায্য চালু করে দিলেন, যা পূর্বে তিনি দিচ্ছিলেন এবং বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি কখনও তার এ সাহায্য বন্ধ করব না।"

রসূল (সঃ) যয়নব বিনতে জাহাসকেও আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "হে জয়নব! তুমি কি জেনেছ এবং কি দেখেছ?" সে উত্তর দিল: "হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ-কানকে রক্ষা করি (মিথ্যা বলা থেকে) আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। (আয়েশা) বলেন: রসূল (সঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে জয়নব আমার সমকক্ষ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরহেজগারীর কারণে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর বোন হামনা, তাঁর পক্ষ থেকে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেও বরবাদ হয়ে যায়, যেরূপ অন্যান্য দুর্নাম রটনাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিসেবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত।"

٤٣٩٠ ـ عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا.

৪৩৯০. আয়েশা (রাঃ)-এর মা উম্মে রূমান বর্ণনা করেছেন : "যখন আয়েশাকে (মিথ্যা অভিযোগে) অভিযুক্ত করা হলো তখন সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

"যখন তোমরা এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না; তোমরা ওটাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অনেক বড় কথা।"

٤٣٩١ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

৪৩৯১. ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে পাঠ করতে শুনেছি : "যখন তোমরা একটি মিথ্যা আবিষ্কার করলে (এবং এটাকে) এক মুখ থেকে অন্য মুখে বহন করলে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

"এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ পাক-পবিত্র ও মহান। এটা তো একটা বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।"

٤٣٩٢ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ قَالَتْ أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ قَالَتِ ائْذَنُوا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتْ بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.

৪৩৯২. ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন, এ সময় তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ "আমি আশংকা করছি যে, তিনি অতিমাত্রায় আমার প্রশংসা করবেন।" তখন তাঁর (আয়েশার) কাছে বলা হলো : "তিনি হচ্ছেন রসূ-

লুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান।" অতঃপর তিনি বললেন : "তাঁকে আসার অনুমতি দাও।" তিনি প্রবেশ করে বললেন : "আপনি কেমন আছেন?" তিনি উত্তর দিলেন : "আমি ভাল আছি, যদি আমি (আল্লাহকে) ভয় করি।" (ইবনে আব্বাস) বললেন : "ইনশাল্লাহ আপনি ভাল আছেন, যেহেতু আপনি রসূল (সঃ)-এর সহধর্মিনী এবং তিনি আপনাকে ব্যতীত আর কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি এবং আপনার নির্দোষিতা আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল।" অতঃপর ইবনে যুবাইর প্রবেশ করলেন এবং আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন : "ইবনে আব্বাস আমার কাছে এসেছিল এবং আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে; কিন্তু আমি চাই যে, আমি যেন বিস্মৃত হয়ে যাই।"

٤٣٩٣ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اِسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَسْيًا مَنْسِيًّا.

৪৩৯৩. কাসেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন; এরপরে কাসেম পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে "আমি যেন বিস্মৃত হয়ে যাই" কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদেরকে নছিহত করেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা কখনো এরূপ কাজ আর না করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"

٤٣٩٤ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ أَتَأْذَنِيْنَ لِهٰذَا قَالَتْ أَوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِيْ ذِهَابَ بَصَرِهٖ فَقَالَ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ. قَالَتْ لٰكِنْ أَنْتَ.

৪৩৯৪. মাসরূক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হাস্সান ইবনে সাবেত এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আমি বললাম : "এ ধরনের একটি লোককে আপনি কি করে আসার অনুমতি দিতে পারেন?" তিনি (আয়েশা) বললেন : "সে কঠিন শাস্তি ভোগ করেনি? (অধঃস্তন রাবী) সুফিয়ান বলেন যে, এর দ্বারা তার (হাস্সানের) দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। হাসান এ প্রেক্ষিতে কবিতার নিম্ন পংক্তি দু'টি বলল : এক সতীসাধ্বী, খোদাভীরু মহিলা, যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগতেই পারে না। তিনি কখনও সতীত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী মহিলাদের ব্যাপারে তাদের অগোচরে আলোচনা করেন না।

এ কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন : "তবে তুমি (সে রকম নও)।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و يبين الله لكم الايات و الله عليم حكيم

"আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকুশলী।"

٤٣٩٥ - عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ . وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعْ مِثْلَ هٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَقَالَتْ وَاَيُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪৩৯৫. মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্‌সান ইবনে সাবেত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসল এবং নিম্নলিখিত কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করল:

"এক সতীসাধ্বী খোদাভীরু মহিলা, যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগতে পারে না। তিনি কখনও সতীত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী মহিলাদের অগোচরে তাদের বিষয় আলোচনা করেন না।" আয়েশা (রাঃ) বললেন: "কিন্তু তুমি নও।" আমি (তাঁকে) বললাম: আপনি এমন একজন লোককে কেন আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেছেন: "আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে, তার জন্য তো বড় আযাব রয়েছে।"

তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বললেন: "অন্ধত্বের চেয়ে বড় আযাব আর কি আছে?" তিনি আরো বললেন: "সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে (কাফেরদের) প্রতিবাদ করেছে।"

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ . فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . وَلَا يَأْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম না থাকত (তাহলে এ যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা নিকৃষ্ট পরিণাম দেখাত) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান, করুণাময়। তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত। মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে,

আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন? আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: "যখন আমার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল (ইফকের ঘটনা) এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম, রসূল (সঃ) (মিম্বরের ওপরে) দাঁড়ালেন এবং লোকদের সামনে খুৎবা (ভাষণ) দিলেন। তিনি (সর্বপ্রথম) কলেমা শাহাদত পাঠ করলেন অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা ও গুণগান) বর্ণনা করলেন, যে পরিমাণ হাম্‌দ ও সানার তিনি যোগ্য। এরপরে লোকদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন: "হে জনমণ্ডলী! যারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা দুর্নাম রটনা করেছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত দাও। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে কোন কিছু খারাপ জানি না। আল্লাহর কসম! তারা তার সাথে এমন এক ব্যক্তিকে জড়িত করেছে, যার সম্পর্কে আমি কখনও মন্দ কিছু জানি না এবং সে আমার উপস্থিতি ব্যতীত কখনও (একা) আমার ঘরে প্রবেশ করেনি। এবং আমি যখনই কোন সফরে বেরিয়েছি, সেও আমার সাথে সফরে বেরিয়েছে।" (ভাষণ শেষে) সায়াদ ইবনে মুয়ায দাঁড়িয়ে বলল: "ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)! আমাকে তাদের শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন।" এ সময় বনী খাযরাজ গোত্রের (সায়াদ ইবনে উবাদার পাশের) জনৈক ব্যক্তি যার সাথে (কবি) হাস্‌সান ইবনে সাবেতের মাতার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—সে দাঁড়াল এবং (সায়াদ ইবনে মুয়াযকে লক্ষ্য করে) বলল: "তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। আল্লাহর কসম। যদি ঐ (দোষী) ব্যক্তিরা আওস গোত্রের লোক হতো, তাহলে তুমি তাদের ঘাড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে চাইতে না।" (বাদানুবাদের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায় উপনীত হলো) যে, উভয় গোত্রের মধ্যে মসজিদের মধ্যেই একটা খারাপ কিছু ঘটবার আশংকা দেখা দিল, এবং আমি এসব সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। সেদিন বিকেলে আমি আমার কিছু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাইরে গেলাম এবং উম্মে মিসতাহ আমার সংগে ছিল। ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ হোঁচট খেয়ে পড়ল এবং বলল: "মিসতাহ ধ্বংস হোক!" আমি বললাম: "হে (সন্তানের) মা! তুমি কেন নিজ পুত্রকে গালি দিচ্ছ? এ কথা শুনে উম্মে মিসতাহ কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয়বার হোঁচট খেয়ে সে বলল: "মিসতাহ ধ্বংস হোক।" আমি তাকে বললাম: "তুমি তোমার পুত্রকে গালি দিচ্ছ কেন?" সে পুনরায় তৃতীয়বারের মত হোঁচট খেয়ে বলল: "মিস্‌তা ধ্বংস হোক!" এ জন্য আমি তাকে ভর্ৎসনা করলাম। সে বলল: "আল্লাহর কসম! আমি তাকে তোমার ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভর্ৎসনা করিনি।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: "আমার কোন ব্যাপার?" তখন সে আমার কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। আমি বললাম: "সত্যই কি এরূপ ঘটেছে?" সে বলল: "আল্লাহর কসম! হাঁ।" এরপরে আমি তাজ্জব হয়ে নিজ ঘরে ফিরলাম এবং আমি এ কথা ভুলেই গেলাম যে, কি প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। এরপরে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম: "আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিন।" সুতরাং তিনি একজন ভৃত্যকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন (আমার মা) উম্মে রুমানকে নীচতলায় পেলাম, (আমার পিতা) আবু বকর ওপরের তলায় কিছু আবৃত্তি করছিলেন। আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে (আমার) কন্যা! কি ব্যাপার তোমাকে (আমাদের বাড়ীতে) এনেছে?" আমি তাকে খবর দিলাম এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম, কিন্তু তিনি এটা সেভাবে উপলব্ধি করলেন না, যেভাবে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তিনি বললেন: 'এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করো, কেননা এমন কোন সুন্দরী মহিলা নেই, যার স্বামী তাকে ভালবাসে এবং তার আরো স্ত্রী রয়েছে কিন্তু তারা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না এবং তার বদনাম করে বেড়ায় না এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। কিন্তু সংবাদটির (ভয়াবহতা) তিনি উপলব্ধি করলেন না যেভাবে আমি করলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করলাম: "আমার পিতা কি এ সম্পর্কে জানেন?" তিনি উত্তর দিলেন: হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম: "রসূল (সঃ)-ও কি এ বিষয় জানেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "হাঁ, আল্লাহর রসূল (সঃ)-ও এ কথা জানেন।" সুতরাং পানিতে আমার চোখ ভরে গেল এবং

কাঁদলাম। আবু বকর (রাঃ) যিনি ওপরে বসে পড়ছিলেন, আমার শব্দ শুনে নীচে নেমে আসলেন এবং আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন : "তার (আয়েশার) কি হয়েছে?" তিনি বললেন : তার সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে, তা সে শুনেছে।" এ কথা শুনে আবু বকরও কাঁদলেন এবং বললেন : "হে কন্যা! আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য মিনতি করছি।" আমি আবার নিজ ঘরে ফিরে গেলাম আর রসূল (সঃ) আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার মহিলা পরিচারিকাকে আমার (চরিত্র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা পরিচারিকা বললো : "আল্লাহর কসম! আমি তার চরিত্রের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিনি, শুধুমাত্র তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছি এবং বকরী এসে ঘরে ঢুকে আটা খেয়ে ফেলত।" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কতিপয় সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বলল : "রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলো।" অবশেষে তারা তার কাছে (ইফকের) সব ঘটনা খুলে বলল। এ কথা শুনে সে বলল : "সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না তবে স্বর্ণকার তার একটুকরা খাঁটি স্বর্ণের (খাঁটি হওয়ার) বিষয় যা জানে, আমিও শুধু তাই জানি।" অতঃপর এ খবর ঐ ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল, যে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সে বলল : "সুবহানাল্লাহ! আমি কখনও কোন মহিলার গোপনাঙ্গ উন্মুক্ত করিনি।" আয়েশা বলেন : পরবর্তীকালে এ লোকটি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেন। তিনি বলেন : পরদিন সকালে আমার পিতামাতা আমাকে দেখতে আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসা পর্যন্ত তাঁরা আমার নিকট অবস্থান করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আছরের নামায শেষে আমার কাছে আসলেন। রসূল (সঃ) যখন আমার কাছে আসলেন, সে সময় আমার ডানে ও বাঁয়ে আমার পিতামাতা বসাছিলেন। তিনি [রসূল (সঃ)] সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন : "হে আয়েশা! অতঃপর যদি তুমি কোন অন্যায় করে থাক অথবা ভুল করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।" জনৈকা আনসারী মহিলা এসেছিল এবং দরওয়াযার নিকট বসাছিল। আমি তাঁকে [রসূল (সঃ)-কে] বললাম : "অন্য একজন মহিলার উপস্থিতিতে এরূপ কথা বলা কি অশোভন নয়?" অতঃপর রসূল (সঃ) আমাকে নছিহত করলেন। আমি আমার পিতার দিকে ফিরলাম এবং তাকে (আমার পক্ষ থেকে) তাঁর কথার প্রতিউত্তর দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার পিতা বললেন : "আমি কি বলব?" অতঃপর আমি আমার মা'র দিকে ফিরলাম এবং তাকে তাঁর কথার উত্তর দিতে বললাম। তিনিও বললেন : "আমি কি বলব?" যখন আমার মাতাপিতা রসূল (সঃ)-এর (কথার) জবাব দিলেন না, তখন আমি বললাম : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং রসূল (সঃ) তাঁর রসূল। আল্লাহ যেরূপ হামদ, সানা পাওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ হামদ-সানার পর আমি বললাম : অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে, আমি এ ধরনের (জঘন্য নিকৃষ্ট) কাজ করিনি এবং আল্লাহ-ই ভাল জানেন যে, আমি সত্য কথা বলছি, তাহলে আপনাদের কাছে আমার কথা কোন কাজে আসবে না। কেননা আপনারা এ কথা বলাবলি করেছেন এবং আপনাদের হৃদয়ে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি এ অপরাধ করেছি এবং আল্লাহ ভাল জানেন যে, আমি এসব করিনি। তাহলে আপনারা বলবেন যে, সে অপরাধ স্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার জন্য ইউসুফের পিতার [তখন আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর নাম স্মরণ করতে পারছিলাম না] উদাহরণ ব্যতীত সুন্দর উপমা খুঁজে পাচ্ছি না, যখন তিনি বললেন : "তোমরা যা বলছ, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য ছবর-এখতিয়ার করাই সর্বোত্তম এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা যায়।" ঠিক সে মুহূর্তে রসূলুল্লাহর কাছে অহী নাযিল হতে থাকল এবং আমরা সবাই চুপচাপ থাকলাম। যখন অহী নাযিল শেষ হলো, আমি রসূলের মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন দেখতে পেলাম, তিনি নিজ চেহারা থেকে (ঘাম) মুছে বলছিলেন : "হে আয়েশা,

তোমার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন।" এ সময় আমি ভয়ানক ক্রোধান্বিত ছিলাম। আমার পিতামাতা বললেন : "ওঠ এবং তাঁর কাছে যাও।" আমি বললাম : "আল্লাহর কসম! এ কাজ আমি করব না এবং তাকেও ধন্যবাদ দিব না এবং আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দিব না, কিন্তু আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। যিনি আমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন। আপনারা (এ কাহিনী) শুনেছেন, কিন্তু আপনারা তা অস্বীকার করেননি এবং (আমার সমর্থনে) বদলাতেও চেষ্টা করেননি।" আয়েশা (রাঃ) আরো বললেন : জয়নব বিনতে জাহাশকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন, এটা তার তাকওয়ার কারণেই। সুতরাং সে (আমার সম্পর্কে) ভাল ব্যতীত কোন (খারাপ) মন্তব্য করেনি, কিন্তু তার বোন হামনা বরবাদ হয়েছিল, অন্যান্য যারা বরবাদ হয়েছিল তাদের সাথে। যারা আমার সম্পর্কে (কুকথা) বলত, তারা ছিল মিসতাহ্, হাস্সান ইবনে সাবিত এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যে এই (মিথ্যা) খবর ছড়িয়ে বেড়াতো এবং অন্যদেরকেও ছড়াবার জন্য উস্কানি দিত এতে হামনার খুব বড় অংশ ছিল।" তিনি (আয়েশা) বলেন : আবু বকর (রাঃ) কসম খেলেন যে, তিনি কখনও মিসতাহ্কে কোনরূপ সাহায্য করবেন না, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন : "তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বলে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত, মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

(এ পরিপ্রেক্ষিতে) আবু বকর বললেন : হাঁ, আল্লাহর কসম! হে আমাদের রব! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর আবু বকর পুনরায় মিসতাহ্কে পূর্বের ন্যায় ভরণপোষণ সরবরাহ করা শুরু করলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و ليضربن بخمرهن على جيوبهن
"এবং তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে।"

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : "আল্লাহ তা'আলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করলে তারা তাদের সম্মুখস্থ বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলল।"

٣٩٦ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ اَخَذْنَ اُزُرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِيْ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

৪৩৯৬. সাফিয়া বিনতে শাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলতেন : "এ আয়াত নাযিল হলে, মহিলারা তাদের কোমরবন্ধের কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরা দিয়ে (ওড়না বানিয়ে) মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে।"

সূরা আল-ফোরকান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا۔

"যে সকল লোকদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে, তাদের অবস্থা হবে খুবই শোচনীয় আর তাদের পথ হবে মারাত্মক ধরনের ভ্রান্ত।"

٤٣٩٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِيْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهُ عَلٰى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا

৪৩৯৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল : "হে আল্লাহর রসূল! কাফেরদেরকে কি হাশরের দিন নিম্নমুখী করে একত্রিত করা হবে?" তিনি বললেন : "যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দু'পায়ের ওপর হাঁটাতে পারলেন তিনি কি হাশরের দিন তাকে নিম্নমুখী করে চালাতে সক্ষম নন?" কাতাদা (একজন অধঃস্তন রাবী) বলেছেন : হাঁ, আমাদের রবের ক্ষমতার শপথ! (তিনি এটা করতে সক্ষম)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا۔

"যারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে মা'বুদ বা ইলাহ (হিসেবে) ডাকে না, আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন জীবনকে কোন বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। আর যে কেউ এ কাজ করবে, সে তার (কৃত পাপের) প্রতিফল পাবে।" 'আসাম' অর্থ শাস্তি বা পরিণাম ও প্রতিফল।

٤٣٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَكْبَرُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ

ثُمَّ اَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ۔

৪৩১৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি (রাবীর সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন: যদিও এক আল্লাহ-ই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী করা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: "এরপর কোনটি?" তিনি উত্তর দিলেন: "এ ভয়ে তোমাদের সন্তান হত্যা করা যে, তারা তোমাদের খাদ্যে ভাগ বসাবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: "এরপর কোনটি?" তিনি উত্তর দিলেন: তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে অবৈধ যৌনক্রিয়ার লিপ্ত হওয়া।" অতঃপর রসূল (সঃ)-এর বাণীর সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হলো: "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ (বা ইলাহ) হিসেবে ডাকে না এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন জীবনকে (শরীয়তের) বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং যারা জেনা, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।"

٤٣٩٩۔ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِيْ بَزَّةَ اَنَّهٗ سَاَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ۔ وَالَّذِيْنَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ فَقَالَ سَعِيْدٌ قَرَاْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَاْتَهَا عَلَيَّ فَقَالَ هٰذِهٖ مَكِّيَّةٌ اُرَاهُ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ اَلَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ۔

৪৩১৯. কাসেম ইবনে আবু বায্যা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাঈদ ইবনে যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলেন: "যদি কেউ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে তার কি তওবার সুযোগ থাকে?" এর সাথে আমি তিলাওয়াত করলাম: "বৈধ কারণ ছাড়া কোন প্রাণকে হত্যা করো না।" সাঈদ বললেন: এ আয়াত যা তুমি আমার সামনে তিলাওয়াত করলে, আমিও ইবনে আব্বাসের সামনে তিলাওয়াত করেছিলাম। ইবনে আব্বাস বললেন: এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং সূরা নিসার আয়াত যা পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে—দ্বারা এ আয়াতটি মনসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।[৫২]

٤٣٠٠۔ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فِيْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ فِيْهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيْ اٰخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ۔

---

৫২. সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের হত্যাকারীকে তওবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ৭০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য। কিন্তু সূরা নিসায় আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে চিরদিন থাকবে। ৯৩ আয়াত দ্রষ্টব্য। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে সূরা নিসার আয়াত সূরা ফুরকানের আয়াতকে মনসূখ করেছে।

৪৪০০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুফার লোকেরা মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হলে আমি ইবনে আব্বাসের নিকট গেলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে (জিজ্ঞেস) করলাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন : "(সূরা নিসার) আয়াত ছিল সর্বশেষ—(নির্দেশ), যা এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল এবং কোন কিছুই তা মনসুখ বা বাতিল করেনি।"

٤٤٠١ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৪৪০১. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি ইবনে আব্বাসকে আল্লাহর (নিম্নোক্ত) বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম : "তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম।" তিনি (উত্তরে) বললেন : "তাঁর (মু'মিনকে হত্যাকারীর) কোন তওবা কবুল করা হবে না।" আমি তাকে (নিম্নোক্ত) আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম : "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকে না।" তিনি বললেন : "এ আয়াত জাহেলী যুগের মুশরিকদের সম্পর্কে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ـ

"হাশরের দিন তার আযাব হবে দ্বিগুণ, এবং সেখানে সে চিরস্থায়ী অভিশপ্ত জীবন-যাপন করবে।"

٤٤٠٢ - عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ اَبْزٰى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَقَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ حَتّٰى بَلَغَ اِلَّا مَنْ تَابَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّٰهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

৪৪০২. সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আবযা (রাঃ) বললেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে (নিম্নোক্ত) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো : "এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।" এছাড়াও আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী (সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) : "এবং তারা কাউকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, শুধুমাত্র সত্য (শরীয়তসম্মত) কারণ ব্যতীত.........তবে তাদের ব্যতীত, যারা তওবা করে এবং সৎ কাজ করে।"

অতঃপর আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : (এ আয়াত) নাযিল হলে মক্কার লোকেরা বলল : "আমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে সমকক্ষ করেছি, যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা তা হত্যা করেছি, এবং আমরা অবৈধ যৌন ব্যভিচার করেছি।" অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন : "তবে তাদের ব্যতীত যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে.........এবং আল্লাহ হচ্ছেন বড় ক্ষমাশীল এবং খুবই দয়াবান।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"তবে যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ বা সৎ কাজ করবে। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন খুব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

٤٤٠٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

৪৪০৩. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইবনে আবযা আমাকে নিম্নবর্ণিত আয়াত দু'টি সম্পর্কে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিলেন, (তম্মধ্যে প্রথমটি হলো) : "এবং যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে হত্যা করে।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এ আয়াতটি কোন কিছু মনসুখ করেনি। দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে : "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে ডাকে না।" তিনি বললেন : এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فسوف يكون لزاما هلكت
"অতঃপর ভয়াবহ যন্ত্রণা তোমাদের জন্য অবিরত চলতে থাকবে।" লিযামো অর্থ ধ্বংস।

٤٤٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَاكًا.

৪৪০৪. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : পাঁচটি (বিরাট ঘটনা) ঘটে গেছে, ধূম্র (দুর্ভিক্ষ), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), রোম (এর বিজয়), (শক্তিশালী) পাকড়াও এবং ধ্বংস যা ভবিষ্যতে ঘটবে।

সূরা আশ-শু'আরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ ولا تخزني يوم يبعثون
"আমাকে সেইদিন লাঞ্ছিত করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে।"
আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে কাতারা এবং গাবারা দ্বারা আচ্ছাদিত দেখতে পাবেন (অর্থাৎ কালো অন্ধকারময় চেহারাবিশিষ্ট)।

٤٤٠٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ أَنْ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

৪৪০৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাক্ষাত পাবেন এবং বলবেন, হে রাব্বুল আলামীন! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, হাশরের দিনে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ বলবেন ঃ "আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وانذر عشيرتك الاقربين - واخفض جناحك
"নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও এবং (ঈমানদার লোকদের মধ্যে) যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো।"

٤٤٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِيْ يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.

৪৪০৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (নিম্ন বর্ণিত) আয়াত ঃ "তুমি তোমার

নিকটাত্মীয়দেরকে হুঁশিয়ার করে দাও!" নাযিল হলে নবী (সঃ) ছাফা (পাহাড়ে) আরোহণ করলেন এবং বলতে আরম্ভ করলেন : "হে বনী ফিহির! হে বনী আদি!" কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের আহবান জানাতে থাকলেন, যতক্ষণ না তারা সকলে সমবেত হলো। যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারল না, তারা নিজেদের বার্তাবহ পাঠাল যাতে করে দেখতে পারে, সেখানে কি ঘটছে। আবু লাহাব এবং কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা আসল। নবী (সঃ) বললেন : "মনে করো, আমি তোমাদের বললাম যে, সেখানে (শত্রুদের) একটি অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তোমরা কি বিশ্বাস করবে?" তারা বলল : "হাঁ! কেননা আমরা তোমাকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে শুনিনি।" তখন তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : "আমি তোমাদের জন্য আগত ভয়াবহ শাস্তির জন্য সতর্ককারী।" আবু লাহাব [নবী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে] বলল : "আজ গোটা দিনের জন্য তোমার ধ্বংস হোক, এ উদ্দেশ্যেই কি তুমি আমাদের ডেকেছিলে?" অতঃপর নাযিল হয় : "আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার (ধন-সম্পদ-সন্ততি) আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না।"

٤٤٠٧ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

৪৪০৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও।" আয়াতটি নাযিল হলে নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : "হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! অথবা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ (রাবীর সন্দেহ) নিজেদের বিক্রি করো; আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর নাফরমানী করো)। হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য না করো)। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর) বিরোধিতা করো)। হে সাফিয়া, নবী (সঃ)-এর ফুফু, আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)। হে ফাতিমা, মুহাম্মদ (সঃ)-এর কন্যা! তুমি যা খুশি আমার সম্পদ থেকে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচাতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)।"

সূরা আন-নামল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আল-খাবা' গোপন জিনিস। 'লা কিবালা-লাহুম' মানে তাদের কোন ক্ষমতা নেই। 'সারহুন' একবচন। এর মানে প্রাসাদ এবং স্ফটিকের গাড়া। বহুবচনে সুরূহুন। ইবনে আব্বাস বলেন, "ওয়ালাহা আরশুন আজীম" এর অর্থ হচ্ছে তার সিংহাসন মহামূল্যবান এবং সুবর্ণ কারুকার্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'মুসলেমীনা' মানে অনুগত হয়ে। 'রাদিফা' মানে নিকটবর্তী হলো। 'জামিদাতুন' মানে আপন অবস্থানে দৃঢ়। 'আওযিনী'- মানে আমাকে করো। 'নাক্কিরু' মানে পরিবর্তন করে দাও। মুজাহিদ বলেন : ওয়াউতীনাল ইলমা' আমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে—এটা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উক্তি। (কারো কারো মতে এটা বিলকীসের উক্তি)। 'আস্-সারহুন' ছিল পানির একটি হাউস। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে কাঁচ দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। (তাই দেখে মনে হতো যেন পানিতে ভর্তি করা হয়েছে)।

সূরা আল-কাসাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

"তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।"

٤٣٨٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتّٰى قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبٰى أَنْ يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاللّٰهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

৪৪০৮. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : যখন আবু তালিব মৃত্যু-শয্যায় ছিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কাছে এলেন, সেখানে তিনি আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে আল্ মুগীরাকে তাঁর কাছে পেলেন। রসূল (সঃ) বললেন : "হে চাচা! বলুন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এটা এমন এক বাক্য, যার সাহায্যে আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে পক্ষ সমর্থন করব।" এতে আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া (আবু তালিবকে) বলল : এখন কি তুমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ঐ কলেমা গ্রহণের দাওয়াত দিয়েই চললেন অপরদিকে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ও তার সামনে তাদের কথা বার বার বলেই চলল। এমন কি আবু তালিবের শেষ বাক্য ছিল এই : "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপরে আছি।" এবং কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকৃতি জানালো। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : "আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "এটা রসূল এবং মু'মিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে।" এবং এরপরে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আবু তালিবের প্রসঙ্গে নাযিল করলেন : "তুমি যাকে চাইবে তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الذى فرض عليك القرآن ... ...
"(হে নবী!) নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কোরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন, (নাযিল করেছেন) তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিণতিতে অবশ্যই পৌঁছাবেন।"

৪৪০৯ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قَالَ إِلَى مَكَّةَ ـ

৪৪০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : তোমাকে মা'আদে পৌঁছাবেন অর্থ মক্কাতে পৌঁছাবেন।

সূরা আল আন-কাবুত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

মুজাহিদ বলেন : তারা গোমরাহী দেখছিলো। "ফালা-ইয়া লামান্নাল্লাহু" মানে আলেমাল্লাহু—আল্লাহ জেনে নিয়েছেন। যেমন 'ফালা ইউমাইয়েযুল্লাহুল খাবীসা' মানে আলেমাল্লাহুল খাবীসা'—আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করেছেন মানে জেনে নিয়েছেন। 'আস-কালাম মা'আ আসকালিহিম' এ আয়াতে আসকাল মানে আওযার—বোঝার ওপর বোঝা।

সূরা আর-রুম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

৪৪১০ - عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِيْ كِنْدَةَ فَقَالَ

يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَبْصَارِهِمْ
وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَزِعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ
مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ
اللّٰهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللّٰهَ قَالَ
لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ
وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ
اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتّٰى
هَلَكُوْا فِيْهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا
مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ
اللّٰهَ فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ إِلٰى قَوْلِهِ عَائِدُوْنَ
أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوْا إِلٰى كُفْرِهِمْ
فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ وَلِزَامًا
يَوْمَ بَدْرٍ الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ إِلٰى سَيَغْلِبُوْنَ وَالرُّوْمُ قَدْ مَضٰى.

৪৪১০. মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্‌দা গোত্রের সম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছিল, সে (বক্তৃতায়) বলছিল ঃ "হাশরের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে ফেলবে। মু'মিনগণ শুধু সর্দিজনিত ক্লেশের মতো কষ্ট অনুভব করবে।" এ সংবাদ আমাদেরকে আতংকিত করল। সুতরাং আমি (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদের নিকট গেলাম। তখন তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন (এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম) যার কারণে তিনি রাগান্বিত হলেন (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় জানে সে বলতে পারে, কিন্তু সে যদি না জানে তবে তার বলা উচিত, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কোন বিষয় না জানলে তবে জ্ঞানের পরিচয় এটাই বলা যে, আমি জানি না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "(হে নবী এদেরকে) বলো যে, দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি বানোয়াটকারী লোকদের মধ্যেও কেউ নই।"

কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করে, সুতরাং নবী (সঃ) তাদের জন্য বদ্‌দো'আ করেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় সাত বছরের (দুর্ভিক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।" অতঃপর তারা এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলো যে, তারা এমনভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হলো, যার ফলে মৃত জন্তু এবং তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (ভয়ানক ক্ষুধার তাড়নায়) আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়ার মতো দেখতে লাগল। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাঁর নিকট এসে বললো ঃ "হে মুহাম্মদ! তুমি নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভাল ও সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়ার জন্য এসেছ অথচ তোমার

নিকটজনেরা এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাদের (মুক্তির) জন্য দো'আ করো। অতঃপর তিনি তিলাওত করলেন : "অতঃপর তোমরা লক্ষ্য করো, যেদিন আকাশ এক রকমের ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করবে, যা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে...........কিন্তু সত্যই তোমরা তোমাদের পথে ফিরে যাবে।"

ইবনে মাসউদ আরো বলেছেন, অতঃপর শাস্তি বন্ধ হলো, কিন্তু তারা শিরকের দিকে ফিরে গেল (তাদের পুরাতন পথে) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করলেন)। "একদিন তোমাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে।" এবং সেটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। আল্লাহর বাণী: "এবং শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী (শাস্তি) আসবে।" বদরের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী : "আলিফ-লাম-মীম, রোমানরা পরাজিত হয়েছে.........এবং তারা তাদের পরাজয়ের পরে পুনরায় জয়লাভ করবে।" এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, রোমানদের পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : لا تبديل لخلق الله "আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।" এখানে খালকুল্লাহ বা আল্লাহর সৃষ্টির অর্থ আল্লাহর দ্বীন, যেমন খুলুকুল আউয়্যালীন মানে দ্বীনুল আউয়্যালীন—পূর্ববর্তীদের দ্বীন আর ফিতরাত বা প্রকৃতি মানে ইসলাম।

৪৪১১- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

৪৪১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন : "কোন শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন একটি জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়, তোমরা কি এর দেহের কোন অংগ অপূর্ণ পাও। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সত্য-সার্থক দ্বীন।"

সূরা লোকমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। প্রকৃত কথা এই যে, শিরক অতিবড় যুলুমের কাজ।"

৪৪১২- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّهُ لَيْسَ
بِذَاكَ اَلَا تَسْمَعُ اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لِاِبْنِهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

৪৪১২. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ(রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি।" আয়াতটি নাযিল হলে এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের জন্য খুবই কঠিন মনে হলো। সুতরাং তারা বললেন : "আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি?" রসূল (সঃ) বললেন : "এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হয়নি। তোমরা কি লোকমানের পুত্রের প্রতি তার বাণী শোনোনি : "শিরক বড় যুলুমের কাজ।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الله عنده علم الساعة "নিশ্চয় সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহর-ই নিকট রয়েছে।"

٤٤١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ
اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الْاِيْمَانُ اَنْ
تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ
قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ
بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ
قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ
فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى (تَقُوْمُ)
السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ
عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْمَرْاَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ
اَشْرَاطِهَا وَاِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ
مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا
عَلَىَّ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ
دِيْنَهُمْ-

৪৪১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সাথে বসেছিলেন, (এমন সময়) জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো : "হে আল্লাহর রসূল! ঈমান কি?" নবী (সঃ) বললেন : আল্লাহ-তে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর নবী-রসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং

আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এবং পরকালের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা।" লোকটি প্রশ্ন করল: "হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! ইসলাম কি?" রসূল (সঃ) উত্তর দিলেন: "ইসলাম (অর্থ) হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না এবং সালাত (নামায) কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং রমযানের রোজা রাখবে।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল: "হে আল্লাহর রসূল! ইহ্‌সান কি?" তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন: "আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।" লোকটি আরো জিজ্ঞেস করল: "হে আল্লাহর রসূল! সেই সময় (কিয়ামত) কখন হবে?" নবী (সঃ) উত্তরে বললেন: "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না, কিন্তু আমি তোমাকে এর কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করব। যখন দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে, এটা ওর একটি নিদর্শন, আর যখন নগ্নপদ এবং নগ্নদেহধারীরা লোকদের নেতা হবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। এবং (কিয়ামতের) সময় সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন। সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষাণ, তিনিই জানেন মায়েদের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে।" অতঃপর লোকটি চলে গেলো। নবী (সঃ) বললেন: "তাঁকে আমার কাছে পুনরায় ডেকে আন।" তারা তাকে ফিরিয়ে আনতে গেল, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। নবী (সঃ) বললেন: 'তিনি ছিলেন জিবরাইল, লোকদেরকে দ্বীন শিখাবার জন্য এসেছিলেন।'

٤٤١٤ - عن عبد الله ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة

৪৪১৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন: "অদৃশ্যের চাবি হচ্ছে পাঁচটি।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "নিশ্চয়ই সেই সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে.........।"

সূরা আস-সাজদা

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: فلا تعلم نفس ما اخفى لهم
"তাছাড়া তাদের জন্য যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।"

٤٤١٥ - عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك و تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين .

৪৪১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা

ইরশাদ করেছেন। "আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং কোন অন্তকরণ যা কখনও কল্পনাও করেনি।" আবু হুরাইরা (রাঃ) আরো বলেছেন, তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার : "তাছাড়া তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।"

৪৪১৬ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . ذُخْرًا مِنْ بَلْهِ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৪৪১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করেছি, যা কখন কোন চক্ষু দেখেনি এবং কোন কান কখনো তা শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির অন্তরের কল্পনা কখনও উদয় হয়নি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখেছ, তার কোন মূল্যই নেই। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে (আনন্দ) সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।"

৪৪১৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاَهُ .

৪৪১৭. আবু হুরায়রা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেনঃ দুনিয়া ও আখেরাতে সকল মু'মিনের জন্য আমিই সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী। ইচ্ছা করলে পড়তে পার : "নবী মু'মিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী হকদার।" সুতরাং কোন মু'মিন কোন সম্পদ রেখে গেলে, তার আত্মীয়-স্বজনরাই হবে তার উত্তরাধিকারী। আর যদি কোন ঋণ অথবা (নির্ভরশীল) সন্তানাদী রেখে যায়, সে যেন আমার নিকট আসে; আমিই তার অভিভাবক।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ادعوهم لآبائهم—"তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক।"

৪৪১৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .

৪৪১৮ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা-কে আমরা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ' ডাকতাম : "তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক, এটাই আল্লাহর নিকট বেশী ইনসাফপূর্ণ।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

"তাদের (মু'মিনদের) মধ্যে এমনও আছে, যারা তাদের অংগীকার পূরা করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। এবং তারা (এতে) কোন পরিবর্তন করেনি।"

٤٤١٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُرَى هٰذِهِ الْآيَةَ فِيْ أَنَسِ ابْنِ النَّضْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عٰهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

২৪১৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত 'আনাস ইবনে নাযার' প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে : "এমন মু'মিনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার সত্য করে দেখিয়েছে।"

٤٤٢٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ كَثِيْرًا أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِيْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

৪৪২০. যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোরআন মজীদ নকল করছিলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত—যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পড়তে শুনেছি—খুযায়মা আনসারী ব্যতীত আর কারো নিকট পেলাম না; যার সাক্ষীকে রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। (আয়াতটি এই:) "এমন মু'মিনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার সত্য প্রতিপন্ন করেছে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

"(হে নবী,) তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদেরকে তা দান করি এবং সুন্দরভাবে বিদায় দেই।"

٤٤٢١ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهَا حِيْنَ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِيْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ

أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا فَقُلْتُ لَهُ فِي أَيِّ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

৪৪২১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন তাঁকে স্ত্রীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেন, তিনি সর্বপ্রথম আমার কাছে এসে বলেন : "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, তাড়াহুড়ো না করে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে জবাব দেবে।" তিনি ভাল করেই জানতেন আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছেদের অনুমতি দেবেন না। তিনি (আয়েশা) বলেন, অতঃপর তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদের তা দান করি, এবং সুন্দরভাবে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং পরকাল চাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের জন্য বিপুল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" আমি তাঁকে বললাম, এ এমন কোন্ বিষয় যাতে আমি পিতা-মাতার অনুমতি নেবো! কারণ, আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং পরকালই আমার কাম্য।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং পরকাল চাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের জন্য বিপুল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।"৫৩

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

"আল্লাহ্ যা প্রকাশ করতে চান তুমি আপন অন্তরে তা গোপন করছিলে; অথচ আল্লাহ্-ই তোমার ভয় পাওয়ার বেশী হকদার।"

٤٤٢٢ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

৪৪২২. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি জয়নাব বিনতে জাহাশ এবং যায়েদ ইবনে হারেসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

---

৫৩. অপর একটি বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় হাদীসের শেষে আয়েশা (রাঃ) বলেন : "অতঃপর রসূল (সঃ)-এর স্ত্রীগণ আমার অনুসরণ করেন।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ۔

"তাদের (স্ত্রীদের) মধ্য থেকে যাকে খুশী পৃথক করে রাখ, আর যাকে খুশী নিজের কাছে রাখ। আর যাকে পৃথক করে রেখেছ, পসন্দ হলে তাকেও নিজের কাছে রাখতে কোন গোনাহ নেই।"

৪৪২৩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغَارُ عَلَى اللَّاتِيْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاَقُوْلُ اَتَهَبُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا اَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَا اُرٰى رَبَّكَ اِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ ۔

৪৪২৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব নারী নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য সোপর্দ করেছিল, তাদের জন্য আমি ঈর্ষাবোধ করতাম এবং বলতাম, নারী কি নিজেকে এভাবে পেশ করে? তারপর আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলে আমি বললাম, "মনে হয় আপনার রব আপনার মর্জির অনুরূপ করেন।"

৪৪২৪ - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَاذِنُ فِيْ يَوْمِ الْمَرْاَةِ مِنَّا بَعْدَ اَنْ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ. تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَالَتْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُ اِنْ كَانَ ذَاكَ اِلَيَّ فَاِنِّيْ لَا اُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْ اُوْثِرَ عَلَيْكَ اَحَدًا

৪৪২৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তুরজী মান তাশাউ' আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের পালার (পরিবর্তনের জন্য) অনুমতি নিতেন। (মুআয বলেন,) "আমি তাকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনি কি বলতেন? তিনি বললেন, পালার দিনটি যদি আমার হয়ে থাকে তাহলে আমি ইয়া রসূলুল্লাহ—আপনার ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাই না।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ

لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

"তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, আর খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকো না; কিন্তু ডাকা হলে প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষ হলে সরে পড়ো, গল্প-গুজবে মশগুল থেকো না। কেননা এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। সে (নবী) তোমাদেরকে লজ্জা করে (কিছু বলেন না,) আর আল্লাহ সত্য (কথা) বলতে লজ্জা করেন না। তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। তাদের এবং তোমাদের অন্তরের জন্য এটাই পবিত্রতম (পন্থা)। আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের কাজ নয়। তাঁর অবর্তমানে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের সাজে না। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর নিকট বিরাট (গুনাহ)।"

٤٤٢٥ - عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ

৪৪২৫. উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [নবী (সঃ)-এর খেদমতে] আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার নিকট নেক-বদ লোক আসে। আপনি যদি উম্মুল মু'মেনীনদের পর্দার নির্দেশ দিতেন! অতঃপর আল্লাহ পর্দার আয়াত নাযিল করলেন।

٤٤٢٦ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ وَاِذَا هُوَ كَاَنَّهٗ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اَلْاٰيَةَ ـ

৪৪২৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নব বিনতে জাহাশের

সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিবাহ উপলক্ষে তিনি লোকদেরকে দাওয়াত করলেন। লোকেরা খাওয়া শেষে বসে গল্প-গুজব করতে থাকে, (এ সময়) তিনি যেন উঠতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। অবস্থা দেখে তিনি (রসূলুল্লাহ) উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে যার ওঠার সে উঠল, কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন (বাহির থেকে) পুনরায় প্রবেশ করলেন, তখনও তারা বসেই আছে। অতঃপর তারা উঠল। (রাবী বলেন,) আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের চলে যাওয়ার খবর দিলে তিনি এসে (ভিতরে) প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার এবং তাঁর মধ্যখানে পর্দা টেনে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না........" আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٤٤٢٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ اٰيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا اُهْدِيَتْ زَيْنَبُ اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مَعَهُ فِى الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُوْدٌ يَتَحَدَّثُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ اِلٰى قَوْلِهٖ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ -

৪৪২৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত—হেজাবের আয়াত—সম্পর্কে আমি লোকদের চেয়ে বেশী জানি। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে জয়নাবের যখন বিয়ে হলো এবং তিনি নবীর ঘরে এলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) খাবার তৈরী করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। (খাওয়া শেষে) লোকেরা বসে বসে গল্প করছিল। নবী (সঃ) উঠে বাইরে গিয়ে ফিরে আসলেন, তখনও তারা বসে বসে গল্প করছিল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না ....পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।" অতঃপর পর্দা টেনে দেয়া হলো এবং লোকেরা উঠে পড়ল।

٤٤٢٨ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ بُنِىَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَّلَحْمٍ فَاُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيْءُ قَوْمٌ فَيَاْكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ فَيَاْكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ فَدَعَوْتُ حَتّٰى مَا اَجِدُ اَحَدًا اَدْعُوْا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا اَجِدُ اَحَدًا اَدْعُوْهُ قَالَ ارْفَعُوْا طَعَامَكُمْ وَبَقِىَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُوْنَ فِى الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ اِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُوْلُ لَهُنَّ كَمَا يَقُوْلُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا ثَلٰثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُوْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَدِيْدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِيْ أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوْا فَرَجَعَ حَتّٰى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِيْ أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرٰى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ.

৪৪২৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) এবং জয়নাব বিনতে জাহাশ-এর (বিয়ের পর) বাসর রচিত হলে কিছু রুটি-গোশতের ব্যবস্থা করা হলো। তারপর আমাকে লোকদের খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে পাঠানো হলো। একদল এসে খেয়ে চলে গেল, এরপর আর একদল এসে খেয়ে চলে গেল। পুনরায় ডেকে কাউকে পেলাম না। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি তো আর কাউকে পেলাম না। তিনি বললেন, তোমাদের খাবার উঠিয়ে রেখ। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। নবী (সঃ) বের হয়ে আয়েশার কক্ষে গেলেন এবং বললেন, "আস্‌সালামোআলাইকুম আহলাল বায়ত ওয়া রাহ-মাতুল্লাহ"। উত্তরে আয়েশা বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্‌ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, আপনার (নতুন) স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এভাবে পরপর সব স্ত্রীর কক্ষে গেলেন এবং আয়েশাকে যা বলছিলেন তাদেরকেও তা-ই বললেন এবং তারাও তাঁকে উহাই বলল, যা আয়েশা বলেছিলেন। পুনরায় নবী (সঃ) এসে সেই তিন ব্যক্তিকে ঘরে কথাবার্তায় রত দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন বিধায় পুনরায় আয়েশার কক্ষে চলে গেলেন। অতঃপর আমি অথবা অন্য কেউ লোকদের চলে যাওয়ার খবর তাঁকে দিলে তিনি ফিরে আসলেন এবং দরযার চৌকাঠে এক পা ও বাইরে এক পা রাখা অবস্থায় আমার এবং তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আর এ সময়ই পর্দার আয়াতটি নাযিল হলো।

٤٤٢٩ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَنٰى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيْحَةَ بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُوْ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلٰى بَيْتِهِ رَاٰى رَجُلَيْنِ جَرٰى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَاٰهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَاَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِيْ أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ.

৪৪২৯. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে (বিয়ের পর) ওয়ালীমা উপলক্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে গোশত-রুটি খাইয়ে তৃপ্ত করলেন।

অতঃপর উম্মুল মু'মেনীনদের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমনভাবে (পূর্ববর্তী) ওয়ালীমাগুলোর সময়ও করতেন, তাদেরকে সালাম জানাতেন, তাদের জন্য দো'আ করতেন; তারাও তাঁকে সালাম জানাত ও তাঁর জন্য দো'আ করত। তারপর পুনরায় গৃহে ফিরে দু'টি লোককে গল্প করতে দেখে আবার চলে গেলেন। আর লোক দু'টি তাঁকে ফিরে যেতে দেখে তারাও দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে পড়ে না, তাদের যাওয়ার কথা তাঁকে আমিই বলেছি না অন্য কেউ। অতঃপর তিনি ফিরে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তার মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হলো।

৪৪৩০ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ـ

৪৪৩০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দা বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন স্থূল দেহের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত জনদের নিকট থেকে তিনি নিজেকে লুকোতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেখে বললেন, হে সাওদা, তুমি আমাদের থেকে লুকোতে পারবে না, এখন ভেবে দেখ কিভাবে বের হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন, তিনি (সাওদা) ফিরে আসলেন। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার গৃহে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একটুকরা হাড়। এ সময় তিনি (সাওদা) প্রবেশ করে আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে ওমর আমাকে একথা-ওকথা বলেছে। তিনি (আয়েশা) বলেন, এ সময় আল্লাহ তাঁর নিকট অহী নাযিল করলেন, (অহী নাযিল) শেষ হলো, হাঁড়খানা তখনও তাঁর হাতেই ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণীঃ

إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ـ

"তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ সকল বিষয়ে অবহিত আছেন। পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতীজা, ভাগিনা, সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোক এবং ক্রীত-

দাসীদের ব্যাপারে তাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বকিছুর ওপর দৃষ্টিবান।"

٤٤٣١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُوْ أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِيْ اِمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اِسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِيْنَ عَمَّكِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِيْ اِمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِيْ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ -

৪৪৩১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার (বিধান) নাযিল হওয়ার পর আবুল কোয়াইস এর ভাই আফলাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানালাম : (এ ব্যাপারে) নবী (সঃ)-এর অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দেবো না। কারণ, তার ভাই আবুল কোয়াইস তো নিজেই আমাকে দুধ পান করাননি, অবশ্য আবুল কোয়াইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আবুল কোয়াইস-এর ভাই আফলাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। নবী (সঃ) বললেন, তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধপান করায়নি, অবশ্য আমাকে দুধপান করিয়েছেন আবুল কোয়াইস-এর স্ত্রী। অতঃপর তিনি [রসূল (সঃ)] বলেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত ধুলো-মলিন হোক তাকে অনুমতি দাও, কারণ সে তোমার চাচা। উরওয়া বলেন, এ জন্য আয়েশা (রাঃ) বলতেন, বংশতঃ যা হারাম, দুধপানের কারণেও তোমরা তাকে হারাম জেনো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরূদ পাঠ করেন। (সুতরাং তোমরা) হে ঈমানদাররা! তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করো।"

٤٤٣٢ - عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ

فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ قَالَ تَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৪৪৩২. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনার ওপর সালাম, তাতো আমরা জানতে পারলাম, কিন্তু আপনার ওপর সালাত কিভাবে (পড়বো?) তিনি বললেন : তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

۴۴۳۳ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

৪৪৩৩. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ তাসলিম (আমরা তা জানি,) কিন্তু আপনার ওপর সালাত কিভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেন : তোমরা বলবে—"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা।" (আবু সালেহ লাইস থেকে বর্ণনা করে বলেন : "আলা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা।")

۴۴۳۴ - عَنْ يَزِيْدَ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

৪৪৩৪. ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لا تكونوا كالذين اذوا موسى **"যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না।"**

۴۴۳۵ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ

اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ـ

৪৪৩৫. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : "নিশ্চয়ই মূসা ছিলেন অতিমাত্রায় লজ্জাশীল ব্যক্তি। আর এটাই আল্লাহ বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। অনন্তর আল্লাহ তাকে ওদের উক্তি থেকে পবিত্র করেছেন। আর সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ছিল।"

সূরা আস-সাবা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ـ

"এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা দূরীভূত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলবে, সত্যই। আর তিনি অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ।"

٤٤٣٦ ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْآخَرُ إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ حَتّٰى يُلْقِيَهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِيْ مِنَ السَّمَاءِ

৪৪৩৬. ইকরামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ যখন আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ফিরিশতারা আল্লাহর আদেশের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে পাখা নাড়াতে থাকে, তা যেন পাথরের ওপর শিকলের আঘাত আর কি! যখন তাদের চিত্তের বিভীষিকা বিদূরীত হয় তারা

জিজ্ঞেস করে : তোমাদের রব কি বলেছেন? জবাবে তারা বলে—তিনি যা যা বলেছেন তা সত্য বলেছেন। আর তিনিই তো অতি মহান এবং শ্রেষ্ঠ। (শয়তান) গোপনে কানপেতে তা শুনে। আর তারাও রয়েছে বিভিন্ন স্তর এবং পর্যায়ে। সুফিয়ান (এ উপলক্ষে) তাঁর হাত ওপরে তুলে আংগুলগুলি ফাঁক করে বলেন যে, অতঃপর (শয়তান) কথাগুলো শুনে থাকে এবং উপরওয়ালা নীচওয়ালাকে এবং সে তার অধঃস্তনকে ছুঁড়ে দেয়, এমনিভাবে এ খবর দুনিয়ার যাদুকর গণৎকারের নিকট পোঁছে। আর কোন কোন সময় ফিরিশতা শয়তানকে আগুনের কোড়া নিক্ষেপ করে। এবং তা কখনো কথা পোঁছে দেয়ার আগে এবং কখনো পরে আঘাত করে। অতঃপর যাদুকর-গণৎকাররা এক কথায় শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে তা লোকদের নিকট বর্ণনা করে, আর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, সে (যাদুকর) অমুক অমুক দিন আমাদেরকে এই এই কথা বলে নাই? আসমান থেকে শোনা একটি সত্য কথার জন্য অতঃপর সকল কথাই সত্য বলে গৃহীত হতে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ -

"সে তো কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র।"

٤٤٣٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ -

৪৪৩৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (সঃ) একদিন সাফা (পর্বতে) আরোহণ করে ডাক দিলেন, 'ইয়া সাবাহাহ্'।[৫৪] কুরাইশের লোকজন জড়ো হয়ে জানতে চায়, কি ব্যাপার! তিনি বললেন, হে কুরাইশের লোকেরা! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল (কাল) সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে। তারা বললো, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য এক কঠোর দিন সম্পর্কে ভয়প্রদর্শনকারী। তখন আবু লাহাব বললো, তোমার ধ্বংস হোক! এ জন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তখন আল্লাহ নাযিল করেন আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক!

সূরা ফাতির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, 'কিতমীর' অর্থ খেজুর বিচির খোসা, 'মুসাক্কালা' অর্থ 'মুসকালা'

---

৫৪. তৎকালীন আরবে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে লোকদের জড়ো করার জন্য 'ইয়া সাবাহাহ্' শব্দটি ব্যবহার হতো।

অন্যরা বলেন, 'হারূর' মানে দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইবনে আব্বাস বলেন, রাতের উত্তাপ হারূর, দিনের উত্তাপ সামূম। গারাবীব, এর অর্থ অধিক কালো।

সূরা ইয়াসিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ .

"সূর্য তার কক্ষে বিচরণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার নির্ধারিত।"

৪৪৩৮ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ .

৪৪৩৮. আবুযার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) সূর্যাস্তের সময় আমি নবী (সঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন : আবু যার, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন : সূর্য গিয়ে আরশের নীচে সিজদায় পড়ে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার নির্ধারিত (নিয়ম)।"

৪৪৩৯ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ .

৪৪৩৯. আবু যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি—ওয়াশশামসু তাজরী লিমুসতাকাররিললাহা। তিনি বলেন, আরশের নীচে সূর্যের বিশ্রামস্থল।

সূরা আস-সাফফাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وان يونس لمن المرسلين "আর নিশ্চয়ই ইউনুস প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

৪৪৪০ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ

أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ ابْنِ مَتَّى

৪৪৪০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আমি (ইউনুস) ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম—এমন কথা কারো বলা সাজে না।

٤٤٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.

৪৪৪১. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে বলে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে ভাল, সে মিথ্যা বলে।

সূরা সা'দ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

٤٤٤٢ - عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي ص قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا.

৪৪৪২. আওয়াম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূরা সাদ-এ সাজদা সম্পর্কে মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (এ ব্যাপারে) ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : "উলাইকাল্লাযীনা হাদাল্লাহু ফাবিহুদাহুমুকতাদিহ।" ইবনে আব্বাস এ সূরায় সাজদা করতেন।

٤٤٤٣ - عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ فَقَالَ أَوَمَا تَقْرَأُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪৪৪৩. আওয়াম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ-এর সাজদা সম্পর্কে আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কেন সাজদা করেন? তিনি বললেন : তুমি কি (আয়াতটি) পড়নি ওয়ামিন যুররিয়্যাতিহী দাউদা ওয়া সুলাইমানা উলাইকাল্লাযীনা হাদাল্লাহু ফাবিহুদাহুমুকতাদিহ। তোমাদের নবী (সঃ)-কে যাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দাউদ তাঁদের অন্যতম। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) (এ স্থানে) সাজদা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : هب لي ملكا ... ... الوهاب

"(হে আল্লাহ!) আমাকে এমন এক বাদশাহী দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়।"

۴۴۴۴- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا.

৪৪৪৪. আবু হুরায়রা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : "গতরাতে জিনের এক সর্দার এসেছিলো" (অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বলেন)। আমার নামায নষ্ট করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দান করেন। আমার ইচ্ছা হলো, তাকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি, সকালে তোমরা সকলে (ঘুম থেকে উঠে যাতে) দেখতে পাও। আমি আমার ভাই সোলাইমানের কথা স্মরণ করলাম। "পরওয়ারদিগার, আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়।" রাওহ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ : وما انا من المتكلفين 'আর আমি বানাওয়াটকারীদের পর্যায়ভুক্ত নই।'

۴۴۴۵- عن عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطئوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف العذاب يوم القيامة قال فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.

৪৪৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে, সে তা বর্ণনা করবে। আর যে জানে না তার বলা উচিত, আল্লাহ-ই ভালো জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভালো জানেন—এ কথা বলা জ্ঞানের লক্ষণ। আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বলেন : "বল, আমি সে জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না আর আমি বানাওয়াটকারীদের পর্যায়ভুক্ত নই।" আর অবিলম্বে আমি তোমাকে ধূম্র সম্পর্কে বলবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে তারা (এতে সাড়া দিতে) বিলম্ব করে। তখন তিনি বললেন: হে খোদা! ইউসুফ-এর দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মতো দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে আমায় সাহায্য করো। তাই হলো, দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করলো। সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি তারা মৃতজন্তু এবং চামড়া খেতে লাগলো। তখন তাদের কেউ আসমানের দিকে তাকালে ক্ষুধার কারণে চোখে ধোঁয়া দেখতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা সেদিনের অপেক্ষা করো, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করবে আর তা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটা তো কঠোর শাস্তি।" তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, তারা দো'আ করলো : হে আমাদের রব! আমাদের ওপর থেকে আযাব দূর করো। আমরা ঈমান এনেছি। উপদেশ তাদের জন্য কখন কাজে এসেছিল? অথচ তাদের নিকট স্পষ্ট রসূল এসেছে। অতঃপর তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে শিক্ষাপ্রাপ্ত মজনূন! আমরা আযাব খানিকটা সরিয়ে দিলে তোমরা ঠিক তাই করবে, যা পূর্বে করছিলে।" (ইবনে মাসউদ বলেন,) কিয়ামতের দিন কি আযাব দূর করা হবে? তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, আযাব দূর করা হলে তারা (পুনরায়) কুফরের দিকে ফিরে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বদর-এর দিন পাকড়াও করেন। আল্লাহ বলেন : "যেদিন আমরা কঠোরভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।"

সূরা আয-যুমার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

"আমার বান্দা, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

٤٤٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَتَلُوْا وَاَكْثَرُوْا وَزَنَوْا وَاَكْثَرُوْا فَاَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ

اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَنَزَلَ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ -

৪৪৪৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুশরিকদের কিছু লোক ব্যাপক হত্যা চালায়, ব্যাপক ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো : আপনি যা কিছু বলেন এবং যেদিকে আহ্বান করেন, তা তো খুবই উত্তম। আপনি যদি বলেন যে, আমরা যা করেছি, তা মাফ করে দেয়া হবে, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ ডাকে না, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, এমন জীবনকে খুন করে না, তবে ন্যায়ত যা করে এবং ব্যভিচার করে না।" আরও নাযিল হয় : "বলো, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وما قدروا الله حق قدره "তারা যথাযথ আল্লাহর হক আদায় করেনি।"

৪৪৪৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حِبْرٌ مِّنَ الْاَحْبَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَجِدُ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ السَّمٰوٰتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلٰى اِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ -

৪৪৪৭. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী পাদ্রী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে : হে মুহাম্মদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ মণ্ডলিকে এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, পানি এবং কাদা-মাটি এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন এবং অন্য সব সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন। অতঃপর তিনি বলবেন : "আমি রাজা।" (এ কথা শুনে) রসূলে খোদা (সঃ) হেসে পড়েন, যাতে তাঁর চোয়ালের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেন তিনি ইহুদী পাদ্রীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেন : "আল্লাহর যতখানি কদর করা দরকার ছিল, তারা ততটা কদর করেনি।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

"এবং কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণটাই আল্লাহ তা'আলার মুঠোর মধ্যে থাকবে আর আকাশ-মণ্ডলী তাঁর ডান হাতের মধ্যে লেপটানো থাকবে। পবিত্র তিনি, মহা উচ্চ তাঁর মর্যাদা।"

٤٤٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِى السَّمٰوٰتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ .

৪৪৪৮. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা যমীনকে মুঠির মধ্যে নিয়ে নেবেন আর আসমানকে পেঁচিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন আমিই রাজা, দুনিয়ার রাজারা কোথায়?

অনুচ্ছেদ :

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ .

"আর সিংগায় ফুঁক দেয়া হলে আসমান-যমীনে যারা আছে, তারা (সকলে) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে—কিন্তু আল্লাহ যাকে চাইবেন, সে ব্যতীত। অতঃপর পুনরায় সিংগায় ফুঁক দেয়া হলে তারা সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।"

٤٤٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَذٰلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ .

৪৪৪৯. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : দ্বিতীয়-বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার পর আমিই সর্বপ্রথম মাথা তুলবো। তখন আমি দেখবো, মূসা আরশের নিকট দাঁড়িয়ে। তিনি আগে থেকে এভাবে ছিলেন, না সিংগায় ফুঁক দেয়ার পর, তা আমি জানি না।

٤٤٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ وَيَبْلٰى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ .

৪৪৫০. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : দু'টি ফুঁৎকারের মধ্যখানে হবে চল্লিশ। লোকেরা বললো : আবু হুরায়রা, চল্লিশ দিন? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে, চল্লিশ বছর? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে : চল্লিশ মাস? তিনি বলেন, আমি (জবাব দিতে) অস্বীকার করে যোগ করলাম : "মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া মানুষের সব কিছুই পচে-গলে যাবে, এ হাড় দ্বারা তার গোটা দেহের পত্তন হবে।"

সূরা আল-মুমিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٥٣٣. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِيْ بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ.

৪৪৫১. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করি, মুশরিকরা নবী (সঃ)-এর সাথে সবচেয়ে কঠোর যে আচরণ করেছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বার আঙ্গিনায় নামায পড়ছিলেন, এ সময় উকবা ইবনে আবু মুঈত এসে রসূলুল্লাহর ঘাড় ধরে তার কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ সময় (হঠাৎ) আবু বকর এসে উপস্থিত হন। তিনি তার ঘাড় ধরে রসূল (সঃ) থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ আমার রব—এ কথা বলার জন্যই কি তোমরা একজন লোককে হত্যা করবে? অথচ, তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন?"

সূরা হা-মীম আস-সাজদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

"তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, কোনও এক সময় তোমাদের নিজেদের কান, নিজেদের চক্ষু এবং নিজেদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? অনন্তর তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের অনেক আমল সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।"

٤٤٥٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ. قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيْفٍ أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيْفٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِيْ بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ حَدِيْثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ فَأُنْزِلَتْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ- الْآيَةَ

৪৪৫২. ইবনে মাসউদ বলেন : "তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, কোনও এক সময় তোমাদের নিজেদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? অনন্তর তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের অনেক আমল সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।" কুরাইশের দু'ব্যক্তি ছিল আর তাদের এক জামাতা ছিল বনু সাকীফ গোত্রের অথবা দু'ব্যক্তি ছিল বনু সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। এরা একই গৃহে ছিল। তারা একজন অপরজনকে বললো : তুমি কি মনে করো, আল্লাহ আমাদের কথাবার্তা শুনছেন? একজন বললো, তিনি কিছু কথা শুনছেন, অপর একজন বললো, কিছু যদি শুনতে পান তবে সবটাও শুনতে পাবেন। অতঃপর নাযিল হয় : "তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময়........."

অনুচ্ছেদ :

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدٰىكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তোমাদের রব-এর সম্পর্কে তোমাদের এহেন ধারণা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে আর পরিণামে তোমরা হয়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যায়ভুক্ত।"

٤٤٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ.

৪৪৫৩. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বায়তুল্লাহর নিকট দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী বসেছিলো। তাদের পেটের চর্বি ছিল বেশী, কিন্তু অন্তরের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বললো, তুমি কি মনে করো, আমরা যা বলছি, আল্লাহ শুনছেন? অপরজন বললো, আমরা জোরে বললে তিনি শুনতে পান, আর চুপে চুপে বললে শুনতে পান না। অপরজন বললো : জোরে বললে যদি শুনতে পান তবে চুপে চুপে বললেও শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : "তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, তোমাদের চোখ-কান-চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা জানো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।"

সূরা আশ-শূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী: الا المودة فى القربى "কিন্তু কেবল নৈকট্যের ভালো-বাসাই (কাম্য)।"

৪৪৫৪- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ اِلَّا اَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ ـ

৪৪৫৪. ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে "ইল্লাল-মাওয়াদ্দাতা ফিল কোরবা" আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে (সেখানে উপস্থিত) ইবনে জুবাইর বলেন : এর মানে, নবী (সঃ)-এর বংশধর। (এ কথা শুনে) ইবনে আব্বাস বলেন, (উত্তর দানে) তুমি তাড়াহুড়া করেছো। কুরাইশের কোন শাখা ছিল না, যেখানে নবী (সঃ)-এর আত্মীয়তা ছিল না। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আমার এবং তোমাদের মধ্যে যে নৈকট্য রয়েছে, তোমরা তা মিলিয়ে নেবে (এটাই আমার কাম্য)।

সূরা আয-যুখরুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: و نادوا يا ما لك ليقض علينا ربك الاية
"তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালিক! (দোযখের দারোগা) তোমাদের রব আমাদের ব্যাপার-টাই চুড়ান্ত করে দিক........"।

৪৪৫৫- عَنْ يَعْلٰى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَاُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ـ

৪৪৫৫. ইয়া'লা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।' তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে মিম্বরের ওপরে পড়তে শুনেছি "তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালিক (দোযখের দারোয়ান) তোমাদের রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক।"

সূরা আদ-দোখান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين "তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের, যখন আকাশমণ্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

৪৪৫৬- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَضَى خَمْسٌ اَلدُّخَانُ وَالرُّوْمُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ۔

৪৪৫৬. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীত হয়েছে পাঁচটি (আযাব)। ধূম্র (দুর্ভিক্ষ), রোম (পরাজয়), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (বদর যুদ্ধে) ধ্বংস।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: يغشى الناس هذا عذاب اليم "মানুষকে ঢেকে ফেলবে, ইহা বেদনাদায়ক আযাব।"

৪৪৫৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِاَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ فَاَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ - قَالَ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَسْقِ اللّٰهَ لِمُضَرَ فَاِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ لِمُضَرَ اِنَّكَ لَجَرِيْءٌ فَاسْتَسْقٰى فَسُقُوْا فَنَزَلَتْ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ فَلَمَّا اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا اِلٰى حَالِهِمْ حِيْنَ اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ۔

৪৪৫৭. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাফরমানী করেছে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করেছেন যাতে ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ তাদের ওপর আপতিত হয়। অতঃপর তাদের ওপর

দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হলো যে, তারা হাড্ডি খাওয়া শুরু করলো। আর মানুষ আকাশের দিকে তাকাতে শুরু করে কিন্তু ক্ষুধার কষ্টের জন্য আকাশ ও তাদের মাঝে শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন : "অপেক্ষা করো ঐ সময়ের যখন আকাশে ধোঁয়া ছেয়ে যাবে এবং মানুষকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ইহা বেদনাদায়ক আযাব।" রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনা হলো (আবু সুফিয়ান অথবা কা'ব বিন মুররাকে) বলা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ 'মুদার (গোত্র)-এর জন্য পানি চেয়ে দো'আ করুন, তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, "মুদার গোত্রের জন্য? তুমি তো খুব সাহসী লোক!" অতঃপর বৃষ্টি চেয়ে দো'আ করলেন এবং বৃষ্টি হলো। আর আল্লাহ নাযিল করলেন, "তোমরা তো আবার (নাফরমানীতে) ফিরে যাবে।" তারপর যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসল, তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "যেদিন আমি ভীষণভাবে পাকড়াও করব, সেই দিনই আমি বদলা নিয়ে ছাড়ব।" রাবী বলেন, এর অর্থ 'বদরের দিন'।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون
"হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি।"

٤٤٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ اِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ اِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ اَكَلُوْا فِيْهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتّٰى جَعَلَ اَحَدُهُمْ يَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوْعِ قَالُوْا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ فَقِيْلَ لَهُ اِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوْا فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوْا فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى قَوْلِهِ . اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ -

৪৪৫৮. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে বলবে 'আল্লাহ-ই ভাল জানেন।' নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন : "আপনি বলে দিন যে, না আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাই, আর না আমি স্বরচিত কোন কথা বলি।" কুরাইশরা যখন নবী (সঃ)-এর ওপর বাড়াবাড়ি করলো এবং নাফরমানী করলো, তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ এদের ওপর ইউসুফ (আঃ)-এর সাতটি বছরের মত বছর দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। অতঃপর তাদের ওপর (সাতটি কঠিন) বছর নেমে আসল যাতে তারা ক্ষুধার জ্বালায় হাড্ডি এবং মৃতদেহ খাওয়া শুরু করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে তার এবং আকাশের মাঝে ক্ষুধার জ্বালায় শুধু ধোঁয়াই দেখত। আর তখন তারা বলে উঠল, হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি।" (জওয়াবে) বলা হলো, যদি এদের আযাব দূর করে দেয়া হয় তাহলে তারা নাফরমানী করবে। অতঃপর রসূল দো'আ করলে, তাদের আযাব দূর করে দেয়া হলো, কিন্তু তারা নাফরমানী করল। এরপর আল্লাহ বদর

যুদ্ধের দিনে এর প্রতিশোধ নিলেন, এটাই আল্লাহর কথা : "যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে.........প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: الى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
"উপদেশে তাদের কি হবে, অথচ তাদের নিকট প্রকাশ্য রসূল এসেছিল।"

٤٤٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ. قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوْهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ الْمَيْتَةَ وَكَانَ يَقُوْمُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ ثُمَّ قَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ حَتّٰى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ.

৪৪৫৯. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের জন্য বদ্'দোআ করলেন—যখন তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল—তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ এদের ওপর ইউসুফ (আঃ)-এর মতো সাতটি বছর দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।' অতঃপর তাদের ওপর এমন বিপদের বছর আপতিত হলো, যা থেকে কিছুই রক্ষিত ছিল না। এমনকি তারা মৃতদেহ খেতে শুরু করলো। তাদের কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় তার এবং আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়াই দেখত। এরপর তিনি (ইবনে মাসউদ) পড়লেন, "সেদিনের প্রতীক্ষা করো, যেদিন আকাশে স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে; এ বেদনাদায়ক আযাব যা মানুষকে ছেয়ে ফেলবে.........আমি কিছু সময়ের জন্য আযাবকে দূরে সরিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।" আবদুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিনও কি তাদের আযাবকে দূরে রাখা হবে? আর "বাতশাতুল কুবরা" অর্থ বদরের দিন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون
"অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, শিক্ষাপ্রাপ্ত, মস্তিষ্ক বিকৃত।"

٤٤٦٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَأٰى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتّٰى حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُوْدَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتّٰى أَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُوْسُفْيَانَ فَقَالَ أَيْ مُحَمَّدُ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُوْدُوْا بَعْدَ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ ثُمَّ قَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى عَائِدُوْنَ اَيُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ اَللِّزَامُ وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ الرُّوْمُ ـ

৪৪৬০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠিয়ে বলেন, 'আপনি বলুন, না আমি তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই, আর না আমি স্বরচিত কোন কথা বলি।' অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন দেখলেন কুরাইশরা নাফরমানী করেছে, বললেন, 'হে আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-এর সাতটি (দুর্ভিক্ষের) বছরের মতো বছর এদের ওপর চেপে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।' আর তাদের ওপর (দুর্ভিক্ষের) বছর চেপে বসল এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেল, এমনকি (ক্ষুধার তাড়নায়) তারা হাড্ডি এবং চামড়া, —তাদের কারো মতে—চামড়া এবং মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল, এবং যমীন থেকে ধোঁয়ার মতো বের হতে লাগল। এ সময় আবু সুফিয়ান এসে নবী (সঃ)-কে বলল, 'হে মুহাম্মদ! তোমার জাতি তো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে দো'আ করো যেন তিনি এ বিপদ দূর করেন।' তিনি (রসূলুল্লাহ) দো'আ করলেন এবং বললেন যে, এরা তো নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।—মনসুর বর্ণিত হাদীসে আছে—তিনি (আবদুল্লাহ) পড়লেন, "অপেক্ষা করো সেদিনের জন্য, যেদিন আকাশে স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে.........(তোমরা) ফিরে যাবে।" এরপর বললেন, 'আখেরাতের আযাবও কি দূর হয়ে যাবে?' 'ধোঁয়া, গ্রেফতারী ও ধ্বংস তো অতীত হয়েছে', কারো মতে 'চন্দ্র' আর কারো মতে 'রূম' (-ও অতীত হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণীঃ

اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ اِلٰى قَوْلِهِ مُنْتَقِمُوْنَ ـ

"আমি কিছু সময়ের জন্য আযাবকে রহিত করে দেব, কিন্তু তোমরা তো আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে.........প্রতিশোধ নেব।"

৪৪৬১ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اَللِّزَامُ وَالرُّوْمُ وَ الْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ وَالدُّخَانُ ـ

৪৪৬১. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়েছে। ধ্বংস, রোম (-এর বিপর্যয়), গ্রেফতার (বদর যুদ্ধের পর), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), ধোঁয়া।

সূরা আল-জাসিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وما يهلكنا الا الدهر "আমাদেরকে মহাকাল ব্যতীত কিছুই ধ্বংস করতে পারবে না।"

٤٤٦٢ - عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار

৪৪৬২. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ বলেন, 'আমাকে আদম সন্তানরা কষ্ট দেয়, তারা মহাকাল-কে গালি দেয়, অথচ আমিই মহাকাল। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।

সূরা আল-আহকাফ

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ـ

"আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, উহ্ তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে, পুনরায় আমি (কবর থেকে) বহিষ্কৃত হবো? অথচ আমার পূর্বে বহু বংশ অতীত হয়ে গেছে। পিতা-মাতা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে, 'ওরে হতভাগা ঈমান আন, আল্লাহর ওয়াদা তো সত্য।' কিন্তু সে বলে, এসব তো পুরনো যুগের গল্প-কাহিনী।"

٤٤٦٣ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا فَقَالَ خُذُوهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَٰذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي فَقَالَتْ

عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ عُذْرِيْ .

৪৪৬৩. ইউস্ফ ইবনে মাহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন ম্য়াবিয়ার নিযুক্ত হেজাযের শাসনকর্তা। তিনি একদা 'খুতবা' দেয়াকালীন ইয়াযীদ ইবনে ম্য়াবিয়ার উল্লেখ করলেন, যাতে ম্য়াবিয়ার পরে তার 'বাই'আত' করা যায়। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (এ সময়) কিছু বললে তিনি (মারওয়ান) বললেন, 'একে ধর' তৎক্ষণাৎ তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর) আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন। ওরা তাকে ধরতে পারল না। অতঃপর মারওয়ান বললেন, এ সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, "আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, 'উহ তোমরা দুজন কি আমাকে ভয় দেখাও........।" এরপর আয়েশা পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিল, 'আল্লাহ্ আমাদের ব্যাপারে কোরআনে কিছুই নাযিল করেননি, শুধুমাত্র আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা ছাড়া।'

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ .

"পরে যখন তারা সেই আযাব-কে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন বলতে লাগল, এটা তো মেঘপুঞ্জ, ইহা আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। না, বরং ইহা সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে। উহা বাতাসের ঝঞ্ঝা-তুফান। উহার মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।"

٤٤٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأٰى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَاٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

৪৪৬৪. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমনভাবে হাসতে কখনো দেখিনি যাতে তাঁর কণ্ঠনালী দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বৃষ্টির আশায় খুশী হয়, আর আপনাকে তখন দেখলে আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠে। উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। এমন এক বাতাস দিয়েই তো এক জাতির ওপর আযাব দেয়া হয়েছিল। সে জাতি তো এ আযাব দেখে বলেছিল, এ তো মেঘ, যা আমাদেরকে পরিসিক্ত করবে।

সূরা মুহাম্মদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: وتقطعوا ارحامكم "তোমরা (পরস্পর) সম্পর্ক ছিন্ন করবে.........।"

٤٤٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.

৪৪৬৫. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। তা শেষ করলে 'রাহেম' বা 'রক্ত সম্পর্ক' দাঁড়ালো (আল্লাহর দরবারে কিছু আরয করলো) আল্লাহ বললেন : থামো। সে (রক্ত-সম্পদ) বলে : যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ বলেন : যে তোমাকে একত্রিত করবে আমি তার সাথে মিলিত হবো, আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তার থেকে ছিন্ন হবো—এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট নও? জবাবে সে বলে : হে পরোয়ারদিগার! অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) বলেন, তোমার জন্য তাই। আবু হুরায়রা বলেন, তোমরা চাইলে পড়তে পার : "তোমাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হলে সম্ভবতঃ দুনিয়ায় বিপর্যয় ঘটাবে এবং রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করবে।"

٤٤٦٦ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي الْمُزَرِّدِ بِهٰذَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ.

৪৪৬৬. মু'আবিয়া ইবনে আবিল মুযাররাদ থেকেও এটা বর্ণিত হয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার, "ফাহাল আসাইতুম।"

সূরা ফাতহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : إنا فتحنا لك فتحا مبينا । "নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

٤٤٦٧ - عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ أُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لَا يُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ الْقُرْاٰنُ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا -

৪৪৬৭. আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রাতের বেলা সফরে ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাবও তাঁর সাথে ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কোন জবাব দেননি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন কিন্তু জবাব নেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (নিজেকে) বললেন, উমরের মা তার সন্তান হারাক। তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি একবারও তোমার প্রশ্নের জবাব দেননি। উমর বলেন : আমি দ্রুত উট চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিলের আশংকা করলাম। একটু পরই আমি এক আহ্বানকারীকে শুনলাম, সে আমাকে ডাকছে। আমি ভয় পেলাম, আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিল হয়নি তো! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি বললেন, আজ রাত্রে আমার ওপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট সেসব জিনিস থেকে অতিপ্রিয়, যেসব জিনিসের ওপর সূর্য উদিত হয় (মানে দুনিয়ার সবকিছু থেকে প্রিয়)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : "আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।"

٤٤٦٨ - عَنْ أَنَسٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ -

৪৪৬৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইন্নাফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা' দ্বারা হোদায়বিয়া বুঝানো হয়েছে।

৪৪৬৯ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُوْرَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيْهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَفَعَلْتُ.

৪৪৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাত্‌হ্‌ পাঠ করেন এবং সুমধুর কণ্ঠে তা পাঠ করেন। মুয়াবিয়া বলেন, আমি ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ কিরা'আত তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনাতে পারি।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا

"যেন আল্লাহ তোমার পূর্বাপর গুনাহ মাফ করেন, তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেবেন।"

৪৪৭০ - عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

৪৪৭০. মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে (নামাযে) এতটা দাঁড়াতেন, যাতে তাঁর কদমদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর (সকল) গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন (এরপরও কেন এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ছেন?) তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হবো না?

৪৪৭১ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ

৪৪৭১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর নবী রাতে (তাহাজ্জুদের নামাযে

এতো দীর্ঘ সময়) দাঁড়াতেন, যাতে তাঁর কদমদ্বয় ফেটে যেতো। তখন আয়েশা বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো আগে-পরের (সব) গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, (তা সত্ত্বেও) কেন আপনি এতো তকলীফ স্বীকার করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হতে ভালোবাসবো না? তাঁর দেহে গোশ্ত বৃদ্ধি পেলে তিনি বসে নামায পড়েন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে কেরাআত পড়তেন অতঃপর রুকূ' করতেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا
"(হে নবী) নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।"

٤٤٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِي الْقُرْاٰنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا قَالَ فِي التَّوْرٰىةِ ـ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَّلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْا وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَّقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا ـ

৪৪৭২ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি তৌরীত কিতাবে এভাবে বলা আছে: হে নবী, আমরা আপনাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদদানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং পাঠিয়েছি উম্মীলোকদের আশ্রয়স্থল করে। আপনি আমার বান্দাহ এবং রসূল! আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (অর্থাৎ তাওয়াক্কুলকারী) রেখেছি, যার স্বভাব রূঢ় নয়, যার মন কঠোর নয়। যিনি বাজারে বাজারে শোরগোলকারী হবেন না এবং মন্দকে মন্দ দ্বারা দমন করবেন না। বরং তিনি মাফ করবেন এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি বক্র (কাফের) জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর জান কবয করবেন না। সোজা এভাবে (করবেন) যে, লোকেরা বলবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতঃপর তিনি এই তাওহীদী কলেমা দ্বারা অন্ধ চোখগুলো খুলে দেবেন বধির কানগুলোর বধিরতা ঘুচাবেন এবং পর্দায় ঢেকে পড়া মন আবরণমুক্ত করবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين
"তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঈমানদারগণের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনা নাযিল করেছেন—।"

٤٤٧٣ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوْطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ

৪৪৭৩. বারা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ)-এর জনৈক সাহাবী কেরাত পড়ছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ সেটি ভাগতে লাগলো। সেই সাহাবী বেরিয়ে এসে (এদিক-সেদিক) নযর দৌড়ালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি ভেগেই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো, তিনিই ব্যাপারটি নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে হুযুর (সঃ) বললেন, এটাই হলো সেই স্বস্তি ও প্রশান্তি, যা কুরআন পড়ার সময় নাযিল হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"(নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন), যখন তারা বৃক্ষটির নীচে আপনার হাতে বায়'আত করছিল। মূলতঃ তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি জেনেছেন। অতঃপর তিনি তাদের ওপর স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন।"

٤٤٧٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ.

৪৪৭৪. জাবের [ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। হুদাইবিয়া-সন্ধির দিন আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম।

٤٤٧٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ إِنِّيْ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ.

৪৪৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) যেসব লোক বৃক্ষটির নীচে (বাই'য়াতে রেদওয়ানে) হাযির ছিল আমিও তাদের একজন ছিলাম। নবী (সঃ) ঢিল কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। উক্বা ইবনে সুহ্বান বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুযনী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, গোসল করার জায়গায় পেশাব করতে হুযুর (সঃ) নিষেধ করেছেন।

٤٤٧٦- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

৪৪৭৬. সাবিত ইবনে যাহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনিও সেই বৃক্ষতলে বাইআত-কারীদের অন্তর্গত ছিলেন।

٤٤٧٧- عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ نَعَمْ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ اتَّهِمُوْا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ يَعْنِيْ

الصُّلْحُ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ نَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا
فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ
وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَفِيْمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ
وَلَمَّا يَحْكُمِ اللّٰهُ بَيْنَنَا فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِيَ اللّٰهُ
أَبَدًا فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتّٰى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى
الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ
يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ أَبَدًا فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ ـ

৪৪৭৭. হাবীব ইবনে আবূ সাবিত বর্ণনা করেছেন, আমি আবূ ওয়ায়েল (রাঃ)-এর নিকট (কিছু) জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। তিনি বললেন, আমরা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি বললো : তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে (ফয়সালার জন্য) আহ্বান করা হচ্ছে? তখন আলী (রাঃ) বললেন, হাঁ, সাহল ইবনে হুনাইফ বললেন, তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই অভিযুক্ত কর (অর্থাৎ যুদ্ধ সম্পর্কিত এই রায় সঠিক নয়)। হুদাইবিয়ার দিন অর্থাৎ নবী (সঃ) এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে সন্ধির দিন আমরা সেটা দেখেছি। যদি আমরা সেই যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখতাম, তবে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। অতঃপর উমর (রাঃ) এগিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, (হে রসূল!) আমরা কি হকের ওপর নই আর তারা কি বাতিলের ওপর নয়? আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামে যাবে না? হুযূর (সঃ) বললেন, হাঁ। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের মধ্যে এই যিল্লতি ও অপমানকর শর্ত আসতে দেব? কেন আমরা ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ আমাদের মাঝে অনুরূপ (সন্ধির) নির্দেশ দেননি। তখন নবী (সঃ) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা, আমি আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কখনো আমার অনিষ্ট করবেন না। উমর (রাঃ) গোস্বায় ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবূ বকর, আমরা কি হকের ওপর এবং মুশরিকরা কি বাতিলের ওপর নয়? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হে ইবনে খাত্তাব, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কখনো তাঁর অনিষ্ট করবেন না, সুতরাং এ উপলক্ষে সূরা 'ফাতহ' নাযিল হয়েছে।

সূরা আল-হুজরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون -

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের স্বর চড়া করো না এবং তোমরা

তাঁর সামনে জোর আওয়াযে কথা বলো না, যেমন বলে থাক তোমরা একে অন্যের সাথে। এরূপ করলে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা তা টেরও পাবেন না।"

٤٤٧٨ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْآيَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

৪৪৭৮. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের দু'জন সর্বোত্তম ব্যক্তির বিপন্ন হওয়া প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে দু'জন হলেন আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)। তাঁরা নবী (সঃ)-এর সামনে তাঁদের কন্ঠস্বর চড়া করে ফেলেছিলেন। বনী তামীম গোত্রের একদল লোক যখন হযরতের নিকট এসেছিল, তখন এ ঘটনাটি ঘটেছিল। [নবী (সঃ) সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন]। তাঁদের একজন [অর্থাৎ উমর (রাঃ)] বনী মাজাশে গোত্রের আকরা ইবনে হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং অন্যজন [অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ)] অপর এক ব্যক্তির নামের প্রতি ইশারা করলেন। (নাফে' বলেন, এ ব্যক্তির নামটি আমার মনে নেই)। আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রাঃ) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের মধ্যে উচ্চবাচ্য হতে লাগলো। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: "ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়ায-এর ওপর তোমাদের আওয়ায বুলন্দ করো না।"

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এত আস্তে কথা বলতেন যে, হুযুর (সঃ) দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে না নেয়া পর্যন্ত তাঁর কথা শোনাই যেত না। তিনি এ কথাটি আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে ব্যক্ত করেননি।

٤٤٧٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ

الْآخِرَةِ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৪৪৭৯. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) একদিন সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে খুঁজে পেলেন না। (জিজ্ঞেস করার পর) এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি আপনার জন্য তার খবর জেনে নিয়ে আসছি। সুতরাং লোকটি তার নিকট গিয়ে তাঁকে দেখলো যে, তিনি তাঁর ঘরে অবনত মস্তকে বসে আছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আপনার হলো কি? তিনি বললেন, অত্যন্ত খারাপ। এই অধম কথার আওয়ায নবী (সঃ)-এর আওয়াযের চেয়ে চড়া করে বলতো। ফলে তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে। এখন সে জাহান্নামী বনে গেছে। অতঃপর লোকটি নবী (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে খবর দিল যে, তিনি এমন এমন কথা বলেছেন। আনাস তনয় মূসা বলেন, লোকটি [নবী (সঃ)-এর তরফ থেকে] এক মহা সুখবর নিয়ে আবার তাঁর কাছে গেল (এবং তাঁকে বললো), নবী (সঃ) আমাকে বলেছেন, তাকে গিয়ে বল যে, তুমি জাহান্নামী নও, বরং তুমি জান্নাতীদের পর্যায়ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون -

"নিশ্চয় যারা আপনাকে হুজরার পেছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

٤٤٨٠ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَّا إِلَى خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ -

৪৪৮০. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন, একবার বনী তামীম গোত্রের একদল লোক সওয়ার হয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট আসলো (এবং একজন প্রতিনিধি আবেদন করল)। আবু বকর (রাঃ) বললেন, কা'-কা' ইবনে মা'বাদকে আমীর বা নেতা বানানো হোক। উমর (রাঃ) প্রস্তাব করলেন, আক্‌রা ইবনে হাবিসকে আমীর বানানো হোক। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রাঃ) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার আদৌ আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। এ নিয়ে দু'জন তর্ক-বিতর্ক শুরু করলেন, এমনকি দু'জনেরই কন্ঠস্বর উচ্চে উঠে গেল। এ ঘটনা উপলক্ষেই আয়াতটি নাযিল হলো : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা (কোন ব্যাপারেই) আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে আগ-বেড়ে যেও না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم

"এবং আপনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা সবর ও প্রতীক্ষা করত, তবে এটা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হত।"

সূরা ক্বাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

"(সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি লোকে পরিপূর্ণ হয়েছ?) এবং জাহান্নাম বলবে, আরও বেশী লোক আছে কি?"

٤٤٨١ - عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ.

৪৪৮১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এবং জাহান্নাম বলবে, আরও অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে) আপন পদ স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে, ব্যস্, ব্যস্।

٤٤٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ.

৪৪৮২. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 'মারফু' হাদীস হিসেবে বর্ণিত। আর আবু সুফিয়ান এটিকে প্রায়ই মওকুফ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেদিন জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পেটকি পূর্ণ হয়েছে? সে বলবে, আরও অধিক আছে কি? তখন আল্লাহ তায়ালা আপন চরণ তাতে স্থাপন করবেন। এবার সে বলবে, ব্যস ব্যস, যথেষ্ট যথেষ্ট হয়েছে।

٤٤٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

৪৪৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম

পরস্পর ঝগড়া করেছে। জাহান্নাম বললো, প্রতিপত্তিশালী দম্ভকারী ও যালিমদের জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জান্নাত (আক্ষেপ করে) বললো, আমার কি হলো, আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য লোকেরাই প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি হলে আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাহদের যাকে চাই তার প্রতি আমি রহমত করব। এবং তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমি বান্দাদের যাকে চাই আযাব দেব। বস্তুতঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু (যত মানুষই ঢুকানো হোক) জাহান্নাম কিছুতেই পূর্ণ হবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তায়ালা) স্বীয় চরণ তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে ব্যস, ব্যস, ব্যস। তখনি কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির কারো ওপর যুলুম করবেন না (অর্থাৎ জাহান্নাম ভর্তি করার জন্য অন্যায়ভাবে কাউকে তাতে ফেলবেন না)। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা (নতুনভাবে) অন্য মখলুক পয়দা করবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

"এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের হাম্দ সহ মহিমা বর্ণনা কর।"

٤٤٨٤ - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

৪৪৮৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা একরাত্রে নবী (সঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। এটি চৌদ্দ তারিখের (পূর্ণিমার) চাঁদ ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক সেরূপ অবিলম্বে তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে এবং আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে তোমাদের একটুও সন্দেহ হবে না। এজন্যে তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে কখনো নামায ছাড়বে না। যথাসাধ্য তা আদায় করবে। এরপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "অতএব সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রব-এর হামদসহ মহিমা বর্ণনা কর।

٤٤٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِيْ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِيْ قَوْلَهُ وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ.

৪৪৮৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নবী (সঃ)-কে প্রত্যেক নামাযের পরে তাসবীহ পড়ার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'আদবারাস্ সুজুদ' দ্বারা তিনি এ অর্থ করেছেন। এর মানে, 'এবং সিজদাসমূহের সমাপ্তির পর অর্থাৎ নামায শেষে তাসবীহ পড়।'

সূরা আয্-যারিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"আলী (রাঃ) বলেছেন, "যারিয়াত মানে বায়ুরাশি। অন্যেরা বলেছেন,' তাযরূহো মানে তাকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 'ওয়াফি আনফুসিকুম এর মানে, তোমরা কি স্বয়ং নিজেদের মধ্যে দেখনা যে, খানা-পিনা কর কেবল এক পথে অর্থাৎ মুখ দিয়ে আর তা বের হয় দু'পথে অর্থাৎ পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল হুবুক শব্দের মর্মার্থ হলো, তার সমকক্ষ হওয়া এবং তার সৌন্দর্য। 'ফি গামরাতিন' মানে নিজ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

সূরা আত-তুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৪৪৮৬ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّيْ أَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْ إِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ

৪৪৮৬. উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তখন তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে থেকে তওয়াফ করে নাও। সুতরাং আমি (সেভাবে) তওয়াফ করে নিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বার এক পাশে সূরা 'আত্তুর ওয়া কিতাবিম্মাস্তুর' পড়ছিলেন।

৪৪৮৭ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ فَلَمَّا بَلَغَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ . كَادَ قَلْبِيْ أَنْ يَّطِيْرَ قَالَ سُفْيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِيْ قَالُوْا لِيْ .

৪৪৮৭. জুবাইর ইবনে মুত'এম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে (সালাতিল) মাগরিবে সূরা 'তুর' পড়তে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পোঁছেন: "তারা কি কোন সৃষ্টিকারী ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের

সৃষ্টিকর্তা? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তোমার পরওয়ারদিগারের ধনভাণ্ডার কি তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে? কিংবা তার ওপর তাদেরই কতৃত্ব চলে?' তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল।

সুফিয়ান বলেছেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'এমের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তাঁর পিতা জুবাইর বলেছেন, "আমি নবী (সঃ)-কে (সালাতিল) মাগরিবে সূরা 'তূর' পড়তে শুনেছি।' কিন্তু যুহরীকে তাতে "আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল"—এ কথাটি বাড়িয়ে বলতে আমি (সুফিয়ান) শুনিনি।

সূরা আন-নাজম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٤٨٨ - عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا اُمَّتَاهُ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِيْ مِمَّا قُلْتَ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ثَلٰثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْاٰيَةَ وَلٰكِنَّهُ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ

৪৪৮৮. মাসরূক বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "হে আম্মাজান, মুহাম্মদ (সঃ) কি তাঁর রবকে (মি'রাজের সময়) দেখেছিলেন?" জবাবে তিনি বললেন ঃ "তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? সেই তিনটি কথার কোন একটি কেউ তোমাকে বললে সে মিথ্যাবাদী হবে। (সেই তিনটি কথা হলোঃ) যদি কোন লোক তোমার নিকট বলে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পরোয়ারদিগারকে দেখেছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে।" অতঃপর (এ কথার সামর্থনে) তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন ঃ 'দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সব অবহিত।' (আরেকটি আয়াত হলো) 'কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, ওহী অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া আল্লাহর সাথে কথা বলে।'

আর যে লোক তোমাকে বলে যে, আগামীকাল কি হবে, না হবে, সে তা জানে, তবে সে

মিথ্যাবাদী। অতঃপর (এ দাবীর সমর্থনে) তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "কোন লোকই জানে না, আগামীকাল সে কি করবে।"

আর যে লোক তোমার নিকট বলে যে, তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন কথা] গোপন রেখেছেন, (উম্মতের নিকট প্রকাশ করেননি) তবে সে-ও মিথ্যাবাদী। (এ কথার সমর্থনে) তিনি (এ আয়াত) তিলাওয়াত করলেন : "হে রসূল, আপনার নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সবটাই আপনি (মানুষের নিকট) পৌঁছিয়ে দিন।"

[আয়েশা (রাঃ) বলেন,] কিন্তু রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে কেবল দু'বার দেখেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فكان قاب قوسين او ادنى - فاوحى الى عبده ما اوحى
"এমনকি তিনি দু'ধনুকের ব্যবধানে ছিলেন কিংবা আরও নিকটবর্তী হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার, তা ওহী করেছিলেন।"

٤٤٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ -

৪৪৮৯. আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। "ফাকানা কাবা কাওসাইনে আওআদনা ফাআওহা ইলা আবদিহী মা আহা" এ আয়াত দু'টির তাফসীর প্রসংগে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছ'শ' ডানা ছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فاوحى الى عبده ما اوحى -
"অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার, তা ওহী করেছেন।"

٤٤٩٠- عَنِ الشَّيْبَانِيْ قَالَ سَاَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ -

৪৪৯০. শায়বানী বর্ণনা করেছেন, আমি যিররাকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী—"ফাকানা কাবা কাওসাইনে আওআদনা। ফাআওহা ইলা আবদিহী মা আওহা"-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ছ'শ' ডানা ছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لقد راى من ايت ربه الكبرى
"নিশ্চয় তিনি তাঁর পরোয়ারদেগারের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিলেন।"

٤٤٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ -

৪৪৯১. আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "লাকাদরাআ মিন আয়াতে

রাব্বিহিল কুবরা' এ আয়াতের মর্ম এই যে, রসূল (সঃ) সবুজ রফরফ দেখেছিলেন, যা গোটা আকাশ জুড়েছিল।৫৫

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : افرايتم اللت والعزى - "তোমরা কি লাত ও উয্যাকে দেখেছ?"

৪৪৯২- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ اَللَّاتِ وَالْعُزّٰى كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيْقَ الْحَاجِّ -

৪৪৯২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী আল্লাতা ওয়াল উয্যা। এখানে লাত অর্থ সেই ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলতো।

৪৪৯৩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

৪৪৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক কসম করে এবং কসম করে লাত ও উয্যার তবে সাথে সাথে তার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা উচিত। আর যেলোক তার সাথীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি; তবে তার সদকা দেয়া উচিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ومنوة الثالثة الاخرى -
"এবং অবশেষে (দেখেছ কি) তৃতীয় মানাতকে?"

৪৪৯৪- عَنْ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُوْنَ قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي الْاَنْصَارِ كَانُوْا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كُنَّا لَا نَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ -

৪৪৯৪. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, যে, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, যে সমস্ত লোক মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে বা নিকটে

---

৫৫. এখানে 'রফরফ' শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে। কারো কারো মতে, একটি মখমলের বড় গালিচা ছিল—যার উপর জিবরাইল (আঃ) বসা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তা জিবরাইল (আঃ)-এর গায়ের চাদর ছিল। কিংবা তাঁর ডানাগুলোর সৌন্দর্য ও সবুজ মখমলের মতো ছিল।

এহরাম বাঁধতো তারা সাফা-মারোয়ার মাঝে তওয়াফ করতো না। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন : 'ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ" "সাফা এবং মারওয়া নিশ্চই আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন"। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলমানগণ তওয়াফ করলেন।

সুফিয়ান বলেছেন, মানাত কুদাইদ নামক স্থানের নিকটস্থ মুশাল্লাল নামক জায়গায় অবস্থিত।

অপর এক সনদে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মদীনার আনসারগণের কিছু লোক (ইসলাম কবুলের আগে) মানাতের জন্য এহরাম বাঁধতো। মানাত মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি দেব-মূর্তি ছিল। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নবী আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে মানাতের সম্মানার্থে তওয়াফ করতাম না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فاسجدوا لله واعبدوا - "অতএব তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো।"

٤٤٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ .

৪৪৯৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) সূরা নজমের মধ্যে সিজদা করেছেন এবং তাঁর সাথে (উপস্থিত) মুসলমান, মুশরিক জিন ও মানব সবাই সিজদা করেছে।

٤٤٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَوَّلُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةٌ النَّجْمُ قَالَ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِّنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ

৪৪৯৬. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্ব প্রথম নাযিল হওয়া সূরা হলো সূরা 'নজম'। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (এই আয়াত পড়ে) সিজদা করেছেন এবং রসূলে (সঃ)-এর পেছনের সব লোকও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তি সিজদা করেনি। আমি তাকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তাতে সিজদা করতে দেখেছি। এ ঘটনার পর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। তার নাম উমাইয়্যা ইবনে খলফ।

সূরা আল-কামার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লার বাণী : وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا
"এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখেও, তবু তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

৪৪৯৭ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِشْهَدُوْا -

৪৪৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পাহাড়ের উপর এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নীচে ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

৪৪৯৮ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اِشْهَدُوْا اِشْهَدُوْا

৪৪৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, চাঁদ দুভাগ হয়ে গেল। এসময় আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, সাক্ষী থাক।

৪৪৯৯ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৪৯৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী (সঃ)-এর যমানায় চাঁদ দু'টুকরো হয়েছে।

৪৫০০ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَأَلَ اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ -

৪৫০০. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী নবী (সঃ)-এর নিকট তাদেরকে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবী করলো, তখন তিনি তাদেরকে চাঁদ, দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

৪৫০১ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ -

৪৫০১. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"তরণী আমার নয়নের সামনে বয়ে যাচ্ছিল, যে লোক কুফরী করেছিল, তার প্রতিদান স্বরূপ, এবং আমি তাকে নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছিলাম। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-এর সেই নৌকাটিকে বাকি রেখে দিয়েছেন!...এমনকি এ উম্মতের পূর্ববর্তী লোকগণ তা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছেন।

৪৫০২ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

৪৫০২. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : و لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
"এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

٤٥٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

৪৫০৩. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : اعجاز نخل منقعر - فكيف كان عذابي و نذر
"তারা খেজুরের উৎপাটিত কান্ড ছিল, অতএব আমার আযাব ও সতর্ক করা কেমন ছিল?"

٤٥٠٤- عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْاَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ اَوْ مُذَّكِرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَأُهَا فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ دَالًا قَالَ وَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُهَا فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ دَالًا-

৪৫০৪. আবু ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদের নিকট একথা জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, (এখানে) ফাহাল মিম মুদ্দাকির হবে, না মুয্যাকির? তখন তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)]-কে ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তে শুনেছি আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে দাল দিয়ে ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : فكانوا كهشيم المحتظر - فهل من مدكر
"তাতেই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ কাঠের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। এবং আমরা সদুপদেশ গ্রহণের জন্যই এ কোরআনকে সহজ করেছি; অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

٤٥٠٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

৪৫০৫. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

"এবং প্রত্যুষে তাদেরকে বিরামহীন আযাব আক্রমণ করেছিল। অতএব তোমরা আমার আযাব এবং সতর্কতার স্বাদ ভোগ কর। এবং আমি কুরআনকে নসীহত গ্রহণের জন্য সহজ করেছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

٤٥٠٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

৪৫০৬ আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر -
"এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সমরূপী সাথীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার ?"

৭৫০২- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ -

৪৫০৭. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। আমি নবী (সঃ)-এর সামনে ফাহাল মিমমুযযাকির পড়লাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, ফাহাল মিমমুদ্দাকির।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: سيهزم الجمع ويولون الدبر
"অচিরেই ওই দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।"

৭৫০৮- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ -

৪৫০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধের দিন একটি শিবিরে অবস্থান করে এই দোআ করেছেন: "আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অংগীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। আল্লাহ, যদি তুমি চাও আজকের দিনের পর তোমার আর কোন ইবাদত না হোক,............।" ঠিক এতটুকু বলার পরই আবু বকর (রাঃ) তাঁর হাত ধারণ পূর্বক বললেন: "হে আল্লাহর রসূল! যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। আপনি আপনার পরোয়ারদিগারের নিকট অনেক দো'আ করেছেন।" এ সময় নবী (সঃ) বর্ম (যুদ্ধের পোশাক) পরিহিত অবস্থায় আবেগাপ্লুত ছিলেন, সুতরাং তিনি এ আয়াত দুটি পড়তে পড়তে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন: "অচিরেই ওরা পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

'বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময়টি অতি কঠোর ও তিক্তকর। 'মারারাহ শব্দ থেকে আমার্‌রু শব্দটির উৎপত্তি। যার মানে তিক্ততা।

৭৫০৯- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَقَدْ اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ وَاِنِّيْ لَجَارِيَةٌ اَلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

৪৫০৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ আয়াত : "বালিস সা'আতু মাওয়েদুহুম ওয়াস সা'আতু আদহা ওয়া আমারু" মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর (হিজরতের আগে) মক্কায় নাযিল হয়েছে। সে সময় আমি কিশোরী ছিলাম এবং খেলাধুলা করতাম।

٤٧٥١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهِيَ فِيْ قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ اَبَدًا فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ۔

৪৫১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) একটি শিবিরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এই দোআ করলেন : "আয় আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে তোমরা ওয়াদা ও অংগীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। আয় আল্লাহ, যদি তুমি চাও যে, আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদত না হোক্............।" ঠিক এ সময় আবু বকর (রাঃ) হযরতের হস্ত ধারণপূর্বক বললেন, বেশ্ হয়েছে, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ সময় নবী (সঃ) যুদ্ধের বর্ম পরিহিত ছিলেন। তখন শিবির থেকে এ আয়াত পড়তে পড়তে তিনি বেরিয়ে এলেন : "অতি শীঘ্র ঐদল পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং সে সময়টি অতি কঠোর এবং তিক্তকর।"

সূরা আর-রাহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তায়ালার বাণী: ومن دونهما جنتن "এবং এ দু'টি ছাড়া আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে।"

٤٧٥١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ

৪৫১১. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (এক শ্রেণীর ঈমানদারদের জন্য বেহেশত অতি মনোরম) দু'-দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরের সকল জিনিস রৌপ্য নির্মিত হবে। আর (এক শ্রেণীর মু'মিনদের জন্য) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র ও সমুদয় জিনিস সোনার তৈরী হবে। জান্নাতী লোকেরা আদ্‌ন বেহেশতে তাদের পরোয়ারদিগারের দর্শন লাভ করবে। এ বেহেশতবাসী এবং আল্লাহর এ দীদাদের মাঝখানে পরোয়ারদিগারের প্রবল প্রতাপ ও গৌরবের চাদর (অর্থাৎ প্রভাময় আড়া) ভিন্ন কোন আড় থাকবে না।

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তায়ালার বাণী: حور مقصورات فى الخيام "সেই হূরেরা শিবিরগুলোয় সুরক্ষিত থাকবে।"

٤٥١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ.

৪৫২. আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে মণিমুক্তা ও মতির একটি শিবির থাকবে, এটির দৈর্ঘ্য হবে যাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হূর-বালা। এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ এদের উপর চক্কর দিবে। এবং থাকবে দু'টি উদ্যান। এর পাত্র এবং ভেতরের সব জিনিসপত্র হবে রূপার তৈরী। অপর দু'টি উদ্যান থাকবে, যার পাত্র ও ভেতরের সব জিনিস হবে সোনার তৈরী। এবং 'আদন' বেহেশ্‌তে, বেহেশ্‌তবাসী এবং তাদের পরোয়ারদিগারের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রবল প্রতাপের প্রভাময় আভা ভিন্ন আর কোন আড় থাকবে না।

সূরা আল-ওয়াকিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তায়ালার বাণী: وظل ممدود "এবং সুবিস্তৃত ছায়া।"

٤٥١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ.

৪৫১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। [বর্ণনাকারী এ হাদীসের সূত্র নবী (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছান] নবী (সঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ হবে, এর ছায়ায় একজন সওয়ারী একশ' বছরব্যাপী চলতে থাকবে, তবু এ ছায়া সে অতিক্রম করতে পারবে না। এখন তোমরা যদি চাও, তবে এ আয়াত "ওয়াযিল্লিম মামদূদীন পড়।"

সূরা আল-হাদীদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, জা'আলাকুম মুসতাখলাফীনা'-এর মানে আমি তোমাদেরকে তাতে আবাদকারী করে বানিয়েছি। 'মিনায যুলুমাতে ইলান নূর' মানে ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে হেদায়েতের দিকে। 'ওয়ামানাফেউ লিন্নাসি' এর মর্ম হলো, ঢাল ও অস্ত্র-শস্ত্র। 'মাওলাকুম' মানে আওলাবিকুম অর্থাৎ তিনিই তোমাদের যোগ্য। 'লিয়াল্লা ই'আ লামা আহ-লুল কিতাবে' মানে লি'আলামা আহলুল কিতাবে—যাতে আহলি কিতাবরা জানতে পারে। বলা হয়ে থাকে, জ্ঞানের বিবেচনায় তিনি সব কিছুর উপর প্রকাশমান আর জ্ঞানের বিবে-চনায়ই তিনি সব কিছু থেকে উহ্য। 'উনযুরুনা' মানে 'ইন্তাযিরুনা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।

সূরা আল-মুজাদালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, ইউহাদ্দুনা ইউশাক্কুনা, তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধিতা করছে। কুবিতু মানে উখযিয়' তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। ইসতাওয়াযা মানে গালাবা—বিজয়ী হয়েছে।

সূরা আল-হাশর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥١٤ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوْا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِي النَّضِيْرِ -

৪৫১৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন। আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা তওবা (সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরা কাফেরদের দোষ বর্ণনাকারী এবং স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকারী। তাদের একদল এই করেছে, আরেকদল ওই করেছে, এ ভাবে একাধারে সবার দোষ উদ্‌ঘাটন করে নাযিল হতে থাকলো। এমনকি সবাই ধারণা করতে লাগলো, সূরায় উল্লেখ হবে না, সেরূপ আর কেউ বাকি থাকবে না।

সাঈদ বললেন, সূরা আন্‌ফাল (সম্পর্কে) আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি আবার সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, (ইহুদী) বনী নযীর সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

٤٥١٥ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ .

৪৫১৫. সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন। আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে সূরা নযীর বলো। (অর্থাৎ বনী নযীর সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ما قطعتم من لينة

"তোমরা যে খেজুর (বা যে কোন) গাছ কেটেছ।"

٤٥١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ .

৪৫১৬. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (অবরোধকালে) বনী নযীর গোত্রের কিছু খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কেটে ফেলেছেন, একে আরবীতে বুয়াইরা বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন : 'তোমরা যে খেজুর (বা যে কোন) গাছ কেটেছ কিংবা ওকে তার শিকড়-মূলের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছ তা আল্লাহরই আদেশে সম্পন্ন হয়েছে—যেন তিনি কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারেন।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : ما افاء الله على رسوله من اهل القرى

'আল্লাহ জনপদসমূহের অধিবাসীদের থেকে তাঁর রসূলকে যা 'ফাই' দান করেছেন।"

٤٥١٧ - عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৪৫১৭. উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। বনী নযীরের ধন-মাল ওসব সম্পদের অন্তর্গত ছিল, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (সঃ)-কে 'ফাই' হিসেবে দান করেছেন। মুসলমানরা এর উপর কোন ঘোড়া ও সওয়ারী দ্বারা হামলা চালায়নি। সুতরাং এটা খাস্ করে কেবল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে ছিল। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর এক বছরের খরচ চালানোর মত জিনিস নিয়ে নিতেন। তারপর বাকিটা তিনি অস্ত্র-শস্ত্র এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধে যান-বাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুতির জন্য সিপাহীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।[৫৬]

---

৫৬. 'ফাই' শব্দের পরিভাষা বা বিনাযুদ্ধে দুশমন থেকে প্রাপ্ত ধনমাল ও বিষয়-সম্পত্তিকে বলা হয়। এটা 'গণীমাত' থেকে ভিন্ন জিনিস। গণীমাত হলো, শত্রু থেকে যুদ্ধ করে যা পাওয়া যায় তা। এখানে বনী

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : ما آتاكم الرسول فخذوه
"এবং রসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ কর।"

٤٥١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِيْ اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ اِنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيْ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ اَمَا قَرَأْتِ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ قَالَتْ فَاِنِّيْ اَرٰى اَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذٰلِكَ مَا جَامَعْتُنَا .

৪৫১৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন ওসব নারীর ওপর, যারা (অন্যের) শরীরে (নাম বা চিত্র) অংকন করে এবং যারা নিজ শরীরে (অন্যের দ্বারা) অংকন করায়; যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপরিয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য (রেত ইত্যাদির সাহায্যে) দাঁত সরু ও (দুদাতের মাঝে) ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী (এরূপে) আল্লাহর সৃষ্টির (আকৃতি) বিকৃত করে ফেলে।

অতঃপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামীয় এক মহিলা এই বর্ণনা শুনে [আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে] আসলো এবং বললো, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) যার ওপর লা'নত করেছেন আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লা'নত করা হয়েছে, তার ওপর আমি লা'নত করব না কেন? তখন মহিলাটি বললো, আমি তো কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলছেন, তা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, যদি তুমি (মনোযোগ দিয়ে) তা পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি (কুরআনে) পড়নি : রসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাকো। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। মহিলাটি বললো, হাঁ, নিশ্চয়ই। [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, অতঃপর অবশ্যই [রসূল (সঃ)] ও থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলাটি বললো, আমার মনে হয়, আপনার বিবি ও তো ঐ কাজ করে। [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, তুমি (আমার ঘরে) যাও এবং ভালরূপে দেখেশুনে এসো। অতঃপর মহিলাটি (তাঁর ঘরে) গেল এবং দেখে শুনে নিল। কিন্তু সে যে প্রয়োজনে গিয়েছিল,

---

নযীর গোত্রের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি ও ধনমাল সবই হলো মালে 'ফাই'। কারণ, এগুলো বিনা যুদ্ধে কেবল অবরোধের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে।

তার কিছুই দেখলো না। তখন [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, যদি আমার স্ত্রী ওরূপ কাজ করতো, তবে আমার সংগে তার মিলন হতো না।

৪৫১৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ اِمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ ـ

৪৫১৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে নারী পর চুলা লাগায়, রসূলুল্লাহ (সঃ) তার ওপর লা'নত করেছেন। আতঃপর তিনি বললেন, আমি হাদীসটি এমন এক নারীর নিকট থেকে শুনেছি যাকে উম্মে ইয়াকুব বলা হয়।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : والذين تبوؤا الدار والايمان
"এবং ('ফাই'-এর মাল) ওদের জন্যও যারা তাদের পূর্বে এখানে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে—"

৪৫২০- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاُوْصِى الْخَلِيْفَةَ بِالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّهَاجِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُوْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ ـ

৪৫২০. আমর ইবনে মাইমুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ওমর (রাঃ) বললেন, আমি খলিফাকে অসিয়ত করছি প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের হক অনুধাবন করার এবং আনসারদের ব্যাপারে খলীফাকে ওসিয়ত করছি,—যারা নবী (সঃ)-এর হিজরতের পূর্বে (মদীনায়) বাস করতেন এবং ঈমান এনেছিলেন—এদের ব্যাপারে নেককারদের সৎকর্ম গ্রহণ এবং অসৎকর্ম ক্ষমা করে দেয়ার জন্য।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
"এবং নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।"

৪৫২১- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَنِىَ الْجَهْدُ فَاَرْسَلَ اِلٰى نِسَائِهٖ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَقَالَ لِاِمْرَاَتِهٖ ضَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدَّخِرِيْهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عِنْدِىْ اِلَّا قُوْتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَتَعَالَىْ فَاَطْفِئِى السِّرَاجَ وَنَطْوِىْ بُطُوْنَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ اَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَّفُلَانَةٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

৪৫২১. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে এসে আরয করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি অতি ক্ষুধায় কাতর। তখন তিনি তাঁর বিবিগণের নিকট (খবর) পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের নিকট কিছুই পেলেন না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আছে কি কেউ, আজ রাত্রে এই লোকটিকে মেহমান রূপে গ্রহণ করতে পাবে? আল্লাহ তার ওপর রহমত করবেন। তখন আনসারগণের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি (মেহমানসহ ঘরে) নিজ স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, (ইনি) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মেহমান। (তাঁকে না দিয়ে ঘরে) কোন খাবার বস্তু জমা করে রেখো না। স্ত্রী বললো, আল্লাহর কসম! আমার নিকট ছেলেমেয়েদের আহার ভিন্ন আর কিছু নেই। (তখন আনসারী) বললেন, ছেলে-মেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও এবং আমাকে ডাকিও। অতঃপর (আমরা খেতে বসলে) তুমি বাতিটি নিভিয়ে দিও। রাতে আমরা আমাদের পেটকে অভুক্ত রাখবো। (আঁধারে মেহমানকে বুঝানোর জন্য কেবল খাওয়ায় ভান করবো। কিছুই খাব না)। সুতরাং স্ত্রী-তা-ই করলেন। তারপর ভোরবেলা আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। তখন [রসূল (সঃ)] বললেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তি এবং অমুক স্ত্রীর প্রতি অত্যাধিক সন্তুষ্ট হয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক অমুকের কাজে হেসে পড়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন "তারা নিজেদের ওপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেয় যদিও তারা নিজেরা ক্ষুধাতুর ছিলো।"

সূরা আল-মুমতাহানা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء
"তোমরা আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"

৪৫২২- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِيْ الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ

بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذَا
يَا حَاطِبُ قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ
أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ
يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ مِنَ النَّسَبِ
فِيْهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا
عَنْ دِيْنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ
اطَّلَعَ عَلٰى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ عَمْرُو
بْنُ دِيْنَارٍ وَنَزَلَتْ فِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ قَالَ لَا أَدْرِي الْآيَةَ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ قَوْلُ عَمْرٍو .

৪৫২২. হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন, আলী (রাঃ)-এর সেক্রেটারী উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুবাইর (রাঃ), মিকদাদ (রাঃ) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা জলদি রওযা খাখ নামক স্থানে যাও। কেননা, সেখানে হাওদায় এক মহিলা পাবে। তার সংগে একখানা পত্র রয়েছে। তার থেকে সেই পত্রটি তোমরা নিয়ে নেবে। অতঃপর [নবী (সঃ)-এর নির্দেশ মোতাবিক] আমরা রওযায় রওয়ানা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চললো। শেষ পর্যন্ত আমরা রওযায় এসে পেঁছলাম। ওখানে পেঁছেই আমরা হাওদায় সেই মহিলাকে পেয়ে গেলাম। অতঃপর (তাকে) আমরা বললাম, (তাড়াতাড়ি) পত্রখানা বের কর। সে বললো, আমার সংগে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই হয় তোমাকে পত্রখানা বের করতে হবে, নতুবা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। তখন সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করে দিল। সে পত্রখানা নিয়ে আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইবনে আবু বালতা'য়া (রাঃ)-এর তরফ থেকে মক্কার মুশরিকদের নিকট লেখা। তাতে তিনি নবী (সঃ)-এর একটি (গোপন) বিষয় (অর্থাৎ মক্কা আক্রমণের কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করে দিয়েছেন। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব, এটা কি করলে? হাতিব বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার সম্পর্কে ত্বড়িৎ কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না (আগে আমার বক্তব্যটি শুনুন) আমি কুরাইশ বংশের এমন এক লোক, তাদের মধ্যে যার আত্মীয়স্বজন (সন্তান বা ভাই-বেরাদর) বলতে কেউ নেই। আপনার সাথে আর যত মুহাজির রয়েছেন, তাঁদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা মক্কায় তাদের পরিজন ও ধনমাল রক্ষা পাবে। তাই আমি মনস্থ করলাম, মক্কায় তাদের মাঝে আমার যে পরিজন ও সন্তানাদি রেখে এসেছি, মুশরিকদের প্রতি যদি একটু সহযোগিতার হাত প্রসারিত করি, তারাও হয়তো আমার পরিজনের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। আমি, কাফের হয়ে যাইনি এবং আপন দ্বীন থেকে মুর্তাদ হয়েও এ কাজ করিনি। তখন নবী (সঃ) বললেন, সে তোমাদের নিকট সত্য কথাই বলেছে। এমনি সময় উমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ আপনি আমায় অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। [নবী (সঃ)] বললেন,

হাতিব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ তায়ালা বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে কি ঘোষণা দিয়েছেন? তাদেরকে তিনি বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আমর ইবনে দীনার বলেছেন, এ ঘটনা উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছে : "ঈমানদারগণ, আমার এবং তোমাদের দুশমনকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنت مهاجرات
"হে ঈমানদারগণ, যখন ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে—"

٤٥٢٣- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ بِقَوْلِ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهٗ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ اِلَّا بِقَوْلِهٖ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلٰى ذٰلِكَ -

৪৫২৩. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছেন, কোন ঈমানদার মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হিযরত করে এলে তিনি তাকে আল্লাহর কালামের এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন : "হে নবী, যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট এসে এই শর্তে বাই'আত করতে চায় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না, আপন শিশু-সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না এবং মা'রূফ কাজে আপনার নাফরমানী করবে না ; তখন আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল করুনাময়।" 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যে ঈমানদার মহিলা এসব শর্ত মানতে রাযি হয়, তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন; "আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে বাই'আত করিয়ে নিলাম।" আল্লাহর কসম! বাই'আত গ্রহণ কালে কোন নারীর হাত নবী (সঃ)-এর হাত স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি একমাত্র এ কথা দ্বারাই বাই'আত করিয়েছেন, "আমি তোমাকে এই কথার ওপর বাই'আত করালাম।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اذا جاءك المؤمنت يبايعنك
"(হে নবী,) যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণের জন্য আসে......।"

٤٥٢٤- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيْنَا اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَاَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ

أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا ـ

৪৫২৪. উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বাই'আত করলাম। অতঃপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন ঃ "বাই'আতকারিণীরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না" এবং তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। তখন এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে আসলো। অতঃপর বললো অমুক মহিলা আমার সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপে অংশ নিয়েছে। আমি তাকে এর বিনিময় দিতে মনস্থ করেছি। নবী (সঃ) তাকে কিছু বলেননি। অতঃপর মহিলাটি [নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে] উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো। তখন নবী (সঃ) তাকে বাই'আত করালেন।

٤٥٢٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللّٰهُ لِلنِّسَاءِ ـ

৪৫২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার কালাম 'ওয়ালা ইয়া'সীনাকা ফি মারূফীন' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এটা আল্লাহ নারীদের জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন।

٤٥٢٦ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَأَ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

৪৫২৬. উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার হাতে বাই'আত করতে রাযি আছ যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, যেনা করবে না এবং চুরি করবে না। অতঃপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (অধঃস্তন বর্ণনাকারী সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন যে, রসূল (সঃ) আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন।) তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যোগ করলেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করলো, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এর মধ্যে কোনটা করে ফেলল এবং তাকে (সেজন্য দুনিয়ায়) শাস্তিও দেয়া হলো; তবে সেই শাস্তি তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এর কোনটা করে ফেলল এবং আল্লাহ তা গোপন রাখলেন, তবে তা আল্লাহর নিকট থাকলো। তিনি চাইলে তাকে আযাব দিবেন। আর তিনি যদি চান তাকে মাফও করে দিতে পারেন।"

٤٥٢٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ

اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ
الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلاَلٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا
وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا
ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ وَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ
غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ
وَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ

৪৫২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হাযির ছিলাম। আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)-ও ছিলেন। খুতবার আগে সবাই ঈদের নামায পড়েছেন। নামাযের পর নবী (সঃ) ভাষণ দান করেছেন। ভাষণ শেষে নবী (সঃ) মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। এ সময় তিনি যে লোকজনকে হাতের ইশারায় বসাচ্ছিলেন, সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনো যেন ভাসছে। এরপর তিনি জনতাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং (জামায়াতে উপস্থিত) মহিলাদের নিকট গিয়ে থামলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রাঃ)-ও ছিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বাইয়াত' গ্রহণ করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানাদীকে হত্যা করবে না এবং নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না।" এমনকি তিনি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করে শেষ করলেন। তারপর আয়াত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আয়াতে উল্লিখিত শর্তাবলীর ওপর বাইয়াত করতে রাযি আছ? তখন কেবল একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ এ কথা বলে সম্মতিসূচক জবাব দেয়নি যে, হাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ মহিলাটি কে ছিল, হাসান তা জানতো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা দান করো। বিলাল (রাঃ) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন মহিলারা তাদের ছোট-বড় আংটি বিলাল (রাঃ)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

সূরা আস-সাফ

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: يأتي من بعدي اسمه أحمد

[ঈসা (আঃ) বলেছেন,] 'আমার পরে যে রসূল আসবেন তাঁর নাম হবে 'আহমদ'।"

٤٥٢٨ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ لِي
أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ
وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ.

৪৫২৮. জুবাইর ইবনে মুত'এম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : "আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ এবং আমি মাহী (বিলোপকারী) আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জগতের সমস্ত কুফরীর বিলোপ সাধন করবেন। আমি হাশের (সমবেত ও জমায়েতকারী)। আমার পদাংকতলে সমস্ত মানুষ জমায়েত হবে।৫৭ এবং আমি হবো পেছনে অবস্থানকারী।"

সূরা আল-জুমআ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: اخرين منهم لما يلحقوا بهم
"এবং তাদের অন্যান্যদেরকেও—যারা এখনও তাদের সংগে মিলিত হয়নি।"

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ফাস'আউ ইলা যিকরিল্লাহ-এর স্থলে ফামযু ইলা যিকরিল্লা (তোমরা আল্লাহর যিকর্ পানে ধাবিত হও) পড়তেন।

٤٥٢٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ .

৪৫২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর ওপর সূরা জুম'আ নাযিল করা হলো—যাতে এটাও আছে : তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি [আবু হুরাইরা (রাঃ)] বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, অরা কারা ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করার পরও তিনি এর কোন জবাবই দিলেন না। আমাদের মাঝে সলমান ফারসী (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থাকলেও অনেক ব্যক্তি কিংবা (তিনি বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কোন একজন তা পেয়ে যাবে।

٤٥٣٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

৪৫৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, এদের কিছু লোক তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: واذا راوا تجارة **"এবং যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পায়।"**

---

৫৭. এর মানে আমার পরে আর কোন নবী নেই। কাজেই সকলকেই আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। আমার নবুয়াতের যমানার অধীনেই সব মানুষ থাকবে।

٤٥٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَثَارَ النَّاسُ اِلَّا اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا.

৪৫৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার জুম'আর দিন একটি বাণিজ্য-কাফেলা মদীনা আসলো। এ সময় আমরা নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলাম [নবী (সঃ) জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন]। বারজন লোক ব্যতীত আর সবাই সেদিকে দৌড়ে গেল।[৫৮] তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "আর যখন তারা পণ্যদ্রব্য অথবা খেলনা দেখতে পায়, তার দিকে ছুটে যায় আর তোমাকে দাঁড়ানো (অবস্থায়) ছেড়ে যায়।"

সূরা আল-মুনাফিকুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

"যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। এবং আল্লাহও জানেন, অবশ্যই আপনি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা জঘন্য মিথ্যাবাদী।"

٤٥٣٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِىْ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهٖ وَلَوْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ مِنْ عِنْدِهٖ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّىْ اَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهٗ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِىْ فَحَدَّثْتُهٗ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ وَاَصْحَابِهٖ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَكَذَّبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَدَّقَهٗ فَاَصَابَنِىْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِىْ مِثْلُهٗ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ لِىْ عَمِّىْ مَا اَرَدْتَ اِلٰى اَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَقَتَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ. فَبَعَثَ اِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَاَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ.

---

৫৮. এ ঘটনা জুমআ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পুরোপুরি নাযিল হওয়ার আগে ঘটেছিল।

৪৫৩২. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি কোন এক যুদ্ধে (সবার সাথে) ছিলাম। তখন (মুনাফিক-নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলতে শুনলাম, (সে মদীনা-বাসীদেরকে বলছেঃ) "রসূলুল্লাহর নিকট যেসব (মুহাজির) লোক রয়েছে, তোমরা তাদের ওপর কোনরূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে বাধ্য হয়। আর আমরা তার নিকট থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলে অবশ্যই প্রবল ব্যক্তি (অর্থাৎ সে নিজে) দুর্বল ব্যক্তিকে [অর্থাৎ রসূল (সঃ)-কে] মদীনা থেকে তাড়িয়ে বের করে দেবে।" তার এ কটূক্তি শুনে আমি আমার চাচা [কিংবা উমর (রাঃ)-এর নিকট] এ কথা বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট সব বিস্তারিত বললাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট খবর পাঠালেন। সে এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এসে হলফ করে বললো যে, তারা অনুরূপ কোন উক্তি করেনি। ফলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। আর সে হয়ে গেল সত্যবাদী। এতে আমি এমন মনঃকষ্ট পেলাম, জীবনে কখনও অনুরূপ কষ্ট পাইনি। এমনকি, আমি (বাইরে চলাফেরা বাদ দিয়ে) ঘরেই বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, তুমি এমন ব্যাপারে কেন জড়িত হতে গেলে। যদ্দরুন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেনঃ 'ইযাজাআকাল মুনাফেকুনা। নবী (সঃ) আমার নিকট লোক পাঠালেন এবং এ সূরা (আমার সামনে) তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, 'হে যায়েদ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।'

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ اتخذوا ايمانهم جنة ।
"তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

٤٥٣٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّيْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ
بْنَ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا
اَوْ قَالَ اَيْضًا لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَذَكَرْتُ
ذٰلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَ عَمِّيْ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
اِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ اُبَيٍّ وَاَصْحَابِهٖ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَصَدَّقَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم وَكَذَّبَنِيْ فَاَصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهٗ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِيْ بَيْتِيْ
فَاَنْزَلَ اللهُ اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا
تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا اِلٰى قَوْلِهٖ لَيُخْرِجَنَّ
الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَاَرْسَلَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَاَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ
اِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

৪৫৩৩. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে ছিলাম। এ সময় আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে বলতে শুনেছি, সে (মদীনাবাসী আনসারগণকে) বলছে, রসূলুল্লাহর নিকট যারা রয়েছে, তোমরা তাদের ওপর কোন খরচ করো না, যাতে তারা (তাকে ত্যাগ করে) ছত্রভংগ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং সে এও

বলেছে, এবার আমরা মদীনা ফিরে গেলে নিশ্চয় প্রবল ও শক্তিমান ব্যক্তি লাঞ্ছিত দুর্বল ব্যক্তিকে মদীনা থেকে অবশ্যই বের করে দেবে। তখন আমি এ কথা আমার চাচার নিকট বলে দিলাম। আমার চাচা তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হলফ করে বললো, এমন উক্তি তারা করেনি। ফলে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সত্যবাদী হয়ে গেল। আর আমি সাব্যস্ত হলাম মিথ্যাবাদীরূপে। এতে আমার এমন মনঃকষ্ট হলো, জীবনে অনুরূপ কষ্ট আমি কখনো পাইনি। (মনের দুঃখে) আমি ঘরেই বসে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইযাজাআকাল মুনাফিকূনা কালু নাশহাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লাহ থেকে হাত্তা ইয়ানফাদ্দু এবং লাইউখরিজান্নাল আয়াযযু মিনহাল আযাল্লা।" পর্যন্ত নাযিল করলেন। এটা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার সামনে তিনি তা তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার সত্যতা ঘোষণা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ .

"এর হেতু এই যে, তারা একবার ঈমান এনেছে। পুনরায় তারা কুফরী করেছে। তাই তাদের দিলের ওপর মোহর মারা হয়েছে। অতএব, তারা বুঝতে পারছে না।"

৪৫৩৪- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ اَيْضًا لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَامَنِي الْاَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ مَا قَالَ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ اِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

৪৫৩৪. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বললো, রসূলুল্লাহর আশপাশের (মুহাজির) লোকদের ওপর তোমরা কোনরূপ খরচ করো না, এবং মদীনায় ফিরে গেলে" তারা কি করবে, সে উক্তিও করলো, তখন আমি তা নবী (সঃ)-এর নিকট বলে দিলাম। এতে আনসারগণ আমাকে তিরস্কার করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হলফ করে বললো যে, সে তা বলেনি। ব্যথিতচিত্তে আমি গৃহে ফিরে আসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর নবী (সঃ)-এর একজন প্রেরিত লোক আমাকে ডেকে নিল। আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতার ঘোষণা করেছেন এবং এ আয়াত' হুমুল্লাযীনা ইয়াকূলূনা লাতুনফিকু' থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ .

'আর যখন আপনি তাদের দিকে নযর করবেন, তাদের দেহসৌষ্ঠব আপনাকে খুব বিমোহিত করবে। এবং তারা কোন কথা বললে আপনার তা শুনতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু তারা যেন বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায় (প্রাণহীন)। তারা ধারণা করে, প্রতিটি বজ্র-নির্ঘোষ ও উচ্চ শব্দ তাদেরই বিরুদ্ধে উত্থিত। তারাই আসল দুশমন। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহর মার তাদের ওপর পড়বে। তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"

৪৫৩৫- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ فَقَالُوْا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقِيْ فِيْ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ. فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ-

৪৫৩৫. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। এ সফরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়ায় লোকজন দারুন অসুবিধার সম্মুখীন হলো। এ সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বললো, রসূলুল্লাহর আশপাশের লোকদের ওপর তোমরা কোনরূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্র-ভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং সে এ-ও বললো, এবার আমরা মদীনা ফিরে গেলে অবশ্যই সেখান থেকে সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বে। এ কথা শুনে আমি এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বলে দিলাম। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে চরমভাবে কসম খেয়ে সব অস্বীকার করলো। তখন মদীনাবাসীগণ বললেন, যায়েদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যা বলেছে। তাদের এ কথায় আমি মনে দারুণ আঘাত পেলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ইযাজাআকাল মুনাফিকুনা এ আয়াতে আমার সত্যতা ঘোষণা করে তা নাযিল করলেন।

অতঃপর নবী (সঃ) তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলেন। এটা শুনে তারা মাথা নাড়ালো (অর্থাৎ এরপরও সুপথে আসতে অস্বীকার করলো)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ "বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায়।" অর্থাৎ মুনাফিকরা সুন্দরতম ও সুসজ্জিত মনোরম আকৃতিবিশিষ্ট হলেও মূলতঃ তারা প্রাণহারা শুষ্ক কাষ্ঠসদৃশ।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ-

"এবং যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন তখন তারা মাথা নাড়ায়। এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা অহংকার করে ও দম্ভভরে ফিরে যায়।"

٤٥٣٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّيْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا. وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَ عَمِّيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِيْ فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَصَدَّقَهُمْ فَأَصَابَنِيْ غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِيْ بَيْتِيْ وَقَالَ عَمِّيْ مَا أَرَدْتَ إِلٰى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ.

৪৫৩৬. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (এক যুদ্ধে) আমি চাচার সাথে ছিলাম। এমনি সময় শুনলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলছে, রসূলুল্লাহর সঙ্গী লোকদের ওপর তোমরা কোন কিছু খরচ করো না, যাতে তারা (তাঁকে ছেড়ে) ছত্রভংগ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং এটাও বললো, এবার আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাব, তখন সেখান থেকে সবল ব্যক্তি অবশ্যই দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বে। তখন আমি তা আমার চাচার নিকট বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। অতঃপর নবী (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে তাঁর নিকট বিস্তারিত বললাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাংগ-পাংগদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হলফ করে বললো যে, তারা এমন কথা বলেনি। ফলে আমি নবী (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলাম। আর তারা হলো সত্যবাদী। এতে আমার এমন দুঃখ হলো যে, জীবনে অনুরূপ দুঃখ আর পাইনি। আমি একেবারে ঘরেই বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে কেন গেলে, যাতে নবী (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি উৎপাদনের কারণ ঘটালে। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ইযাজাআকাল মুনাফিকুনা কালু নাশহাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লাহ। নবী (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলে পর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতার ঘোষণা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন, (দু'টোই) তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনই মাফ করবেন না। আল্লাহ কখনো ফাসেক গোষ্ঠীকে হেদায়েত করেন না।"

٤٥٣٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِيْ غَزَاةٍ قَالَ سُفْيٰنُ مَرَّةً فِيْ جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَاآلَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَاآلَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ اَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ اِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوْا بَعْدُ.

৪৫৩৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা এক যুদ্ধে হাযির ছিলাম। সুফিয়ান একবার فِى غَزَاةٍ -এর স্থলে فِى جَيْشٍ বর্ণনা করেছেন। এরি মধ্যে (কোন এক ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে) জনৈক মুহাজির একজন আনসারীর পাছায় আঘাত করলেন। তখন আনসারী 'হে আনসার ভাইগণ' বলে সাহায্যের জন্য ডাকলো এবং মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজির ভাইগণ' বলে ডাক দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা শুনতে পেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলী যুগের রীতিতে এরূপ ডাকা-ডাকি করার মানে কি?' লোকজন বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ, একজন মুহাজির ব্যক্তি একজন আনসারীকে নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন এরূপ ডাকাডাকি বর্জন করো। কেননা, এটা ঘৃণিত ও নোংরা বস্তু। অতঃপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কানে পৌঁছলো। সে বললো, এতবড় (দুঃসাহসের) কাজ মুহাজিররা করেছে? আল্লাহর কসম! আমরা এবার মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যই শক্তিমান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করেই ছাড়বে। এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলো। উমর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখনি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেউ যেন এ কথা না ছড়াতে পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন।

জাবির (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ প্রথম যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন মুহাজিরগণের তুলনায় আনসারগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا

"এরাই তারা, যারা বলে, রসূলুল্লাহর চারপাশের লোকদের ওপর কোন খরচ করো না, যাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

٤٥٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ حَزِنْتُ عَلٰى مَنْ اُصِيْبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ اِلَىَّ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِىْ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِىْ اَبْنَاءِ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ فَسَاَلَ اَنَسٌ بَعْضَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِىْ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الَّذِىْ اَوْفَى اللّٰهُ لَهُ بِاُذُنِهِ

৪৫৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররায় যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের খবর শুনে আমি শোকাহত হয়েছিলাম। যায়েদ ইবনে আরকামের কাছে আমার গভীর শোকের কথা পেঁৗছে গিয়েছিল। এতে তিনি আমার কাছে পত্র লেখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন : "হে আল্লাহ আনসারদেরকে ক্ষমা করো এবং আনসারদের সন্তানদেরকে ক্ষমা করো।" রসূলুল্লাহ (সঃ) আনসারদের সন্তানদের জন্য দো'আ করেছেন কি না, এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস তাঁর নিকটে যারা ছিলেন তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করেন। ঐ ব্যক্তি বলেন, তিনি (অর্থাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বক্তব্য হিসেবে যা পেশ করেছেন, তা সত্য।৫৯

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"তারা (মুনাফিকরা) বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার মর্যাদাবানরা লাঞ্ছিতদেরকে বহিস্কার করবে। অথচ প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী হলেন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারগণ। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

٤٥٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِىْ غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَا لَلْاَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ

৫৯. হাররার এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় হিজরী ৬৩ সনে। মদীনাবাসীরা ইয়াযীদ ইবনে মু'আবীয়ার আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করলে তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠান। তারা হাররার নিকট যুদ্ধে মদীনাবাসীদেরকে পরাজিত করে এবং বহু আনসারকে হত্যা করে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) তখন বসরায় অবস্থান করছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের খবর তাঁকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে।

يا آل المهاجرين فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله بن أبي أوقد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.

৪৫৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক সময় আমরা একটি যুদ্ধে (অংশগ্রহণ করে) ছিলাম। এক মুহাজির আনসারদের একজনকে আঘাত করলে আনসারী লোকটি বলে উঠলো, হে আনসারগণ! সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস। তদ্রূপ মুহাজির লোকটিও বলে উঠলো, হে মুহাজিরগণ, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস। আল্লাহ তাঁর নবীর কানেও এ কথা পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ এ কি ধরনের আহ্বান। লোকজন বললো, এক মুহাজির এক আনসারীকে আঘাত করেছে। তাই আনসারী লোকটি সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে ডাকছে এবং মুহাজির ব্যক্তিটি মুহাজিরদেরকে ডাকছে। নবী (সঃ) বললেন ঃ "তোমরা এ ধরনের কথা পরিত্যাগ করো। এ ধরনের কথা—পূতিগন্ধময়।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আনসারদের সংখ্যা ছিল বেশী, কিন্তু পরে মুহাজিরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো ঃ "তাহলে এসব ঘটনা ঘটেছে? ঠিক আছে! আল্লাহর শপথ! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সম্মানী ও মর্যাদাবান লোকেরা লাঞ্ছিত-দেরকে বের করে দেবে।" এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" নবী (সঃ) বললেনঃ উমর থামো। তাহলে তো লোকে বলবে—মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেই হত্যা করে।

সূরা আত-তাগাবুন

بسم الله الرحمن الرحيم

আলকামা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তার দিলকে সুপথ প্রাপ্ত করেন"—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে, যে মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে মনে করে এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

সূরা আত-ত্বালাক

بسم الله الرحمن الرحيم

۴۵۴۰- عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر

عُمَرُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ
يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا
طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ ـ

৪৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে উমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রুজু করতে বলো। তারপর 'তুহর' বা পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত রাখতে বলো। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে যেন পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ না করে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ যে 'ইদ্দত' পালনের জন্য আদেশ করেছেন, এটি সেই ইদ্দত।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ـ

"আর গর্ভবতী মেয়েদের 'ইদ্দত'কাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সব কাজই সহজ করে দেন।"

۴۵۴۱ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ
عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ
ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ
الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ
فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا وَقَالَ
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ
أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ
بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّنَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ

مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَى وَقَالَ لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذٰلِكَ فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔

৪৫৪১. আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এক ব্যক্তি আসলো। তখন আবু হুরাইরা তাঁর কাছে বসা ছিলেন। লোকটি বললো, একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশতম রাতে সন্তান প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে 'ইদ্দত' পালন করবে সে বিষয়ে আমাকে 'ফতওয়া' দিন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : 'ইদ্দতে'র যে হুকুমটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে, সেটি পালন করতে হবে (অর্থাৎ চার মাস দশ দিন)। আবু সালামা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলার হুকুম তো হলো : 'গর্ভবতী মেয়েরা সন্তান প্রসব পর্যন্ত 'ইদ্দত' পালন করবে।" আবু হুরাইরা বললেন, আমি ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবু সালামার সাথে আছি। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর ক্রীতদাস কুরাইবকে বিষয়টি জানার জন্য উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন : সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামীকে গর্ভবতী রেখে তার স্বামী নিহত হয়েছিলো। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশতম রাতে সুবাইয়া সন্তান প্রসব করলো এবং এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল আবুস-সানাবিল ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। (অন্য একটি সনদে) সুলাইমান ইবনে হারব ও আবুন নু'মান হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি এক মজলিসে ছিলাম। সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলাও ছিলেন। তাঁর অনুসারী ও সঙ্গী-সাথীরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি গর্ভবতী মেয়েদের 'ইদ্দত' সম্পর্কে শেষে নাযিল হওয়া হুকুমটি (অর্থাৎ চার মাস দশ দিনের কথা) উল্লেখ করলে আমি আবদুল্লাহ ইবনে উতবার বরাত দিয়ে সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামী সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, এতে তাঁর (আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা) কিছু সঙ্গী-সাথী আমাকে থামিয়ে দিল। তখন আমি বুঝলাম তারা (আমার বর্ণিত) হাদীসটি অস্বীকার করছে। তাই আমি বললাম: আবদুল্লাহ ইবনে উতবার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বললে তো আমার দুঃসাহসিকতা দেখানো হবে। তিনি তো এখন কুফারই কোন একটি স্থানে আছেন। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা লজ্জিত হলেন এবং বললেন কিন্তু তার চাচা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উতবার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ) কোন সময় এ হাদীস বর্ণনা করেননি। তখন আমি (মুহাম্মদ ইবনে সিরীন) আবু আতিয়া মালেক ইবনে আমেরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামী সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করে শুনাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ বিষয়ে আপনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কাছে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন : এক সময় আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি এ বিষয়ে বললেন : ঐসব মেয়েদের ব্যাপারে

তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন না করে কঠোরতা করো কেন? সূরা তালাক তো সূরা বাকারার পরে নাযিল হয়েছেঃ "গর্ভবতী মেয়েরা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত 'ইদ্দত' পালন করবে"—এ আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াত "ওয়াল্লাযীনা ইয়াতাওয়াফ্ফাউনা মিনকুম ওয়া ইয়াযারূনা আস্ওয়াযান"-এর পরে নাযিল হয়েছে।

সূরা আত-তাহরীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ يا يها النبى لما تحرم ما احل الله لك
"হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন, আপনি তা নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন কেন?"

অনুচ্ছেদ ঃ تبتغى مرضات ازواجك والله غفور رحيم "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি লাভ করতে চান। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

٤٥٤٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِى الْحَرَامِ يُكَفِّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

৪৫৪২. সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কেউ যদি কোন হালাল বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নেয়) কাফ্ফারা দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনে তোমাদের (অনুসরণের) জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে।"

٤٥٤٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ اَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ اِنِّىْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ قَالَ لَا وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِىْ بِذٰلِكَ اَحَدًا ـ

৪৫৪৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রী যয়নাবের ঘরে মধুপান করতেন এবং সেখানে থাকতেন। তাই আমি এবং হাফসা গোপনে একমত হলাম যে, আমাদের যার কাছেই রসূলুল্লাহ (সঃ) আসবেন সে তাঁকে বলবে, আপনি কি 'মাগাফীর' খেয়েছেন? আমি আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীর'৬০-এর গন্ধ পাচ্ছি। (এরূপ করা হলে) তিনি আমাকে বললেন ঃ না, আমি তো 'মাগাফীর' খাই নাই। বরং আমি জাহশের কন্যা যয়নাবের ঘরে মধুপান করেছি। তবে আমি কসম করলাম—কোনদিন আর মধুপান করবো না। তুমি এ বিষয়টি (মধুপান না করার শপথ) অন্য কাউকে জানাবে না।

---

৬০. 'মাগাফীর' অত্যন্ত কটুগন্ধযুক্ত ফল। এর ফুলও কটুগন্ধময়। মৌমাছি এ ফুলের মধু সংগ্রহ করলে সেই মধুতেও কিছু গন্ধ থাকে। নবী (সঃ) স্বভাবজাই কোন দুর্গন্ধ জিনিসকে খুব

অনুচ্ছেদ : تبتغى بذ الك مر ضا ت ا زوا جك "–এভাবে আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

"আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের কাফ্ফারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং মহাজ্ঞানী ও কুশলী।"

٤٥٤٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً اُرِيْدُ اَنْ اَسْئَلَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اٰيَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَسْئَلَهُ هَيْبَةً لَّهُ حَتّٰى
خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ
اِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَّهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ
فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ
اَزْوَاجِهٖ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ
لَاُرِيْدُ اَنْ اَسْئَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ
فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ اَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِيْ فَاِنْ كَانَ لِيْ عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ
بِهٖ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا حَتّٰى
اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ مَا اَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا فِيْ اَمْرٍ اَتَاَمَّرُهُ
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكِ وَلِمَا
هٰهُنَا فِيْمَا تَكَلُّفُكِ فِيْ اَمْرٍ اُرِيْدُهُ فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
مَا تُرِيْدُ اَنْ تُرَاجَعَ اَنْتَ وَاِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ
يَوْمَهُ غَضْبَانًا فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ
فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ اِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ

অপসন্দ করতেন। যখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাওয়ার কথা বললেন, তখন তিনি মনে করলেন, 'মাগাফীর' ফুলের মধু পান করার কারণেই হয়তো তাঁর মুখে এ দুর্গন্ধ হয়েছে। তাই তিনি কসম করলেন যে, আর কোনদিন মধুপান করবেন না। কিন্তু এ ছিল একটা হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার শামিল। তাই আল্লাহ তাঁর রসূলের এ কাজ পসন্দ করেননি বরং এ জন্য তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন।

غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ أَنِّيْ أُحَذِّرُكِ
عُقُوْبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِ اللهِ يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِيْ أَعْجَبَهَا
حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ إِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى
دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِيْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِيْ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ
رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِيْ وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِيْ عَنْ بَعْضِ
مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيْ صَاحِبٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ
إِذَا غِبْتُ أَتَانِيْ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ
مَلِكًا مِّنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدِ
امْتَلَأَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ
افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ
اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ
ثَوْبِيْ فَأَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقٰى عَلَيْهَا
بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلٰى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هٰذَا
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِيْ قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هٰذَا
الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنَّهُ
لَعَلٰى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ أَدَمٍ
حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ
مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيْرِ فِيْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ
فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ وَأَنْتَ رَسُوْلُ
اللهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ -

৪৫৪৪. আবদ্ল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমর ইবন্ল খাত্তাবকে এ আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর গ্রুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের কারণে তা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। অবশেষে তিনি

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। ফেরার সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন এক সময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন্ দু'জন তাঁর সম্পর্কে একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ ঐ দু'জন হলো হাফসা ও আয়েশা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম ঃ আল্লাহর শপথ! আমি এক বছর থেকে এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে তা পারি নাই। তখন তিনি [উমর (রাঃ)] বললেন ঃ এরূপ করবে না। যে বিষয়ে তোমার মনে হবে যে আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। সে বিষয়ে আমার জানা থাকলে তা তোমাকে অবহিত করবো। উমর তারপর বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা মেয়েদের কোন অধিকার আছে বলে স্বীকার করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যেসব আহকাম নাযিল করার ছিল, নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য অধিকার হিসেবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল, তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। একদিন আমি একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, তখন আমার স্ত্রী বললেন, এভাবে আর এভাবে যদি করতে তাই তো হয়ে যেতো। উমর বলেন, আমি তখন তাকে বললাম ঃ তোমার কি প্রয়োজন? আর তুমি আমার এ কাজে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তখন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন ঃ হে খাত্তাবের বেটা, কি আশ্চর্য তুমি! তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার জবাব দান করি। অথচ তোমার কন্যা (হাফসা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার পিঠে কথা বলে থাকে। এমনকি এতে তাঁর [নবী (সঃ)] সারাদিন মন খারাপ করে থাকার ঘটনাও ঘটে। এ কথা শুনে উমর উঠলেন এবং চাদরখানা নিয়ে হাফসার কাছে চলে গেলেন। তাঁকে (হাফসাকে) বললেন ঃ বেটি, তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিয়ে থাক— এবং এমনভাবে দিয়ে থাক যে, তিনি দিনমান মনঃক্ষুন্ন হয়ে থাকেন? হাফসা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর বলেন, আমি তখন বললামঃ জেনে রাখ, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রসূলের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভালবাসা যাঁকে গর্বিতা করে রেখেছে, তুমি তাঁকে দেখে প্রবঞ্চিত হয়ো না। এ কথার দ্বারা উমর আয়েশাকে বুঝাচ্ছিলেন। উমর বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। কেননা, উম্মে সালামার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উম্মে সালামা বললেন, খাত্তাবের বেটা, কি আশ্চর্য তুমি? তুমি সবকিছুতেই হস্তক্ষেপ করেছো, এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কঠোরভাবে আমাকে ধরলেন (সমালোচনা করলেন) যে, এ ব্যাপারে আমার উৎসাহের অনেকখানিই তিরোহিত হলো। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিল। যখন আমি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে] অনুপস্থিত থাকতাম তখন সে এসে মজলিসের খবর আমাকে জানাতো। আর সে যখন অনুপস্থিত থাকতো তখন আমি তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসের খবর (অহী ও অন্যান্য বিষয়) জানাতাম। এটা ছিল এমন এক সময়ের ঘটনা, যখন আমরা এক গাস্সানী বাদশার হামলার আশংকা করছিলাম। আমরা জানতে পারলাম যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শংকিত ছিল। ইতিমধ্যে আমার আনসারী বন্ধু এসে দরযায় করাঘাত করে বলছিল দরযা খুলুন! দরযা খুলুন! আমি বললাম ঃ কি খবর, গাস্সানীরা এসে পড়েছে নাকি! সে বললো, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। উমর বলেন, এ কথা শুনে আমি বললামঃ হাফসা ও আয়েশার নাকে খত্ হোক। তারপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] গিয়ে দেখলাম, রসূলুল্লাহ

(সঃ) একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে এ কক্ষে পৌঁছতে হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি কৃষ্ণকায় গোলাম সিঁড়ির মুখে বসে আছে। আমি তাকে বললাম : গিয়ে বলো, উমর ইবনুল খাত্তাব এসেছে। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা সব বললাম। এক পর্যায়ে আমি উম্মে সালামার আচরণের কথা উল্লেখ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন। তখন তিনি একখানি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে-ছিলেন। চাটাইয়ের ওপর বা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীরে আর কোন কিছু ছিল না। মাথার নীচে ছিল ভেতরে খেজুরের ছালভর্তি একটি চামড়ার বালিশ, পায়ের কাছে পাতার বাণ্ডিল এবং মাথার ওপরে কাঁচা চামড়ার পানির মশক লটকানো আছে। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি আমার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! কায়সার ও কিসরা দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে ডুবে আছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল। (তারপরও আপনার এ দৈন্য-দশা!) তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি কি পসন্দ করো না যে, তারা এ অস্থায়ী পৃথিবীর (সব কিছু) লাভ করুক আর আমরা আখিরাতে (-এর সব কল্যাণ) লাভ করি?

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

'নবী যখন চুপিসারে তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি কথা বললেন, কিন্তু সে কথাটি উক্ত স্ত্রী অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তা' নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি ঐ কথার কিছু অংশ বললেন আর কিছু এড়িয়ে গেলেন।...তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কথাটি (তাঁর কাছে চুপিসারে বলা কথাটি প্রকাশ করে দেওয়া সম্পর্কে) বললে সে বললো, একথা আপনাকে কে জানালো? তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, "মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সত্তাই আমাকে এ কথা জানিয়েছেন।" এ বিষয়ে আয়েশা নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّىٰ قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

৪৫৮৫. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরকে জিজ্ঞেস করতে মনস্থ করলাম, আমি তাঁকে বললাম ; হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন্ দু'জন তাঁর সম্পর্কে একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিলেন? আমি আমার প্রশ্ন শেষ করতে না-করতেই তিনি বললেন: 'আয়েশা ও হাফসা।

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما

"তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর (তা'হলে তা' তোমাদের জন্য কল্যাণকর)। কেন না তোমাদের দু'জনের মন সরল সঠিক পথ থেকে সরে গিয়েছে।"

অনুচ্ছেদ:

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ.

"আর তোমরা দু'জন যদি তাঁর মোকাবিলায় জোটবদ্ধ হও, তা'হলে জেনে রাখো, আল্লাহ নিজে তাঁর বন্ধু। এছাড়া জিবরাইল, সমস্ত সৎকর্মশীল ঈমানদার এবং সমস্ত ফেরেশতারা তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী।"

٤٥٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَكَثْتُ سَنَةً لَمْ اَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا حَتّٰى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ اَدْرِكْنِيْ بِالْوَضُوْءِ فَاَدْرَكْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ فَجَعَلْتُ اَسْكُبُ عَلَيْهِ وَرَاَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اَتْمَمْتُ كَلَامِيْ حَتّٰى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

৪৫৪৬. ('আবদুল্লাহ) ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার ইচ্ছা ছিল নবী (সঃ)-এর যে দুজন স্ত্রী তাঁর মুকাবিলায় একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিল তাঁদের সম্পর্কে উমর ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আমি এক বছর পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করার কোন সুযোগ না পেয়ে অপেক্ষা করলাম। অবশেষে তাঁর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা (মাররুয) যাহ্‌রান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) পৌঁছলে 'উমর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। (যাওয়ার সময় আমাকে) বললেনঃ অযুর পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভর্তি পানি আনলাম এবং ঢেলে দিতে থাকলাম। এটাকে একটা সুযোগ মনে করে আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী (সঃ)-এর কোন্ দু'জন স্ত্রী নবীর মুকাবিলায় পরস্পর সহযোগিতা করতে একমত হয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বলেনঃ আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেনঃ তারা দুইজন—আয়েশা ও হাফসা।

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا

"তিনি [নবী (সঃ)] যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমন বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন, যারা হবেন তোমাদের চেয়েও উত্তম। তারা হবে খাঁটি মুসলমান, ঈমানদার, অনুগত, তওবায় অভ্যস্ত, 'ইবাদত গোজার এবং রোজাদার।"

٤٥٤٧ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ .

৪১৪৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) বলেছেনঃ নবী (সঃ)-কে (খোরপোষের ব্যাপারে) লজ্জা দেয়ার জন্য তাঁর স্ত্রীগণ জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, তিনি [নবী (সঃ)] যদি আপনাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে, তাঁর প্রভু তাঁকে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-মুলক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আত্-তাফাউতু' অর্থ বিভিন্নতা। 'তাফাউতু' এবং 'তাফাওউতু' একই অর্থজ্ঞাপক। 'তামাইইয়াসু' অর্থ টুকরো হয়ে যাবে। 'মানাকিবিহা' অর্থ প্রান্তভাগ বা কিনারা। 'তাদ্দাউনা' ও 'তাদউনা' 'তাযাক্‌কারূনা' ও 'তাযকুরূনার' মত। 'ইয়াক্‌বিদনা' অর্থ পাখা ঝাপটায় বা পাড়া নেড়ে উড়ে বেড়ায়। 'কুফূর' অর্থ কুফরীর পথ অনুসরণকারী।

সূরা আল-কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ عتل بعد ذلك زنيم "অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত (হারাম সন্তান)।"

٤٥٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لَّهُ زَنَمَةٌ مِّثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

৪৫৪৮. (আবদুল্লাহ্) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'উতুল্লিন বা'দা যালিকা যানীম'--অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত। (অবৈধ-সন্তান)-ও বটে এ আয়াতে কুরাইশদের এক ব্যক্তির এমন একটি বিশেষ চিহ্ন (পরিচয়) তুলে ধরা হয়েছে যেমন বকরীর নির্দিষ্ট চিহ্ন থাকে।[৬১]

٤٥٤٩ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُّتَضَعِّفٍ لَّوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرٍ.

৪৫৪৯. হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযা'য়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে কিছু সংখ্যক জান্নাতবাসীর পরিচয় জানাবো না? তারা দুর্বল ও নম্রস্বভাব লোক। যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে কিছুসংখ্যক দোযখবাসীর পরিচয় জানাবো না? যারা অত্যাচারী, গর্বিত ও অহংকারী তারাই দোযখবাসী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ يوم يكشف عن ساق —"যেদিন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে।"

---

৬১. আয়াতটিতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কথা বলা হয়েছে।

٤٥٥٠ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

৪৫৫০. আবু সা'ঈদ (খুদরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের রব যখন কঠোর হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাঁকে সিজদা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে প্রদর্শনী ও প্রচারের জন্য সিজদা করতো, তারা অবশিষ্ট থাকবে। তারা সিজদা করতে চাইলে তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একখন্ড কাষ্ঠফলকের মতো শক্ত হয়ে যাবে। (আর এ কারণে তারা সিজদা করতে পারবে না)।

সূরা আল-হাক্কাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'ঈ'শাতির রাদিয়াহ' অর্থাৎ মনের মতো আরাম-আয়েশ। 'আল-কাদিয়াহ' অর্থাৎ প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হতো যে, তারপরে আর জীবিত হতে হতো না। 'মিন আহাদিন আনহু হাজিযীন'—তোমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নাই যে, এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হতো। 'আহাদুন' একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ 'আল-ওয়াতীন' অর্থ হৃদয়তন্ত্রী বা হৃদপিন্ডের সাথে সংযুক্ত রগ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরও বলেছেনঃ 'ত্বাগা' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত বা অধিক হওয়া। এ জন্য 'বিত্-ত্বাগিয়াতি' অর্থ হলো তাদের বিদ্রোহ করার অপরাধে। এ কারণে বলা হয় 'ত্বাগাল মাউ 'আলা কাওমি নূহিন'—নূহের কওমের ওপর পানির আধিক্য অর্থাৎ প্লাবন হয়েছিল।

সূরা আল-মা'আরিজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আল-ফাসীলাতু' নিকটাত্মীয়। 'লিশ্-শাওয়া' দু'হাত, দু'পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্তভাগ ও মাথার চামড়াকে 'শাওয়া' বলা হয়। 'ইজূন' অর্থাৎ সংগী-সাথী বা দলসমূহ, একবচন 'ইযাতুন'।

সূরা নূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদঃ ودا ولا سواعا ولا يغوث و يعوق و نسرا

"(তারা বললো,) তোমরা 'ওয়াদ' ও 'সুওয়া'-কে যেন আদৌ পরিত্যাগ না করো। আর ইয়াউক, ইয়াগুস ও নাস্‌রকেও না।"

٤٥٥١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْ قَوْمِ نُوْحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ

وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِذِي الْكَلَاعِ وَنَسْرًا أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

৪৫৫১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নূহের কওমে যেসব মূর্তির প্রচলন ছিল, পরবর্তী সময়ে তা আরবদের মধ্যেও চালু হয়েছিল। 'ওয়াদ্দ' ছিল কাল্ব গোত্রের দেব-মূর্তি। দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে ছিল এর মন্দির। 'সুয়া' ছিল মক্কার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেব-মূর্তি। 'ইয়াগূস' ছিল প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বানী গাতিফের দেবতা। এর আস্তানা ছিল 'সাবা'র নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। 'ইয়াউক' ছিল হামদান গোত্রের দেব-মূর্তি আর নাস ছিল 'যুল-কালা' গোত্রের 'হিম্-ইয়ার' শাখার দেব-মূর্তি। 'নাসর' নূহের কওমের কিছু সৎ লোকের নামও ছিল। এ লোক-গুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মজলিস করতো, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করতে তাদের কওমের লোকের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই তারা সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হতো না। পরে ঐ লোকগুলো মৃত্যুবরণ করলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে।

সূরা আল-জিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

٤٥٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هٰذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِنَخْلَةٍ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ

عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا
هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا
قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَدًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ
الْجِنِّ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

৪৫৫২. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর একদল সাহাবাকে সাথে নিয়ে উকায নামক বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এর আগেই জ্বিনদের জন্য আসমানের খবরাদী শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আগুনের শিখা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তাই জ্বিন-শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জ্বিনরা তাদেরকে বললো ঃ কি ব্যাপার? তারা বললো ঃ আসমানের খবরাদী সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আগুনের অংগার ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন শয়তান বললো ঃ আসমানের খবরাদী সংগ্রহে তোমাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে ঘটেছে। তাই তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গা ঘুরে দেখো, ব্যাপারটা কি ঘটেছে সুতরাং আসমানের খবরাদী সংগ্রহের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ খুঁজে দেখতে সবাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এখান থেকে 'উকাযের বাজারের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি সাহাবাদেরকে সংগে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জ্বিনদের ঐ দলটি কোরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরও মনোযোগ সহকারে তা শুনলো এবং বলে উঠলো ঃ আসমানের খবরদারী ও তোমাদের মাঝে এটিই বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই সেখান থেকে তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বললো ঃ হে আমাদের কওম! আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখায়। আমরা এ বাণীর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'কুল উহিয়া ইলাইয়া আন্নাহুস-তামা'আ নাফারুম মিনাল জিন্নে'—"(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বিনদের একদল মনোযোগ দিয়ে (কোরআন) শুনেছে।" এভাবে অহীর মাধ্যমে নবী (সঃ)-কে জ্বিনদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

'মুজাহিদ বলেছেন, 'তাবাত্তাল' অর্থ একাগ্রচিত্ত হও। হাসান বাসরী বলেছেন, 'আনকালান' মানে বেড়ী। 'মুনফাতিরুম্‌বিহী' মানে ভারাবনত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'কাসীবাম মাহীলা' বহমান মসৃণ বালির গাদা। 'ওয়াবিলান' অর্থ কঠোর বা কঠোরভাবে।

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'আসীরুন' অর্থ কঠিন, কঠোর। 'কাসওয়ারাতুন' অর্থ মানুষের শোরগোল ও চেঁচামেচি। আবু হুরাইরা বলেছেন, এর অর্থ বাঘ বা সিংহ। আর প্রতিটি কঠিন জিনিসকে 'কাসওয়ারাহ' বলা হয়ে থাকে। 'মুসতানফিরাতুন' অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর।"

٤٥٥٣- عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ سَأَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَوَّلِ مَا نُزِّلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهٗ مِثْلَ الَّذِىْ قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا اُحَدِّثُكَ اِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ اَمَامِيْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِيْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَاَيْتُ شَيْئًا فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثَّرُوْنِيْ وَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتْ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

৪৫৫৩. ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন : 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্‌সির' প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম : লোকেরা তো বলে 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক' আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছে। এ কথা শুনে আবু সালামা বললেন : এ বিষয়ে আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাঁকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে যা বলেছিলেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি হেরা গুহায় (রাত-দিন) একনাগাড়ে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলাম। আমার ই'তিকাফ বা একনাগাড়ে থাকা শেষ হলে সেখান থেকে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে ডাকা হলো। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। বাঁয়ে তাকালাম। এদিকেও কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর সামনে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। এবার আমি পেছনে তাকালাম। কিন্তু এদিকেও কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশেষে আমি মাথা তুলে ওপর দিকে তাকালাম। এবার কিছু একটা দেখতে পেলাম। আমি তখন খাদিজার কাছে গিয়ে বললাম : আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত করো এবং শরীরে ঠান্ডা পানি ঢালো। তারা আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে ঠান্ডা পানি ঢাললো। নবী (সঃ) বলেন : এরপর নাযিল হলো—"ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফা

আনযির ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির' অর্থাৎ "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো! সবাইকে সাবধান করে দাও এবং তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قم فانذر "ওঠো, সাবধান করে দাও।"

٤٥٥٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ.

৪৫৫৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আমি হেরা গুহায় একনাগাড়ে (রাত-দিন) ইবাদতে কাটালাম। এভাবে তিনি উসমান ইবনে উমর বাসারী আলী ইবনে মোবারক থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وربك فكبر — "আর তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো।"

٤٥٥٥- عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْاٰنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَيُّ الْقُرْاٰنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاوَرْتُ فِيْ حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِيْ وَخَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَأُنْزِلَ عَلَيَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

৪৫৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবু সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআনের কোন অংশ বা আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছিল? তিনি বললেন : 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সির' অংশটি প্রথম নাযিল হয়েছিল। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন :) আমি তখন বললাম : আমার জানা আছে যে, 'ইকরা বিইস্মি রাব্বিকাল্লাযী খালাকা' অংশটি প্রথম নাযিল হয়েছিল। তখন আবু সালামা বললেন : আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোরআনের কোন্ অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সির' অংশটুকু প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি তখন বললাম : আমার জানা আছে 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকা' অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল। এ কথা শুনে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছিলেন তার বাইরে অন্য কিছুই আমি তোমাকে বলবো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন : আমি হেরা গুহায় একনাগাড়ে (কয়েকদিন) ইবাদতে কাটালাম। সেখানে আমার ইতে'কাফ শেষ হলে আমি অবতরণ করে উপত্যকার মাঝখানে এসে পৌছলে আমাকে ডাকা হলো। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বাঁয়ে তাকালাম। (কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না)। তারপর দেখলাম সে (ফেরেশতা) আসমান ও যমীনের মাঝামাঝি পাতা একটি সিংহাসনে বসে আছে।

তখন আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম ঃ আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও এবং (আমার শরীরে) ঠাণ্ডা পানি ঢালো। এ সময় আমার প্রতি এ আয়াত নাযিল করা হলো ঃ 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সিরু কুম ফা আনযির ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির'—"হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কওমকে সাবধান করো আর তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وثيابك فطهر — **"আর তোমার পোশাক পবিত্র রাখো।"**

٤٥٥٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَدَثَّرُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ اَنْ تُفْتَرَضَ الصَّلٰوةُ وَهِيَ الْاَوْثَانُ.

৪৫৫৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) আমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছি। তিনি অহী বন্ধ থাকার দীর্ঘ সময়কালটি সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন ঃ একসময়ে আমি পথ চলছিলাম। এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলেই দেখতে পেলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান ও যমীনের মাঝখানে পাতা একখানি কুরসিতে বসে আছে। তাকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তখন খাদীজার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম ঃ আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করলেন ঃ "ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সিরু কুম ফা আনযির, ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির, ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহ্হির, ওয়ার্রুজযা ফাহজুর'—"হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! (তোমার কওমকে) সাবধান করে দাও। তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো।" এটা নামায ফরজ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। 'রুজযুন' এর অর্থ হলো মূর্তিসমূহ।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ والرجز فاهجر — **"আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো।" কেউ কেউ বলেন, আর-রুজযু এবং আর-রিজসু অর্থ আযাব।**

٤٥٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِيْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَالَ

اَبُوْسَلَمَةَ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ الْاَوْثَانَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ ـ

৪৫৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অহী বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বলতে শুনেছেন। তিনি [নবী (সঃ) বলেছেনঃ] একদিন (অহী বন্ধ থাকাকালীন সময়ে) আমি পথ চলতে চলতে আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনেতে পেলাম। আমি আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসে-ছিলেন, তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে পাতা একখানা কুরসিতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রী (খাদীজার) কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। তারা আমাকে চাদর জড়িয়ে দিল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাসসিরু কুম ফা আনযির, ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির, ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহহির, ওয়ার রুজযা ফাহজুর।"—"হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি; ওঠো। (তোমার কওমকে) সাবধান করে দাও। তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র রাখো আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো। আবু সালামা বলেছেন ঃ 'রুজযুন' অর্থ মূর্তি। অতঃপর অহী নাযিলের মাত্রা বেড়ে গেল এবং একের পর এক অহী আসতে থাকলো।

সূরা আল-কিয়ামা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ لا تحرك به لسانك لتعجل به "হে নবী, এ অহীকে দ্রুত স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য নিজের জিহবা বেশী নাড়বেন না।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'সুদান' অর্থ উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক। ليفجر امامه 'লি ইয়াফজুরা আমামাহ' অর্থ শীঘ্রই তওবা করবো, শীঘ্রই আমল করবো। 'লাওয়াযার' অর্থ রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

٤٥٥٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهٖ لِسَانَهٗ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَّحْفَظَهٗ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ـ

৪৫৫৮. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ)-এর কাছে যখন অহী আসতো, তখন তিনি (দ্রুত) জিহবা নাড়তেন। সুফিয়ান এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, এভাবে তিনি তা মুখস্ত করতে চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "(হে নবী!) তুমি (অহী নাযিলের সময়) তা দ্রুত স্মরণ করার জন্য তোমার জিহবা নাড়বে না।"

অনুচ্ছেদ ঃ ان علينا جمعه وقرانه—"এ অহীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়ানো আমার দায়িত্ব।"

٤٥٥٩ ـ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ اَنَّهٗ سَاَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ بِهٖ شَفَتَيْهِ اِذَا

أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ أَنْ نَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

৪৫৫৯. মূসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী, 'লা তুহার্‌রিক বিহী লিসানাকা' সম্পর্কে সা'ঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী (সঃ)-এর প্রতি যখনই কোন আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি দ্রুত নাড়তেন। তাই তাঁকে বলা হলো আপনি আপনার জিহ্বা নাড়বেন না। নবী (সঃ) অহীর কোন অংশ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন। "তোমার হৃদয়ে আমিই অহীকে জমা করে দেব" অর্থাৎ স্মৃতিবদ্ধ করে দেব। আর তা পড়ানোর দায়িত্বও আমার। তাই যখন আমি তা পড়ি অর্থাৎ জিবরাইলের মাধ্যমে নাযিল করি তখন জিবরাইলের পাঠ করাকে অনুসরণ করো। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। অর্থাৎ আপনার মুখ দিয়ে তা বর্ণনা করিয়ে দেব।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ —"যখন আমি জিবরাইলের মাধ্যমে তা পড়ি অর্থাৎ নাযিল করি তখন তার পড়া অনুসরণ করো।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'কারা'নাহু' অর্থ আমি যখন তা বর্ণনা করি তখন তা অনুসরণ করো। অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করো।

٤٥٦٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى تَوَعُّدٌ.

৪৫৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি "লাতুহার্‌রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী"—তুমি অহী নাযিলের সাথে সাথে তা দ্রুত স্মৃতিবদ্ধ করে নেয়ার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়বে না—সম্পর্কে বলেছেন : জিবরাইল যখন অহী নিয়ে আসতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট দ্রুত নাড়তেন (অহী মুখস্ত করার জন্য)। এটা যে তাঁর জন্য কষ্টকর হতো তা তাঁর ঠোঁট নাড়া-দেখেই বুঝা যেতো। তাই মহান আল্লাহ সূরা 'লা উক্‌সিমু বি ইয়াউমিল কিয়ামাহ'র আয়াত 'লা তুহার্‌রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী, ইন্নাআলাইনা জাম'আহু ওয়া কোরআনাহ'—"তুমি অহী নাযিলের সাথে

সাথে (তা তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার জন্য) তোমার জিহ্বা নাড়বে না। তা স্মৃতিবদ্ধ করে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব"—নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ এ কোরআনকে আপনার বক্ষে (স্মৃতিতে) সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। তাই যখন আমি তা পড়ি (জিবরাইলের মাধ্যমে) তখন আপনি তার অনুসরণ করুন। মানে যখন আমি কোরআন নাযিল করি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। মানে আপনার জবানীতেই তা বর্ণনা করা আমার কাজ। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন ঃ এরপর জিবরাইল যখনই অহী নিয়ে আসতেন নবী (সঃ) মাথা নুইয়ে চুপ করে শুনতেন। জিবরাইল চলে গেলে আল্লাহর ওয়াদা 'সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানাহ' মোতাবেক তা পড়তে সক্ষম হতেন। 'আউলা লাকা ফা আউলা'—এ আচরণ তোমারই যোগ্য এবং তোমাকেই সাজে—আয়াতে (আযাবের) ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।

সূরা আদ-দাহর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'মানুষের ইতিহাসে কি এমন এক সময়ও এসেছে," এর অর্থ হলো মানুষের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে।—'হাল্'—শব্দটি কখনও নেতিবাচক বা অস্বীকৃতি বুঝাতে আবার কখনও ইতিবাচক বা কোন কিছু অবহিতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অবহিতকরণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ এক সময়ে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আর ঐ সময়টা হলো মাটি থেকে সৃষ্টি করা থেকে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত।—'আমশাযুন'—অর্থ সংমিশ্রিত। অর্থাৎ নারীর আর্তব ও পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণে রক্ত তথা জমাট বাধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে 'আমশায' বলা হয়। একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের সাথে সংমিশ্রিত হলে তাকে 'মাশীয' বলা হয়। 'খালীত' শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'মামশুয' ও 'মাখলুত' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ—'সালাসিলান' ও 'আগলালান'—পড়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ এভাবে (তানবীন দিয়ে) পড়া জায়েয মনে করেন না।—মুসতাতীরা'—দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। (قمطرير)—'কামতারীর' অর্থ কঠোর ও কঠিন। সুতরাং 'ইয়াওমুন কামতারীর', 'ইয়াওমুনকুমাতির-ও ব্যবহৃত হয়। 'আবুস', 'কামতারীর' 'কুমাতির' ও 'আসীব' বিপদের সবচেয়ে কঠিন দিনকে বলা হয়। 'আসরাহুম' অর্থ মজবুত ও দৃঢ় সৃষ্টি। উটের গদির সাথে মজবুত করে বাঁধা জিনিসকে মা'সুর বলা হয়।

সূরা আল-মুরসালাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٨٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ـ

৪৫৬১. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখেই তা শুনেছিলাম। ইতিমধ্যে একটি সাপ বেরিয়ে আসলে আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমরা পৌঁছার পূর্বে সেটি গিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : ওটা যেমন তোমাদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেল তোমরাও ঠিক তেমনি ওটার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেলে।

٤٥٦٢ - عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بَيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَارٍ اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اُقْتُلُوْهَا قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا.

৪৫৬২. আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একটি গুহার মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। আমরা তাঁর মুখে শুনে সেটি শিখতে-ছিলাম। তখনও তিনি সেটি পড়া বন্ধ করেননি এমন সময় একটি সাপ বের হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমাদের কর্তব্য ওটিকে মেরে ফেলা। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের পৌঁছার আগেই সাপটি গর্তে ঢুকে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেন : তোমরা যেমন ওটার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে ওটাও তেমনি তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: انها ترمى بشرر كالقصر । —"সে আগুন বিরাট বিরাট অট্টালিকার মতো স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে।"

٤٥٦٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصْرٍ ثَلٰثَةَ اَذْرُعٍ اَوْ اَقَلَّ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصْرَ.

৪৫৬৩. আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ইন্নাহা তারমী বিশারারিন কালকাসর' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে আমের বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চাইতেও ছোট জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য জমা করতাম এবং খাড়া করে রাখতাম। আর একেই আমরা 'কাসর' বলতাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: كانه جمالات صفر "তা (সেই আগুন) যেন তামাটে বর্ণের উটের পাল।"

٤٥٦٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كُنَّا نَعْمِدُ اِلَى الْخَشَبَةِ ثَلٰثَةَ اَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذٰلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ كَاَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفُنِ تُجْمَعُ حَتّٰى تَكُوْنَ كَاَوْسَاطِ الرِّجَالِ

৪৫৬৪. আবদুর রহমান ইবনে আবেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আয়াতাংশ 'তারমী বিশারারিন' সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তারও অধিক লম্বা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালীন জ্বালানী হিসেবে গাদা করে রাখতাম। এটাকেই আমরা 'কাসার' বলতাম। 'জিমালাতুন সুফর' জাহাজের দড়ি বা সংগ্রহ করে স্তূপ করা হতো। এমনকি তা মধ্যম দেহী একটা মানুষের সমান উঁচু হয়ে যেতো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : هذا يوم لا ينطقون — "এ সেই দিন যেদিন তারা কিছুই বলবে না।"

٤٥٦٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلٰتِ فَاِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّيْ لَاَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ اَبِيْ فِيْ غَارٍ بِمِنًى۔

৪৫৬৫. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক সময় আমরা পাহাড়ের একটি গুহায় নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন আর আমরা তাঁর মুখ থেকে শুনে তা শিখছিলাম। ঠিক এ সময়ে হঠাৎ আমাদের সামনে একটা সাপ বেরিয়ে আসলো। নবী (সঃ) বললেন : ওটাকে মেরে ফেলো। আমরা সবাই তখন ওটার দিকে ছুটলাম। কিন্তু সাপটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তখন নবী (সঃ) বললেন : তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে, তেমনি সেটিও তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল। উমর ইবনে হাফস বলেছেন : আমি আমার পিতার নিকট থেকে শুনে হাদীসটি স্মরণ রেখেছি। এতে মিনার একটি গুহার কথা উল্লেখ আছে।

সূরা আন-নাবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا
"শিংগায় ফুৎকার মারা হবে আর তোমরা দলে দলে বেরিয়ে আসবে।"

٤٥٦٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ اِلَّا يَبْلٰى اِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔

৪৫৬৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগা ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। আবু হুরাইরার সঙ্গীদের মধ্য থেকে জিজ্ঞেস করলো, চল্লিশ বলতে কি চল্লিশ দিনের ব্যবধান হবে? আবু হুরাইরা বলেন,-আমি কোন কিছু বলতে বিরত থাকলাম। সংগীদের মধ্য থেকে আবার বললো, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ মাসের ব্যবধান হবে? তিনি বলেন, আমি কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম। সংগীদের মধ্য থেকে আবার বললো, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে? আবু হুরাইরা বলেন, আমি কিছু বলা থেকে এবারও বিরত রইলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ পরে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তাতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে যেমন বৃষ্টির পানিতে শাক-সবজি ও উদ্ভিদ রাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। মানব দেহের নিতম্বের উপরিস্থিত এক খন্ড হাড় ছাড়া আর সবকিছু পচে গলে শেষ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খন্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

সূরা আন-নাযিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৪৫৬৭- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ فَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ۔

৪৫৬৭. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলিদ্বয় এ-ভাবে একত্রিত করে বলেছেনঃ আমাকে ও কিয়ামতকে এভাবে এক সাথে (পাশাপাশি) পাঠানো হয়েছে।

সূরা আবাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৪৫৬৮- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ اَجْرَانِ۔

৪৫৬৮. আয়েশা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেনঃ কোরআন পাঠকারী হাফেজের দৃষ্টান্ত হলো সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে আর তা হিফয করা তার জন্য অতিব কষ্টকর হলেও তা হিফয করতে চেষ্টা করে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

সূরা আত-তাকভীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'ইনকাদারাত' মানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। হাসান বাসারী বলেছেন, 'সুয্যিরাত' অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। মুজাহিদ বলেছেন, 'মাসজুর' অর্থ কানায় কানায় পূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন: "সুয্যিরাত' অর্থ একটি সমুদ্র আরেকটির সাথে মিলিত হয়ে একটি সমুদ্রে রূপান্তরিত হবে। 'আল্ খুন্নাস নিজের গতিপথে প্রত্যাবর্তনকারী। 'তাক্নিসু' সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা-ঢাকা দেয়। 'তানাফ্ফাস' অর্থ দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়। 'যান্নীনা' অপবাদ-দাতা। 'দানীন' বখিল, কৃপণ। উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন: আন্নুফুসু যুউইজাত' অর্থ প্রত্যেকে তার অনুরূপ চরিত্রের লোকের সাথে বেহেশত ও দোযখে মিলিত করা হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি "উহ্শুরুল্লাযীনা যালামু ওয়া আয্ওয়াজাহুম" আয়াতাংশটি পাঠ করে শোনালেন। 'আস্আস' বিদায় হওয়া, পিঠ ফিরে চলে যাওয়া।"

সূরা আল-ইনফিতার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাবী ইবনে খুসাইম বলেছেন: 'ফুয্যিরাত' অর্থ তলদেশ ফেটে গিয়ে প্রবাহিত হবে। আমাশ ও আসেম ফা'আদালাক পড়তেন এবং হিজাযের অধিবাসীরা 'ফাআদ্দালাকা পড়তেন। এর অর্থ সুসামঞ্জস ও সুসংগঠিত দেহবিশিষ্ট বানিয়েছেন। আর যারা 'আদালাক' পাঠ করেন তারা বলেন, এর অর্থ হলো, সুন্দর বা কুৎসিত, লম্বা বা বেঁটে যে আকৃতিতে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।

সূরা আল মুতাফ্ফিফীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ .

৪৫৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন: যে দিন (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ সারা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে (হিসাবের জন্য) দাঁড়াবে সেদিন প্রত্যেকের কর্ণ লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

সূরা আল-ইনশিকাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٧٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ

৪৫৭০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আয়েশা বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি বলেননি "ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বি ইয়ামিনিহি ফা সাউফা ইউহাসাবু হিসবাই ইয়াসীরা"—"যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসেব খুব সহজ করে নেয়া হবে" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এ তো আমলনামা পেশ করার কথা—যা এ ভাবে পেশ করা হবে। কিন্তু পরখ করে যার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ "অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হতে হবে।"

٤٥٧١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هٰذَا نَبِيُّكُمْ

৪৫৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লা তারকাবুন্না তবাকান্ আন্ তাবাকিন' অর্থ এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা হওয়া। তোমাদের নবীই এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-বুরুজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'আল্-উখদুদ' অর্থ মাটির ফাটল 'ফাতানু' অর্থ তারা শাস্তি দিয়েছে।'

সূরা আত-ত্বারিক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'যাতুর্ রাজ্'ই' অর্থ যে মেঘপুঞ্জ বৃষ্টি নিয়ে আসে। 'যাতিস্‌সাদ'ই' অর্থ মাটি কেননা সব্জি ও অন্যান্য গাছপালার চারা মাটি ফুঁড়ে বের হয়।

সূরা আল-আ'লা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَاَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتّٰى رَاَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتّٰى قَرَاْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِيْ سُوَرٍ مِثْلِهَا.

৪৫৭২. বারা (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে প্রথম যারা হিজরত করে মদীনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন তারা হলেন মুস'আব ইবনে উমাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা দু'জন এসেই আমাদেরকে কোরআন মজীদ শেখাতে শুরু করলেন। এরপর আসলেন আম্মার ইবনে ইয়াসার, বেলাল ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস। তারপর আসলেন নবী (সঃ)-এর বিশজন সাহাবাসহ উমর ইবনুল খাত্তাব। তারপর (সবশেষে) আসলেন নবী (সঃ)। বারা ইবনে আযেব বলেন, নবী (সঃ)-এর আগমনে আমি মদীনাবাসীকে এত বেশী আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কোন জিনিসে ততোটা আনন্দিত হতে আর কখনও দেখি নাই। এমনকি আমি দেখেছি ছোট ছোট মেয়ে ও ছেলেরা পর্যন্ত খুশীতে বলতো, ইনিই তো সেই আল্লাহর রসূল; যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা ইবনে আযেব বলেন, তিনি আসার আগেই আমি 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ও অনুরূপ আরও কিছু ছোট ছোট সূরা শিখে নিয়েছিলাম।

সূরা আল-গাশিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আমিলাতুন নাসিবাতুন' কঠোর পরিশ্রমে রত ও ক্লান্তি-অবসাদে অসাড়—বলতে খৃস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, 'আইনুন আনিয়াহ' অর্থ টগবগে গরম পানিতে কানায় কানায় ভর্তি ঝর্ণাধারা। 'হামীমুন আনিন' অর্থ ভরা পাত্র। 'লা ইয়াসমাউ ফীহা লাগিয়াহ' অর্থ গালি-গালাজ। (সেখানে কেউ গালি-গালাজ বা অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না) 'দারী' একপ্রকার কাঁটা গাছ, যাকে 'শিবরিক' বলা হয়। শুকিয়ে গেলে হেজাযবাসীরা একেই বলে 'দারী'। একপ্রকার বিষাক্ত আগাছা। 'বিমুসাইতিরিন' সোয়াদ ও সীন উভয় বর্ণ দিয়েই লিখিত হয়। অর্থ শক্তি-

প্রয়োগের মাধ্যমে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারকারী। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইয়াবাহুম' অর্থ তাদের মৃত্যুর পরে ফিরে যাওয়ার জায়গা।

সূরা আল-ফাজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'আলবিতর' মানে আল্লাহ তা'আলা। 'ইরামা যাতিল ইমাদ' বলতে প্রাচীন কওমকে বুঝানো হয়েছে। 'ইমাদ' অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও থাকে না। অর্থাৎ তাঁবু পেতে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। 'সাউতা আযাব' যে আযাব দেয়া হয়েছে। 'আকলাল লাম্মা' হালাল ও হারাম একত্রে। 'জাম্মা' অর্থ অধিক, অনেক বেশী। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহর সব সৃষ্টিই শাফউন বা জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই বেজোড়। মুজাহিদ ছাড়া অন্য সবাই বলেছেন, আরবরা সব রকমের আযাবকেই 'সাউতা' শব্দ যুক্ত করে 'সাউতা আযাব' বলে থাকে। 'লাবিল-মিরসাদ' অর্থ তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। 'তাহাদ্দুনা' তোমরা সংরক্ষণ ও হিফাজত করে থাক। 'তাহুদ্দুনা' তোমরা খাদ্যদান করতে আদেশ করে থাক। 'মুত্‌মাইন্নাহ' পুরস্কারকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী। হাসান বাসরী বলেছেন, 'ইয়া আইয়াতুহান্নাফস' বলে এমন আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে মৃত্যুদানের ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহও তার প্রতি পূর্ণরূপে প্রশান্ত থাকেন। আবার সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে আল্লাহ তার রূহ কবজ করতে আদেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান বাসরী ছাড়া অন্য সবাই বলেছেন, 'জাবু' অর্থাৎ ছিদ্র করা। এ শব্দটি 'জীবালকামীসু' থেকে গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে 'কুতেয়া লাহু জিবুন'। 'ইয়াজুবুল ফালাতা'—মাঠ অতিক্রম করে। 'লাম্মান' 'লামাতত্‌হু আজমা'আ' বলা হলে তার অর্থ হয় আমি এর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি।

সূরা আল-বালাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, বিহাযাল বালাদ' অর্থ মক্কা। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ করলে অন্যের যে গোনাহ হবে, তোমার তা হবে না। 'ওয়া ওয়ালিদিন ওয়ামা ওয়ালাদা' অর্থ আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি। 'লুবাদা' অনেক, প্রচুর। 'আন্-নাজদাইন' অর্থ ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ। 'মাসগাবাতিন' ক্ষুধা। 'মাতরাবাতিন' ধূলায় লুণ্ঠিত, ধূলামলিন 'ফালাকতাহামাল আকাবা'—দুনিয়ায় সে দুর্গম পাহাড়ী পথ চলেনি। পরক্ষণেই আবার 'আকাবা'র ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "তুমি কি জান, কী সেই দুর্গম পাহাড়ী পথ? তা হলো, ক্রীতদাসকে মুক্ত করা অথবা ক্ষুধার সময় ক্ষুধাতুরকে খাদ্যদান করা।"

সূরা আশ-শামস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٨٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ

النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ۔

৪৫৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাম'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-কে খুৎবা দিতে শুনেছেন। খুতবার মধ্যে [নবী (সঃ)] (সামুদ জাতির প্রতি প্রেরিত) উষ্ট্রী সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি ওটার পা কেটেছিল, তার কথা উল্লেখ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : যখন ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য তাদের কওমের সবচেয়ে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা ব্যক্তি উঠেছিলো সে ছিল আবু যা'মআর মতো প্রভাবশালী ও শক্তিধর। এ খুৎবায় নবী (সঃ) মেয়েদের সম্পর্কেও বললেন। তিনি বললেন : এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মতো মারপিট করে, কিন্তু আবার ঐদিন শেষে রাতের বেলা তার সাথে মিলিত হয়। (এটা খুবই খারাপ)। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণ করে হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন : কেউ এরূপ কাজ করে হাসবে কেন?

সূরা আল-লাইল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى **'আর দিনের শপথ, যখন তার আলো উদ্ভাসিত হয়।"**

٤٥٧٤ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا فَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ فَأَشَارُوا إِلَيَّ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَهَؤُلَاءِ يَأْبَوْنَ عَلَيْنَا۔

৪৫৭৪. আলকামা ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের একদল সঙ্গীর সাথে সিরিয়ায় গেলাম। আমাদের আগমনের কথা শুনে আবু দারদা আমাদের কাছে এসে বললেন, আপনাদের মধ্যে কোরআন পাঠ করতে পারে— এমন কেউ কি আছেন? আমরা বললাম, হাঁ আছেন। তিনি বললেন, তাহলে আপনাদের মধ্যে কে ভাল হাফেজ ও উত্তম কোরআন পাঠকারী? সবাই তখন ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন, পড়ুন। আমি পড়লাম : 'ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা,

ওয়ান্ নাহারে ইযা তাজাল্লা।' 'ওয়াল উনসা' রাতের কসম। যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে আর দিনের কসম। যখন তা উদ্ভাসিত হয় আর পুরুষ ও নারীর কসম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ সূরা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদের মুখে শুনেছেন? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি এটি নবী (সঃ)-এর মুখে শুনেছি। কিন্তু এসব লোক (শামের অধিবাসী) তা অস্বীকার করছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وما خلق الذكر والا نثى — "আর সেই মহান সত্তার কসম! যিনি নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন।"

৪৫৭৫ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هٰكَذَا وَهٰؤُلَاءِ يُرِيدُونِّي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَاللّٰهِ لَا أُتَابِعُهُمْ ـ

৪৫৭৫. ইবরাহীম (নাখয়ী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদের কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথী আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য (শামে) এসে পৌঁছলেন। আবু দারদাও তাদেরকে তালাশ করে পেয়ে গেলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদের সংগীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ)-এর কেরায়াত অনুযায়ী কে কোরআন তিলাওয়াত করে? আলকামা ইবনে কায়েস বললেন, আমরা সবাই তাঁর কেরায়াত অনুযায়ী পাঠ করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে ভাল হাফেজ (ও উত্তম কোরআন পাঠকারী?) এবার সবাই আলকামা ইবনে কায়েসকে দেখিয়ে দিলে আবু দারদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদকে সূরা 'ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা' কিভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা ইবনে কায়েস বললেন, (তৃতীয় আয়াতটি) 'ওয়ায্‌যাকারি ওয়াল-উনসা' পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবু দারদা বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও নবী (সঃ)-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। কিন্তু এসব (শামবাসী) লোকেরা চায় যে, আমি যেন আয়াতটি 'ওয়ামা খালাকায্‌যাকারা ওয়াল-উনসা' পড়ি। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কথা শুনবো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فا ما من اعطى واتقى — "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।"

৪৫৭৬- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ

لِلْيُسْرٰى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى -

৪৫৭৬. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা 'বাকী'উল গারকাদ' নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর সাথে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। সেই সময় নবী (সঃ) বললেন, জান্নাতে বা জাহান্নামে জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন একজন লোকও তোমাদের মধ্যে নাই। এ কথা শুনে সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা (আমল বাদ দিয়ে এ কথার ওপর) নির্ভর করবো না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ বরং আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] পাঠ করলেন ঃ "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ) খরচ করলো (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমি তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো আর যে কৃপণতা করলো, আল্লাহকে তোয়াক্কা করলো না এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমি তাকে কঠোর পথের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وصدق بالحسنى **'যে ব্যক্তি (সব রকমের) নেক কাজকে সত্য বলে মানলো।"**

٤٥٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৪৫৭৭ আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম— তারপর তিনি (উপরোক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ فسنيسره لليسرى **'আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো।"**

٤٥٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِيْ جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْآيَةَ -

৪৫৭৮. আলী নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) কোন একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। তারপর তিনি একখানা ছড়ি নিয়ে তা মাটিতে খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন ঃ জাহান্নামে বা জান্নাতে জায়গা নির্দিষ্ট করা হয় নাই, তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোকও নাই। এ কথা শুনে লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা (আমল না করে এ কথার ওপর) নির্ভর করবো না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ না, বরং আমল করতে থাক। কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেন ঃ "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো। আর যে কৃপণতা করলো, আল্লাহকে পরোয়া করলো না এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠোর পথের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وأما من بخل واستغنى "আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো ও বেপরোয়া জীবন-যাপন করলো।"

٤٥٧٩- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى الْآيَةَ.

৪৫৭৯. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি তখন বললেন : জান্নাত বা জাহান্নামে জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন একজন লোকও নাই। (আলী বলেন:) আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল। তাহলে কি আমরা (আমল না করে) এ কথার ওপর নির্ভর করে থাকবো না? তিনি বললেন: না, বরং আমল করতে থাক। কেননা যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব) কল্যাণকে সত্য বলে মানলো, আমি তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো, বেপরোয়াভাবে চললো এবং সব রকমের কল্যাণকর কাজকে মিথ্যা বলে জানালো, আমি তাকে কঠোর-কঠিন পথের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وكذب بالحسنى "সে (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা জেনেছে।"

٤٥٨٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى.

৪৫৮০. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চার দিকে বসলাম। তাঁর সাথে একখানা ছড়ি ছিলো। তিনি ছড়িখানা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। তারপর বললেন : তোমাদের কেউ-ই এমন নাই অথবা বললেন : (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন সৃষ্টিই এমন নাই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই। অথবা তাকে ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা বলে লেখা হয় নাই। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাহলে আমল পরিত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের ওপর কি নির্ভর করবো না? কারণ আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী সে সৌভাগ্যের অধিকারীদের সাথে শামিল হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী, সে দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের মত আমল করে তাদের সাথে শামিল হবে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সৌভাগ্যের অধিকারীদের সৌভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো।'

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى "আমরা তাকে কঠিন পথের সুযোগ করে দেব।"

٤٥٨١ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْ جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْآيَةَ

৪৫৮১. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। নবী (সঃ) কোন এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন : তোমাদের একজন লোকও এমন নাই, যার স্থান হয় জান্নাতে নয় জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দিয়ে আমাদের (জন্য যা লেখা হয়েছে সেই) লেখার ওপর ভরসা করবো না? তিনি বললেন : বরং আমল করতে থাক। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাই তার জন্য সহজ। যে ব্যক্তি সৎ ও সৌভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য সৎ ও সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসৎ ও দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য অসৎ ও দুর্ভাগ্যের অনুরূপ কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ করে দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো

বেপরোয়া জীবন কাটালো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠিন ও কষ্টকর পন্থার সুযোগ দান করবো।"

সূরা আদ-দোহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى
'তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেনি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

٤٥٨٢ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَأَنْزَلَ اللهُ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى.

৪৫৮২. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। এক সময় অসুস্থ হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই বা তিন রাত (তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) উঠতে পারেননি। এ সময় একজন স্ত্রীলোক এসে তাঁকে বললো, হে মুহাম্মাদ, আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। দুই বা তিন রাত যাবত আমি তাকে তোমার কাছে আসতে দেখছি না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "দিনের আলোর শপথ, আর রাতের শপথ, যখন তা নিস্তব্ধতা নিয়ে ছেয়ে যায়। তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى
'তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।" 'ওয়াদ্‌ দা'আকা' 'তাশদীদ' ও 'তাখফীফ' অর্থাৎ 'ওয়াদ্দা'আকা ও 'ওয়াদা'আকা' দুভাবেই পড়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হয় তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি। আবদুল্লা ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমাকে হিংসাও করেননি।

٤٥٨٣ - عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أُرٰى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ فَنَزَلَتْ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

৪৫৮৩. আসওয়াদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জুনদুব বাজালীর নিকট থেকে শুনেছি, একজন স্ত্রীলোক এসে বললো—হে আল্লাহর রসূল! আমি দেখছি আপনার সঙ্গী (জিবরাইল ফেরেশতা) আপনার কাছে অহী নিয়ে আসতে দেরী করে ফেলেছে তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

সূরা আলাম নাশরাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, বিযরাকা অর্থ জাহেলী যুগের বোঝা। 'আনাকাদা' অর্থ গুরুভার। 'মা'আল উসরি ইউসরান' ইবনে উয়াইনা বলেছেন, এর অর্থ এ কঠিন অবস্থার পরেই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين তারা আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা করছে। আর হাদীসে উল্লেখিত আছে, একটি কঠিন অবস্থা দুটি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারে না। এ হাদীসটিও উল্লেখিত আয়াতের সমার্থক। মুজাহিদ বলেছেন, 'ফানসাব' অর্থ প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমার রব এর নিকট কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। হয়েছে ঃ الم نشرح لك صدرك '-এর অর্থ হলো আল্লাহ নবী (সঃ)-এর বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

সূরা আত্তীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, আত্তীত ও আয্যায়তুন (আনজির ও যায়তুন) মানুষ যা খায়, সেই আনজির ও যায়তুন বোঝানো হয়েছে। 'ফামা ইউকায্যিবুকা'-এর অর্থ হলো মানুষকে তাদের কাজের বিনিময় দেয়া হবে আপনার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত কোন লোক কি আছে? অর্থাৎ শাস্তি বা পুরস্কার দানের ব্যাপারে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে—এমন কেউই নেই।'

٤٥٨٤ - عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ -

৪৫৮৪. বারা (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কোন এক সফরে থাকাকালীন এশার নামাযের প্রথম দু রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা 'ওয়াত্তীনে ওয়াযযায়তুন' পাঠ করেছিলেন।

সূরাঃ আল-আলাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুতাইবা ইবনে সাঈদ হাম্মাদ ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে আতীকের মাধ্যমে হাসান বাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাসান বাসরী) বলেছেন ঃ কোরআন মজীদের সূরা ফাতিহার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখ এবং এভাবে দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করো। মুজাহিদ বলেছেন, 'নাদিয়াহ' তার গোত্র। 'যাবানিয়াতু' অর্থ ফেরেশতা। মা'মার বলেছেন, 'রুজআ' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা প্রত্যাবর্তনস্থল। 'লা নাস্ফা'আন'

শেষ হরফ নূন সাকিন। অর্থ আমি অবশ্যই পাকড়াও করবো। সাফায়াত বিইয়াদিহী অর্থ আমি তাকে ধরলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ

٣٥٦٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا إِلَّا
جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ
حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيْ ذَوَاتَ الْعَدَدِ
قَبْلَ أَنْ يَّرْجِعَ إِلٰى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى خَدِيْجَةَ
فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ
اِقْرَأْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ
مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِيْ
فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ
مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ
فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِيْ
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى
دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ
عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ أَيْ خَدِيْجَةُ مَا لِيْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ
فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ أَبَدًا
فَوَاللّٰهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ
الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
خَدِيْجَةُ حَتّٰى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ أَخِيْ
أَبِيْهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ
وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ
شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ

قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِيْ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَى مُوْسَى لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِيْ أَكُوْنُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوْذِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَفَرِقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَدَثَّرُوْهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِيْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُوْنَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ

৪৫৮৫. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম (অহী) শুরু করা হয়েছিল। এই সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। তারপর তিনি একাকী ও নির্জন থাকতে পসন্দ করতে লাগলেন। তাই তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে এক-নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত 'তাহান্নুস' করতেন। 'তাহান্নুস' বিশেষ একটি নিয়মে 'ইবাদাত বন্দেগী করা। এজন্য তিনি কিছু খাবার-দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর খাদীজার কাছে ফিরে আসলে তিনি আবার অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে হক এসে পৌঁছলো ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তখন তিনি (ফেরেশতা জিবরাঈল) আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। আমি এতে প্রানান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম : আমি তো পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তখন তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বারও খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তার পর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন আপনি পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে জানি না। তখন তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বারের মত খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি খুব কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : "ইকরা

।বসামি রাব্বিবাকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম, আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়া'লাম'—"
"তোমার রবের নামে পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহাসম্মানী ও দাতা। যিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই অবস্থায় ভয়ে ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে ফিরলেন এবং খাদীজার কাছে পৌছেই বললেন ঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। তখন সবাই তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে বললেন, খাদীজা, আমার কি হলো? আমি আমার নিজের সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েছি। তারপর তিনি তাঁকে সব কথা জানালেন। খাদীজা বললেনঃ কখনও নয়, (ভয়ের কোন কারণই থাকতে পারে না)। আপনি বরং সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার মূল্য দেন, সত্য কথা বলেন, অসহায়দের কষ্টের বোঝা লাঘব করেন, অভাবীদের অর্থ উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং হক ও ন্যায়ের কাজে সাহায্য করে থাকেন। তারপর খাদীজা তাঁকে [নবী (সঃ)-কে] নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগে সৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে লিখতেন। আর আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক তিনি আরবী ভাষায় ইনযীল অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাকে বললেন, ভাই, (চাচাত ভাই) আপনার ভাতিজা কি বলেন একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, কি ব্যাপার? নবী (সঃ) যা কিছু দেখেছিলেন, তার সবকিছু তাকে অবহিত করলেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন! ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! যদি আমি সেই সময় যুবক হতাম। হায়! আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তারা কি আমাকে (এখান থেকে) বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হাঁ তারা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। তুমি যা পেয়েছ তা যে ব্যক্তিই লাভ করেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার সময়ে আমি যদি জীবিত থাকতাম তাহলে আমি তোমাকে বলিষ্ঠ ও সর্বোতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতাম। এর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা মারা গেলেন এবং অহী দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। (অন্য একটি সনদে) মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমানের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) অহী বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময়ে আমি পথ চলছিলাম। ইতিমধ্যে আসমান থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে দেখলাম, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি আসমান ও জমীনের মাঝে পাতা একটি সিংহাসনে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। তাই বাড়ীতে ফিরে (খাদীজাকে) বললামঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেনঃ "হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কওমকে সাবধান করে দাও, তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেনঃ আরবরা জাহেলী যুগে যে সব মূর্তির পূজা করতো, "রুজযুন" অর্থে ঐ সব মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘটনার পর একটানা একের পর এক অহী আসতে থাকলো।

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লার বাণীঃ خلق الا نسان من علق 'তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

৪৫৮৭- عن عائشة قالت اول ما بدئ به رسول الله ﷺ الرؤيا

الصَّالِحَةُ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

৪৫৮৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম উত্তম স্বপ্নের আকারে (অহী) শুরু হয়েছিল। তারপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললো : "তোমার রবের নামে পড়—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহাসম্মানী ও দাতা।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اقرأ و ربك الا كرم "পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী।"

٤٥٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

৪৫৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সত্য স্বপ্নের আকারে (অহীর) সূচনা হয়। তাঁর নিকট ফিরিশতা এসে বলেন, পড়ো, তোমার রবের নামে! যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তবিন্দু থেকে। পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : الذى علم بالقلم—"যিনি লেখনী দ্বারা (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছেন।"

٤٥٨٨ - عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৫৮৮. উরওয়া থেকে বর্ণিত। আয়েশা বলেছেন : (হেরা গুহায় জিবরাইলের মাধ্যমে প্রথম অহী লাভের পর) নবী (সঃ) খাদীজার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন : আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة "তা কখখনো নয়। যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালের (ওপরের) চুল ধরে সজোরে টানবো—টানবো মিথ্যাবাদী ও পাপীর কপালের চুল ধরে।"

٤٥٨٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَاَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَاَخَذَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

৪৫৮৯. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবু জাহল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মদকে কা'বার পাশে নামায পড়তে দেখি তবে আমি তার ঘাড় পদদলিত করবো। এ কথা জানতে পেরে নবী (সঃ) বললেন : সে যদি এরূপ করে তাহলে ফিরিশতারা অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবে।

সূরা আল-কাদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বলা হয়ে থাকে, 'মাতলা' অর্থ উদয় হওয়া। আবার 'মাতলা' অর্থ উদয়স্থলও। 'ইন্না আনযালনাহু'র (হু) সর্বনামটি দ্বারা কোরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও অর্থ একবচনের গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, কোরআনের নাযিলকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশ বা জোরালো ভাব প্রকাশের জন্য আরবরা একবচনের ক্রিয়াপদকে বহুবচনে ব্যবহার করে থাকে।

সূরা আল-বাইয়্যেনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৪৫৯০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বলেছিলেন : তোমাকে সূরা 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু' পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কেঁদে ফেললেন।

٤٥٩١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاُ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ اُبَيٌّ اَللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ قَالَ اَللّٰهُ سَمَّاكَ فَجَعَلَ اُبَيٌّ يَبْكِيْ قَالَ قَتَادَةُ فَاُنْبِئْتُ اَنَّهُ قَرَاَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ -

৪৫৯১. আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উবাই (ইবনে কা'ব)-কে বলেছিলেন : তোমাকে কোরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে উবাই (ইবনে কা'ব) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, আল্লাহ তা'আলা তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কাঁদতে শুরু করলেন। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, পরে আমি জানতে পেরেছি যে, নবী (সঃ) তাঁকে (উবাই ইবনে কা'ব) সূরা 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাবি' পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

৪৫৯২ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

৪৫৯২. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বলেছেন : তোমাকে কোরআন পড়ানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ। তখন উবাই ইবনে কা'ব আশ্চর্যান্বিত হয়ে আবার বললেন, রাব্বুল আলামীনের দরবারে কি আমাদের নাম আলোচিত হয়েছে? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'বের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

সূরা আয-যিলযাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : من يعمل مثقال ذرة خيرا يره — "যে ব্যক্তি অনু-পরিমাণ নেকী করবে সে তাও দেখতে পাবে।"

৪৫৯৩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৪৫৯৩. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের ঘোড়া থাকে। একশ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, একশ্রেণীর

লোকের জন্য তা দোযখের আযাব থেকে বাঁচার পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা হয় এবং একশ্রেণীর জন্য তা গোনাহর কারণ হয়। যে শ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, তারা সেই সব ব্যক্তি : যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণক্ষেত্র বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। রশির আওতায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে সেটি যা কিছু খায়, তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসেবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং বাইরে গিয়ে দু'-একটি উঁচু স্থানে লাফ-ঝাঁপ বা দৌড়াদৌড়ি করে, তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি (মালিক) সওয়ার ও পুরস্কার লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি নিজেই কোন নহরের কিনারায় গিয়ে পানি পান করে, মালিকের সেখান থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে। ঘোড়ার মালিক আরেক শ্রেণীর লোক, যারা সচ্ছল থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাতপাতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা পালন করে থাকে কিন্তু তাতে আল্লাহর যে হক রয়েছে (যাকাত) তা দিতে ভুলে যায় না, এ শ্রেণীর লোকের জন্য তা হবে (আযাবের ক্ষেত্রে) আড়াল ও প্রতিবন্ধক। অপর আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক, যারা গর্ব, প্রদর্শনীর মনোভাব ও (আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে) বৈরী তৎপরতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে, তা হবে তাদের জন্য গোনাহর কারণ। (আবু হুরাইরা বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এই একটি মাত্র আয়াত ছাড়া এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে আর কোন আয়াত নাযিল করেননি। আয়াতটি এই : "যারা অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, তাও দেখতে পাবে, আর যারা অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, তারাও তা দেখতে পাবে।"

অনুচ্ছেদ : و من يعمل مثقال ذرة شرا يره —"আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

৪৫৯৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৪৫৯৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, ঘোড়া ও) গাধা সম্পর্কে (একই হুকুম কি না এ বিষয়ে) নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এ বিষয়ে একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এ আয়াতটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি এই : যারা অনু পরিমাণ নেক কাজ করবে তাও দেখতে পাবে। আবার যারা অনু পরিমাণ গোনাহর কাজ করবে তাও দেখতে পাবে।"

সূরা আল-আদিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

মুজাহিদ বলেন, 'কানুদ' অর্থ, অকৃতজ্ঞ। 'ফা আসারনা বিহি নাক'আন' অর্থ সেই সময় গোধূলি উড়িয়ে (ক্ষিপ্র গতিতে) চলে।

'লি-হুব্বিল খাইরে' অর্থ ধন-সম্পদের প্রতি মহব্বতের কারণে 'লা-শাদীদ' অর্থ অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবীতে শাদীদ' বলা হয়। হুস্‌সিলা, অর্থ অন্তরের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে ভাল ও মন্দ পৃথক করা হবে।

সূরা আল-কারিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

'কাল্ ফারাশিল মাব্‌সূস' অর্থ পঙ্গপালের ঝাঁকে। পঙ্গপাল যেমন একটি আরেকটির ওপর পতিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে মানুষও একজন আরেকজনের ওপর পতিত হবে। 'কাল্‌-ইহ্‌নি' অর্থ বিভিন্ন রকমের তুলার মতো। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ 'কাল-ইহ্‌নি' না পড়ে কাস্‌-সূফ পড়তেন।

সূরা আত-তাকাসুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, 'তাকাসুর' অর্থ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য।

সূরা আল-আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

'আসর' অর্থ কাল বা সময়। আল্লাহ তা'আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

সূরা আল-হুমাযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

'আলহুতামা', 'লাযা' ও 'সাকার' যেমন দোযখের নাম, তেমনি হুতামাও একটি দোযখের নাম।

সূরা আল-ফিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

মুজাহিদ বলেন, 'আলাম তারা' মানে তুমি কি জাননা? তিনি আরও বলেন, 'আবাবীলা' অর্থ দলবদ্ধভাবে একের পর এক 'আসা'। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, 'সিজ্‌জীল' ও 'গেল্ থেকে আরবীকৃত অ-আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, পাথর ও পোড়া মাটির ঢিল।

সূরা আল-কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'লি-ইলাফি' অর্থ তারা (কুরাইশরা) এক্ষেত্রে (শীতের মওসুমে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মের মওসুমে শামের দিকে ভ্রমণে) অভ্যস্ত হওয়ার কারণে শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য কষ্টকর হয় না। 'ওয়া আমানা হুম, মানে আল্লাহ তা'আলা হারাম শরীফের অভ্যন্তরে তাদেরকে সব রকমের শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইবনে উয়াইনা বলেছেন, 'লি ইলাফি কুরাইশিন' মানে কুরাইশদের প্রতি আমার নিয়ামতের কারণে।

সূরা আল-মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'ইয়াদুউ' অর্থ সে তাকে হক থেকে বঞ্চিত করে। এ শব্দটি دعت 'দাআ'তা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'ইউদা'য়ূনা' তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। সাহূন, খেলার মতো আচরণকারী যে ভুলে থাকে। 'মাউন' অর্থ সর্বজনস্বীকৃত সব রকমের ভাল কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বলেন, 'মাউন' অর্থ পানি। ইকরামা বলেন, মাউনের অন্তর্ভুক্ত... সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হলো যাকাত আদায় করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হলো বিভিন্ন কাজের জিনিসপত্র ধার দেয়া বা কাজ করার জন্য দেয়া।

সূরা আল-কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٩٥ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اِلَى السَّمَاءِ قَالَ اَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ -

৪৫৯৫. আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। মিরাজ হলে নবী (সঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি এমন একটি নদীর ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরী তাঁবু পাতা আছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল একি? উত্তরে জিবরাঈল বললেন, এটিই হলো হাওযে কাওসার।

٤٥٩٦ - عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَتْ نَهْرٌ اُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ اٰنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ -

৪৫৯৬. আবু উবাইদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশাকে মহান আল্লাহর বাণী 'ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার', "আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি" এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাউসার একটি নহর, যা তোমাদের নবীকে দান করা হয়েছে। এর উভয় তীরে ভেতরে ফাঁপা মোতি ছড়ানো রয়েছে। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির সংখ্যার অনুরূপ।

٤٥٩٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ۔

৪৫৯৭. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি কাউসার সম্পর্কে বলেছেন যে, তা এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে দান করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বিশর বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বললাম, মানুষ মনে করে যে, কাওসার হলো জান্নাতের একটি নহর। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?) সাঈদ বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী (সঃ)-কে আল্লাহর দেয়া অনেকগুলো কল্যাণের একটি।

সূরা আল-কাফেরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'লাকুম দ্বীনুকুম'—তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন অর্থাৎ কুফর আর 'ওয়ালিয়া দ্বীন' আমার জন্য আমার দ্বীন মানে ইসলাম। এখানে 'দ্বীনি' বা আমার দ্বীন বলা হয়নি। কারণ আয়াতের শেষে 'নূন' থাকায় 'ইয়াকে' বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়াহদ্বীন' ও 'ইয়াশকীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন : 'লা আ'বুদু মা তা'বুদূন' অর্থ তোমরা বর্তমানে যে জিনিসের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করবো না এবং আমার অবশিষ্ট জীবনেও তোমাদের এ আহ্বানে সাড়া দেব না। আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : 'তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও কুফরকে বাড়িয়ে দিবে।

সূরা আন-নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٩٨ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي۔

৪৫৯৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু' এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী (সঃ) যখনই নামায পড়েছেন তখনই নামাযের পর 'সুব-হানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি" —"হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র তুমিই আমার রব। সব প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করো" দোয়াটি পড়েছেন।

٤٥٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

৪৫৯৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোরআনের 'ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু"—'তাই তোমার রবের হামদ বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও' আয়াতের নির্দেশ অনুসারে রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু' ' সিজদায় বেশী করে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি"—"হে আল্লাহ তুমি পবিত্র।. তুমিই আমার রব। সব প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করো" পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ ورا يت الناس يد خلو ن فى د ين الله
'আর তুমি দেখতে পাবে যে, লোক দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।"

٤٦٠٠ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ قَالُوْا فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُوْرِ قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَجَلٌ اَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ .

৪৬০০. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) উমর লোকদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের)-কে মহান আল্লাহর বাণী ঃ "ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু"—"যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে"-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে শহর ও প্রাসাদসমূহ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তুমি কি মনে কর? তিনি বললেন, এর দ্বারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে নির্দিষ্ট সময় বলে দেয়া হয়েছে অথবা তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا "তাই তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।"

٤٦٠١ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ مَنْ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيْتُ اَنَّهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ

اللهِ تَعَالٰى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ أَكَذَٰلِكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُوْلُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَذٰلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُوْلُ ـ

৪৬০১. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবাদের সাথে তাঁর দরবারে শামীল করলেন। এ কারণে সম্ভবতঃ তাদের কারো কারো মনে প্রশ্ন জেগে থাকবে। তাই একজন বললেন, আপনি একে আমাদের সাথে শামিল করেন কেন? আমাদেরও তো তার মত ছেলে আছে। উমর বললেন, তার সম্পর্কে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তিনি একদিন তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) তাঁদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবা) সাথে ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বুঝতে পারলাম আজকে তিনি তাঁদেরকে কিছু দেখানোর জন্য আমাকে ডেকেছেন। তিনি (উমর) সবাইকে বললেন মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু"—"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে"—সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? জবাবে তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হলে ও বিজয় লাভ করলে এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তুমিও কি এ মতামত পোষণ কর? (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন,) তখন আমি বললাম, না, আমি এরূপ মনে করি না। উমর বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে সেটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনিই তওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর বললেন, তুমি যা বলছো এ আয়াতের অর্থ আমিও তাই বুঝি।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٦٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ

قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ إِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ هٰكَذَا قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ

৪৬০২. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন'—"তোমার নিকটাত্মীয় এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে নিজের গোত্রকে সাবধান করে দাও।" আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ' (সকাল বেলার বিপদ, সাবধান) বলে চিৎকার করে ডাকলেন। সবাই সচকিত হয়ে বলে উঠলো, এভাবে কে ডাকছে? তারপর সবাই তাঁর পাশে গিয়ে সমবেত হলো তিনি বললেন : আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের অপর দিক থেকে একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সবাই বললো, আপনার ব্যাপারে আমাদের মিথ্যার অভিজ্ঞতা নাই। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বললো, তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে সমবেত করেছো? এরপর সে সেখান থেকে চলে গেল। তখন নাযিল হলো : 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব'—'আবু লাহাবের হাত ভেঙে গিয়েছে।" ঐ সময় আ'মাশ আয়াতটিতে 'তাব্বা' শব্দের পূর্বে 'কাদ' শব্দ যোগ করে 'ওয়াকাদ তাব্বা' পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وتب ما اغنى عنه ماله و ما كسب —"সে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তার ধন-সম্পদ ও অর্জিত সব কিছু তার কোন কাজে আসেনি।"

٤٦٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيْكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

৪৬০৩. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কার বুতাহার দিকে গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ' বলে চীৎকার করে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলে তিনি তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, বলতো, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। সবাই বললো, হাঁ। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। তখন আবু লাহাব বলে উঠলো, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে ডেকেছো। তোমার সর্বনাশ হোক।

তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন : "ভেঙে গিয়েছে আবু লাহাবের দু'টি হাত। আর সে নিরাশ ও ব্যর্থ হয়েছে। তার ধন-সম্পদ এবং অন্য যা কিছু সে অর্জন করেছে, তা তার কাজে আসেনি। সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। তার সাথে তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে—যে খড়ির বোঝা বয়ে বেড়ায় (চোগলখোরী করে বেড়ায়)। তার গলায় থাকবে শনের শক্ত রশি।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: سيصلى نارا ذات لهب —"সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে।"

৪৬০৪- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

৪৬০৪. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু লাহাব নবী (সঃ)-কে বলেছিল, তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি শুধু এ জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছো? তখন 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব' সূরাটি নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: وامرأته حمالة الحطب —"আর তার স্ত্রীও দোযখে প্রবেশ করবে। সে তো খড়ি বহনকারিণী।" মুজাহিদ বলেছেন 'হাম্মালাতাল হাতাব' অর্থ এমন স্ত্রীলোক, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। 'ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ'—"তার (আবু লাহাবের স্ত্রী) গলায় থাকবে শনের শক্ত দড়ি।" 'মাসাদ' অর্থ কেউ কেউ বলেন শনের পাকানো শক্ত রশি। এখানে এর অর্থ হলো দোযখের শৃংখল।

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৪৬০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ-

৪৬০৫. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : কিছুসংখ্যক বনী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত নয়। কিছুসংখ্যক বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো এই যে, সে বলে : আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পুনরায় আর জীবিত করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় জীবিত করার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ নয়। আমাকে তার গালি দেয়া হলো এই যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ আমি একক

ও প্রয়োজন শূন্য। আমি কাউকে জন্ম দিই নাই। কেউ আমাকে জন্ম দেয়নি কিংবা আমার কোন সমকক্ষ শক্তিও নাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اللّٰهُ الصَّمَدُ —"আল্লাহ প্রয়োজন শূন্য। অমুখাপেক্ষী।" আরবরা তাদের নেতাদেরকে 'সামাদ' বলে থাকে। আবু ওয়ায়েল বলেছেন, 'সামাদ' এমন নেতাকে বলা হয়, যার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই চূড়ান্ত।

٤٦٠٦ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِيْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ ذٰلِكَ وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّايَ اَنْ يَّقُوْلَ اِنِّيْ لَنْ اُعِيْدَهُ كَمَا بَدَاْتُهُ وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَ اَنْ يَّقُوْلَ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

৪৬০৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ এরূপ করা তার উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দিয়েছে। অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত ছিল না। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা এই যে : সে বলে, আমি তাকে প্রথম সৃষ্টি করেছি কিন্তু মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার কখনও জীবিত করবো না। আমাকে তার গালি দেয়া এই যে, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি প্রয়োজন শূন্য ও অমুখাপেক্ষী এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দিই নাই, আমি কারও জাত নই এবং আমার সমকক্ষ কেউ নাই।

সূরা আল-ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'গাসিকুন' অর্থ রাত। 'ইযা ওয়াকাব' অর্থ সূর্য অস্তমিত হওয়া। 'ফালাক' ও 'ফারাক' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য আরবীতে বলা হয় 'হুয়া আবইয়ানু মিন ফারাকিস্-সুবহে ওয়া ফালাকিস্-সুবহে' অর্থাৎ ভোরের আলোর আবির্ভাবের চেয়েও তা স্পষ্ট। 'ওয়াকাব' অর্থ অন্ধকার সব জায়গায় প্রবেশ করে আচ্ছন্ন করে ফেলা।

٤٦٠٧ - عَنْ زِرٍّ قَالَ سَاَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قِيْلَ لِيْ فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

৪৬০৭. যির (ইবনে হুবাইশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে 'মু'আউবিযাতাইন' অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি

বললেন, এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, এ দু'টি কোরআনের সূরা) তাই আমিও বলেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন বলেছেন, আমরাও ঠিক তেমনি বলে থাকি।

সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বলা হয়ে থাকে ঃ 'আল ওয়াসওয়াস' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শয়তান এসে তাকে স্পর্শ করে। তার কাছে আল্লাহর নাম নিলেই শয়তান চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর নাম না নিলে সে তার হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

٤٦٠٨ - عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ اَبَا الْمُنْذِرِ اِنَّ اَخَاكَ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اُبَيٌّ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ قِيْلَ لِيْ قُلْ فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৪৬০৮. যির (ইবনে হুবাইশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে বললাম, আবুল মুনযির, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ তো এ ধরনের কথা (মু'আউবিযাতাইন—সূরা ফালাক ও সূরা নাস কোরআনের অংশ নয়) বলে থাকেন। (এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?) উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে বলা হয়েছিল। বলো, আমি বলেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন, আমরাও তাই বলে থাকি।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস কোরআনের অংশ নয় বলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা আসলে ঠিক নয়। এটা ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মত। অন্য কোন সাহাবাই তাঁর এ মতকে গ্রহণ করেননি।

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন

অনুচ্ছেদ ঃ অহী কিভাবে নাযিল হয় এবং সর্বপ্রথম [নবী (সঃ)-এর কাছে] যা নাযিল হয়েছিল।

٤٦٠٩- عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ.

৪৬০৯. আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ নবী (সঃ) মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন। (এ সময়) তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে এবং মদীনাতেও দশ বছরকাল কোরআন নাযিল হয়েছে।

٤٦١٠- عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبِيْ قُلْتُ لِأَبِيْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

৪৬১০. আবু উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, একদা জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। (তখন) উম্মে সালামা (রাঃ) তাঁর কাছে ছিলেন। জিবরাইল (আঃ) (তাঁর সাথে) কথা বলা শুরু করলেন। নবী (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "(বলো তো) ইনি কে ?" তিনি জবাবে বললেন ঃ দাহিয়া (আলকলবী)। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) ওঠে দাঁড়ালে তিনি (উম্মে সালামা) বললেন, আল্লাহর কসম যতক্ষণ না নবী (সঃ)-এর ভাষণে জিবরাইল (আঃ) সম্পর্কে শুনেছি আমি তাঁকে (জিবরাইলকে) সে (দাহিয়া) ব্যতীত অন্য কেউ মনে করিনি। আমার পিতা সুলাইমান বলেন, অতঃপর আমি আবু উসমানকে বললাম, আপনি কার নিকট থেকে এ ঘটনা শুনেছেন? উত্তরে বললেন, উসামা ইবনে যায়েদের নিকট থেকে।

٤٦١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ أُوْتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللّٰهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৬১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে মু'জিজা দেয়া হয়নি, যা থেকে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী যা আল্লাহ্ আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতদের সংখ্যা সর্বাধিক হবে।

٤٦١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَابَعَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهٖ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْىُ ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ

৪৬১২. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের প্রতি ধারাবাহিকভাবে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত অহী নাযিল করেছেন। এ সময়টা ছিল সর্বাধিক পরিমাণ অহী নাযিলের সময়। এরপরে রসূল (সঃ) ওফাতপ্রাপ্ত হন।

٤٦١٣- عَنْ جُنْدَبٍ يَقُوْلُ اِشْتَكَى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ فَاَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا اَرٰى شَيْطَانَكَ اِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ـ

৪৬১৩. জুনদুব (রাঃ) বলেছেন : একদা নবী (সঃ) পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং এক কি দু'রাতের জন্য নৈশকালীন (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করতে পারলেন না। জনৈকা মহিলা (আবু লাহাবের স্ত্রী) তাঁর নিকট আসলো এবং বললো : 'হে মুহাম্মদ! আমি তোমার সেই শয়তানকে দেখতে পাচ্ছি না, সে নিশ্চয় তোমাকে ত্যাগ করেছে।' তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন والضحى والليل اذا سجى ماودعك ربك و ما قلى 'শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং রাতের—যখন ইহা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (হে নবী।) তোমার রব তোমাকে ত্যাগ করেননি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

অনুচ্ছেদ : কোরআন কুরাইশ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে : قرانا عربيا بلسان عربي مبين "কোরআন সহজ স্বাভাবিক আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।"

٤٦١٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَاَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ اَنْ يَنْسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ـ

৪৬১৪. আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : (তৃতীয় খলিফা) উসমান (রাঃ) যায়েদ বিন সাবেত, সাইদ ইবনুল আ'স, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিসাম (রাঃ)-কে পবিত্র কোরআন গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করার

নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন : যায়েদ ইবনে সাবেতের সাথে কোরআনের আরবী ও তার আরবীর ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কোরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। অতএব তাঁরা তাই করলেন।

٤٦١٥- عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُوْلُ لَيْتَنِيْ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِيْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَيْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذٰلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِيْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجَّتِكَ۔

৪৬১৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, 'হায়! যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অহী নাযিল হয় তখন তাঁকে (সেই অবস্থায়) যদি দেখতে পারতাম।" যখন নবী (সঃ) জিয়'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর ওপরে কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবী ছিলেন, এমন সময় সুগন্ধি মেখে জনৈক ব্যক্তি আসল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি, যে ব্যক্তি সারাদেহে সুগন্ধি মেখে আলখাল্লা পরে ইহরাম বাঁধল? নবী (সঃ) তখন কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করলেন এমনি সময় অহী নাযিল হলো। উমর (রাঃ) ইয়ালার দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ তাঁকে আসার জন্য ডাকলেন। ইয়ালা আসল এবং তার মাথা ঐ চাদরের মধ্যে ঢুকাল [যে চাদর দ্বারা নবী (সঃ)-কে ঘিরে রাখা হয়েছিল] তখন রসূল (সঃ)-এর মুখমন্ডল ছিল রক্তিম বর্ণ এবং তিনি কিছু সময়ের জন্য জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললেন : সেই প্রশ্নকর্তা কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে ওমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে বের করা হলো এবং নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তখন নবী (সঃ) তার প্রশ্নের উত্তরে বললেন : যে সুগন্ধি তুমি তোমার সারাদেহে মেখেছ, তা অবশ্যই তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে এবং তোমার আলখাল্লা অবশ্যই খুলে ফেলতে হবে। অতঃপর তুমি তোমার ওমরার মধ্যে ঐ সকল অনুষ্ঠান পালন করবে, যা হজ্জের মধ্যে পালন করে থাক।

অনুচ্ছেদ : কোরআন সংকলন।

٤٦١٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِيْ فَقَالَ إِنَّ

الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ
بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ
الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هَذَا
وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ
فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ
وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ
كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ
قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ
أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى
وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ
غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَتَّى خَاتِمَةِ
بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ
حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ۔

৪৬১৬. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলেন সেই সময় আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, উমর আমার কাছে এসে বলেছে ঃ শাহাদত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশঙ্কা করছি (ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহে) আরো হাফেজে কোরআন শাহাদত লাভ করবেন এবং এভাবে কোরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, 'আপনি কোরআন সংকলনের নির্দেশ দিন।' তদুত্তরে আমি উমরকে বললাম ঃ যে কাজ আল্লাহর রসূল (সঃ) করেননি সেই কাজ কিভাবে করবে? উমর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! এটা হচ্ছে একটা উত্তম কাজ। উমর এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমি এর কার্যকারিতার কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক, তোমার সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই। এছাড়া তুমি নবী (সঃ)-এর অহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কোরআনের বিভিন্ন খণ্ডাংশ অনুসন্ধান করো এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করো। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় একস্থানে থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত তাও আমার কাছে কোরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন হতো না। অতঃপর আমি আবু বকর (রাঃ)-কে বললাম ঃ 'আপনি কিভাবে সেই কাজ করবেন, যা আল্লাহর রসূল (সঃ)

করেননি ?' আবু বকর (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম (কাজ)। আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে আমাকে এতক্ষণ অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তকরণ খুলে দিলেন যে, কাজের জন্য আল্লাহ আবু বকর ও উমরের অন্তকরণ খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি কোরআনের (লিখিত অংশসমূহ) সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুর পাতা, প্রস্তরখন্ড এবং লোকদের অন্তকরণ থেকে সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষাংশ আবি খুযাইমা আল আনসারীর নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম এবং আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে পাইনি ঃ আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ ঃ 'লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তাঁর কাম্য। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।' অতঃপর (সংগ্রহীত) সম্পূর্ণ কোরআন মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে গচ্ছিত থাকল; এরপরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উমর (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল তারপরে উমর-তনয়া (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসার (রাঃ)-এর কাছে ছিল।

٤٧١٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلٰى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلٰى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتّٰى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلٰى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلٰى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

৪৬১৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান উসমান (রাঃ)-এর কাছে এমন সময় আসলেন, যখন শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের লোকেরা আরমেনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। হুযাইফা (রাঃ) তাদের (সিরিয়া ও ইরাকের লোকদের) সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন রকমের পাঠের ব্যাপারে শঙ্কিত হলেন। সুতরাং তিনি উসমান (রাঃ)-কে বললেন : 'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ জাতি কিতাব (কোরআন) সম্পর্কে মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এদেরকে রক্ষা করুন। যেমন এর পূর্বে ইয়াহুদী ও নাসারার লিপ্ত হয়েছিল।" সুতরাং উসমান (রাঃ) হাফসা (রাঃ)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন, আপনার কাছে সংরক্ষিত কোরআনের লিপিসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমরা কোরআনকে একখানি পরিপূর্ণ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করতে পারি অতঃপর মূল লিপি আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।' হাফসা (রাঃ) তখন এ সকল (মূল কপি) উসমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন উসমান (রাঃ) যায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সা'ঈদ ইবনে আ'স এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ)-কে কোরআন পুনঃ লিপিবদ্ধ করার (মূল গ্রন্থ থেকে) নির্দেশ দিলেন। উসমান (রাঃ) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, যে ক্ষেত্রে তোমরা যায়েদের সাথে কোরআনের কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা কুরাইশদের ভাষায় (উচ্চারণ ও ধ্বনি অনুসারে) লিপিবদ্ধ করবে, কেননা কোরআন তাদের ভাষায় (তৎকালীন কুরাইশদের ব্যবহৃত উচ্চারণ ও ব্যবহৃত রীতি) নাযিল হয়েছে। (যেহেতু তৎকালীন আরবের মধ্যে কুরাইশদের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল)। সুতরাং তারা তাই করলেন এবং যখন অনেক কপি লেখা হয়ে গেল, উসমান (রাঃ) মূল কপি হাফসা (রাঃ)-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) প্রত্যেক প্রদেশে কোরআনের (লিখিত) কপিসমূহের এক একখানা গ্রন্থ (কপি) (এক এক প্রদেশে) পাঠিয়ে দিলেন এবং সংগে সংগে নির্দেশ দিলেন অন্যান্য লিখিত (কোরআনের) যে কপিসমূহ রয়েছে, আলাদা আলাদা অথবা একত্রে সন্নিবেশিত সব যেন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন : যখন আমরা কোরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন সূরায়ে আহযাবের একটি আয়াত আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল অথচ আমি সেই আয়াতটি আল্লাহর রসূলকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। সুতরাং আমরা এটি (উদ্ধারের) জন্য অনুসন্ধান চালালাম। অতঃপর আমরা এটা খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-এর কাছে পেলাম। সে আয়াতটি ছিল :

"মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদীতার প্রমাণ দিয়েছে।" অতঃপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরায় সন্নিবেশিত করলাম।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর অহীর লেখক।

٤٦١٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّبِعِ الْقُرْاٰنَ فَتَتَبَّعْتُ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ أَبِيْ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ إِلٰى اٰخِرِهِ

৪৬১৮. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : "তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অহী লিখতে। সুতরাং তোমার উচিত কোরআন (বিভিন্নজনের কাছে সংরক্ষিত) অনুসন্ধান করা (এবং একত্রে সংকলিত করা)। আমি কোরআনের অনুসন্ধানের (ও সংগ্রহের) কাজে লিপ্ত

হলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি আবু খুযাইমা আনসারীর কাছে সূরা তওবার শেষ দু'টি আয়াতের সন্ধান পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে এর সন্ধান পাইনি। সে আয়াত দু'টির অর্থ হচ্ছে : "লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন। যিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণকামী। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।......... এতদ্সত্ত্বেও এ লোকেরা যদি তোমার দিক থেকে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী তাদেরকে বলো : আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কেউ মা'বুদ নেই। তাঁর ওপরেই আমি ভরসা করেছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

٤٦١٩ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُدْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ اُكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ - وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৪৬১৯. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াত : "যে মুসলমান (মু'মিন) কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় (জান-মাল দ্বারা) জিহাদ করে.........।" নাযিল হলে নবী (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে ডাকতে নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে লিখার জন্য বোর্ড, দোয়াত এবং কাঁধের (চওড়া) হাড় অথবা কাঁধের হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর তাকে নবী (সঃ) লিখতে বললেন : যে সমস্ত মু'মিন লোকে কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে.........এ সময় অন্ধ (সাহাবী) আমর ইবনে উম্মে মাকতুম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আমার জন্য একজন অন্ধ লোক হিসেবে (এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে) আপনার নির্দেশ কি? সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো : "যে সমস্ত মু'মিন কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে.........তবে যারা কোন যখম ও পঙ্গুত্বের জন্য অক্ষম.........(তাদের কথা স্বতন্ত্র) আর যারা আল্লাহর পথে ....জিহাদ করে.........মর্যাদা এক নয়।"

অনুচ্ছেদ : কোরআন বিভিন্ন সাত ধরনের ক্বিরাআতে (পড়ার জন্য) নাযিল হয়েছে।১

٤٦٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ -

১. এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের সবকিছুই সাত ধরনের কিরাআতে সাত রকমে পড়া যাবে বরং অর্থ হচ্ছে এর কোন কোন শব্দ সাত রকমের ভঙ্গীতে পড়া যাবে এবং এটাই হচ্ছে বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

৪৬২০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ জিবরাইল (আঃ) আমার কাছে এক ধরনেই কোরআন পাঠ করেছেন। অতঃপর আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন অন্য (এক পদ্ধতিতে) পাঠ করেন এবং আমি তাকে আরো পদ্ধতিতে পড়ার জন্য অনুরোধ অব্যাহত রাখি অতঃপর শেষ পর্যন্ত তিনি সাতটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে (কিরাআত) পাঠ করেন।

٤٦٢١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيْهَا عَلٰى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اِقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ أَقْرَأَنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৪৬২১. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হিসাম ইবনে হাকিমকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরা আল ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তাঁকে আমি বিভিন্ন রকমের কিরাআত পাঠ করতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল যেভাবে আমাকে শিখাননি। নামাযের সময় আমি তাঁর ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি কোন রকম নিজেকে সামলে নিলাম এবং যখন সে তার নামায শেষ করল আমি তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম এভাবে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর দিল ঃ আল্লাহর রসূল (সঃ) যেভাবে আপনাদের শিখিয়েছেন আমাকে ভিন্নভাবে শিখিয়েছেন। আমি বললাম ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। সুতরাং তাকে আমি জোর করে টেনে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং [আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে] বললাম, আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান, আমাদের যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন তার থেকে আলাদা পদ্ধতিতে পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও (হে উমর!) হিশাম তুমি পাঠ করে শোনাও। অতঃপর সে ঐভাবে তিলাওয়াত করল যেভাবে আমি শুনেছি। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন ঃ "এভাবেই নাযিল করা হয়েছে।" আরো বললেন, উমর তুমিও পড়ো। সুতরাং আমাকে যেভাবে তিনি [রসূল (সঃ)] শিখিয়েছেন সেভাবে তিলাওয়াত করলাম। আল্লাহর রসূল (সঃ) তখন বললেন ঃ এভাবে নাযিল করা হয়েছে। এ কোরআন সাত ধরনের কিরাআত বা পাঠ-পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে সুতরাং যে কিরাআত তোমাদের জন্য সহজতর সেই কিরাআত অনুসরণ করে পাঠ করো।"

অনুচ্ছেদ : কোরআন সংকলন ও সুবিন্যস্ত করণ।

٤٦٢٢- عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ إِنِّيْ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرِيْنِيْ مُصْحَفَكِ قَالَتْ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّيْ أُوَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّةً قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُوْرَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوْا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوْا لَقَالُوْا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّيْ لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ وَمَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ.

৪৬২২. ইউসুফ ইবনে মাহুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর দরবারে ছিলাম এমন সময় ইরাকী এক ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞেস করল : 'কোন্ ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? আয়েশা (রাঃ) বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এতে তোমার কি? তদুত্তরে সে বলল : হে উম্মুল মু'মিনীন! 'আপনি আমাকে, আপনার কাছে (সংরক্ষিত) কোরআনের কপি দেখান।' তিনি বললেন : 'কেন?' সে বলল : এ কপি থেকে সংকলন করার (লিখে নেয়ার) জন্য। যেহেতু লোকেরা ইহার সুরাসমূহ সঠিক-ভাবে পাঠ করে না। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! তোমরা এর কোন্ অংশ আগে পাঠ করো? (জেনে রাখ) প্রথমতঃ মুফাস্সাল সুরাসমূহ, যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ করা হয়েছে তা নাযিল হয়েছে। অতঃপর যখন (দলে দলে) লোক ইসলাম গ্রহণ করল তখন যে সমস্ত সুরার মধ্যে হালাল ও হারামের বিধান রয়েছে তা নাযিল হলো। যদি একেবারে প্রথমেই এ আয়াত নাযিল হতো, 'তোমরা সুরাপান করো না' তাহলে লোকেরা বলতো, 'আমরা কখনও মদপান ত্যাগ করব না।' যদি (শুরুতেই) নাযিল হতো 'তোমরা ব্যভিচার করো না' তাহলে তারা বলতো, আমরা কখনও অবৈধ যৌন ব্যভিচার ত্যাগ করবো না। যখন আমি খেলাধুলার বয়েসী একটি বালিকা ছিলাম তখন মক্কায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয়ঃ

'বরং সেই সময় (হাশর) নির্ধারিত (তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফলাফল পাওয়ার জন্য) এবং সেই সময় হবে ভয়াবহ এবং খুবই তিক্ত।'

সুরা আল-বাকারা এবং সুরা নিসা আমি রসূলুল্লাহর সাথে থাকাকালীন অবস্থায় নাযিল হয়। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কোরআনের কপি বের করলেন। এবং লোকটিকে সঠিকভাবে সুরাসমূহ লিখার জন্য তিলাওয়াত করলেন, যাতে সে যথাযথ-ভাবে লিখে নেয়।

٤٦٢٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطٰهٰ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِىْ -

৪৬২৩. (আব্দুল্লাহ্) ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেছেনঃ সূরা বনী ইসরাইল, আল-কাহাফ, মরিয়ম, ত্বা-হা, আল-আম্বিয়া প্রভৃতি হচ্ছে, আমার সর্বপ্রথম সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আমার পুরাতন সম্পত্তি।

٤٦٢٤ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ قَبْلَ أَنْ يَّقْدَمَ النَّبِىُّ ﷺ

৪৬২৪. বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আগমনের পূর্বে আমি সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা সূরাটি (আল-আ'লা) শিখেছি।

٤٦٢٥ - عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَأْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آخِرُهُنَّ مِنَ الْحَوَامِيْمِ - حٰمٓ الدُّخَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ -

৪৬২৫. শাকিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি আন্‌নাযায়েরং শিখেছিলাম। যা রসূল (সঃ) প্রতি রাক'আতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং আলকামা তাকে অনুসরণ করলেন, যখন আলকামা (আবদুল্লাহর বাড়ী থেকে) বের হয়ে আসলেন, আমরা তাকে (সেই সূরা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে মোট বিশটি সূরা যা মুফাস্‌সাল থেকে শুরু ইবনে মাসুদের সংকলন মোতাবেক এবং যার শেষ হচ্ছে হাওয়ামীম অর্থাৎ হা'মীম আদ্‌দোখান এবং আম্মা ইয়াতাসা আলুন।

অনুচ্ছেদ : জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট অহী পেশ করতেন। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে গোপনে বলেছেনঃ জিবরাইল বছরে একবার আমার কাছে কোরআন পেশ করতেন। আমিও তাকে একবার তিলাওয়াত করে শুনাতাম, কিন্তু এ বছর তিনি আমাকে দু'বার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন, আমি মনে করি আমার মৃত্যু আসন্ন।

٤٦٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرَائِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -

৪৬২৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশী দানশীল, বিশেষ করে রমযান মাসে যখন প্রত্যেক রাত্রে জিবরাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন যতক্ষণ না মাস শেষ হতো। এ সময় রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে

২. আন্‌নাযায়ের হচ্ছে ঐ সমস্ত সূরা, যা একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে অথবা দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে যা প্রায় সমান।

কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন, যখন জিবরাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি তীব্র বায়ু প্রবাহের চাইতেও কল্যাণের ব্যাপারে বেশী উদার হতেন।

٤٦٢٧ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْاٰنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ.

৪৬২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাধারণতঃ জিবরাইল প্রতিবছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একবার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন ও শুনতেন, কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর জিবরাইল (আঃ) এ কাজ দু'-দু'বার করেন। এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) সাধারণতঃ প্রতিবছর রমযানে দশ দিন ই'তেকাফে বসতেন কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর বিশ দিন ই'তেকাফে বসেন।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সময়ের ক্বারীদের সম্পর্কে।

٤٦٢٨ - عَنْ مَسْرُوْقٍ ذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَا اَزَالُ اُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ۔

৪৬২৮. মাসরূক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ; 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কথা উল্লেখ করে বললেন; 'আমি এ ব্যক্তিকে চিরদিন ভাল বাসব। কেননা আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ; তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কোরআন শেখ, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ), সালেম (রাঃ) মুয়ায এবং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

٤٦٢٩ - عَنْ شَقِيْقِ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَخَذْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَنِّيْ مِنْ اَعْلَمِهِمْ وَمَا اَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيْقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ اَسْمَعُ مَا يَقُوْلُوْنَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ.

৪৬২৯. শাকীক ইবনে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) আমাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন এবং বললেন : খোদার শপথ! আমি সত্তরের চেয়ে কিছু বেশী সূরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যবান মুবারক থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম! নবী (সঃ)-এর সাহাবীরা জানে যে, আমি তাদের মধ্যে একজন, যারা আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালভাবে জানেন, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) আমি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। শাকীক আরো বলেছেন : আমি (তার দ্বীনি আলোচনা) বৈঠকে বসেছি, কিন্তু আমি কাউকে কখনও তার বক্তব্যের মধ্যে কোন আপত্তি করতে শুনিনি।

٤٦٣٠ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَاَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ

رَجُلٌ مَا هٰكَذَا اُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَحْسَنْتَ وَ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَجْمَعُ اَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَ تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ـ

৪৬৩০. আলকামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা হেমস শহরে (সিরিয়ার একটি শহর) ছিলাম, ইবনে মাস'উদ (রাঃ) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল : "এ সূরা এভাবে নাযিল হয়নি।" তখন ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বললেন : 'আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সামনে এভাবেই তিলাওয়াত করেছি এবং তিনি এ কথা বলে আমার তিলাওয়াতকে সমর্থন করেছেন : 'তুমি সুন্দরভাবে পাঠ করেছ।' ইবনে মাস'উদ (রাঃ) ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তিনি এ লোকটিকে বললেন, তুমি মদপান করেছ এবং আল্লাহর রসূল (সঃ) সম্পর্কে মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করো না? অতঃপর তিনি শরীয়ত অনুসারে তার ওপর হদ্দ জারী করলেন অর্থাৎ বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করলেন।

৪৬৩১ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلَّا اَنَا اَعْلَمُ اَيْنَ اُنْزِلَتْ وَلَا اُنْزِلَتْ اٰيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلَّا اَنَا اَعْلَمُ فِيْمَنْ اُنْزِلَتْ وَلَوْ اَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنِّىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تُبَلِّغُهُ الْاِبِلُ لَرَكِبْتُ اِلَيْهِ ـ

৪৬৩১. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোন সূরা নেই যার সম্পর্কে আমি জানি না কখন কোথায় নাযিল হয়েছে। এবং আল্লাহর কিতাবে এমন কোন আয়াত নেই, যে সম্পর্কে আমি জানি না যে, কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতাম এমন কোন ব্যক্তি রয়েছে, যে আমার চেয়ে কোরআন ভাল জানে এবং সেখানে উট গিয়ে পোঁছতে পারে, তবে আমি তার কাছে গিয়ে পোঁছতাম।

৪৬৩২ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَىُّ ابْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ ـ

৪৬৩২. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞে করলাম, নবী (সঃ)-এর সময় কে কোরআন সংগ্রহ করেছে? তিনি উত্তর দিলেন : চারজ এবং এরা চারজনই ছিলেন আনসার। উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেদ এবং আবু যায়েদ (রাঃ)।

৪৬৩৩ ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْاٰنَ غَيْرُ اَرْبَعَةٍ

أَبُوالدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوزَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ۔

৪৬৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেন তখন চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কোরআন সংগ্রহ (লিখিতভাবে সংরক্ষণ) করেননি এ'রা হলেন—আবু দারদা, মুয়ায ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আবু যায়েদ (রাঃ) আমরা হচ্ছি তাঁর (আবু যায়েদের) উত্তরসূরী।

৪৬৩৪ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَأُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ وَأُبَيٌّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔

৪৬৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, (কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন উবাই, তা সত্ত্বেও সে যা তিলাওয়াত করেছে, আমরা তার কতিপয় অংশ বর্জন করি। উবাই বলেন, আমি ইহা আল্লাহর রসূলের মুখ থেকে শুনেছি এবং আমি ইহা কোন কিছুর বিনিময় বর্জন করব না তা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আমরা যে আয়াত মনসুখ' (বাতিল) করি, কিংবা ভুলিয়ে দেই, উহার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি, কিংবা অন্ততঃ অনুরূপ জিনিসই এনে দেই।"

অনুচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাবের ফযীলত।

৪৬৩৫۔ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ

৪৬৩৫. আবু সা'ঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আমি নামায পড়ছিলাম, সেই সময় নবী (সঃ) আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমি নামায পড়ছিলাম। (তদুত্তরে) রসূল (সঃ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি? 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও (তাঁর আনুগত্য করে,) এবং তাঁর রসূল যখন ডাকে তখনও তাঁর ডাকে সাড়া দাও।" অতঃপর তিনি নবী (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব না (অতঃপর) তিনি বললেন, তা হচ্ছে, "আল-

হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"—'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই যিনি নিখিল জাহানের রব।' যা বার বার পঠিত সাতটি আয়াত সমন্বয় গঠিত এবং মহান কিতাব আল-কোরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٤٦٣٦۔ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِيْ مَسِيْرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِيْنَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِيْ قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحْدِثُوْا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ۔

৪৬৩৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা যখন সফরে ছিলাম, আমরা একস্থানে অবতরণ করলে একটি দাসী এসে বলল, এ গোত্রের সর্দারকে বৃশ্চিক দংশন করেছে। আমাদের পুরুষগণ অনুপস্থিত, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক দ্বারা (চিকিৎসা) করতে পারে? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ দাসীটির সাথে গেল, যদিও আমরা ভাবিনি যে, সে ঝাড়-ফুঁক করতে জানে। কিন্তু সে কিছু পড়ে গোত্রের সর্দারের চিকিৎসা করল এবং সে ভাল হয়ে গেল। এতে সর্দার (খুশী হয়ে) তাকে ত্রিশটি বকরী দেয়ার নির্দেশ দিলো এবং আমাদেরকে দুধপান করাল। যখন সে ফিরে আসল আমরা আমাদের সাথীটিকে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি কি কিছু মন্ত্রতন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করতে জান? সে উত্তরে বলল, না, কিন্তু আমি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পড়ে তাঁর চিকিৎসা করেছি। আমরা তখন বললাম, এ বিষয় কেউ কিছু বলো না যতক্ষণ না আমরা নবী (সঃ)-এর সকাশে এসে পৌঁছি অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করি। সুতরাং আমরা মদীনায় পৌঁছে এ ঘটনা নবী (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। (প্রাপ্ত বকরী খাওয়া হালাল হবে কি না? এটা জানার জন্য) তখন নবী (সঃ) বললেন : 'সে কি করে জানল যে, ইহা (আল-ফাতিহা) চিকিৎসার জন্য (মন্ত্র হিসেবে) ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা এটা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নাও এবং আমার জন্যও এক অংশ রাখ।'

অনুচ্ছেদ : সূরাতুল বাকারার ফযীলত।

٤٦٣٧۔ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

৪৬৩৭. আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : 'যদি রাতে কেউ সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।'

٤٦٣٨۔ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ
آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৪৬৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আল্লাহর নবী (সঃ) আমাকে রমযানের প্রাপ্ত যাকাত সংরক্ষণ ও হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্যদ্রব্য চুরি করতে উদ্যত হয়। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং বলি, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করে লোকটি বলে : যখন আপনি শুতে যাবেন, আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে, সে আপনাকে সারারাত পাহারা দেবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।" [যখন রসূল (সঃ) ঘটনা শুনলেন] তিনি (আমাকে) বললেন, (যে রাতে তোমার কাছে এসেছিল) সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান।

অনুচ্ছেদ : সূরা কাহাফের ফযীলত।

٤٦٣٩ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ
حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ
يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ
تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

৪৬৩৯. বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন আর তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পেছনে বাঁধা ছিল। একখানা মেঘখণ্ড এসে তার ওপরে ছেয়ে দিল এবং মেঘখণ্ড ক্রমশঃ নীচের দিকে আসতে থাকল এমনকি তার ঘোড়াটি (ভয়ে) লাফালাফি শুরু করে দিল। যখন লোকটি ভোরবেলায় নবী (সঃ)-এর কাছে আসল, সে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। তখন রসূল (সঃ) বললেন : 'উহা ছিল আস্-সাকিনা (প্রশান্তি) যা কোরআন (তিলাওয়াতের) কারণে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-ফাত্হের ফযীলত।

٤٦٤٠ - عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ نَزَرْتَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ

يُجِبْنِيْ حَتّٰى كُنْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৪৬৮০. আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নবী (সঃ) (রাতের বেলা) কোন এক সফরে যখন ভ্রমণরত ছিলেন তখন উমর (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। এমন অবস্থায় উমর (রাঃ) তাঁর কাছে কতিপয় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু নবী (সঃ) তার কোন উত্তর দিলেন না, তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তিনি [নবী (সঃ)] কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এবারেও তিনি উত্তর থেকে বিরত থাকলেন। এ অবস্থায় উমর (রাঃ) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক। তুমি রসূল (সঃ)-এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করেছ অথচ কোন উত্তরই পাওনি। উমর বলেন, অতঃপর আমি আমার উটকে দ্রুত চালনা করে সকলের আগে চলে গেলাম, এবং আমি শংকিত হলাম যে, না জানি আমার সম্পর্কে কোন কোরআন নাযিল হয় নাকি! কিছুক্ষণ পরে আমি আমাকে ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, আমি আশংকা করছি যে, আমার সম্পর্কে হয়তো বা কোরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং আমি নবী (সঃ)-এর নিকটে গেলাম, এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে গোটা পৃথিবীর চেয়েও প্রিয়। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "নিশ্চয় আমরা আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

অনুচ্ছেদ : 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ'-এর ফযীলত।

٤٦٨١ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَزَادَ اَبُوْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّ رَجُلًا قَامَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَاُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪৬৮১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করতে শুনলেন, সে বার বার ইহা আবৃত্তি করছিল। পরদিন সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে এ বিষয় বললে, তিনি মনে করলেন, এভাবে পড়া যথেষ্ট নয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

[আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমার ভাই] কাতাদা বিন আন্-নুমান বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় শেষ রাতের নামাযে শুধুমাত্র 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' ছাড়া আর কিছুই তিলাওয়াত করেনি। এক ব্যক্তি পরদিন

সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন (এবং তাঁর কাছে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বললে) তিনি পূর্বের মতোই উত্তর দিয়েছিলেন।

٤٦٤٢ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

৪৬৪২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাগণকে বলেছেন : তোমাদের কারো জন্য এক রাতে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা কঠিন কি? এ প্রস্তাব তাদের জন্য কঠিন ছিল, তাই তারা বললেন : 'হে রসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে এমন শক্তি কার আছে যে, এরূপ করবে? তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিলেন : 'আল্লাহ এক ও একক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন' অর্থাৎ সূরা ইখ্‌লাস সম্পূর্ণ কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমকক্ষ।'

অনুচ্ছেদ : 'মুয়াওভেজাত'-এর ফযীলত।

٤٦٤٣ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

৪৬৪৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখনই নবী (সঃ) অসুস্থ হতেন, তখনই তিনি (সূরায়ে) মুয়াওভেজাত পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিতেন। যখন তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন, আমি এর দ্বারা বরকত লাভের আশায় (এ সূরাদ্বয়) পাঠ করে তাঁর হাত দ্বারা শরীরের ওপরে বুলাতাম।

٤٦٤٤ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৪৬৪৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'যখনই নবী (সঃ) শয্যায় যেতেন, প্রত্যেক রাত্রে, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস্ পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত দ্বারা রগরানো যায় মাথা থেকে শুরু করে তাঁর দেহের মুখমণ্ডল এবং সম্মুখভাগের ওপর হাত বুলাতেন এবং তিন তিনবার এরূপ করতেন।'

অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি এবং ফেরেশতা নাযিলের বর্ণনা।

উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাতে তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়াটি তাঁর পাশেই শক্ত করে বাঁধা ছিল, হঠাৎ করে ঘোড়াটি

ভয়ে চমকে উঠল এবং গোলমাল শুরু করল। যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, তখন ঘোড়াটি শান্ত হলো। পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি ভয়ে পূর্বের মতো আচরণ শুরু করল, যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হলো। পুনরায় তিনি তিলাওয়াত আরম্ভ করলে, ঘোড়াটি পূর্বের ন্যায় চমকে উঠে গোলমাল শুরু করল, এ সময় তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, এ সময় তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল, তিনি ভয় পেলেন হয়তবা ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। যখন তিনি পুত্রটিকে বের করে আনলেন তখন আকাশের দিকে তাকালেন কিন্তু তিনি তা দেখতে পেলেন না। পরদিন প্রত্যূষে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন, [ঘটনা শুনে নবী (সঃ)] তিনি বললেন, হে ইবনে হুদাইর তিলাওয়াত করো! হে ইবনে হুদাইর তিলাওয়াত করো! ইবনে হুদাইর উত্তরে বললেন, আমার পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল, আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম হয়তবা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং তার নিকট গেলাম, যখন আমি আকাশের দিকে তাকালাম, আমি মেঘের মতো কিছু দেখতে পেলাম, যা আলোকমালায় পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল, যখন আমি বাইরে বের হলাম কিন্তু তা আর দেখতে পেলাম না। নবী (সঃ) বললেন, 'তুমি কি জান ওটা কি ছিল?' ইবনে হুদাইর জবাব দিলেন, 'না।' তখন নবী (সঃ) বললেন, তারা ছিল ফিরিশতামণ্ডলী, তোমার তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে তোমার নিকটে এসেছিল, তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তাহলে তারাও ভোর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতো, এবং লোকেরাও তাদেরকে দেখতে পেত যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়নি।

অনুচ্ছেদ : যারা বলে যে, নবী (সঃ) আল-কোরআন ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।

৪৬৪৫ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ـ

৪৬৪৫. আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই (রাঃ) হতে বর্ণিত। শাদ্দাদ ইবনে মায়াকিল এবং আমি ইবনে আব্বাস-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইবনে মায়াকিল তাঁকে জিজ্ঞেস করল: নবী (সঃ) (এ কোরআন ব্যতীত) কি কিছু রেখে যাননি? তিনি (ইবনে আব্বাস) উত্তর দিলেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] দু'মলাটের মাঝে যা কিছু রয়েছে (কোরআন) ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।' অতঃপর আমরা মুহাম্মদ ইবনে আল হানফিয়ার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকেও উক্ত প্রশ্ন করলাম। তিনি তদুত্তরে বললেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] দু'মলাটের মাঝে যা রয়েছে (অর্থাৎ আল-কোরআন) ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।'

অনুচ্ছেদ : সব রকমের কালামের ওপর কোরআনের ফযীলত।

৪৬৪৬ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ فِيهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ

رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا۔

৪৬৪৬. আবু মুসা আল-আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায়, যা খেতেও সুস্বাদু এবং ঘ্রাণও সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের ন্যায় যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু যার কোন সুগন্ধ নেই। আর ফাসেক ফাজের (ইন্দ্রিয়পরায়ণ) ব্যক্তি যে কোরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হানা জাতীয় গুল্মের ন্যায়, যার খুবই সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে একেবারে বিস্বাদযুক্ত। আর ঐ ফাজের (ইন্দ্রিয়-পরায়ণ) ব্যক্তি যে একদম কোরআন অধ্যয়ন করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাঞ্জালা (মাকাল ফল) জাতীয় ফলের ন্যায় যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই।

٤٦٤٧۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ۔

৪৬৪৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ 'অতীতের জাতিসমূহের সাথে তোমাদের জীবনের তুলনা হচ্ছে, আছরের নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করেছে এবং তাদেরকে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের (এক বিশেষ পরিমাপ) বিনিময় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কাজ করবে? ইহুদীরা (এই শর্তে) কাজ করল। অতঃপর সে আবার বলল, তোমাদের কে এক কিরাতের বিনিময় দুপুর থেকে আছর পর্যন্ত কাজ করবে?' খৃষ্টানরা (এ শর্ত মোতাবেক) কাজ করল। অতঃপর তোমরা (মুসলিম জাতি) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেক দু'কিরাতের বিনিময় কাজ করছ। তারা (ইহুদী ও নাছারা) বলল, আমরা কম মজুরী নিয়েছি এবং বেশী কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন ঃ 'আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে যুলুম করেছি?' তারা উত্তর দিল, 'না।' অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'ইহা আমার আশীর্বাদ, যাকে ইচ্ছা আমি দিয়ে থাকি।'

অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবুল্লাহর ওসিয়ত।

٤٦٤٨۔ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ

فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

৪৬৪৮. তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ) কি (তার উত্তরাধিকার নিযুক্ত ও সম্পদ বন্টনের) কোন অসিয়ত করে গেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'না।' তখন আমি বললাম : "যখন নবী (সঃ) কোন অসিয়ত করে যাননি, তখন তিনি মানুষের জন্য কি করে অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করে গেছেন এবং তাদেরকে এ জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" তখন তিনি জবাব দিলেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] অসিয়ত করে গেছেন, যেহেতু তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সুপারিশ করে গেছেন।' [যেহেতু নবীগণ কোন ধন-সম্পদ রেখে যান না এবং সেজন্য কোন অসিয়তও করে যান না, তাঁরা শুধুমাত্র হেদায়াত রেখে যান ও সে ব্যাপারে অসিয়ত করে যান, সে হিসেবে শেষ নবী (সঃ) ও আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন এবং এর অনুসরণের জন্য অসিয়ত করে গেছেন]।

অনুচ্ছেদ : যারা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করে না এবং আল্লাহর বাণী : 'ইহা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট আল-কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়।'

٤٧٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ ﷺ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ -

৪৬৪৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'আল্লাহ অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনেন, (অর্থাৎ যিনি সুস্পষ্ট করে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করেন তা যেরূপ শুনেন তদ্রূপ অন্যের তিলাওয়াত শুনেন না)। অধঃস্তন রাবীর সংগী (আবু সালামা) বলেছেন, এর অর্থ উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা।

٤٧٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ -

৪৬৫০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর উচ্চস্বরে সমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে থাকেন, সুফিয়ান বলেছেন, এ কথার অর্থ হচ্ছে : একজন নবী যিনি কোরআনকে এ ধরনের কিছু মনে করেন যা তাকে অনেক পার্থিব আনন্দ বিতরণ করে।

অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতকারীর মতো হওয়ার বাসনা।

٤٧٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

৪৬৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল (সঃ) বলেছেন : দু'টি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা৩ (অন্যের সমকক্ষ হওয়ার মনোভাব রাখা) করা যাবে না, এক ব্যক্তি হচ্ছে ঐ যাকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দিয়েছেন এবং তিনি এথেকে গভীর রাতে তেলাওয়াত করেন এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি এ সম্পদ থেকে দিবা-রাত্রি সর্বদা সাদকা (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়) করে থাকেন।

٤٦٥٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاحَسَدَ إِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

৪৬৫২. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন : দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ নয়, এক ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোরআন শিখিয়েছেন, এবং যিনি গভীর রাতে এবং দিবাভাগে তা থেকে তিলাওয়াত করেন। এমতাবস্থায় যে, তার প্রতিবেশীরা তার এ তিলাওয়াত শুনে বলে : 'হায়! আমাকে যদি এরূপ কোরআনের জ্ঞান দেয়া হতো, যেরূপ জ্ঞান অমুক অমুককে দেয়া হয়েছে, যাতে করে আমি তার মতো আমল করতে পারি যেরূপ সে করছে, এবং অন্য এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সে এ সম্পদ হক ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে থাকে, এ অবস্থা দেখে অন্য ব্যক্তি বলে : 'হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় সম্পদ দেয়া হতো, এবং সে যেরূপ তা ব্যয় করছে, আমিও তদ্রূপ ব্যয় করতাম।'

অনুচ্ছেদ : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

٤٦٥٣. عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

৪৬৫৩. উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শিখায়।

٤٦٥٤. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

৪৬৫৪. উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তারা যারা নিজেরা কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

---

৩. কোন পার্থিব ব্যাপারে একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ নয়, তবে দ্বীনের কাজের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করা এবং ঈর্ষা পোষণ করায় কোন দোষ নেই। এ হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে।

٤٦٥٥ - عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ
إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ
فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا
مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ
فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৬৫৫. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা জনৈকা মহিলা নবী (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল যে, সে নিজকে আল্লাহ এবং রসূলের জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন ঃ কোন মহিলার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি তাঁকে [নবী (সঃ)-কে] বলল, দয়া করে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। নবী (সঃ) তাকে বললেন ঃ তাকে (মহিলাকে) একখানা কাপড় দাও। ব্যক্তি তার অক্ষমতা ব্যক্ত করল। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেন ঃ (তাকে অন্ততঃ কিছু একটা দাও,) এমনকি একটি লোহার আংটিও যদি হয়। এবারেও লোকটি পূর্বের ন্যায় অক্ষমতা প্রকাশ করল। অতঃপর নবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি কিছু কোরআন মুখস্ত আছে? সে উত্তরে বলল, কোরআনের অমুক অমুক অংশ আমার মুখস্ত আছে। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ যে পরিমাণ কোরআন তোমার মুখস্ত আছে তার বিনিময় তোমার নিকট এ মহিলাটিকে বিবাহ দিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ না দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা।

٤٦٥٦ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ
أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ
فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا
نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا
مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ

ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَعَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৬৫৬. সাহাল ইবনে সা'য়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করার জন্য এসেছি। তিনি [নবী (সঃ)] চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন এবং পুনরায় মাথা নীচু করলেন, মহিলা যখন দেখল, নবী (সঃ) কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ মহিলাকে দিয়ে আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। তদুত্তরে নবী (সঃ) বললেন : '(তাকে দেয়ার মতো) কোন কিছু তোমার কাছে আছে কি?' সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! হে নবী (সঃ) কিছুই নেই। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেন : 'তুমি তোমার পরিবারের লোকজনের কাছে যাও এবং দেখ কোন কিছু পাও কি না? লোকটি গেল, এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর শপথ! হে রসূল! না কিছুই পেলাম না। নবী (সঃ) বললেন, চেষ্টা করো, এমনকি যদি একটি লোহার আংটি হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল, না হে আল্লাহর রসূল! এমনকি একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ পাজামাটি আছে। এ জবাব শুনে রসূল (সঃ) বললেন : এ পাজামা দিয়ে মহিলাটি কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান করো তাহলে তার শরীরে এর কিছুই থাকবে না এবং মহিলাটি যদি পরিধান করে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। সুতরাং লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকল এবং দাঁড়িয়ে গমনোদ্যত হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ তাকে যেতে দেখলেন, তখন তিনি কাউকে ঐ ব্যক্তিটিকে ডাকতে বললেন। যখন সে ফিরে আসল নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার (কি পরিমাণ) কোরআন মুখস্ত আছে? সে উত্তরে বলল : অমুক সূরা, অমুক সূরা এবং অমুক সূরা আমার মুখস্ত আছে এবং এভাবে সে হিসেব করতে থাকল। তখন নবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এ সূরাসমূহ অন্তর থেকে (মুখস্ত) তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর দিল, 'হাঁ।' তখন নবী (সঃ) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কোরআন স্মরণ রেখেছ সে কারণে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

অনুচ্ছেদ : হৃদয় কন্দরে কোরআন গেঁথে রাখা এবং বার বার ইহা তিলাওয়াত করা।

٤٦٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ .

৪৬৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তরে কোরআন গেঁথে রাখে (মুখস্ত রাখে) তার উদাহরণ হচ্ছে উটের ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে তবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে; কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয় তবে তা আয়ত্তের বাইর চলে যায়।'

৪৬৫৮- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ۔

৪৬৫৮ আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলবে, আমি কোরআনের অমুক অমুক সূরা ভুলে গেছি, এটা এ কারণে যে, তাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করা হয়েছে (আল্লাহ কর্তৃক) যাতে সে ইহা ভুলে গেছে।৪ সুতরাং তুমি কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক, কেননা ইহা অন্তকরণ থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে সরে পড়ে।

৪৬৫৯- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا۔

৪৬৫৯. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক, (নিয়মিত) আল্লাহর শপথ! যার কব্জায় আমার প্রাণ। কেরাআন ঐ উটের চেয়েও দ্রুতবেগে দৌড়ে যায় (অর্থাৎ ভুলে যায়) যে উটকে তার বাঁধন-মুক্ত করে দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জন্তুর পিঠে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা।

৪৬৬০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ سُوْرَةَ الْفَتْحِ۔

৪৬৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি আল্লাহর রসূলকে উটের পিঠে বসে সূরা 'আল-ফাত্হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষাদান।

৪৬৬১- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ

৪৬৬১ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্সাল৪ক বলো, তা হচ্ছে মুহকাম৫। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহর রসূল ওফাতপ্রাপ্ত হন, তখন আমি ছিলাম দশ বছর বয়সের একটি বালক এবং (এ বয়সেই) আমি মুহকাম আয়াতসমূহ শিখে ফেলেছিলাম।

---

৪. কোরআনকে অবহেলা করার কারণে এবং নিয়মিত তিলাওয়াত না করার কারণে এটা হয়ে থাকে।

৪ক. মুফাস্সাল বলা হয় ঐ সকল সূরাকে, যা সূরা হুজরাত থেকে আরম্ভ করে কোরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত সন্নিবেশিত রয়েছে।

৫. 'মুহকাম' পাকা-পোখত জিনিসকে বলা হয়। আয়াতে মুহকামাত বলতে সেই সব আয়াত বুঝায়,

٤٦٦٢- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ.

৪৬৬২. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : 'আমি মুহকাম সূরাসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় শিখেছিলাম। আমি (রাবী) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম মুহকাম অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'মুফাসসাল।'

অনুচ্ছেদ : কোরআন ভুলে যাওয়া, এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক সূরা ভুলে গেছি? এবং আল্লাহর বাণী: 'আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব। তারপর তুমি ভুলে যাবে না, উহা ছাড়া যা আল্লাহ চাইবেন।"

٤٦٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا.

৪৬৬৩. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) জনৈক ব্যক্তিকে মসজিদে (নববীতে) কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন : তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

٤٦٦٤ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ.

৪৬৬৪. হিশাম (রাঃ) পূর্ব বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : যা ভুলে গেছি, (সূরা-সমূহের বিন্যাস) অমুক অমুক সূরা থেকে।

٤٦٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

৪৬৬৫. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে রাতে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন : আল্লাহ তাকে রহম করুন, কেননা সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসে-ছিলাম।

٤٦٦٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ

যে সবের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। যে সবের অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ আয়াত 'কিতাবের মূল বুনিয়াদ।'

৪৬৬৬. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, লোকদের কেউ কেউ এ কথা কেন বলে, আমি (কোরআনের) অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনে করে, 'সূরা বাকারা এবং অমুক অমুক সূরা—এ কথা বলায় কোন দোষ নেই।'

٤٦٦٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

৪৬৬৭. আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে তবে ইহাই তার জন্য (ঐ রাতে) যথেষ্ট।

٤٦٦٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৪৬৬৮. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিযামকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরাতুল ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম, এবং আমি এও লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন কিরায়াতে তা পাঠ করেছে, যা আল্লাহর রসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে আমি তাকে নামাযের মধ্যে মারতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম এবং নামায শেষ হতেই তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'এইমাত্র তোমাকে আমি যা তিলাওয়াত করতে শুনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর দিল, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এ সূরা এক ভিন্ন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত

করতে শুনেছি।' সুতরাং আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমি এ ব্যক্তিকে অন্য এক পদ্ধতিতে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি, যে পদ্ধতি আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি, অথচ আমাকে আপনি সূরা ফুরকান শিখিয়েছেন।' তখন রসূল (সঃ) বললেন : হে হিশাম! তিলাওয়াত করো, সুতরাং আমি যে পদ্ধতিতে তাকে তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম সেই পদ্ধতিতে সে তিলাওয়াত করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'এভাবে তিলাওয়াত করার জন্যই নাযিল হয়েছে।' এরপরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : 'হে উমর! তিলাওয়াত করো," সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে তিলাওয়াত করে শুনালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'ইহা এভাবে তিলাওয়াত করার জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহর রসূল (সঃ) আরো বললেন, সাত কিরায়াত বা পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে, সুতরাং এর মধ্যে যে পদ্ধতি তোমার জন্য সহজ সেই পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করো।

۴۶۶۹ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا۔

৪৬৬৯. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে রাতে মসজিদে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি হারাতে বসেছিলাম।

অনুচ্ছেদ : তারতীলের (স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে) সাথে কোরআন তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহর বাণী : 'আর কোরআন থেমে থেমে পড়ো।' এবং আল্লাহর বাণী : 'এবং (ইহা হচ্ছে) কোরআন যা আমরা ভাগ করে দিয়েছি (সময় সময় এবং বিভিন্ন অংশে) যাতে করে তুমি মানুষের সম্মুখে কিছু বিরতির পরে পরে তিলাওয়াত করতে পার। এবং কবিতা পাঠের ন্যায় দ্রুতগতিতে কোরআন পাঠ অপসন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে।

۴۶۷۰ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حٰمٓ

৪৬৭০. আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : 'আমরা সকাল বেলা আবদুল্লাহর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, 'গতকল্য' আমি সকল মুফাস্সাল সূরা পাঠ করেছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বললেন, "এতো খুব তাড়াতাড়ি পড়া যেন কবিতা পাঠ অথচ আমরা নবী (সঃ)-এর কিরায়াত পাঠ শুনেছি, এবং আমার ভালভাবে স্মরণ আছে ঐ সমস্ত সূরার তিলাওয়াত যা নবী (সঃ) তিলাওয়াত করতেন, যার সংখ্যা হচ্ছে আঠারটি মুফাস্সাল সূরা বা আলিফ-লাম-হা-মিম থেকে শুরু হয়েছে।

۴۶۷۱ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ

يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِنَّ عَلَيْنَا
أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ
أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ.

৪৬৭১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিম্নোক্ত আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : "হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না।" যখনই জিবরাইল (আঃ) অহী নিয়ে নবীর নিকট আগমন করতেন, তিনি [নবী (সঃ)] খুব তাড়াতাড়ি নিজ জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতেন, এবং এটা তাঁর জন্য খুব কঠিন হতো, আর সহজেই অন্য একজন এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারত যে, (এখন তাঁর কাছে অহী নাযিল হচ্ছে) সুতরাং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : "না আমি কসম খাচ্ছি কিয়ামতের দিনের।" "হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না। উহা মুখস্ত করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পড়তে থাকি তখন তুমি উহার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাক।" পরে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : এটা আপনার মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া এবং আপনার হৃদয় কন্দরে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখস্ত করিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং যখন জিবরাইল পাঠ করে তাকে অনুসরণ করুন, সুতরাং যখন জিবরাইল (আঃ) চলে যেতেন তখন নবী (সঃ) নাযিলকৃত অহী তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্‌র কৃত ওয়াদা মুতাবেক তা মুখস্ত থাকত।

অনুচ্ছেদ : মাদ (শব্দকে দীর্ঘায়িত করা) সহকারে কিরায়াত।

٤٦٧٢ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ
يَمُدُّ مَدًّا.

৪৬৭২. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর কিরায়াত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন : তিনি [নবী (সঃ)] কোন কোন ক্ষেত্রে (কোন শব্দ) দীর্ঘায়িত করে মাদের সাথে পাঠ করতেন।

٤٦٧٣ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَتْ
مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ
وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

৪৬৭৩. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তাঁর কিরায়াত কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, ইহার বৈশিষ্ট্য

ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দ দীর্ঘায়িত করা। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং তিনি বললেন, [নবী (সঃ)] 'বিস্‌মিল্লাহ আর-রাহমান' এবং 'আররাহীম' পাঠ করার সময় প্রত্যেকটি শব্দ মাদের সাথে পাঠ করতেন।

অনুচ্ছেদ : আত্‌-তারজী।

٤٦٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيْرُ بِهٖ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ-

৪৬৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'আমি নবী (সঃ)-কে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় অথবা উষ্ট্রীটি চলন্ত অবস্থায় যখন নবী (সঃ)-এর পৃষ্ঠে বসাছিলেন (কোরআন) তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি সূরা ফাত্‌হ অথবা সূরা ফাত্‌হের অংশবিশেষ খুব নরম এবং আকর্ষণীয় ছন্দোময় স্বরে পাঠ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করা।

٤٦٧٥- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهٗ يَا أَبَا مُوْسٰى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ-

৪৬৭৫. আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে আবু মূসা, তোমাকে দাউদ (আঃ)-এর পরিবারের সংগীতযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র (অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে।'

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে কোরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসে।

٤٦٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِيْ.

৪৬৭৬. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) তাকে বললেন, 'আমার সম্মুখে কোরআন তিলাওয়াত করো।' তদুত্তরে আবদুল্লাহ বলল, আমি আপনার সামনে কোরআন তিলাওয়াত করব? অথচ আপনার ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালবাসি।"

অনুচ্ছেদ : (কোরআন) তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পরে শ্রোতার মন্তব্য, তোমার জন্য (ইহাই) যথেষ্ট।

٤٦٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى أَتَيْتُ إِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ

شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

৪৬৭৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) আমাকে বললেন ঃ 'তুমি আমার সম্মুখে (কোরআন) তিলাওয়াত করো।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সামনে (কোরআন) তিলাওয়াত করব? অথচ ইহা আপনার নিকট নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন ঃ হাঁ। সুতরাং আমি সূরা 'নিসা' পাঠ করলাম, যখন আমি নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত পেঁছিলাম ঃ—'তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব, এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাকে (হে মুহাম্মদ)! সাক্ষী হিসেবে পেশ করব—তখন তারা কি করবে। তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, ''আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।'' আমি তাঁর মুখমন্ডলের দিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম তাঁর চক্ষু দিয়ে অঝোর ধারায় পানি বেরুচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ কতো (দিনে) কোরআন তিলাওয়াত করা যায় এবং আল্লাহর বাণী ঃ "যতটা কোরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততোটাই পড়তে থাক।"

٤٦٧٨ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ
فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ
ثَلَاثِ آيَاتٍ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ -

৪৬৭৮. সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে সুবরুমা (রাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি দেখতে চাইলাম (নামাযের মধ্যে) কি পরিমাণ কোরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত-বিশিষ্ট সূরার চেয়ে কোন সূরা পাইনি, সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য (কোরআনের) তিন আয়াতের কম (নামাযের) মধ্যে তিলাওয়াত করা উচিত নয়। আবু মাস'উদ বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি সূরা 'বাকারার' শেষ দু'আয়াত রাতে তিলাওয়াত করে, তাহলে ইহাই তার জন্য যথেষ্ট।

٤٦٧٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ
يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا
وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
الْقَنِي بِهِ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ
قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ
قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ
أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً

فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ ـ

৪৬৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আলআস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং প্রায়শই আমার স্ত্রীর কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং সে উত্তর দিতো; সে কতোই না সুন্দর ব্যক্তি, সে কখনও আমার শয্যায় আসেনি এবং বিবাহের পর থেকে কখনও আমাকে প্রস্তাবও করেনি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকল আমার পিতা এ ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন : তিনি [নবী (সঃ)] আমার পিতাকে বললেন : 'তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো।" অতঃপর আমি তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন : "তুমি কি ধরনের রোযা রাখ?' আমি জবাব দিলাম : "প্রত্যেক দিন রোযা রাখি।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : "এ অবস্থায় পূর্ণ কোরআন খতম করতে তোমার কত সময় লাগে?" আমি উত্তর দিলাম : "প্রত্যেক রাতেই একবার খতম করি।" (এ কথা শুনে) তিনি বললেন : "প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখবে এবং কোরআন তিলাওয়াত করে এক মাসে খতম করবে।" আমি আরজ করলাম, আমি কিন্তু এর চেয়েও বেশী করার শক্তি রাখি। এর উত্তরে তিনি বললেন : 'তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করে রোযা রাখবে।' আমি বললাম : 'আমি এর চেয়েও বেশী করার ক্ষমতা রাখি।' তিনি তখন বললেন : "তাহলে সর্বোত্তম পদ্ধতির রোযা রাখ। তা হচ্ছে দাউদ (নবীর) রোযার পদ্ধতি, তিনি একদিন অন্তর একদিন রোযা রাখতেন এবং প্রতি সাত দিনে একবার (আল্লাহর) কিতাব তিলাওয়াত শেষ করতেন। আহা! আমি যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দেয়া সুবিধে গ্রহণ করতাম, যেহেতু আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। (জানা গেছে যে,) আবদুল্লাহ প্রতিদিন পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কোরআনের এক-সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করে শুনাতেন, দিবাভাগে তিলাওয়াত করে দেখতেন যে, তার স্মরণশক্তি ঠিক আছে কি না? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয়। এবং যখনই তিনি কিছু শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করতেন কয়েক দিনের জন্য রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীকালে ঐ ক'দিনের বদলে রোযা রাখার জন্য তার হিসেব রাখতেন, কেননা তিনি রসূলে (সঃ)-এর জীবদ্দশায় যে অভ্যাস পালন করতেন, তা বর্জন করাটা অপসন্দ করতেন।

٤٦٨٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟

৪৬৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) আমাকে প্রশ্ন করলেন : "সমগ্র কোরআন খতম করতে তোমার কতো সময় লাগে?"

٤٦٨١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

৪৬৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী (সঃ) আমাকে বললেন, 'পূর্ণ একমাস সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করো।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি এর চেয়েও বেশী (করার) ক্ষমতা রাখি।' তখন নবী (সঃ) বললেন : 'তাহলে প্রতি সাত

দিনে একবার কোরআন খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করো না।'

অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা।

٤٦٨٢- عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان-

৪৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি আমার সামনে কোরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে আরজ করলাম : 'আমি আপনার সম্মুখে ইহা পাঠ করব, অথচ ইহা আপনার নিকট নাযিল হয়েছে?' তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : আমি অন্যের কাছ থেকে ইহা শুনতে ভালবাসি।' সুতরাং আমি সূরা 'নিসা' তিলাওয়াত করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম : 'তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাকে (হে মুহাম্মদ)! সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি করবে?' তখন তিনি আমাকে বললেন : 'থাম।' আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর (নবীর) দু'-চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

٤٦٨٣- عن عبد الله ابن مسعود قال قال لي النبي ﷺ اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري-

৪৬৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'নবী (সঃ) আমাকে বললেন : "আমার সামনে কোরআন তিলাওয়াত করো।" আমি বললাম, "আমি আপনার কাছে কোরআন তিলাওয়াত করব, অথচ ইহা আপনার ওপর নাযিল হয়েছে?" তিনি বললেন : "আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসি।"

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোক দেখানো, দুনিয়া কামানো এবং গর্বের জন্য কোরআন তিলাওয়াত করে।

٤٦٨٤ عن علي قال سمعت النبي ﷺ يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم- فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة-

৪৬৮৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের চিন্তাধারা হবে বোকামিপূর্ণ। তারা ভাল ভাল কথা বলবে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের

হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের গলদেশের নীচে (অন্তকরণে) প্রবেশ করবে না। সুতরাং তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো, কেননা এদের হত্যাকারীদের জন্য কিয়ামতের দিনে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

٤٦٨٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ يَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ.

৪৬৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : (ভবিষ্যতে) এমন ধরনের একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে উপহাস করবে, আর তারা কোরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা এদের গলার নীচে যাবে না (অর্থাৎ তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং কোরআন অনুসারে আমল করবে না)। এবং এ লোকেরা ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর নিক্ষেপকারী পরীক্ষা করার জন্য কিছু তাক্ করে তীর নিক্ষেপ করবে, তীর বের হয়ে যাবে, অথচ সে কোন লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাবে না, সে তীরের পালকের দিকে তাকাবে অথচ কিছু দেখতে পাবে না এবং শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করবে।

٤٦٨٦- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ-

৪৬৮৬. আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'ঐ মু'মিন যে, কোরআন অধ্যয়ন করে এবং সে অনুসারে আমল করে তাঁর উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর মতো যা খেতেও সুস্বাদু এবং যার ঘ্রাণও মনমাতানো সুগন্ধিযুক্ত। আর ঐ মু'মিন যে, কোরআন অধ্যয়ন করে না কিন্তু এর অনুসারে আমল করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু, কিন্তু কোন সুগন্ধ নেই, আর ঐসব মুনাফিক যারা কোরআন পাঠ করে (অথচ আমল করে না) তাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ রায়হানার (এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত গুল্ম) ন্যায় যার মনমাতানো সুগন্ধি আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কোরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাঞ্জালা (মাকাল ফল জাতীয় একপ্রকার ফল) ফলের ন্যায় যা খেতেও বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তুমি একাত্মতা প্রকাশ করবে সে পরিমাণ অধ্যয়নের সাথে সাথে তিলাওয়াত করবে।

٤٦٨٧ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ

৪৬৮৭. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'কোরআন তিলাওয়াত (এবং অধ্যয়ন) করো, যতোক্ষণ তুমি এর ব্যাখ্যার সাথে একমত হও, কিন্তু যখনি তুমি (এর ব্যাখ্যা এবং অর্থ সম্পর্কে) দ্বিমত প্রকাশ করবে তখনি (সাময়িকভাবে) এর তিলাওয়াত বন্ধ রাখো।

٤٦٨٨ - عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ -

৪৬৮৮. জুনদুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : যতোক্ষণ তোমরা কোরআনের ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করো ততোক্ষণ কোরআন তিলাওয়াত (এবং অধ্যয়ন) করো। কিন্তু যখনই (এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে) দ্বিমত হবে তখন (সাময়িক-ভাবে) এর তিলাওয়াত স্থগিত রাখা উচিত।

٤٦٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ خِلَافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَآ أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ -

৪৬৮৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন, নবী (সঃ)-কে যেভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন তা থেকে আলাদা পদ্ধতিতে। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিটিকে নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন (এবং ঘটনা খুলে বললেন)। নবী (সঃ) (সব ঘটনা শুনে) বললেন, তোমরা উভয়েই সঠিকভাবে কোরআন তিলাওয়াত করেছ, সুতরাং তিলাওয়াত করতে থাক। নবী (সঃ) আরো বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যেসব জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হয়েছিল।